বাংলাপিডিএফ. নেট

ওয়েস্টার্ন

ছোবল

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা
প্রকাশনী

SUVOM

শুভম

বাংলাপিডিএফ. নেট

ক্যালকিন সিরিজ

ছোবল

গোলাম মাওলা নঈম

অসহায় নিঃসঙ্গ ও বয়স্কা এক মহিলাকে তারই র‍্যাঞ্চে অবরোধ করেছে পিট হ্যালেটের লোকেরা। ধৈর্য ধরে বসে আছে হ্যালেট, লাগুক না-হয় কয়েকদিন, কিন্তু বুড়িকে র‍্যাঞ্চ-ছাড়া করে ছাড়বে। স্বর্গরাজ্যের মত বিস্তীর্ণ এক তৃণভূমি আর হ্যালেটের মাঝে শুধু রয়েছে বুড়ি ওই মহিলা।

হঠাৎ উপস্থিত হলো এক ভবঘুরে। লোকটা কি আসলেই ভালমানুষ? নাকি বদ মতলব নিয়ে এসেছে? পিট হ্যালেট পাঠায়নি তো? সঙ্গে আবার একটা অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে এসেছে। মেয়েটাও কি হ্যালেটের জঘন্য ষড়যন্ত্রের অংশ?

হ্যালেট শুধু বয়সটাই চিন্তা করেছে, দুর্বল ভেবেছে বয়স্কা মহিলাকে, কিন্তু সে জানে না বুড়ির আরও একটা পরিচয় আছে। সে একজন ক্যালকিন!

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভম

ওয়েস্টার্ন

ছোবল

Suvom

গোলাম মাওলা নঈম

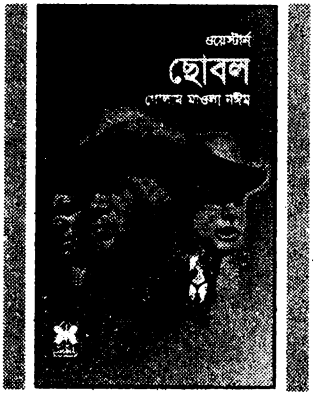

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8272-9
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সর্বস্বত্ব: লেখকের
প্রথম প্রকাশ: ২০০৬
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

CHHOBAL
A Western Novel
By: Golam Mawla Naeem

সেবা প্রকাশনী

বাহান্ন টাকা

ওয়েস্টার্ন

ছোবল

গোলাম মাওলা নঈম

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

উৎসর্গ:

কাজী জসীম উদ্দীন দীপু

ও

শাহীন আক্তার

যুগলেষু

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান। **আবু মাহদী:** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

পাহাড়ের কোলে পপলার আর কটনউডের নিবিড় ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বাড়িটা, ফটক থেকে দূরত্ব তিনশো গজ। বাড়ির সামনে গাছগাছালি না-থাকায় সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায়, দৃষ্টিসীমায় কোন বাধা নেই। ফটকের এ-পাশেও প্রায় আধ-মাইল জুড়ে খোলা জায়গা।

বাড়িটা বেশ বুড়িয়ে গেছে। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি আর বাতাসের অত্যাচারে জীর্ণ চেহারা পেয়েছে; বহুদিন চুনকাম করা হয় না। রাতের বেলায় ভূতুড়ে দেখায়, জানালায় আলো থাকে না। দিনের বেলায় থাকে একেবারে নিস্পন্দ, সামান্য নড়াচড়াও চোখে পড়ে না। যে-কেউ দেখলে ভাববে পরিত্যক্ত। তবে আধ-মাইল দূরে পাহাড়ে অপেক্ষমাণ লোকগুলো বোকা নয়, ওরা জানে যে ভিতরে লোকজন আছে।

'কসম খেয়ে বলতে পারি, বাড়িতেই আছে ও। গেটের উপর হাত রাখো, সঙ্গে সঙ্গে বুক ছ্যাঁদা হয়ে যাবে। অযথা বুলেট খরচ করে না বুড়িটা।'

বাড়ির পিছনে এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের সারি, কোনটার চূড়া ন্যাড়া, কোনটা আবার ঝোপ বা গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ; পড়ে থাকা বা উপড়ে পড়া অসংখ্য গাছ রয়েছে উপত্যকায়। বাড়ির ঠিক পিছনে গিরিখাতের মুখ উন্মুক্ত হয়েছে, ঝোপঝাড়ের কারণে সহজে চোখে পড়ে না; পাহাড়ের ওপাশে চলে গেছে গিরিখাতের অন্য প্রান্ত।

'বুড়ো টিরেলের তৈরি বাড়ি। ওর হাতে সব জিনিসই টেকসই হত। এটা যখন তৈরি করেছিল, নিউ অর্লিয়েন্স থেকে ফ্রিসকো পর্যন্ত পুরো এলাকায় এত সুন্দর বাড়ি তখন একটাও ছিল না। ত্রিশজন শক্ত-

সমর্থ কাউহ্যান্ড ছিল ওর...বলতে গেলে ছোটখাট সেনাবাহিনী। সত্যি বলছি!'

'বুড়িটার সঙ্গে এখন ক'জন আছে?' জানতে চাইল মেরিক।

'দু'তিনজনের বেশি থাকার কথা নয়। র‍্যাঞ্চের আসল জমি আর পানির সব উৎস বাড়ির পিছনে, আঙিনা ছাড়া যাওয়ার কোন উপায় নেই। হাড় বজ্জাত বুড়ি! নিজেও যায় না, কাউকে যেতেও দেয় না। আস্ত ডাইনি!'

'ও তো ঘুমায়, নাকি?' অধৈর্য স্বরে জিজ্ঞেস করল ব্রায়ান হীথ।

'না ঘুমিয়ে কি থাকা সম্ভব? ঘুমায় নিশ্চয়ই। তবে কখন যে ঘুমায়, কেবল সে আর খোদাই জানে। কিন্তু বিশ্বাস করো, যখনই গেটে হাত রাখবে, সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ ক্যালিবারের বুলেট এসে তোমার সিনা গুঁড়িয়ে দেবে। দিন-রাতে কোন ভেদাভেদ নেই।

'লোকে বলে, টিরেল নাকি আগে থেকে জানত সব। সেয়ানা লোক ছিল। ভবিষ্যতে অবরোধের মুখে পড়তে হবে চিন্তা করে বাড়িতে অ্যামুনিশন এবং সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা রেখে গেছে। কোন কিছুর অভাব নেই। কী কার্তুজ, কী খাবার।'

আলীশান বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে তিনজন লোক। দৃষ্টিতে যুগপৎ বিরক্তি ও সমীহ। অস্থির বোধ করছে সবাই। কত আর অপেক্ষা করা যায়? শেষে ছোট্ট আগুনের উপর ফুটন্ত কফিপটের দিকে মনোযোগ দিল ওরা।

'হ্যালেটের কথাই ঠিক। দিন-রাত চোখ রাখতে হবে, তক্কে তক্কে থাকলে একসময় সুযোগ আসবেই। না-ঘুমিয়ে থাকবে ক'দিন? একসময় ঘুমিয়ে পড়বেই। মানুষের শরীর বলে কথা। ভেঙে পড়তে বাধ্য। তখন আমাদের ঠেকাবে কে?

'ইশ্‌শ্‌, বাড়ির পিছনে পাহাড় ঘেরা জমিটা যদি দেখতে! সবুজ ঘাসে ভরা প্রান্তর! পানির অভাব হয় না কখনও। সারা কাউন্টিতেও এত সুন্দর জমি দেখতে পাবে না। অথচ যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছে বুড়িটা। দু'দিন পরই তো কবরে যাবে, ওর দরকার সাড়ে তিন

হাত, লক্ষ একর দিয়ে কী হবে?'

'কীভাবে এত জায়গার মালিক হলো ওরা?'

'তল্লাটে টিরেলই এসেছিল প্রথম। সঙ্গে অবশ্য ওর পার্টনার ছিল। ওরা যখন আসে, শত মাইলের মধ্যে সভ্য কোন লোক ছিল না; জায়গাটা ছিল বুনো প্রাণী আর ইন্ডিয়ানদের আখড়া। পাহাড় ঘেরা এ-জায়গাটা খুঁজে পেয়ে কেবিন তৈরি করে ওরা, শীতটা এখানেই কাটিয়ে দেয়। দু'জনে মিলে ফার শিকার করত বটে, তবে টিরেলের মনোযোগ ছিল জমির দিকে। বসন্ত এলে সব ফার নিয়ে চলে গেল বন্ধু, কিন্তু টিরেল যায়নি। এমন জায়গা ছেড়ে যাবে কেন?

'থেকে গেল ও। ইনজুনদের সঙ্গে কীভাবে যেন সমঝোতা করে ফেলল। জমিতে ফসল ফলাল। বনে শিকার করত, বুনো কয়েকটা ঘোড়া ধরে পোষ মানিয়ে ফেলল। আর গরু তো ছিলই।

'এভাবে চলে গেল কয়েক বছর। ততদিনে লোকজন পশ্চিমে আসতে শুরু করেছে। ওয়্যাগন যাত্রীরা থামত এখানে, টাকার বিনিময়ে তাদের খাবার সরবরাহ করত টিরেল, ঘোড়ার দানাপানি বা যত্ন-আত্তির ব্যবস্থা করত। অল্প দিনের মধ্যে ভাল রোজগার হয়ে গেল ওর।

'বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার সঙ্গে অধ্যবসায়ের সমন্বয় ঘটালে উন্নতি হতে বাধ্য। ফ্রাঙ্ক টিরেলের ক্ষেত্রেও তাই হলো। পাহাড় ঘেরা তৃণভূমিতে গরু রাখল ও, সতেজ ঘাস পেয়ে গরুর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। গরু সামলানোর জন্য এমনকী একজন লোকও দরকার হলো না। এভাবে কারও সাহায্য ছাড়াই দাঁড়িয়ে গেল টিরেল। তারপর বিয়ে করল সে। মেয়েটা টেনেসির পাহাড়ী এলাকার ক্যালকিন পরিবারের মেয়ে। সম্ভবত ওর সেই পার্টনারের বোন।'

'টিরেল মারা গেল কীভাবে?'

'সবাই তো বলে অ্যাম্বুশে মারা গেছে। তবে খুনীর পরিচয় কেউ জানে না।'

'শুনেছি বুড়িটা নাকি হ্যালেটের হাঁটু গুঁড়িয়ে দিয়েছে, সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ। জানোই তো মেয়েমানুষকে তেমন পাত্তা দেয় না হ্যালেট।

তো, টিরেল মারা যাওয়ার পর ও ভাবল র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যাবে এমি টিরেল। কিন্তু যায়নি সে। উল্টো ধারণা করে বসে ছিল যে টিরেলের খুনের পিছনে হ্যালেটের হাত রয়েছে।

'শেষে, এমনিতে কাজ হচ্ছে না দেখে এমিকে তাড়িয়ে দিতে একদিন নিজেই র‍্যাঞ্চে উপস্থিত হলো হ্যালেট। বাড়ি থেকে একশো গজ দূরে থাকতে থামতে বাধ্য হলো, পায়ের কাছে মাটিতে গুলি করেছে এমি। তারপর হ্যালেটের মুখের উপর মনের কথাটা জানিয়ে দিল, বলল যে টিরেলের মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী।

'আরও বলল, চাইলেই খুন করতে পারে, কিন্তু খুন করবে না; বরং এমি চায় একশো বছর বেঁচে থাকুক হ্যালেট, এবং প্রতিটি দিন যেন কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে বাধ্য হয়। তারপর পরপর দুটো গুলি করল মহিলা। সেই থেকে অচল হয়ে গেল হ্যালেটের দুই হাঁটু। পা ফেলবে কি; ক্রাচ ছাড়া সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও নেই ওর। টিরেলকে খুন করার জবর শাস্তি, তাই না? আর কেউ না হোক, অন্তত এমি টিরেল প্রতি মুহূর্তে শাস্তি পাচ্ছে।'

ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাস আটকাতে তারপুলিন খাড়া করে ফেলল তিনজন। ঠাণ্ডা পড়ছে বেশ।

মাঝে মধ্যে বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছে ওরা। এতদূর থেকে জমকাল পাহাড়ের পটভূমিতে অন্ধকার বিশাল বাড়িটাকে ভূতুড়ে, নিঃসঙ্গ এবং জীর্ণ দেখাচ্ছে, ঠিক ভিতরে ঘাপটি মেরে বসা থাকা বুড়ির মতই।

বাড়ি আর বাড়ির কর্ত্রীর মধ্যে আশ্চর্য মিল!

*

শার্পস রাইফেলটা দরজার খিলানের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে জানালার শাটার বরাবর বাইরে উঁকি দিল এমি টিরেল। গম্ভীর মেঘলা আকাশ থেকে তেরছা বৃষ্টি নেমে আসছে। বৃষ্টির ঝাপটা লাগল ওর চোখে-মুখে। উচিত সাজা হচ্ছে হারামীগুলোর, মৃদু হাসি ফুটল এমির মুখে, রাতটা দুর্ভোগের মধ্যে কাটবে ওদের। জানালা থেকে সরে এসে স্টোভের কাছে চলে গেল ও, চায়ের পানি বসাল।

মাঝে মধ্যে জানালা-পথে বাইরে দৃষ্টি চালাচ্ছে এমিলি টিরেল। হায়েনাগুলোকে বিশ্বাস নেই, ওঁৎ পেতে আছে বাইরে; সুযোগ পাওয়া মাত্র ঢুকে পড়বে বাড়িতে। প্রতিটি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হচ্ছে। ওকে অবসর দেওয়ার মত কেউ থাকলে মন্দ হত না, কিন্তু পাবে কোথায়? কাউহ্যান্ডদের শেষ লোকটা বহুদিন আগে মারা গেছে, নিজের হাতে তাকে কবর দিয়েছে এমি। এখন একেবারে একা হয়ে পড়েছে ও।

বয়স হয়েছে ওর। শরীরে উদ্যম নেই আগের মত। অল্পতে ক্লান্তি চলে আসে। ছেলেরা যদি বাড়িতে থাকত! মনে মনে খুব চাইছে এমি। দু'জনকেই। তবে স্যাম থাকলে সত্যি খুব খুশি হত ও, নিশ্চিন্ত বোধ করত। দারুণ সাহসী স্যাম, বেপরোয়া এবং নিষ্ঠুর। পিট হ্যালেটের গুণ্ডাদের ঠেকাতে এখন নিষ্ঠুর একজন লোকই দরকার ওর। স্যাম থাকলে কোন চিন্তা করতে হত না, একাই সবকিছু সামাল দিতে পারত।

স্যাম ঠিক ওর ধাঁচ পেয়েছে।

টিরেলদের কেউই অতটা বেপরোয়া বা নিষ্ঠুর নয়। সাহসী সমর্থ মানুষ, পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান। লড়াকুও। তবে স্যামের মত মারকুটে স্বভাবের নয় কেউ।

স্যামের সামনে পড়লে যে-কোন লোক থমকে দাঁড়াবে, মুহূর্তে টের পেয়ে যাবে এ-পাহাড় ডিঙানো সহজ হবে না। কঠিন। খুবই কঠিন। ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট স্যাম, আপাত নিরীহ, কিন্তু কেউ বেতাল করতে এলে মাশুল গুনতে বাধ্য হয়। মাশুলটা প্রায় সময়ই খুব চড়া হয়।

মেয়ে হলেও বেশ লম্বা এমি। চেহারায় মাধুর্যের চেয়ে কাঠিন্য বেশি। ভাইরা প্রত্যেকে ছয়ফুটী; উঠতি বয়সে এমির প্রত্যাশা ছিল অন্তত ছয় ফুট লম্বা হবে, কিন্তু সিকি ইঞ্চির জন্য ওর আশা অপূর্ণ থেকে গেল।

পুরানো, রঙ ঝলসে যাওয়া পোশাক ওর পরনে। জুতো জোড়া সাইজে বেশ বড়। ছেলেবেলা থেকে বাপের জুতো পায়ে দিতে

অভ্যস্ত। পরতে কখনও অস্বস্তি লাগত না।

সাতষট্টি চলছে ওর। এই র‍্যাঞ্চে কেটে গেছে দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর।

বিয়ের আগে কাম্বারল্যান্ডে বাবার সঙ্গে থাকত ও। হঠাৎ এক বিকালে বাড়ির সামনে উপস্থিত হলো অচেনা এক ঘোড়সওয়ার। সুদর্শন মানুষ, পরনে ছিল দর্জি দিয়ে তৈরি কাপড়, পায়ে চকচকে বুট। ঘোড়াটা ছিল রক্তরঙা বে, নর্তকীর মত চপল পা ফেলছিল ওটা।

বাগানে ফুলের পরিচর্যা করছিল এমি। বেড়ার বাইরে ঘোড়া থামাল সে, বলল: 'এমিলি ক্যালকিন নামে কেউ থাকে এখানে?'

'ওকে কেন খুঁজছ?'

'আমার নাম ফ্রাঙ্ক টিরেল, ম্যা'ম। বহুদূর থেকে ওর খোঁজে এসেছি। ওর এক চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে ছিলাম কিছুদিন, শাইনিং মাউন্টেনে একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা।'

চিন্তিত চাহনিতে সুদর্শন যুবককে দেখল এমিলি, শেষে বলল: 'আমিই এমি ক্যালকিন। যে-কাজেই এসে থাকো, ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে কোন লাভ হবে না। নেমে পড়ো। তোমার চেয়ে বোধহয় ঘোড়াটারই বেশি বিশ্রাম দরকার।'

সে-গ্রীষ্মে বিশে পড়েছিল এমি। বিবাহযোগ্যা মেয়ে হিসাবে বয়সটা একটু বেশিই, কারণ ধারে-কাছে ওর চেয়ে কমবয়সী সব মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর বিয়ে হয়ে গেল ওদের। হানিমুনটাও বাকি থাকেনি। নিউ অর্লিয়েন্স যেতে যেতে ওটা সেরে নিয়েছে।

মোষ আর ইন্ডিয়ানদের এলাকা পাড়ি দিয়ে পশ্চিমে চলে এল ওরা। পাশাপাশি রাইড করেছে দু'জন। র‍্যাঞ্চে পৌঁছানোর পর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না এমি। কী বিশাল! সারা জীবনেও এত বড় বাড়ি দেখেনি, এমনকী নিউ অর্লিয়েন্সেও ওর দেখা যে-কোন বাড়ির চেয়ে বড়। আর কী নির্জন! শত মাইলের মধ্যে কোন কেবিন বা শ্যাক নেই, সবচেয়ে কাছের শহর অন্তত দু'শো মাইল দূরে।

বিশ বছর বয়সে এখানে এসেছিল। তারপর কত পরিবর্তন হলো! কেটে গেল প্রায় চার যুগ। ওর আর টিরেলের নাম মিলিয়ে র‍্যাঞ্চের নাম রাখা হয়েছিল এম.টি। কেউ কেউ মজা করে বলে এম্পটি। মানে খালি। সুবিশাল, বিস্তীর্ণ অথচ মরুভূমির মত ফাঁকা। বিকৃত হলেও কথাটা নির্মম সত্য এখন।

ফ্রাঙ্ক নেই, কিন্তু জীবনের দীর্ঘ পথ ওর সঙ্গে পাড়ি দিয়েছে এমি–প্রতিটি মুহূর্ত ছিল উপভোগ্য। সব স্মৃতিই মধুর। স্বাভাবিক মৃত্যু হলে কথা ছিল না, মানুষটাকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে; তাই টিরেলের মৃত্যু মেনে নেওয়া ওর জন্য বেশ কঠিন ঠেকছে, বিশেষ করে যেহেতু একাকীত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে ওকে।

একদিক থেকে কিছুটা হলেও শান্তি পাচ্ছে এমি–খুনীর উচিত সাজার ব্যবস্থা করেছে। অচল দুই হাঁটু আর বুকভরা ঘৃণা নিয়ে পাশের শহরে বাস করছে হ্যালেট। প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে।

টিরেলের সঙ্গে হ্যালেটের শত্রুতা দু'জনের দেখার প্রথম দিন থেকে। এর মূলে রয়েছে তীব্র ঘৃণা আর ঈর্ষা। জীবনে যত বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল হ্যালেটের, সক্ষোভে দেখেছে তার সবই অর্জন করে ফেলেছে টিরেল। যেভাবে হোক টিরেলের কাতারে শামিল হতে হবে, সিদ্ধান্ত নেয় সে, এবং সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে টিরেলের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া।

প্রথমে ভয় দেখিয়েছে, কিন্তু পাত্তা দেয়নি টিরেল। সত্যি কথা হচ্ছে মাটির বুকে জীবিত কোন প্রাণীকেই ডরাত না ফ্রাঙ্ক টিরেল। শেষে চূড়ান্ত পথটাই বেছে নিল হ্যালেট। নিজে করুক বা অন্যকে দিয়ে করাক, তাতে কী, কাজ হলেই হলো; একদিন সত্যি সত্যি খুন হয়ে গেল টিরেল।

হ্যালেট ধরে নিয়েছিল বুড়ো স্বামীকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়বে এমি, র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যাবে নিজের জন্মস্থানে। একাকী মানুষ, এখানে থেকে করবেটা কী? অথচ যাওয়া দূরে থাক, দিব্যি ঠেকিয়ে রেখেছে ওদের।

বিশাল বাড়িটার পরিবেশ ঠাণ্ডা। প্রতিটি কামরায় কালিগোলা অন্ধকার আর গাঢ় ছায়ার রাজত্ব। ভারী শাটার ভেদ করে শেষ বিকালের ম্লান আলো প্রবেশ করেছে ভিতরে। মেঝেয় ধূলির পুরু স্তর জমেছে, ভাপসা গুমট বাতাস। অথচ বাড়িটাকে সবসময়ই ঝকঝকে আর পরিচ্ছন্ন রাখতে পছন্দ করে এমি। এখন সুযোগ পাচ্ছে না। ঘরদোর পরিষ্কার করার সময় কোথায়? দিনের মধ্যে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই পাহারায় থাকতে হচ্ছে।

হাতের কাজে ফ্রাঙ্ক টিরেলের কোন জুড়ি ছিল না। এটা অবশ্য টিরেলদের পারিবারিক ঐতিহ্য। নৌ পুলিশের জন্য স্টিম বোট তৈরি করতে ফ্রেঞ্চ ক্যানাডা থেকে সুদূর পশ্চিমে চলে এসেছিল ফ্রাঙ্ক। শুরুতে নানান কিসিমের বোট বানিয়ে জীবিকা চালালেও শুধু নৌকা নিয়ে ব্যস্ত থাকেনি; বরং মিল, সেতু, বাড়ি সহ নানা তৈজসপত্র তৈরি করেছে ফ্রাঙ্ক। দক্ষ হাতের কাজ, প্রতিটিই ছিল নিখুঁত এবং সুদৃশ্য। এমন নয় যে শুধু ফ্রাঙ্কই ওস্তাদ কারিগর ছিল, আসলে প্রায় সব টিরেলই হাতের কাজে চৌকস ছিল।

ব্যতিক্রম কেবল এমির দুই ছেলে। পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করলেও পেশার খাতিরে কেউই পূর্বপুরুষদের অনুগামী হয়নি।

কীলের নৌকা, কয়েকটা স্টিমবোট, ডজন খানেক মিল এবং সেতুর পর, সবশেষে এ-বাড়িটা তৈরি করেছে ফ্রাঙ্ক। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা আর বিচক্ষণতা দিয়ে সযত্নে তৈরি করেছে, দেখে মুগ্ধ হওয়ার মতই বাড়িটা। নিখুঁত এক ভাস্কর্য যেন! শুধু সৌন্দর্য নয়, বরং স্থায়িত্বকেও গুরুত্ব দিয়েছিল ফ্রাঙ্ক। বন থেকে কাঠ যোগাড় করার পর সময় নিয়ে সিজন করিয়েছে, সুদক্ষ হাতে প্রতিটি টুকরো নিজে কেটেছে। সেলারটা নিজে খুঁড়েছে, পাথরের দেয়াল তৈরি করেছে; খুঁটিনাটি প্রতিটি জিনিস বিবেচনা করেছে।

জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি চালাল এমি। বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাসের বিরাম নেই। তারপুলিনের নীচে জড়সড় হয়ে বসে আছে তিন ষণ্ডা,

ঝড়-বৃষ্টির অত্যাচারে কাহিল। বজ্রপাতের নীলচে আলোয় ক্ষণিকের জন্য চেনা পরিবেশ একটু একটু করে দেখতে পাচ্ছে এমি। লাগোয়া পাথরে–অন্তত বারোটা রয়েছে–সাদা রঙের জমিনে কালো নম্বর দেওয়া। ফ্রাঙ্ক নিজের হাতে করেছে কাজটা। বাড়ি থেকে একেক পাথরের দূরত্ব নির্দেশ করছে নম্বরটা। সাংঘাতিক সতর্ক ও হিসাবী মানুষ ছিল সে, অযথা বুলেট খরচ করতে চাইত না; তাই দূরত্বের হিসাব লিখে রেখেছে–যাতে দূরত্ব হিসাব করে গুলি করা যায়।

মানুষটা নেই, তবে এক অর্থে বেঁচেও আছে। এই বাড়িতে, এমির চেতনায়। এখানে-সেখানে ফ্রাঙ্কের হাতের কাজ বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে।

কিন্তু বাস্তবে একাকীই এমি, নিঃসঙ্গ এবং অসহায়। ছেলেরা যদি থাকত! ওরা তো জানেই না কত বড় বিপদে রয়েছে ওদের মা!

ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে এমি। লাগাতার ধকল বুড়ো হাড়ে সইছে না। বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল ও। আহ্, কী আরাম! সারা দেহে স্বস্তির প্রবাহ! দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে। চলাফেরা করতে ইদানীং খুব কষ্ট হয়, এমনকী চায়ের পানি চাপানোও ভীষণ ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছে।

মাঝে মধ্যে অবসন্ন শরীরটা যখন চেয়ারে চাপিয়ে দেয়, তখন মনে হয় এই তো ভাল। এই বসে থাকা, শুধুই বসে থাকা, আর উঠার দরকার নেই–কত যে আরামের! কত যে প্রশান্তির! কত যে সহজ!

সত্যি, খুবই সহজ। অথচ ওর জীবনটা কখনোই সহজভাবে কাটেনি। আয়েশ করেছে ঠিকই, তবে সেই আয়াস অর্জন করতে হয়েছে।

ফ্রাঙ্কের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজ করেছে ও, র‍্যাঞ্চটাকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যে-কোন কাউহ্যান্ডের চেয়ে গরুর কাজ ভাল পারত এমি। হাঁটুর উপর রাইফেল রেখে তিনটা বাচ্চাকে বড় করেছে। ফ্রাঙ্ক মারা যাওয়ার পর আক্ষরিক অর্থে ও-ই ছিল এম.টির

চালিকাশক্তি। রাসলারদের হাতে গুলি খাওয়া দুই কাউহ্যান্ডকে চব্বিশ মাইল দূর থেকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে এসেছে, দু'জনেই যন্ত্রণায় কাতর আর প্রায় মুমূর্ষু ছিল।

ওর জীবনের প্রথম খুন–এক রেনিগেড কিওয়া। শেষেরজন পিট হ্যালেটের ভাড়াটে গুণ্ডা। মাঝখানে আরও কতজন! হিসাব রাখেনি এমি।

সবকিছুরই শেষ আছে। মানুষ তো! পরিষ্কার বুঝতে পারছে এমি, শেষপর্যন্ত খোঁড়া লোকটাই জয়ী হবে। বয়সকে অবহেলা করার উপায় নেই। শরীরে জোর না-থাকলে কথার জোরে পারা যায় না। এমির অবশ্য কোনটাই নেই। স্রেফ মনের জোরে টিকে আছে এখন পর্যন্ত। কিন্তু ক'দিন টিকতে পারবে আর? ক'জনকে ঠেকিয়ে রাখবে? টাকা আছে হ্যালেটের। ঢালবে। বাড়ির পিছনে পাহাড় ঘেরা জায়গাটা দখল করতে পারলে এরচেয়ে দশগুণ আদায় হয়ে যাবে।

হয়তো এ-বিশ্রামই কাল হয়ে দাঁড়াবে। চুপিসারে এগিয়ে আসবে ওরা। জানতেই পারবে না এমি। সে-সময়টা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকলেই চলবে, একসময় ক্লান্তির কাছে পরাস্ত হবে এমি। সুযোগ পেলে ঝিমিয়ে নিচ্ছে ও, শুধু সেজন্যই টিকে আছে এখন পর্যন্ত; তা ছাড়া, বুড়ো বয়সে ঘুমের চাহিদাও কম থাকে মানুষের।

বাড়িতে ঢুকে কী করবে ওরা? আগুন ধরিয়ে দেবে? এটাই সহজ উপায়, অন্তত ওদের জন্য। এক ঢিলে দুই পাখি শিকার হয়ে যাবে। কেউ যদি কখনও সত্য যাচাই করতে আসে–আদৌ যদি আসে কখনও–বলবে, ঘরে আগুন লেগে মারা গেছে বুড়ি। স্রেফ দুর্ঘটনা। কেউ কেউ হয়তো দুঃখ করবে, ব্যস, ওই পর্যন্তই।

আইন এখান থেকে অন্তত পঞ্চাশ মাইল দূরে, দুর্গম ট্রেইল পাড়ি দিয়ে যেতে হয় সেখানে। যে আসবে সে ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকবে।

আশা শুধু একটাই। ছেলেরা বাড়ি ফিরবে। ওদের জন্য বেঁচে আছে এমি, প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছে। ফ্রাঙ্ক খুন হওয়ার পর থেকে জীবন সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এমি, প্রতিটি মুহূর্ত ওর কাটছে

দুঃসহ একাকীত্ব আর হতাশার যন্ত্রণায়। ফ্রাঙ্কের হাতে তৈরি র‍্যাঞ্চটা শেয়াল-কুকুরে খুবলে খাবে, বেঁচে থাকতে এটা তো হতে দিতে পারে না; তাই মাটি কামড়ে পড়ে থাকা···নিশ্চিত পরাজয় জেনেও লড়ে যাচ্ছে।

'আমি মরে গেলেও র‍্যাঞ্চটা হাতছাড়া কোরো না,' সবসময়ই বলত ফ্রাঙ্ক। 'একদিন না একদিন ওরা ফিরে আসবেই।' কিন্তু সে কি আদৌ জানত কতদিন অপেক্ষা করতে হবে এমিকে?

ছয় ছেলের মধ্যে মাত্র দু'জন বেঁচে আছে। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মারা গিয়েছিল বড়টা, ষোলো চলছিল ওর; মেঝোজন মারা যায় ওয়েস্টার্ন নেব্রাস্কায় ইন্ডিয়ানদের হাতে। তৃতীয়জনের আয়ু মাত্র কয়েক সপ্তাহের। আর চতুর্থজন মারা গিয়েছিল এই র‍্যাঞ্চে, রাসলারদের সঙ্গে সংঘর্ষে খুন হয়ে যায় সে।

যে-দুজন বেঁচে রইল, একজনের সঙ্গে আরেকজনের মিল খুব কম। বয়সের ব্যবধান ছাড়াও দৃষ্টিভঙ্গি বা আচার-আচরণেও বিস্তর পার্থক্য রয়েছে ওদের মধ্যে। ক্যানাডায় পড়াশোনা করেছে ব্রায়ান, তারপর ফ্রান্সে চলে যায়। আত্মীয়দের সঙ্গে ওখানেই আছে। সম্ভবত ফরাসী সেনাবাহিনীতে চাকুরি করে ব্রায়ান, এরকম কিছুই শুনেছে এমি।

স্যাম ব্রায়ানের চেয়ে আট বছরের ছোট। ব্রায়ান যেখানে শান্ত, ধীর-স্থির ও মেধাবী; স্যাম ঠিক উল্টো স্বভাবের–অস্থির, অকপট এবং মেজাজী। অল্পতে খেপে যায়। বেপরোয়া অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালবাসে। যে-রাসলারের হাতে খুন হয়েছিল ওর ভাই, তাকে খুঁজে বের করে প্রতিশোধ নেয় স্যাম; পনেরো চলছে তখন ওর। পরের বছর ওর হাতে মারা পড়ে আরেক রাসলার, টেক্সাসের প্যানহ্যান্ডেলে পাল থেকে গরু সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়ে লোকটা। সতেরো বছর বয়সে কনফেডারেট বাহিনীতে যোগ দেয় স্যাম, প্রথমে সার্জেন্ট এবং পরে লেফটেন্যান্ট পদে উন্নতি লাভ করে। চার বছরের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও স্যামের কোন খবর পায়নি এমি বা ফ্রাঙ্ক।

কিংবা ব্রায়ানের সংবাদও পায়নি। ফ্রান্স থেকে শেষ যে-চিঠিটা এসেছিল, সেটাও কয়েক বছর আগের কথা।

চেয়ার ছেড়ে উঠল এমি, আগুনে কাঠ যোগ করল। সামনের করিডরে এসে উঁকি দিল বাইরে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মাঝে মধ্যে বজ্রপাত হচ্ছে; তবে আগের মত তীব্র নয়। বৃষ্টির লাগাতার শব্দ ছাড়া অন্য আওয়াজ কানে এল না ওর, কোন নড়াচড়াও চোখে পড়ল না।

বৃষ্টি নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে এমি, কারণ ঝড়ো বৃষ্টির মধ্যে বাইরের কিছু যেমন দেখতে পাবে না, তেমনি কেউ বাড়ির কাছে চলে এলেও শব্দ শুনতে পাবে না। আছে ওরা। পাথরের আড়ালে তারপুলিনের নীচে মাথা গুঁজেছে সবাই।

গেটের উপর চোখ পড়তে অজান্তে মুচকি হাসল এমি। পিট হ্যালেট বা তার ভাড়াটে লোকগুলো ওর লাগাতার সতর্ক প্রহরার আসল রহস্য ধরতে পারেনি। গেটের ঠিক ভিতরে প্রেয়ারি থেকে আনা বেশ কিছু পাথর পড়ে আছে, বহুদিন ধরে ওগুলোকে আবাস হিসাবে ব্যবহার করছে কয়েক পরিবার মার্মট। কেউ নড়লেই সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচায় ওরা, শব্দটা যদিও ক্ষীণ, কিন্তু ঠিকই এমির কানে আসে। অন্তত দু'বার ওদের সাড়ার কারণে সতর্ক হয়ে গেছে এমি, নইলে অনেক আগেই হয়তো এই র‍্যাঞ্চ হ্যালেট বাহিনীর দখলে চলে যেত।

পাহারার কাজ তাই সহজ হয়ে গেছে এমির। কান খাড়া রাখে ও, খেয়াল রাখে মার্মটগুলো চেঁচায় কি-না। অবশ্য বয়সের ব্যাপারও আছে। বুড়োদের ঘুম কম। গভীর ঘুম হয় না বললে চলে। ঝিমুনি এলেও সামান্য শব্দে জেগে উঠে।

ফিরে এসে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল এমি, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। বারবার পুরানো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বয়স হলে এই এক বেদনা। কী ছিল সেই দিনগুলি! ফ্রাঙ্কের পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাইড করেছে, পাড়ি দিয়েছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ফ্রাঙ্কের উপস্থিতি কত চমৎকার মনে হত!

এখানে আসার পর, র‍্যাঞ্চটা দাঁড় করাতে কাউহ্যান্ডের মত কাজ

করতে হয়েছে ওকে। ঘোড়ার পিঠে কেটে যেত প্রায় পুরোটা দিন, তারপর ঘরে ফিরে রান্নার কাজ করত। খাবার টেবিলে মাংসের যোগানের জন্য শিকারও করতে হত। এত পরিশ্রম কখনও বোঝা মনে হয়নি। পাশে ফ্রাঙ্ক টিরেলের উপস্থিতিতে ওর সব বেদনা বা কষ্ট দূর হয়ে যেত। নিদারুণ সুখে ছিল ওরা। ফ্রাঙ্ক মানেই নির্ভরতা, কোন কিছুতে ভয় ছিল না ওর।

এমির সারা জীবনে যে-শব্দের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, ফ্রাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে জেনেছে একাকীত্ব বা নিঃসঙ্গতা কী জিনিস। যত দিন গড়াচ্ছে উপলব্ধিটা ততই গভীর হচ্ছে।

এত ক্লান্তি আগে কখনও লাগেনি। টানা জেগে থাকায় দুর্বল লাগছে শরীর, হাঁটতে গেলে গা কাঁপছে। কিন্তু একটুও ভীত নয় এমি। জানে একসময় বাড়িতে ঢুকে পড়বে ষণ্ডাগুলো, তখন একটা জিনিসই চাওয়ার আছে ওর–সময়মত যাতে জাগতে পারে। একটা গুলি বরাদ্দ রেখেছে নিজের জন্য।

ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল মাংসপেশি। মেঘের দূরাগত গুড়গুড় শব্দ ছন্দের মত মনে হলো, মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল, পরমুহূর্তে বজ্রপাত হলো কোথাও। মৃদু মৃদু কেঁপে উঠল জানালার শাটারগুলো।

আরেকবার বাইরে চোখ বুলানো উচিত। শিগ্‌গিরই।

অজান্তে চোখ বুজে এল···*মাত্র একটা মিনিট চোখ বুজে থাকব*, নিজেকে শুধাল এমি, *মুহূর্তের জন্য। চোখ বুজে থাকা কী যে আরামের!*

দুই

নিজেকে বৃষ্টিতে ভিজে একসা হয়ে যাওয়া ঝড়ো কাকের মত মনে হচ্ছে জন ক্যালকিনের। এ-মুহূর্তে ওর চাহিদা একটা আশ্রয় আর গরম কিছু খাবার। সঙ্গে ড্রিঙ্ক হলে মন্দ হবে না। লম্বা পাঅলা রোয়ানটা ওর চেয়েও বেশি ক্লান্ত, হঠাৎ হঠাৎ এলোমেলো পা ফেলছে। কম দূরত্ব তো পেরোয়নি! টানা ছুটে এসেছে।

বিদ্যুৎ চমকাল মুহূর্তের জন্য, নীলচে আলোয় সামনে বৃষ্টিস্নাত বাড়ির ছাদ চোখে পড়ল। ছয়-সাতটা দালান দেখতে পেয়েছে। শহর? বৃষ্টির একটা ফোঁটা ঘাড়ের পিছন হয়ে পিঠ দিয়ে নেমে গেল, মেরুদণ্ডে শীতল শিরশিরে অনুভূতি ছড়িয়ে দিল। অজান্তে শিউরে উঠল জন।

শহর, এতক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেছে ও। সাত-আটটা দালান। এক জায়গায় একসঙ্গে চারটা আলোকিত জানালা চোখে পড়ল, একটু উপরে "হোটেল" লেখা সাইনবোর্ড। আশ্রয় যখন পেয়ে গেছে, এবার ঘোড়াটার গতি করা যাক, ভাবল জন। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে স্টেবলের দিকে এগোল।

হোটেল থেকে এক ব্লক দূরে স্টেবল। কোণে বাতি জ্বলছে, তবে ভিতরে কেউ নেই। শূন্য এক স্টলে ঢুকে ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খুলল জন, শুকনো দুই মুঠো খড় দিয়ে ঘষে রোয়ানের গা মুছে দিল; শেষে ব্রিডল খুলে ওটাকে দানাপানি দিয়ে রাইফেল ও স্যাডলব্যাগ হাতে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ কানে এল ওর, পরপরই ঝড়ের মত ছুটে এল

একটা ঘোড়ার গাড়ি; গায়ের উপর চড়াও হওয়ার উপক্রম। হোটেলের দিকে এগোচ্ছিল জন, শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে, কোনরকমে বাকবোর্ডের নীচে চাপা পড়া থেকে রক্ষা পেল।

হোটেলের সামনে থামল বাগিটা। ছিপছিপে দেহের একটা মেয়ে নামল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে ড্রেস; রেইলের সঙ্গে বাকবোর্ড বেঁধে দ্রুত পায়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

দরজা ঠেলে যখন ভিতরে পা রাখল জন, দেখল সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে নীরব কামরার মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা; পরনের সব কাপড় ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে।

বড়জোর পাঁচ কি ছয়জন লোক রয়েছে এখানে। বারের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন, অন্যরা দুটো টেবিল দখল করেছে। বারটেন্ডার বিশালদেহী এক ব্লন্ড, টকটকে লাল একটা শার্ট পরেছে: নোংরা চাহনিতে গিলে খাচ্ছে মেয়েটাকে।

'আরে, এ যে দেখছি এলগারের বেবি-সীটার!' বলল বারের কাছে দাঁড়ানো লাল শার্ট পরা একজন। বিশালদেহী ব্লন্ড লোকটা। চওড়া বুকের ছাতি। 'পালিয়ে এসেছ নাকি, গার্লি? আহ্হা, বেচারা এলগার! ও বোধহয় ভেবেছিল বাচ্চাদের সঙ্গে ওকেও কিছুটা যত্ন করবে তুমি।'

'হোটেল মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বলল মেয়েটা। 'দয়া করে কেউ কি বলবে ওকে কোথায় পাব? একটা চাকুরি দরকার আমার।'

'মেয়েমানুষের চাকুরি তো একটাই,' ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল দাঁড়িয়ে থাকা একজন, কুৎসিত চাহনিতে দেখছে মেয়েটাকে, তারপর সঙ্গীর দিকে ফিরে জানতে চাইল: 'চলবে নাকি?'

'উঁহুঁ, আরও মোটাসোটা মাল দরকার আমার খাটো গাট্টাগোট্টা লোকটা, মাথায় ঘন কালো চুল, চওড়া বুকের ছাতি। 'শরীরে মাংস না-থাকলে কি ধরে মজা পাওয়া যায়? এর শরীরে তো মাংসই নেই

সন্তর্পণে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল জন চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছে, একটুও পছন্দ হচ্ছে না ওর, কিন্তু

সেধে ঝামেলায় জড়াতে চায় না বলে চুপ করে থাকল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জন জানে অচেনা শহরে পা রেখে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো–পরিণামটা যাই হোক–স্রেফ হঠকারি এবং নির্বুদ্ধিতা; যেখানে পেটের চাহিদা পূরণ করা দূরে থাক, তেষ্টা মেটাতে একটা ড্রিঙ্কও গেলেনি। যতবার এ-কাজটা করেছে, না-খেয়ে বা সময়ের আগেই শহর ছাড়তে হয়েছে ওকে।

টেবিলে বসা তিনজন ভ্রূক্ষেপ করছে না, কী ঘটছে তাতে যেন ওদের আগ্রহ বা মাথাব্যথা নেই; কিন্তু আদপে, যে-কারও পক্ষে এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া কঠিন।

চাপা স্বরে খিকখিক করে হাসছে খাটো লোকটা, মেয়েটার অসহায়ত্ব আর বিব্রতাবস্থা চুটিয়ে উপভোগ করছে।

'কেউ কি দয়া করে মালিককে ডেকে দেবে?' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল মেয়েটা। 'সত্যি খুব বিপদে পড়েছি আমি।'

'আমি থাকতে বিপদ নেই তোমার। ডীন এলগারকে ছেড়ে এসেছ। বেশ করেছ। এবার আমার কাছে চলে এসো।'

'কক্ষনো না!' অপমানে তীক্ষ্ণ হয়ে গেল মেয়েটার কণ্ঠ। কাঁপা স্বরে বোঝা গেল ভড়কে গেলেও সাহস হারায়নি। 'লেন্স হর্নার, তুমি ভাল করে জানো খারাপ মেয়ে নই আমি!'

সবক'টা দাঁত বের করে হেসে উঠল সে, তারপর বারের উপর থেকে শরীরের ভর সরিয়ে সিধে হলো ধীরে ধীরে। 'তুমি আসবে, নাকি আমিই তোমার কাছে আসব?'

'বিরক্ত কোরো না ওকে।'

ঘরে যেন বোমা পড়েছে, চমকে জনের দিকে ফিরে তাকাল সবাই। স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

তবে দেখার মত বিশেষত্ব নেই জনের মধ্যে। দীর্ঘদেহী, কোমল এবং কাঠিন্যে মেশানো মুখ। একশো নব্বই পাউন্ড ওজন, যার বেশিরভাগ চওড়া কাঁধ ও বুকের ছাতিতে। ঠোঁটের উপর গোঁফ আর গালে তিনদিনের না-কামানো দাড়ি। বহুদিন চুল কাটানো হয়নি বলে

হ্যাটের তলা দিয়ে উঁকি মারছে ঝাঁকড়া চুল। হ্যাটটাও জীর্ণ, একটা বুলেটের ফুটো রয়েছে তাতে। স্লিকারের বোতাম খোলা, চামড়ার চ্যাপস ভিজে গেছে, বুটের হিল ক্ষয়ে যাওয়ায় ক্যালিফোর্নিয়া স্পারজোড়া মাটি ছুঁইছুঁই করছে।

'কী বললে?' লেন্স হর্নারের চোখে সীমাহীন বিস্ময়, দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না—কী দুঃসাহস! এত বড় বুকের পাটা যে ওকে নির্দেশ দিচ্ছে!

অন্যের কাছ থেকে নির্দেশ পেতে অভ্যস্ত নয় হর্নার, বুঝল জন।

'বলেছি ওকে ওর মত থাকতে দাও। কানা নাকি তুমি, দেখছ না ও ক্লান্ত, ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে? নিজস্ব একটা রুম দরকার ওর।'

'এখানে তুমি নতুন, তাই ব্যাপার-স্যাপার বুঝবে না,' শান্ত কণ্ঠে বলল লেন্স হর্নার, তবে বিদ্বেষ বা অসন্তোষ চাপা থাকল না। 'নতুন জায়গায় এসে কি গোলমালে জড়ানো উচিত? মোটেই না। তাই আমাদের ব্যাপারে তোমার লম্বা নাকটা জড়িয়ো না, মিস্টার। ও একটা রুম চায়, এই তো? আমার রুমে চলে যাক না, সঙ্গে আমিও থাকব। দু'জনে মিলে মহা আনন্দে কাটাব রাতটা।'

মেয়েটির দিকে ফিরল জন। 'ম্যা'ম, ওদের কথায় কান দিয়ো না। তোমার বোধহয় গরম কিছু খাওয়া দরকার। সুপ বা কফি? বসো পড়ো, দেখি ব্যবস্থা করা যায় কি-না।'

হাল ছাড়ার পাত্র নয় হর্নার, বাবরি সোনালি চুল দুলিয়ে বলল, 'আমার ধৈর্য কম, স্ট্রেঞ্জার। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো। নতুন জায়গায় এসে মাস্তানি করা কি ঠিক হচ্ছে? তোমার জায়গায় থাকলে এতক্ষণে ঘোড়ায় চড়ে নিজের পথে চলে যেতাম আমি।'

কেউ যখন বড়মুখ করে, তখন এর পরিণাম সম্পর্কেও তার সচেতন থাকা উচিত। লেন্স হর্নারের মত মানুষ জীবনে কম দেখেনি জন, আসলে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছে, এদের বাগাড়ম্বর ওর কানে বিরক্তি উৎপাদন করে শুধু।

হর্নারকে একরকম বাতিল করে দিয়ে মেয়েটির দিকে ফিরল ও.

শূন্য একটা টেবিলের কাছে এসে চেয়ার টেনে আহ্বান করল। 'বোসো, ম্যা'ম, বলে বারের কাছে চলে এল ও, বারটেন্ডারকে বলল: 'ওই লেডির জন্য গরম সুপ আর কফির ব্যবস্থা করো।'

বারের উপর সুঠাম দুই হাত রাখল বারটেন্ডার, হর্নারের মতই কুৎসিত চাহনি তার চোখে। 'তুমি কেন, মিস্টার, স্বয়ং দেশের প্রেসিডেন্ট বললেও ওই মাগীটার জন্য...'

সবারই ধৈর্যের সীমা আছে। আর নিজেকে সামলাতে পারল না জন। হাত বাড়িয়ে খপ করে লোকটার গলা চেপে ধরল, এক ঝটকায় বারের উপর তুলে ফেলল বারটেন্ডারের দেহের উপরের অংশ। শূন্যে ভাসছে লোকটার শরীর, গলায় চাপের কারণে শ্বাস রোধ হয়ে গেল। দু'তিনটা সত্যিকার ঝাঁকি দেওয়ার পর যখন বাতাসের অভাবে মুখ নীলচে হতে শুরু করেছে, লোকটাকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলল জন। ছিটকে গিয়ে পিছনের তাকের কাছে পড়ল সে, এতটা জোরে যেন পাগলা ঘোড়ার লাথি খেয়েছে। তাক থেকে কাত হয়ে পড়ে গেল কয়েকটা বোতল, মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল ঝনঝন শব্দে।

'আশা করি এতেই শিক্ষা হবে তোমার,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জন, যেন কিছুই ঘটেনি। 'মনে রেখো, এভাবে কোন লেডির সঙ্গে কথা বলে না কেউ। এবার সুপটা তৈরি করো।'

উঠে দাঁড়াল বারম্যান, তারপর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট না-করে রান্নাঘরে চলে গেল।

বিহ্বল দৃষ্টিতে ঘটনাটা চাক্ষুষ করেছে লেন্স হর্নার, একচুল নড়েনি সে বা অন্য কেউ। ওদের দিকে মনোযোগ না-দিলেও আসলে কারও কথাই ভুলে যায়নি জন।

'তুমি বোধহয় চিনতে পারোনি আমাকে,' আবারও বড় মুখে বলল বিশালদেহী ব্লন্ড। 'লেন্স হর্নার আমার নাম!'

হাসল না জন। সব শহরে বোধহয় এরকম চাপাবাজ থাকে দু'একটা। কত দেখল জীবনে! 'যা হয়েছে, ভুলে যাও, সান,' একই রকম নিরাবেগ স্বরে বলল ও। 'কাউকে বলব না আমি।'

বিমূঢ় দেখাল লেন্স হর্নারকে। বুকে অবাধ্য ইচ্ছে ধুকপুক করছে–আচ্ছামত পেটাবে জনকে, কিন্তু নিজের মুরোদের ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। বুঝে গেছে শক্তপাল্লার সামনে পড়ে গেছে।

হর্নারের অসুবিধা বুঝতে পারছে জন। পরিচিত লোকের সঙ্গে মাস্তানি করা যত সহজ, আগন্তুকের সঙ্গে আদপে ততটা সহজ নয়। জন অচেনা, ওর সামর্থ্য জানা নেই বলে ফাঁপরে পড়ে গেছে সে।

'লেন্স হচ্ছে দেশের সবচেয়ে ক্ষিপ্র বন্দুকবাজ,' সাফাই গাইল কালো চুলের খাটো লোকটা।

'দেশটা খুবই ছোট,' জনের নিস্পৃহ মন্তব্য।

সুপ আর কফি নিয়ে এল বারটেন্ডার, খুবই সতর্কতার সঙ্গে টেবিলে সুপের বাটি নামিয়ে রাখল, তারপর নিঃশব্দে পিছিয়ে গেল।

'সুপটা খেয়ে নাও, ম্যা'ম,' বলল জন। দেখে ওর মনে হচ্ছে মেয়েটির বয়স ষোলো-সতেরো হবে। কমও হতে পারে। 'আমি শুধু কফি খাব।'

খেতে খেতে আলাপ শুরু হলো। অন্যরা যেন ভ্রূক্ষেপ করছে না, তবে ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। চোরা চোখে মাঝে মধ্যে ওদের দেখছে হর্নার আর তার সঙ্গী, মনে মনে জনের মুণ্ডচ্ছেদ করছে। তবে শিগ্‌গিরই বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠবে ওরা, জানে জন, অন্তত একজন বেপরোয়া হয়ে উঠবে, দেখতে চাইবে আসলেই কতটা টাফ ও।

পলকের জন্য সবার উপর দৃষ্টি বুলাল জন, বোঝার চেষ্টা করল সেই দুঃসাহসী লোকটা কে হতে পারে। তবে যে-ই হোক, খুব একটা পরোয়া করে না। এরা সবাই এক গোত্রের লোক, সস্তা মাকাল ফল। চালচুলোহীন মাস্তান। মুরোদহীন।

'আশপাশে কোন ভদ্রমহিলা নেই?' মেয়েটির উদ্দেশে জানতে চাইল জন। 'এমন কেউ নেই যে এদের ভয় পায় না?'

'তেমন লোক শুধু এমিলি টিরেল। দুনিয়ার কোন কিছু ভয় পায় না ও।'

'খেয়ে নাও। ওর কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।'

'মিস্টার, কী বলছ যদি জানতে! খুবই ভয়ঙ্কর মহিলা। ওর গেটে হাত রাখো শুধু, এক গুলিতে তোমার খুলি উড়িয়ে দেবে। বিশ্বাস করছ না আমার কথা? সত্যি বলছি। এ-পর্যন্ত অন্তত কয়েকজন ওর হাতে খুন হয়েছে।'

চামচ দিয়ে সুপ তুলে কয়েক চুমুক পান করল মেয়েটা, তারপর মুখ তুলে বলল: 'এই হোটেলের মালিক পিট হ্যালেটের নাম শুনেছ? সেও এমিলি টিরেলের গুলি খেয়েছে। ওর দুই হাঁটু গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওই মহিলা।'

'কেউ আমার নাম নিয়েছে?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। বারের কোণের লাগোয়া দরজায় দুই ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। বিশালদেহী বলা চলে, তবে অতিরিক্ত মেদ নেই এক ফোঁটাও। বিশাল হাতের পাঞ্জা, বাহু জোড়া সুঠাম ও ভারী। লম্বায় ছ'ফুট ছুঁয়েছে। সব মিলিয়ে, তুলনামূলক পা দুটো অপুষ্ট এবং ক্ষীণকায় হলেও স্বাস্থ্য রীতিমত ঈর্ষণীয়। চেহারাও মন্দ নয়। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কোমরের হোলস্টারে একটা কোল্ট শোভা পাচ্ছে।

দুটো ব্যাপার খেয়াল করল জন–ডান হাতের ক্রাচটা ব্যবহারে দুর্বল বা অনভ্যস্ত লোকটা; এবং ও একরকম নিশ্চিত লোকটার বগলের তলায় একটা বাড়তি হোলস্টার রয়েছে।

'এই অধমের নাম পিট হ্যালেট। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

সম্ভবত আর কেউই লুকানো পিস্তলটার কথা জানে না, ভাবছে জন। আশপাশে এমনিতে লোকজন কম, বগলের খাঁজে সযত্নে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ছোট্ট পিস্তলটা; পিট হ্যালেটের চওড়া ও পেশিবহুল বুকের ছাতির কারণে কারও চোখে না-পড়াই কথা।

খোঁড়া লোক অস্ত্র বহন করে না বললে চলে। দরকার হয় না। কারণ সুস্থ মস্তিষ্কের কোন মানুষই শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীর সঙ্গে সংঘর্ষে যায় না। খোঁড়া লোকের উপর হামলাকারীকে ঘৃণার চোখে

দেখা হয়, ঘোড়া বা গরুচোরের মত ধরামাত্র ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

প্রয়োজন নেই জেনেও যেহেতু দুটো অস্ত্র সঙ্গে রেখেছে হ্যালেট, সিদ্ধান্তে পৌঁছল জন, নিশ্চয়ই উপযুক্ত কোন কারণ আছে।

কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছে জন, লোকটিকে আদপে পছন্দ হয়নি ওর। ক্রাচের ব্যাপারে খটকা লাগছে মনে, যদিও বুঝতে পারছে না আদপে সেটা কী। একটা ক্রাচ বেশি ব্যবহার করবে কেন? পিস্তল ব্যবহার করতে হলে নিশ্চয়ই এক হাতের ক্রাচ ছেড়ে দিতে হয়। সেক্ষেত্রে কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সে?

মেঝেয় ক্রাচের খটখট শব্দ তুলে এগিয়ে এসেছে হোটেল মালিক। 'বসে পড়ি, কী বলো?'

'হ্যাঁ, বোসো···তবে সাবধানে থেকো, এখানকার আবহাওয়া যে খুব স্বাস্থ্যকর, তা বলা যাবে না। যে-কোন মুহূর্তে কেউ হয়তো খেপে যেতে পারে। নিরীহ দর্শকদের খুন করার ইচ্ছে নেই আমার।'

'তোমাকে আগে কখনও দেখিনি,' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল সে। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছ কোথাও?'

'হ্যাঁ।'

'নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই?'

'নাহ্।'

'আচ্ছা, ভবঘুরে তা হলে!'

শ্রাগ করল জন।

'মহিলাদের সঙ্গী হিসাবে চমৎকার ভবঘুরে বলা চলে। খুবই চমৎকার।'

পিট হ্যালেটের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ জনের কান এড়ায়নি, তবে গ্রাহ্য করল না ও। 'সঙ্গী হিসাবে কেমন সেটা কখনও ভাবি না আমি,' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল। 'কিন্তু মহিলাদের সম্মান করতে জানি। সব লেডিই সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত, যতক্ষণ না তারা নিজেরা অন্য কিছু প্রমাণ করার সুযোগ দেয়; এবং ইচ্ছেমত সঙ্গী নির্বাচন করার

অধিকারও রয়েছে তাদের।'

'নিশ্চয়ই! আশা করি অসম্মানজনক কিছু বলেনি ওরা।' দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত খুঁটিয়ে জনকে দেখল পিট হ্যালেট। 'অনেকদূর থেকে এসেছ বোধহয়? ঘোড়াটার অবস্থাও বিশেষ সুবিধার দেখলাম না।'

'কোন জায়গা যখন ভাল লাগে না, তখন যত দ্রুত সম্ভব জায়গাটাকে পিছনে ফেলে যাই আমি।'

'আচ্ছা,' সমঝদারের সুরে বলল হোটেল মালিক, থেমে সময় নিয়ে পাইপে তামাক ঠাসল। শেষে আলাপী সুরে বলল, 'যোগ্য লোকের সমাদর করি আমি। দেখেই মনে হয়েছে পোড়খাওয়া, বহু ঘাটের জল ঘেঁটেছ। বিপদ সামলেছে বা পিস্তলের ব্যবহার জানে এমন লোকই দরকার আমার।'

'আনাড়ি নই,' জনের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'তোমাকে দিয়েই কাজ চলবে।'

'চলতে পারে, আবার নাও পারে। আগে তো শুনি কী কাজ।'

আসলে মোটেই আগ্রহী নয় জন। যাকে পছন্দ হয় না, তার কাজ করতে অভ্যস্ত নয় ও। ক্রাচ, দুই পিস্তল আর আচরণ দিয়ে ওর মনে কৌতূহল তৈরি করতে পেরেছে হ্যালেট; শুধু সেজন্যই শুনতে চায় কী কাজ দেবে সে।

'শুনলাম একটু আগে এমিলি টিরেলকে নিয়ে আলাপ করছিলে তোমরা,' আসল প্রসঙ্গে এল হোটেল মালিক। 'পাহাড়ের কোলে একটা র‍্যাঞ্চ চালায় ও। এম্পটি। কিছু টাকা পাই ওদের কাছে। মহিলার স্বামী নিয়েছিল, কিন্তু সে মারা যাওয়ার পর মহিলা মুখের উপর না-করে দিল আমাকে। খচ্চর মেয়েছেলে! হয়েছে কী, বেয়াড়া কয়েকটা কাউহ্যান্ড আছে ওর, মালিকের মতই ত্যাঁদোড়। তোমার কাজ হবে টাকাটা আমার হয়ে আদায় করা।'

'কাজটা হর্নারকে দিচ্ছ না কেন? এ-কাজের জন্য তো ও-ই উপযুক্ত। নাকি একটা বুড়িকেও সামলানোর মুরোদ নেই ওর?'

বারের উপর সশব্দে হাতের বোতল নামিয়ে রাখল লেন্স হর্নার।

'দেখো, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!' প্রচণ্ড খেপে গেছে সে, রাগে কাঁপছে শরীর।

'দেখো, হর্নার, এখন আমি কফি খাওয়ার মূডে আছি,' নির্লিপ্ত সুরে বলল জন, এমনকী তাকালও না হর্নারের দিকে। 'বিরক্ত করলে পস্তাবে শেষে। সবকিছুরই একটা সময় আছে। কথা দিচ্ছি সুযোগ পাবে তুমি। তখন না-হয় তেলেসমাতি দেখিয়ো।'

'পঞ্চাশ ডলার পাবে,' মাঝখানে যেন কিছুই ঘটেনি, এমন ভাব করল পিট হ্যালেট। 'নিজ থেকে গুলি করার দরকার হবে না। চাইলে একটা ব্যাজও পাবে, আইনের চোখে যাতে পরিষ্কার থাকে ব্যাপারটা।'

'এখনই বলতে পারছি না, আপাতত লম্বা ঘুম দেব। সকালের আগে ঘুম ভাঙবে না আমার।' হাই তুলল জন। 'জেনে নেওয়া ভাল, র‍্যাঞ্চটা কত দূরে?'

'মাইল সাতেক হবে। বিশাল পুরানো একটা বাড়ি। তল্লাটের সবচেয়ে পুরানো আর বড় বাড়ি ওটা। বিরাট।' উদ্‌ভ্রান্ত দেখাল পিট হ্যালেটের চাহনি, তবে ক্ষণিকের জন্য, পরমুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে গেল। 'আচ্ছা, তোমার নামটা তো জানা হলো না?'

'জন।'

'শুধু জন?'

'এতে কী কাজ চলবে না?'

'চলবে...' আরও কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল হোটেল মালিক। 'বেশ, জন, সকালে দেখা হচ্ছে তা হলে। ছেলেরা,' কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল সে, ক্রাচে ভর দেওয়ার সময় ব্লন্ড আর তার সঙ্গীর দিকে ফিরল। 'জনকে বিরক্ত কোরো না। ঝাড়া একটা ঘুমের পর ওকে সুস্থ অবস্থায় সকালে চাই আমি।'

ঘুরে দাঁড়াল সে। বেশ সহজেই। এতটা স্বতঃস্ফূর্ততা আশা করেনি জন, রীতিমত সাবলীল, যেন পা দুটো অচল নয়। বিশাল দেহও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আদপে খোঁড়া হোক বা না-হোক, বিপজ্জনক মানুষ দেখামাত্র টের পায় জন, পিট হ্যালেট নিশ্চিতভাবে একটা

বিপজ্জনক চরিত্র। বিপজ্জনক কিন্তু দারুণ ক্ষিপ্র, মারকুটে!

'দয়া করে ওই কাজটা কোরো না,' ফিসফিস করে অনুরোধ করল মেয়েটা। 'ওদের হয়ে মহিলার উপর জবরদস্তি করবে?'

'তোমার কথা শুনে তো মনে হলো ওকে ভয় পাও তুমি। ওর বাড়িতে যেতে চাওনি।'

শঙ্কা ফুটল মেয়েটির চাহনিতে। 'বয়স হলে কী হবে, ও জানে কীভাবে গুলি করতে হয়! কখনোই মিস্ করে না। একটা শার্পস ফিফটি আছে ওর কাছে। কেউ বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে দেখা মাত্র গুলি করে। হ্যালেট আর লোভী কিছু নেস্টরের কারণে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

'এরা আসলে এমিলি টিরেলের র‍্যাঞ্চটা কেড়ে নিতে চায়। ওর দোষ একটাই—ওর বয়স হয়েছে, কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, অথচ এলাকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চের মালিক। দারুণ জমি, এলাকাও বিরাট। ঘাস, পানি···কিছুরই অভাব নেই। শুকনো মরসুমেও পানি থাকে। ধারে-কাছে এত ভাল জমি আর নেই। এজন্যই সবাই ওকে তাড়িয়ে দিয়ে জমির দখল নেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে।'

'তুমি এখানকার মানুষ?'

'পুরোপুরি এখানকার মানুষ বলা যাবে না। আমার বাবা নেস্টরদের একজন ছিল। সৎ পরিশ্রমী মানুষ, কিন্তু মুশকিল হলো ওর ভাগ্যটা নেহাত খারাপ। কোন কাজে উন্নতি করতে পারেনি। আরও একটা সমস্যা হচ্ছে: যা কামাই করে, সবই খরচ করে ফেলে।

'বাবা আর আমি, এই দু'জন নিয়ে আমাদের পরিবার। পুবে ভাগ্য খারাপ যাচ্ছে বলে শেষে এখানে চলে আসে বাবা। জমি কিনে চাষ করল। কিন্তু ভাগ্যের চাকা ঘুরল না। বীজ বুনল ঠিকই, অথচ বৃষ্টি হলো না। হতাশা ভুলতে হুইস্কি খাওয়া শুরু করল। অসতর্কও হয়ে গিয়েছিল। এক রাতে বাড়ি ফেরার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে গেল, দু'দিন পর দেখা গেল নিউমোনিয়া হয়ে গেছে ওর।

'কাজ নিতে বাধ্য হলাম আমি। ডীন এলগারের বাচ্চাদের দেখ-

ভাল করার কাজ। কিন্তু কয়েকদিন না-যেতেই টের পেলাম ডীনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। বউ মারা যাওয়ার পর একজন মেয়েমানুষ দরকার ছিল ওর। এজন্য চাকুরি দিয়েছিল আমাকে। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে একটা বাকবোর্ডে চড়ে বসলাম আমি, শহরে চলে এলাম।'

'তোমার বয়স কত?'

'ষোলো। মিস্টার জন,' নিচু হয়ে গেল মেয়েটির কণ্ঠ, শুধু জনই শুনতে পাচ্ছে। 'জানোই তো, ব্যর্থ মানুষের বিবেক থাকে না। আমি যখন বাড়ি ছেড়ে আসি, হাবভাবে মনে হলো হ্যালেটের কাছে একটা কিছু বিক্রি করতে চেয়েছিল বাবা।'

'এম্পটি সম্পর্কে কোন তথ্য?'

'হ্যাঁ, এমিলি টিরেলের র‍্যাঞ্চে ঢোকার গোপন একটা পথের হদিশ জানে বাবা। আমরা যখন এখানে আসি, তার কিছুদিন আগে মারা যায় ফ্রাঙ্ক টিরেল, এবং তখন থেকে এমিলির সঙ্গে হ্যালেটের প্রকাশ্য শত্রুতার শুরু। এম্পটির কাউহ্যান্ডদের নানাভাবে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয় হ্যালেটের লোকজন। এদের একজন যাওয়ার পথে আমাদের কেবিনে একটা রাত কাটিয়েছিল, গোপন পথের হদিশ সে-ই জানিয়েছিল বাবাকে।

'র‍্যাঞ্চ হাউসের পিছনে বহু পুরানো ইন্ডিয়ান ট্রেইল ওটা। দল ছুট গরু খুঁজতে গিয়ে ট্রেইলটা আবিষ্কার করে সে। কয়েক বছরের পুরানো কিছু ট্র্যাকও চোখে পড়ে ওর···ধারণা করেছিল ওগুলো বুড়ির ছোট ছেলে স্যামের পায়ের ছাপ। ওই ট্রেইল ধরে ক্যানিয়ন থেকে র‍্যাঞ্চে ফিরত স্যাম।'

'স্যাম টিরেল? মহিলার ছেলে?'

'ছোট ছেলে। একটা ভাই আছে ওর, তবে অনেক আগে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। ক্যানাডা বা ফ্রান্সে। ওখানে আত্মীয়স্বজন আছে ওদের। পড়াশোনা করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি বড় ছেলেটা। শোনো, যা বলছিলাম,' পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে গেল মেয়েটা। 'ওই কাউহ্যান্ড বাবার পরিচিত ছিল বলে গোপন খবরটা প্রকাশ করেছে,

পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় একসঙ্গে কাজ করেছিল দু'জন। লোকটা অবশ্য একটু বেশি কথা বলত।'

'তোমার বাবা কি হ্যালেটকে খবরটা ফাঁস করে দিয়েছে?'

'মনে হয় না। বাবা এখান থেকে চলে যেতে চাইছিল। কিন্তু হাতে পথ-খরচার টাকা ছিল না। সেজন্যই বুদ্ধি করেছিল তথ্যটা হ্যালেটের কাছে বিক্রি করে একশো ডলার পেলে ক্যালিফোর্নিয়া বা অরিগনে চলে যাবে। কিন্তু কথায় আছে না, অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়? হ্যালেটের সঙ্গে দেখা করার আগেই তো ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। বিছানায় শুয়ে ধুঁকে ধুঁকে মারা গেল।'

'সেই কাউহ্যান্ডটা? ও কি চলে গেছে?'

শ্রাগ করল মেয়েটা। 'হ্যাঁ। সাত-আট মাস তো হবেই।'

'এতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নামটাই জানা হয়নি।'

'লিলি হলিস্টার।'

'লিলি, আমার কাছে নগদ টাকা পয়সা নেই তেমন। থাকলে তোমাকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতাম। তবে এক কাজ করা যায়, এমিলি টিরেলের কাছে যেতে পারি আমরা। বলা যায় না তোমাকে হয়তো সাহায্যও করতে পারে ও।'

'ওখানে যাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো! দেখেই তোমাকে গুলি করবে ও। পিট হ্যালেটের লোকেরা র‍্যাঞ্চে ঢোকার কি কম চেষ্টা করেছে? কিন্তু প্রতিবার নাজেহাল হয়েছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে দৃষ্টি চালাল জন। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই, ওদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। তবে জন জানে কান পেতে ওদের কথা শুনছে লোকগুলো, আদপে কেউই ভুলে যায়নি ওদের। ধীরে ধীরে সুপের সদ্ব্যবহার করছে লিলি হলিস্টার, এদিকে মেয়েটার সমস্যা নিয়ে ভাবছে জন।

জনের এই এক দোষ। নিরীহ কেউ বিপদে পড়লে এড়িয়ে যেতে পারে না। নিজের কথা ভুলে যায়। এ-মুহূর্তে ওর দরকার বিশ্রাম। লম্বা একটা ঘুমে টানা ছোটাছুটির ক্লান্তি দূর করার পর আবার ছুটবে অজানা

গন্তব্যের উদ্দেশে। থাকার মত কিছুই নেই এখানে। আছে, নিজেকে সংশোধন করে নিল জন, ঝামেলার সব মালমশলা—লেন্স হর্নার, পিট হ্যালেট···এমনকী এমিলি টিরেলও ওর জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এক অর্থে লিলিও ওর দুশ্চিন্তার কারণ, মেয়েটির একটা গতি না-করে চলে যাওয়া উচিত হবে না। নিরাপদ কোথাও ওকে পৌঁছে দেওয়া উচিত।

পিট হ্যালেটের কাজ নেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর। স্রেফ বাজিয়ে দেখেছে লোকটাকে। চিন্তা শুধু লিলিকে নিয়ে। পরিস্থিতি যা, সম্ভবত এমিলি টিরেল ছাড়া অন্য কারও কাছে আশ্রয় পাবে না মেয়েটা।

লিলিকে এম্পটি র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দিলেই ওর ছুটি, ইতোমধ্যে বিশ্রামও পেয়ে যাবে ঘোড়াটা। ছুটতে তাই কোন বাধা থাকবে না।

'লিলি, ওই কাউহ্যান্ড যখন তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করছিল, তুমি কী করছিলে?' জানতে চাইল ও।

'ঘুমাচ্ছিলাম।'

'একটা ব্যাপার তোমাকে বুঝতে হবে, লিলি। বিপদের মধ্যে একটা অসহায় মেয়েকে রেখে যেতে চাই না। এদিকে নিজের জানটার উপরও মায়া আছে আমার। বেঘোরে মরতে চাই না। তুমি নিশ্চয়ই এমিলি টিরেলকে সাহায্য করতে পারবে। চিন্তা করে দেখো তো, গোপন ওই ট্রেইলটার কথা কিছু জানো কি-না? তাতে তোমার-আমার দু'জনেরই উপকার হবে।'

ঝাড়া মিনিট কয়েক জনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লিলি, শেষে বলল: 'ভালমানুষ মনে হচ্ছে তোমাকে, জন, নইলে হয়তো বলতাম না। তুমি সাহায্য করলে ট্রেইলটা চিনতে পারব বোধহয়।'

সশব্দে খুলে গেল সামনের দরজা, সপাটে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল দুই কবাট। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে বিশালদেহী এক লোক।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লেন্স হর্নার, লোকটাকে দেখে দুই কান পর্যন্ত

বিস্তৃত হলো তার হাসি। 'তোমার নচ্ছার মেয়েলোকটাকে খুঁজছ নাকি, ডীন?' উৎসাহী স্বরে জানতে চাইল সে। 'ওই তো, অচেনা লোকটার সঙ্গে খাতির জমাচ্ছে।'

দরজা খোলার শব্দ শুনেই ঝামেলার গন্ধ পেয়ে গেছে জন। চোখের কোণ দিয়ে দেখল ডীন এলগারকে। প্রচণ্ড খেপে আছে লোকটা, একনজর দেখেই বুঝল ও, সামনে যা পাবে তাই ভেঙে ফেলার ইচ্ছে নিয়ে এসেছে। গায়ে-গতরে হর্নারের চেয়ে ঢের ভারী সে, সবল পেশি কিলবিল করছে সারা শরীরে।

লিলিকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল এলগার। 'এই যে, এখানে বসে রঙ করা হচ্ছে? এত সাহস, আমার বাকবোর্ড নিয়ে পালিয়ে এসেছ! ঘোড়াচুরির জন্য তোমাকে জেলে দেওয়া উচিত। খুব তেল হয়েছে, না? তেল বের করব এবার!

'যাও, জলদি বাকবোর্ডে গিয়ে ওঠো। এক পেগ খেয়ে আসছি আমি, সরাসরি বাড়ি যাব। কপালে খারাবি আছে আজ তোমার! বুঝেছি, পিঠে চাবুক না-পড়লে রঙ করার খায়েশ মিটবে না।'

ঘাবড়াল না লিলি, পাত্তাও দিল না এলগারকে, বরং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল নিজের মতামত। 'তুমি আমাকে কিনে নাওনি, ডীন এলগার। বাচ্চাদের দেখাশোনা এবং রান্নার কাজ নিয়েছিলাম, অন্য কিছু নয়। ঠিক করেছি কাজটা আর করব না। এভাবে আমাকে গালিগালাজও করা উচিত হচ্ছে না তোমার।'

জ্বলে উঠল এলগারের চোখ। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'যীশুর কসম, উচিত-কি-অনুচিত আজ তোমাকে দেখাব আমি!'

'ওর কথা শুনেছ তুমি,' সহজ, শান্ত সুরে মুখ খুলল জন। 'তোমার চাকুরি আর করবে না লিলি। তোমার সঙ্গে যেহেতু ওর কোন আত্মীয়তা নেই, তাই ওকে জোর করে বাড়িও নিতে পারবে না, বরং ও যা বলছে তাই হবে।'

হনহন করে এগিয়ে এল এলগার, রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। জনের দিকে তাকালও না, ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা। লিলির কাছে এসে হাত

বাড়াল, খপ করে চেপে ধরবে মেয়েটার কব্জি।

বাড়ানো হাতটা শেষ মুহূর্তে ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল জন।

বাধা পাবে, এমন কিছু ভাবেনি এলগার। আধ-পাক ঘুরে গেল তার দেহ, ভারসাম্য রাখতে এক কদম পাশে সরে গেল।

ধীরে ধীরে জনের মুখোমুখি হলো সে। রাগে জ্বলছে চোখ, মুখটা লালচে হয়ে গেছে। লোমশ ভারী হাত নিয়ে গেল পিছনে, ঘুসি হাঁকাবে। এক কদম এগিয়ে এল সে। কিন্তু ইতোমধ্যে কাজ সেরে ফেলেছে জন। এলগারের বাড়ানো পা-টা বাতাসে থাকতে কষে লাথি হাঁকাল। দুলে উঠল ভারী দেহ, সশব্দে মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ল ডীন এলগার।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল সে। সাবলীল ক্ষিপ্রতার একটা সার্টিফিকেট মনে মনে তাকে দিয়ে দিল জন। এত ভারী শরীরে এমন ক্ষিপ্রতা খুব কম মানুষের মধ্যে দেখা যায়। উন্মত্ত ষাঁড়ের মত জনের দিকে ছুটে এল সে।

চেয়ার থেকে উঠল না জন, বসে থেকে সামান্য নড়ল শুধু। পাশে একটা খালি চেয়ার ছিল। বুটের আগা দিয়ে ওটার পায়া ছুঁয়ে সময়মত ঠেলে দিল। মোক্ষম সময়ে ছুটন্ত এলগারের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো চেয়ারটা।

এবারও ভূপতিত হলো এলগার, চার হাত-পা ছড়িয়ে।

'কী ব্যাপার, কোন সমস্যা আছে নাকি তোমার?' সহজ সুরে জানতে চাইল জন। 'হুটহাট পড়ে যাচ্ছ যে?'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে, এক হাতে ভাঙা চেয়ারের পায়া তুলে নিয়েছে। জ্বলন্ত আগুনে ঘি পড়েছে যেন, রাগে ফোঁসফোঁস করছে এলগার, চোখে নির্জলা খুনের নেশা।

'তুমি বরং এক কোণে চলে যাও,' লিলিকে পরামর্শ দিল জন। 'এখন যা ঘটবে, দেখতে ভাল লাগবে না তোমার।'

দু'বার পড়ে শিক্ষা হয়ে গেছে ডীন এলগারের। চাহনি সতর্ক। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে, ডান হাতে কাঁধের সামান্য উঁচুতে ধরে

রেখেছে চেয়ারের পায়াটা, যেন সজোরে নামিয়ে আনবে।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে জন। প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝে গেছে লাঠি নিয়ে মারামারির অভিজ্ঞতা নেই তার, চেয়ারের ভাঙা পায়া ওর মাথায় নামিয়ে আনার ধান্ধায় রয়েছে সে।

কাছে এসে গায়ের জোরে আঘাত করল এলগার। নেমে আসা পায়াটা বাম হাতের বাহুমূল দিয়ে আটকাল জন, ডান হাত বাড়িয়ে লোকটার কাঁধ চেপে ধরল। ব্যস, দুই হাতের মধ্যে পায়া সমেত আটকা পড়ল এলগারের ডান হাত। এর আগে যাও-বা হালকা মেজাজে ছিল জন, এখন পুরোপুরি নিষ্ঠুর হয়ে গেল। দুই হাতে চাপ দিল ও। মট্ করে শব্দ হলো। ঘর কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল এলগার, হাত থেকে ছেড়ে দিল "সাধের গদা"। যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে মুখ।

টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল সে কয়েক কদম। আহত কাঁধ চেপে ধরেছে বাম হাতে। হাতটা বোধহয় ভেঙে গেছে। ধীরে ধীরে বসে পড়ল সে।

আবারও এলগারকে উঠে দাঁড়াতে দেখে মেজাজ খিঁচড়ে গেল জনের। বিক্ষত হাতে ঘুসি হাঁকাল সে, কিন্তু আগের সেই ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলেছে। ক্ষুব্ধ মনে ঘুসি হাঁকাল জন। বাম হাতের জবর ঘুসি পড়ল বেল্টের চার ইঞ্চি উপরে, ডান হাতেরটা ল্যান্ড করল কানে। হুড়মুড় করে মেঝেয় পড়ল এলগার, কানের লতি ছিঁড়ে রক্ত গড়াচ্ছে; বাতাসের অভাবে খাবি খাচ্ছে সমানে।

'জানে না মারপিটের কিছু, অথচ লড়ার খায়েশ!' ত্যক্ত স্বরে বলল জন, নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ করেনি। 'ওর ভাগ্য যে ঘাড়টা ভেঙে দেইনি।'

লিলির কনুই চেপে ধরল জন, দরজার দিকে এগোনোর সময় বলল: 'নিরাপদ ও ভদ্রমহিলাদের থাকার মত জায়গায় ওকে নিয়ে যাচ্ছি আমি, তবে ফিরে আসব আবার।'

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়িয়েছে ডীন এলগার।

'তুমি বরং তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাও, এলগার,' তাকে বলল

জন। 'বাড়িতে বাচ্চারা রয়েছে। ফের যদি কখনও এই লেডিকে বিরক্ত করো, আমি নিজে তোমার বিহিত করব। পরেরবার কিন্তু এত কমে ছাড়ব না।'

বাইরের ঝড়ো হাওয়ায় বেরিয়ে এল ওরা। বাতাসে কাঁপছে আলগা বোর্ড, দালানের কোণে হা-হুতাশ শব্দ তুলছে। তবে বৃষ্টির দাপট কমে গেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে এখন।

আস্তাবলের দিকে এগোল ওরা। ফাঁকা রাস্তা। এমন বৃষ্টির রাতে কেই-বা থাকবে? আস্তাবলে এসে এবারও কাউকে দেখতে পেল না জন। লিলিকে বাইরে পোর্চে দাঁড় করিয়ে রেখে পিস্তল হাতে ভিতরে ঢুকল ও। সাবধানের মার নেই।

স্টলের সামনে এল জন। মুখ তুলে তাকাল রোয়ানটা, প্রভুকে অসময়ে দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছে। কিন্তু কিছুই করার নেই জনের।

স্যাডল পরিয়ে ওটার পিঠে চাপল জন। ফটকের কাছে এসে তুলে নিল লিলিকে। রাস্তা ধরে এগোল ওরা। বোর্ডওঅকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের আবছা কাঠামো চোখে পড়ল জনের, উঁকি দিচ্ছে লোকটা।

শেষ বাড়িটাও পেরিয়ে গেল। অন্ধকার এক পৃথিবী গ্রাস করল ওদের। বড়সড় একটা মাঠ পেরিয়ে দূরে পাহাড়ের পথ ধরল ওরা।

পাইন আর সিডারসারির ফাঁকফোকরে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে রাস্তা, ক্রমশ ঢালের আকারে উপরে উঠে গেছে। বৃষ্টিতে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে পাথুরে মাটি। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিদ্যুৎ চমকের ঝলকানিতে পথ চলছে জন। আধ-মাইল এগোনোর পর বিশাল এক বোল্ডার পড়ল, ট্রেইলের উপর প্রায় ঝুলে আছে ওটা।

রোয়ানটা শক্তিশালী এবং তেজী হলেও ক্লান্ত। তা ছাড়া, দুই সওয়ারকে বইতে হচ্ছে। পিচ্ছিল ঢালু দুর্গম পথ। অন্ধকার তো আছেই। সব মিলিয়ে ধীর গতিতে এগোচ্ছে।

দেড় মাইল পথ চলতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগল। প্রেয়ারি থেকে কয়েকশো ফুট উচ্চতায় সমতল এক টুকরো জমি পেরিয়ে বনে প্রবেশ

করল আবার। গাছের ভেজা ডাল প্রায়ই মুখে এসে লাগছে, পানির ছিটা ছড়িয়ে দিচ্ছে মুখে বা ঘাড়ে। কয়েকবার কর্দমাক্ত ট্রেইলে পিছল খেল রোয়ানটা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কীভাবে যেন সামলে নিয়েছে।

ঢালু পথ দেখে স্যাডল ছেড়ে ঘোড়ার পাশে পাশে এগোল জন। হাতে লাগাম। 'জন ক্যালকিন,' মনে মনে নিজেকে বলল ও। 'অন্যের উপকার করতে গিয়ে বোধহয় আবারও মহা বিপদে পড়তে যাচ্ছ।'

জন নিজেও জানে না কেন বারবার এই কাজটা করে। একটা মেয়েকে উদ্ধার করার দায়িত্ব নিল কেন? বেশ নিলই না-হয়, শত দুর্ভোগ সয়ে এমন বৃষ্টির মধ্যে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে এম্পটি র‍্যাঞ্চে পৌঁছে না-দিলে কি চলত না? কী প্রয়োজন ছিল ওর? লিলি অসহায়। সত্যি। এমন অসহায় নিরীহ বহু মানুষ রয়েছে দুনিয়ায়। ক'জনকে সাহায্য করবে ও? পারবে না। তা হলে নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যকে সাহায্য করার মধ্যে কী স্বার্থ রয়েছে?

স্বার্থটা যে কী, ঠিক স্পষ্ট নয় জনের কাছে। হয়তো কারও উপকার করার নির্মল আনন্দ, কিংবা ক্যালকিনদের অভ্যাসগত নীতি পালনের সন্তুষ্টি। অসহায় বা দুর্বল মানুষদের বরাবর সাহায্য করে ক্যালকিনরা। এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেনি কখনও। লিলির মত অপরিচিত মেয়েকে সাহায্য করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত যে-কোন ক্যালকিন।

টিলার মত উঁচু একটা জায়গায় উঠে আসার পর বাড়িটা চোখে পড়ল ওদের। পাহাড়ের উপর এতদূর থেকেও বিশাল মনে হচ্ছে। লোকে বলে ভূতুড়ে বাড়ি। হয়তো ঠিকই বলে। জীর্ণ দশা আর পাহাড়ের কোলে খোলা জায়গার মুখে অবস্থান ভূতুড়ে চেহারা এনে দিয়েছে—নীচের বিস্তীর্ণ উপত্যকায় খবরদারি করছে যেন!

বাড়ির পিছনে লম্বা দালান—সম্ভবত বাঙ্কহাউস। লাগোয়া বার্ন, শেড এবং কয়েকটা করাল রয়েছে। ট্রাফে পানির অস্পষ্ট ঝিলিক চোখে পড়ছে। সব মিলিয়ে বিশাল ব্যাপার-স্যাপার। কাউহ্যান্ডরা থাকতে নিশ্চয়ই দারুণ জমজমাট ছিল র‍্যাঞ্চটা।

ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ওরা। সাংঘাতিক পিচ্ছিল মাটি। লাগাম হাতে আগে আগে এগোচ্ছে জন, পিছনে হাঁটছে ঘোড়াটা। ভয়ে চোখ প্রায় বুজে আছে লিলি। ঠোঁট নড়া দেখে জন বুঝল মনে মনে ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে মেয়েটা।

অবশেষে ফুরাল ভয়ঙ্কর পথটা। বাড়ির পিছনে এসে উপস্থিত হলো ওরা। পিছন ফিরে খাড়া ক্লিফের দিকে তাকাল জন, বুঝতে পারছে কেন এদিক দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করার চেষ্টা করেনি পিট হ্যালেটের লোকজন। অপেক্ষাকৃত কম দুর্গম গোপন পথটা জানা ছিল বলে আসতে পেরেছে ওরা, নইলে অন্যদের মত ক্লিফ পাড়ি দেওয়ার দুঃসাহস করতে হত।

ঘোড়া নিয়ে বার্নে ঢুকল জন, স্যাডলের ভার থেকে মুক্তি দিল ওটাকে। গুমট গন্ধ নাকে বাজছে, বোঝা যায় অনেকদিন বার্ন ব্যবহার করেনি কেউ। লোকে বলে এস্পটি। খালিই বটে। প্রাণের স্পন্দন নেই কোথাও।

খুবই সতর্কতার সঙ্গে বাঙ্কহাউসের কাছে এল ওরা। দরজা খুলে ভিতরে পা রাখল জন। অন্ধকার। এখানকার বাতাসও গুমট। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে চারপাশে দৃষ্টি চালাল। মানুষ দূরে থাক, বাঙ্কে একটা ম্যাট্রেস বা বেডরোলও নেই। আসলে কিছুই নেই।

জীর্ণ বুট, পরিত্যক্ত হার্নেস, দড়ি আর টুকিটাকি জিনিস পড়ে আছে। দেয়ালের আঙটায় ঝুলছে একটা মলিন কোট।

বেরিয়ে এসে আঙিনা পেরোল ওরা। বাড়ির পিছনের সিঁড়িতে পৌঁছল। ধাক্কা দিতে সরে গেল কবাট, ভিতরে পা রাখল জন।

নীরব, নিথর বাড়ি। অন্ধকার। এখানেও গুমট গন্ধ। বহুদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে কামরাগুলো। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাতে জানালা দিয়ে আসা অস্পষ্ট আলোয় জন দেখতে পেল স্টোররুমে এসে উপস্থিত হয়েছে। এক কোণে নানান জিনিস সাজিয়ে রাখা।

পা টিপে টিপে এগোল ও, রান্নাঘরের দরজার কাছে যেতে কফির ঘ্রাণ পেল।

প্রায় নিঃশব্দে হাঁটছে জন। সহসা টের পেল ঘাড়ের পিছনে খাড়া হয়ে গেছে সবক'টা চুল। দরজার নবে রাখা হাতটা স্থির হয়ে গেল ওর। এতক্ষণে উদ্যত পিস্তলের মুখোমুখি হওয়ার কথা, কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনি। বুড়ি কি মরে গেল?

সন্তর্পণে দরজা খুলল জন। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাল আবার, ভাঙা জানালা আর দরজার উপরের কাচ দিয়ে ভিতরে আসা আলোয় বিশাল পরিসর একটা কামরা দেখতে পেল। পরপরই অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। মুহূর্তের ওই অস্পষ্ট আলোয় বুকের দিকে তাকিয়ে থাকা একটা পিস্তলের নল আর পিস্তলের মালিককে চোখে পড়ল—যাকে আশা করছিল, সে-ই।

অন্ধকারে ভেসে এল গম্ভীর, দৃঢ় একটা কণ্ঠ। 'হয়েছে, অনেক চলে এসেছ। বয়স হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কান দুটো আমার এখনও বিড়ালের মত। এক পা নড়লেই গুলি করব। শুনে রাখো, জীবনে কখনও মিস্ করিনি সজাগ। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। আমার সঙ্গে একজন মহিলা আছে।'

'হাতের ডানে একটা বাতি পাবে। কিছু তেল এখনও থাকার কথা ওটায়। চিমনি সরিয়ে দেয়াশলাই জ্বালাও। সাবধান, একটু বেতাল করেছ তো খুন হয়ে যাবে।'

'বুঝেছি, ম্যা'ম। আমরা শত্রু নই। সন্ধ্যায় শহরে কয়েকজন লোকের সঙ্গে গোলমাল হলো। আমার সঙ্গের লেডির ওখানে থাকা ঠিক হবে না ভেবে চলে এসেছি তোমার র‍্যাঞ্চে।'

হাতড়ে বাতিটা খুঁজে পেল জন। অনেকদিন ব্যবহার করা হয় না বলে ধুলো জমেছে গায়ে। খুবই সতর্কতার সঙ্গে চিমনি তুলল ও, দেয়াশলাই জ্বেলে বাতির সলতেয় আগুন ছোঁয়াল। জায়গামত চিমনি বসিয়ে দিল এবার। ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে।

'আলো থেকে সরে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল বুড়ি। 'হ্যালেট যা করছে! কিছুই বিশ্বাস করা যায় না। বাড়িতে আলো দেখে তিন-চারবার গুলি করেছে ওরা।'

'আমরা ওদের লোক নই। আমার নাম জন ক্যালকিন আর ও লিলি হলিস্টার।'

'বেন হলিস্টারের আত্মীয় নাকি?'

'আমি ওর মেয়ে,' জানাল লিলি।

'বাবা হিসাবে হয়তো ভালই ছিল সে, কিন্তু এমনিতে অস্থির এবং মুরোদহীন লোক মনে হয়েছে ওকে। সারা জীবন শুধু খেটে গেছে, বুদ্ধি খাটিয়ে চলেনি। কষ্ট করে কামানো টাকা বোকার মত খরচ করেছে।'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'হ্যাঁ। বাবাকে সবাই জানে।'

বিশাল পিস্তল ধরা হাতটা পাথরের মত স্থির, এতটুকু কাঁপছে না। সাধারণ কোন অস্ত্র নয় ওটা। ড্র্যাগুন কোল্ট। এক গুলিতে বুকে বা পেটে মুঠি সমান গর্ত তৈরি করতে সক্ষম।

'এখানে কেন এসেছ তোমরা?' জানতে চাইল এমিলি টিরেল।

লিলি হলিস্টারের ঘটনা খুলে বলল জন। শেষে যোগ করল: 'হয়তো অনেক কিছু শেখার আছে ওর। আমার কাছে মনে হলো তোমার কাছে থাকলে শিখে নিতে পারবে। ষোলো চলছে ওর, এখনই শেখার সময়। লেন্স হর্নার বা পিট এলগারের ধারণা ভুল, লিলি ভাল মেয়ে।'

'ও যে ভাল মেয়ে সেটা দেখেই বুঝেছি। কিন্তু তুমি ওর সঙ্গে ভিড়লে কেন? দেখে তো মনে হয় চালচুলোহীন। ওর সঙ্গী হিসাবে মোটেই উপযুক্ত নও তুমি।'

'ঠিকই বলেছ, ম্যা'ম। ওর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছেও নেই আমার। বিপদে পড়েছে বলে তোমার এখানে দিয়ে যেতে এসেছি। এই যা। আমার ঘোড়াটা বিশ্রাম পেলেই চলে যাব।'

'চলে যাবে?' খানিক চড়া হয়ে গেল বুড়ির কণ্ঠ। 'কোথায়?'

'কোথায় যাব আমি নিজেও জানি না। চলতে থাকব। ঘুরে বেড়াই। ভাল লাগলে কোথাও থাকি কয়েকদিন, তারপর আবার চলতে থাকি। আচ্ছা, স্যাম টিরেল কি তোমার ছেলে?'

হঠাৎ একটু বেশি নীরব হয়ে গেল কামরাটা। বেশ কিছুক্ষণ পর

জবাব দিল এমিলি টিরেল। 'কীভাবে চেনো ওকে?'

'ট্রেইলে পরিচয় হয়েছিল। আমি তো জানতাম ওর কোন আত্মীয়স্বজন নেই।'

'ভুল শুনেছ। আমি ওর মা। এখন কোথায় আছে স্যাম?'

'কে জানে! ওর দশা আমার মতই। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ায়। কিছুদিন ওর সঙ্গে ছিলাম। লারেডোতে একসঙ্গে কয়েকজনের বিরুদ্ধে লড়েছি আমরা।'

'স্যাম বরাবরই অস্ত্রে ভাল। খুব দ্রুত গুলি করতে পারে।'

'এজন্যই বেঁচে আছি এখনও। স্যাম সময়মত গুলি না-করলে মরে যেতাম সেদিন। আগেই লোকগুলোকে দেখে ফেলেছিল ও, এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি শুরু করল। আমি তখনও টের পাইনি, হঠাৎ দেখি ওর হাতে পিস্তল। পলক ফেলার আগেই পরপর কয়েকটা গুলি করল। হ্যাঁ, ম্যা'ম, স্যাম গুলি ছুঁড়তে জানে বটে! তবে প্রায়ই বলত, ওর ভাই নাকি আরও ভাল।'

'কে, ব্রায়ান? হতেও পারে। রাইফেল বা স্থির টার্গেট দিলে হয়তো ব্রায়ানই জিতবে, কিন্তু ডুয়েলের কথা আলাদা, স্যামের সঙ্গে কুলাবে না ব্রায়ান।'

নীরব হয়ে গেল কামরা। বাইরে ঠাণ্ডার মধ্যে সাত ঘণ্টা রাইড করেছে। কফির ঘ্রাণ তাই লোভনীয় লাগছে জনের নাকে। তাকিয়ে দেখল অন্যমনস্ক হয়ে গেছে মহিলা, ছেলেদের ভাবনায় মশগুল বোধহয়। 'কফির গন্ধ পাচ্ছি, ম্যা'ম,' মৃদু স্বরে বুড়ির চটকা ভাঙল জন। 'বৃষ্টিতে ভিজে এসেছি। এক কাপ পেলে ভাল হত।'

উঠে দাঁড়াল এমিলি টিরেল, বিশাল পিস্তলটা কোমরে ঝুলন্ত হোলস্টারে রেখে দিল। 'ধূর, কী যে হয়েছে আজ! এতদিন পর এম্পটিতে অতিথি এল যে কী করতে হবে ভুলেই গেছি আমি। কিছু মনে কোরো না তোমরা।'

দরজার দিকে এগিয়েও মাঝপথে থেমে গেল মহিলা, ঘাড় ফিরিয়ে জনকে বলল: 'জানালা দিয়ে বাইরে একটু খেয়াল রেখো তো, বাছা।

কাউকে এগোতে দেখলে নির্দ্বিধায় গুলি কোরো, সে ছেলে আর মেয়েই হোক।'

রান্নাঘরে অন্য একটা বাতি জ্বালাল এমিলি, বড়সড় কামরায় নিয়ে এল ওটা।

'কেউ নেই,' জানাল জন। 'বোধহয় বৃষ্টিতে শরীর ভেজানোর ইচ্ছে নেই ওদের।'

'হ্যালেট ভাড়া করেছে রাজ্যের সব গরু আর গাধা! কেমন বন্দুকবাজ, এদের আবার টাকা দিতে হয়! সন্ধ্যার পরপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওদের মাথায় ঘিলু বা বুকে হিম্মত থাকলে এতক্ষণে বাড়িটা দখল করে ফেলতে পারত। রাজ্যের অলস ওরা! তোমরা যে এসেছ, প্রথমে টের পাইনি, দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বুড়ো মানুষের ঘুম তো, খুব পাতলা।'

ঘুরে স্মিত হাসল মহিলা। দীর্ঘ ছিপছিপে দেহ। রঙ মলিন হয়ে যাওয়া ধূসর ড্রেস আর তারউপর মেরুনরঙা সোয়েটার পরেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনকে দেখল কিছুক্ষণ, বিড়বিড় করে বলল: 'ক্লিঞ্চ মাউন্টেন? কলোরাডো, তাই না? আমার তো জানা উচিত।'

'কী বলছ, ম্যা'ম?' বিহ্বল স্বরে জানতে চাইল জন।

'তুমি ক্লিঞ্চ মাউন্টেনের ক্যালকিন, তাই না? দুনিয়ার যে-প্রান্তে হোক, মুখ দেখেই ক্যালকিনদের চেনা যায়। তুমি বোধহয় টার্বিল ক্যালকিনের ছেলে?'

'নাতি।'

'হ্যাঁ, তাই হবে। হিসাব গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। তবে চিনতে ভুল হয়নি। চেহারা দেখলে বলে দিতে পারি। নিষ্কর্মা ভবঘুরে। কাজের মধ্যে পারে শুধু গোলাগুলি, মারপিট আর হুইস্কি বানাতে।'

'তোমার জন্ম কি টেনেসিতে, ম্যা'ম?'

'টেনেসি হবে কেন? আমি তো ক্লিঞ্চ মাউন্টেনের মেয়ে! ফ্রাঙ্ক ডুরেলকে বিয়ে করে পশ্চিমে চলে আসি, এখানে স্থির হই। সত্যি কথা হচ্ছে, ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আমার এক চাচাত ভাইও ছিল, বাড়িটা তৈরি

করার সময় সাহায্য করে ও। কিন্তু গায়ে যে ক্যালকিনদের রক্ত! কিছুদিন এক জায়গায় থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। শুনল কোথায় জানি সোনা পাওয়া গেছে। ব্যস, হন্যে হয়ে ছুটল। সেই যে পাহাড়ে গেল, আর ফিরে আসেনি। টেনেসিতে ফেলে আসা বউ-বাচ্চাদের একবার খবরও নিল না।

'ভেতরে এসে বসো, বাছা,' স্নেহ ঝরে পড়ল এমি টিরেলের কণ্ঠে। 'তুমি তো আমার আত্মীয়।'

তিন

রান্নাঘরটা ঝকঝকে তকতকে। এরচেয়ে পরিষ্কার রাখা সম্ভব নয়। মেঝে এমন যে পর্যাপ্ত আলোয় আয়নার কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। তামার পাত্র লণ্ঠনের আলো প্রতিফলিত করছে। খানিকটা অবাকই হলো জন। শত্রুঘেরা অবস্থায় বুড়ো একজন মহিলা এত কিছু কখন বা কীভাবে করছে? আশ্চর্য!

কফিটা দারুণ লাগছে জনের কাছে। শহরের হোটেলে এক কাপ খেয়ে এলেও তাজা কফির ঘ্রাণ ওর তেষ্টা বাড়িয়ে দিয়েছে। পিট হ্যালেটের হোটেল *বন টন*-এর কফি এর তুলনায় নস্যি।

'শহরে শুনলাম এখানে নাকি চার-পাঁচজন কাউবয় রয়েছে?' জানতে চাইল জন।

'ওরা যাতে তাই মনে করে সেভাবে চলাফেরা করছি আমি,' নির্মল হাসি ফুটল এমি টিরেলের মুখে। 'পাক্কা এক বছর কাটিয়ে দিলাম একা একা। শেষ ছিল হাঙ্ক চ্যাকন। হ্যালেটের গুণ্ডাদের সঙ্গে গোলাগুলির

সময় মারা যায় ও। ওকে আঙিনায় কবর দিয়েছি।' ইশারায় র‍্যাঞ্চের পিছনের আঙিনাটা দেখাল মহিলা। 'পরে সুযোগ হলে ভালভাবে কোন কবরস্থানে কবর দেব ওকে।'

বড় হলঘরে এসে বসেছে ওরা। তিনটা কাপে কফি ঢালল এমি, দুই অতিথিকে পরিবেশন করল। অবাক হয়ে মহিলাকে দেখছে জন। মুখে, হাতের চামড়ায় বয়সের ছাপ। চামড়া কুঁচকে গেছে। কিন্তু চোখে আগুন রয়ে গেছে এখনও। চকচকে উজ্জ্বল। শুধু ওখানে কামড় বসাতে পারেনি বয়স।

'জন ক্যালকিন,' চিন্তিত দৃষ্টিতে জনকে দেখছে মহিলা। 'বেশ। মেনে নিচ্ছি তোমাকে। গরু দাবড়াতে জানো নিশ্চয়ই?'

'যখন যা ভাল লাগে, তাই করি। ভাল না খারাপ ভেবে দেখি না। তবে ঘুরে বেড়াতে মজা পাই বেশি। সঙ্গের ঘোড়াটাও আমার নয়। এক জায়গায় দেখলাম মালিক ছাড়া ঘুরছে, গায়ে ব্র্যান্ডও নেই। সঙ্গে টাকা-পয়সা ছিল না যে একটা কিনে নেব, তা ছাড়া সময়ও ছিল না। তাই ঝটপট ওটার স্যাডলে চেপে রওনা দিয়ে দিলাম।'

'সকালে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ো, পথ চিনে আসল মালিকের কাছে চলে যাবে ওটা। এস্পটিতে অনেক ঘোড়া আছে। দরকার পড়লে অভাব হবে না।'

'কিন্তু, ম্যা'ম, আমি তো এখানে থাকতে...'

'থাকতে চাও না, এই তো? কেন থাকবে না? এখানে কি জায়গা নেই? সারা বাড়িতে অন্তত পাঁচটা কামরা খালি পড়ে আছে, বাঙ্কহাউস তো আছেই। খাবারের স্টক যা আছে, তাতে অন্তত এক বছর চলে যাবে। তবে মাঝে মধ্যে তাজা মাংস সংগ্রহ করতে হবে। আমি তো কোন অসুবিধা দেখছি না, না-হয় খালার বাড়িতে বেড়ালে কয়েকদিন।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। ইচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে যাব। কিন্তু ওখানকার শীতকে নিয়ে খুব ভয় আমার। শেষপর্যন্ত হয়তো ফ্রিসকো বা লস এঞ্জেলসে চলে যাব।'

'ভেবো না, তোমাকে বেতন দেব,' হাল ছাড়তে রাজি নয় এমি।

'অন্য কোন ব্যাপারেও দুশ্চিন্তা করতে হবে না তোমার।'

'আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে টাকা নেই না আমি। আসলে…'

'জন ক্যালকিন, এখান থেকে কোথাও যাচ্ছ না তুমি! এটাই আমার শেষ কথা। পিট হ্যালেটের ষণ্ডাদের নিয়ে ভেবো না, ওদের জন্য আমিই যথেষ্ট। ভয়ের কিছু নেই। একটা একটা করে বলো আর একসঙ্গে, ঠিকই সামলাতে পারব।'

'ওদের ভয়ে চলে যেতে চাইছি, তা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে…'

'তা হলে কথা পাকা হয়ে গেল। তুমি থাকছ, জন। দেখি, তোমাদের জন্য কয়েকটা কম্বলের ব্যবস্থা করি।'

জন বুঝে গেল ক'দিনের জন্য আটকা পড়ে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়া আর দেখা হবে না। মহিলার সাথে তর্ক করা বৃথা, আগেই মন ঠিক করে রেখেছে; কথা বাড়িয়ে কোন লাভ হবে না। এমন কর্তৃত্ব খুব কম মহিলার মধ্যে দেখেছে ও। তবে একেবারে যে নিরুৎসাহী জন, তাও নয়; বরং এমি টিরেল এবং এম্পটির প্রতি কৌতূহল বোধ করছে। *দেখা যাক,* ভাবল ও, *এবার কী করে পিট হ্যালেট।*

'থাকতেই যদি হয়,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'আমি নজর রাখছি। তোমরা দু'জন ঘুমাও।'

মেয়েরা চলে যেতে বিছানা থেকে ম্যাট্রেস নামিয়ে মেঝেয় পাতল জন, তারপর গায়ের উপর কম্বল বিছিয়ে লম্বা হলো।

বাইরে অঝোরে বর্ষণ চলছে। মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘের গুড়গুড় ডাক ম্লান হয়ে যাচ্ছে বজ্রপাতের কান ফাটানো শব্দে। ছাদ আর বাড়ির দেয়ালে পড়ে ছন্দ তুলেছে বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া হঠাৎ হঠাৎ কাঁপিয়ে দিচ্ছে জানালার শার্সি। বিদ্যুৎ চমকের আলোয় গেট এবং আশপাশের এলাকা স্পষ্ট চোখে পড়ছে। কেউ নেই। এমন দুর্যোগের মধ্যে বাড়িতে ঢোকার সাহস করবে না ওরা।

লণ্ঠনটা ইচ্ছে করে রান্নাঘর থেকে আনেনি, জন চায় না ওর পিছনে কোন আলো থাকুক, তা হলে জানালা-পথে সহজ টার্গেট হিসাবে চোখে পড়বে ওকে। কিছুক্ষণ নজর রাখার পর মোটামুটি

নিশ্চিত হলো যে অন্তত আজকের রাতটা নির্বিঘ্নে কাটবে ওদের, এমিলি টিরেলকে বিরক্ত করবে কী, নিজেদের নিয়ে মহাব্যস্ত পিট হ্যালেটের ডালকুত্তারা। রান্নাঘরে এসে দেখল চুলোয় জল চাপানো আছে, আরেকটু যোগ করল কেতলিতে। রাতের জন্য যথেষ্ট কফি তৈরি হয়ে যাবে এতে।

বড় হলঘরে আছে জন। একপাশে রান্নাঘর আর এই কামরার মাঝখানে লিভিংরুম, অন্যপাশে–অনুমান করল ও–নিশ্চয়ই ফ্রাঙ্ক টিরেলের অফিস। ভিতরে ঢুকে দেখল দেয়ালজোড়া আলমারিতে সারি সারি বই শোভা পাচ্ছে। ঘরের মাঝখানে বড়সড় টেবিলের উপর কয়েকটা স্কেচ পড়ে আছে–দালান বা সেতুর হবে, মাপ এবং প্রয়োজনীয় নোট লেখা সঙ্গে। বেশ কয়েকটা দুর্বোধ্য মনে হলো ওর, তবে দু'একটার রহস্য বুঝতে পারল।

এত প্রতিভাবান মানুষ ছিল ফ্রাঙ্ক টিরেল! নিদারুণ বিস্ময়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল জন। সেতু, গির্জা, প্রাসাদ, বোট বা ওরকম বড়সড় স্থাপত্য তৈরি করার পর না-জানি কেমন বোধ করত! নিজের কীর্তির দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই সন্তুষ্টি আর গর্বে বুক ফুলে উঠত, যেহেতু এটা তারই সৃষ্টি? ঘোড়ায় চড়ে দেশকে দেশ ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে ঢের সম্মানের কাজ এটা।

মাঝে মধ্যে বাইরে চোখ রাখছে জন, স্লিকার পরে একবার বাইরেও গেল।

বাড়ির সামনে সুপ্রশস্ত পোর্চ। পোর্চের তিনদিকে চার ফুট উঁচু দেয়াল, যাতে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর লূপহোল রয়েছে। নিজেকে পুরোপুরি আড়ালে রেখে যে-কেউ গুলি করতে পারবে ওই ছিদ্র দিয়ে। বাড়ি তৈরি করার সময় দারুণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে ফ্রাঙ্ক টিরেল।

ফিরে এসে ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে বিছানায় বসল ও। দুই চুমুক দিয়েছে, এ-সময় পুরানো আমলের জুতোয় খটখট শব্দ তুলে হাজির হলো এমিলি টিরেল।

'অনেকদিন পর একজন ক্যালকিনের সঙ্গে দেখা হলো। সত্যি ভাল লাগছে আমার। কতদিন বংশের লোকজনের দেখা বা খোঁজখবর পাই না!'

'ক্যালকিনরা সারা পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছে। কলোরাডোর শালাকোতে থাকে কেউ কেউ। এদের বেশিরভাগই কাম্বারল্যান্ডের ক্যালকিন। ভালমানুষ।'

'বিপদের সময় বাবাকে একবার সাহায্য করেছিল টেনেসির এক ক্যালকিন,' স্মৃতি রোমন্থন করল বুড়ি। 'কোথায় যে আছে এখন, কে জানে! ওর বড় ছেলেকে চিনতাম। নামটা বোধহয় উইলিয়াম ক্যালকিন।'

'বিল ক্যালকিনের কথা বলছ তো? পরিচয় আছে ওর সঙ্গে। পিস্তলে দারুণ। বিরুদ্ধে যতজনই হোক, কারও সাহায্য লাগে না বিলের, ঠিক অক্ষত বেরিয়ে আসতে সক্ষম। অস্ত্রে ওর জুড়ি নেই।'

হাসল এমি। 'আমার মতে ক্যালকিনদের সম্পর্কে এ-কথাটা খাটে না। কে যে কার চেয়ে ভাল, তা তো পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। বিল কেন, অনেক ক্যালকিন সম্পর্কে এমন ভাবা যায়। ওকে জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই আরেকজনের প্রশংসা করবে।'

তা ঠিক, মনে মনে ভাবল জন। ওদের মধ্যে কে যে কার চেয়ে দক্ষ, বোঝা সত্যি মুশকিল। যাচাই করার একটাই উপায়, মুখোমুখি হওয়া। কিন্তু চিন্তাটা অবান্তর। নিজেদের মধ্যে ঈর্ষণীয় সুসম্পর্ক রয়েছে ক্যালকিনদের। রক্তের ডাকে পৃথিবীর যে-কোন প্রান্ত থেকে একজনের বিপদে হাজির হয়ে যায় অন্যরা। নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও অন্যকে সাহায্য করে। এটাই ক্যালকিনদের রীতি। অলিখিত আইন। ছেলেবেলা থেকে একাট্টা থাকার শিক্ষা দেওয়া হয় ওদের। আজ পর্যন্ত নিজেদের রক্ত ঝরায়নি ওরা।

'তবে সবাই যে দুর্দান্ত সাহসী, তা নয়। সংখ্যাটা নিতান্ত কম। ঝুড়িতে দু'একটা পচা আপেল থাকে। থাকাটাই স্বাভাবিক।'

কফি নিয়ে ওর সঙ্গে যোগ দিল এমি। গল্প চলতে থাকল। মাঝে

মধ্যে বাইরে উঁকি দিচ্ছে জন, দেখছে কেউ বাড়ির দিকে আসছে কি-না। ক্লিঞ্চ মাউন্টেন, কাম্বারল্যান্ড গ্যাপ এলাকায় ওদের আত্মীয়দের প্রসঙ্গ উঠে এল আলাপের মধ্যে।

'ফ্রাঙ্ক খুব ভালমানুষ ছিল,' প্রসন্ন স্বরে বলল এমি টিরেল। 'আমার জন্য ও-ই যোগ্য ছিল। সুখী ছিলাম আমরা। প্রথম দেখার দিনই আমি বুঝেছি উপযুক্ত লোকটি উপস্থিত হয়ে গেছে।

'কাঠের জিনিস তৈরিতে ওস্তাদ ছিল ও। এটা অবশ্য ওদের বংশগত ঐতিহ্য। নাগালের মধ্যে কাঠ পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায় টিরেলরা। ফ্রাঙ্কের কথা বলি, একটা কাঠ এমনভাবে তুলে নিত যেন রীতিমত ভালবাসত ওটাকে। আসলে ক্যালকিনদের যেমন প্রিয় জিনিস হচ্ছে পিস্তল, ওদের তেমনি কাঠ।'

'পিস্তলে তুমিও তো কম যাও না,' মৃদু হেসে মন্তব্য করল জন।

'প্রয়োজন মানুষকে অনেক কিছু শিখতে বাধ্য করে। বাবা বাড়ি থাকত না, অথচ ইন্ডিয়ান এলাকায় ছিলাম আমরা। প্রায়ই হামলা করত ওরা। ওদের আক্রোশের কারণে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, প্রিয়জন হারিয়ে ইনজুনদের ঘৃণা করতে শিখেছে সাদারা। কিন্তু অন্যদের মত ইন্ডিয়ানদের ঘৃণা করিনি আমি, বরং ঝড়, স্ট্যাম্পিড, খরা, পঙ্গপাল বা অমন বাধা হিসাবে দেখেছি ওদের। নিতান্ত প্রয়োজনে খুন করেছি। নিজেকে বাঁচাতে, আনন্দের জন্য নয়; পঙ্গপালকে যেমন না-ঠেকিয়ে উপায় থাকে না।' শূন্য দৃষ্টিতে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল এমি, পুরানো স্মৃতি মনে করছে।

'গুলি ছোঁড়ার কথা বলেছ না?' কফিতে চুমুক দিয়ে খেই ধরল মহিলা। 'হ্যাঁ, তা কিছুটা পারি। একেবারে খারাপ বলব না। ক্যালকিনদের মধ্যে ওই কাজটা কে না পারে? মেয়েরাও কম যায় না। ছোটবেলায় পাহাড়ে যখন ছিলাম আমরা, চাইলেই কার্তুজ পাওয়া যেত না, তাই হিসাব করে গুলি খরচ করতে হত। মাংসের জন্য শিকার করতে যেতাম যখন, গুনে গুনে কার্তুজ দেওয়া হত; সন্ধেয় বাড়ি ফিরে এলে গুলির হিসাব দিতে হত। তোমাদের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এই অবস্থা

ছিল। স্বভাবতই অন্য যে-কারও চেয়ে পিস্তল বা রাইফেলে তুলনামূলক দক্ষ হয়ে উঠেছে ক্যালফিনরা, সে ছেলে আর মেয়েই হোক।'

আবারও নিজের কাপ ভরে নিল এমি, জনেরটাও ভরে দিল। 'জন, এ-মুহূর্তে স্যামকে খুব দরকার আমার। ছেলেদের জন্যই তো সব আগলে বসে আছি। কিন্তু আর কতদিন? বয়স হয়েছে। একদিন দেখবে, ঘুমিয়ে পড়েছি; এই সুযোগে ওরা এসে দফা রফা করে দিয়েছে। সাহায্য দরকার আমার, জন। ব্রায়ান তো বহু দূরে! স্যামটাকে যদি খবর দেওয়া যেত।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল জন, দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। 'চিন্তা কোরো না, ম্যা'ম। কয়েকটা দিন থাকব এখানে,' শেষে বলল ও। 'আমার জন্য কেউ তো বসে নেই। ক্যালিফোর্নিয়া বা ফ্রিসকোয় পরে গেলেও চলবে।'

ফ্রিসকো বা ক্যালিফোর্নিয়ায় কেউ বসে না-থাকলেও কলোরাডোয় ওর অপেক্ষায় রয়েছে স্বজনরা—মা, বাবা···দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল জন। মুদ্রার দুটো পিঠই রয়েছে। ভবঘুরে স্বভাব ওকে ঘুরে-ফিরে দেখার বা বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আনন্দ দিলেও স্বজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিছুটা হলেও দুঃখ তো রয়েছেই। তবে এ-নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তা করে না, আমলও দেয় না। জন জানে কোন একদিন, যখন ঘুরে বেড়ানোর পালা শেষ হবে, কলোরাডোয় গিয়ে স্থির হবে ও। মনের মত একটা মেয়েকে বিয়ে করে সংসারী হবে।

'হ্যালেট লোকটা,' বলল ও। 'বগলে একটা পিস্তল লুকিয়ে রাখে।'

'তাই বলো!' স্বস্তি দেখা গেল এমির মুখে। 'আমিও ভাবতাম একটা পিস্তল কোথাও লুকিয়ে রাখে সে। ওর হাতে কয়েকজন খুন হয়েছে। কী দাপট ওর! প্রায়ই ভাবতাম এত সাহসের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।' একটু বিরতি দিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'লেফ ক্রেমারকে দেখেছ?'

'নামে তো চিনি না। *বন টনে* হ্যালেটের কয়েকজন স্যাঙাৎ ছিল,

ওদের কেউ হতে পারে।'

'সাংঘাতিক লোক। হ্যালেটের আত্মীয়-টাত্মীয় হবে। শুনেছি ওর গুলি নাকি মিস্ হয় না, একেবারে ডেড শট। নীতির ধার ধারে না। সুযোগ পাওয়া মাত্র গুলি করে শিকারকে—সামনে, পাশে বা পিছনেই হোক। খুনের জন্য নির্জন জায়গা বেছে নেয়। ওর এক নম্বর পছন্দ আস্তাবল।'

'শহরের আস্তাবলে কাউকে দেখিনি তো।'

'শহরে যখন ছিল না, তারমানে এখানে, র‍্যাঞ্চের ধারে-কাছে আছে সে। হ্যালেটের সব লোকই তো দেখলাম, একেকটা আস্ত গর্দভ। কিন্তু এই লেফ ক্রেমার সত্যি ভয়ঙ্কর। সেয়ানাও। ও যদি তোমার নাকের ডগায়ও থাকে, সে না-চাইলে দেখতেই পাবে না। বাইরে গেলে সাবধানে থেকো, খুবই ভয়ঙ্কর লোক ক্রেমার।'

একটু পর ঘুমাতে চলে গেল এমি। বাইরে থেকে আরেকবার চক্কর দিয়ে ফিরে আসতে লিলিকে দেখতে পেল জন। এবার লিলির পালা, ভোর পর্যন্ত পাহারায় থাকবে মেয়েটা।

ম্যাট্রেসের উপর শুয়ে পড়ল জন। শুয়ে পড়তে দেরি কেবল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে জাগল যখন, জানালা দিয়ে আলো উঁকি দিচ্ছে ভিতরে। রান্নাঘর থেকে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। পোর্চে এসে চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল জন, দিনের আলোয় এই প্রথম দেখছে র‍্যাঞ্চটা। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর।

নিজের বাড়িতে বন্দি হয়েছে একজন বৃদ্ধা! হারামীগুলো তাকে এমনভাবে আটকে রেখেছে যে বারান্দায়ও এসে দাঁড়াতে পারছে না। অথচ কোন অপরাধ নেই এমিলি টিরেলের। লোভী কিছু মানুষের অন্যায় ইচ্ছের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে।

পোর্চের ছায়ায় দাঁড়িয়ে চারপাশ নিরীখ করল জন, চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল—সন্ধ্যায় বেরোবে। লোকগুলোকে খানিকটা শিক্ষা না-দিলেই নয়। এভাবে ঘরের মধ্যে বন্দি থাকা যায় না। পাল্টা মার

দিতে হবে। চুপচাপ বসে থাকলে দিনে দিনে সাহস বেড়ে যাবে ওদের।

ক্যালিফোর্নিয়া বা ফ্রিসকোয় আনন্দময় কয়েকটা দিন কাটাতে ইচ্ছে করছে জনের, কিন্তু এমিলি টিরেলকে গ্যাঁড়াকলে ফেলে চলে যেতে একটুও ভাল লাগবে না ওর।

আস্তাবলে গিয়ে রোয়ানটাকে শিমের বীচির ছাতু খাওয়াল জন। এমন ভাল খাবার বোধহয় ওটার জিভে পড়েনি কখনও, গোগ্রাসে খেল অনেকটা।

এমিলি টিরেলের কথা মিথ্যে নয়। বার্নের পিছনে বেড়া ঘেরা চারণভূমিতে অনেক ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবক'টাই উন্নত জাতের। নিজের ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে সেখানে চলে এল জন, ল্যাসো চালিয়ে এম্পটির ছয়টা ঘোড়া ধরে করালে নিয়ে এল। রোয়ানটাকে এবার ছেড়ে দিলেও চলে। স্যাডল-ব্রিডল খসিয়ে ওটাকে মুক্তি দিয়ে দিল জন।

কয়েক কদম সরে গেল ওটা, তারপর অন্যগুলোর সঙ্গে শামিল হলো। কিছুক্ষণ ঘাস চিবানোর পর পাহাড়ের বাঁকে হারিয়ে গেল। হয়তো সত্যি সত্যি বাড়ি ফিরে যাবে।

করালের বেড়ার উপর ঝুঁকে ধরে আনা ঘোড়াগুলোকে নিরীখ করল জন। চমৎকার ঘোড়া। স্ট্রবেরি রঙের একটা রোয়ানকে একনজরে পছন্দ হয়ে গেল, দেখতে যেমন তেজী, তেমনি শক্তিশালী। একটা স্টিলডাস্টও মন্দ নয়, দেখে গম্ভীর মেজাজের মনে হচ্ছে, সম্ভবত যে-কোনটার চেয়ে দম বেশি ওটার।

খুবই ভাল ঘোড়া। এর যে-কোন একটা পেলে নিজেকে ধন্য মনে করত জন। পোষা হলেও অনেকদিন কেউ পিঠে চড়েনি বলে ছটফট ভাবটা বেশি। সবক'টাকে বশ মানাতে হবে, ভাবল ও।

মনে মনে স্যাম টিরেলের কথা ভাবছে জন। কোথায় আছে এখন স্যাম? ওকে পেলে কাজটা সহজ হয়ে যেত, বোঝা কাঁধ থেকে নামাতে পারত। তবে আদপে কাজটা সহজ নয়। নিজের একজন আত্মীয়কে

চরম বিপদের মধ্যে রেখে যাওয়ার মানুষ নয় জন।

ওর মতই ভবঘুরে স্যাম। বেশিদিন এক জায়গায় থাকে না। ভালমন্দ সব ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে ওর। আউটলদের স্বর্গরাজ্য, কুখ্যাত হাইডআউট ব্রাউন'স হিলে গেলে হয়তো কারও কাছ থেকে ওর খবর মিলতে পারে। কিংবা আরও দূরে হোল-ইন-দ্য-ওয়ালে গেলেও খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। জনের কাজ হলো, এখানকার খবরটা মুখে মুখে ছড়িয়ে দেওয়া। ট্রেইলে একবার চাউর হয়ে গেলেই হবে, বেঁচে থাকলে যেখানেই থাকুক না কেন, খবরটা পৌঁছে যাবে স্যামের কানে। দেরি হতে পারে, এই যা অসুবিধা।

তবে আগের কাজ আগে। ঘোড়াগুলোকে বশ মানাতে হবে। একে একে সবক'টার স্যাডলে চাপল জন, কিছুক্ষণ রাইড করল। সওয়ার টানার অভ্যাস মনে করিয়ে দিচ্ছে ওদের। অনভ্যস্ততার কারণে গড়িমসি করল কয়েকটা, একটা ওকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টাও করল; কিন্তু একসময় বশ মানতে বাধ্য হলো। বিপদের সময় কাজে লাগতে পারে ভেবে ধরে আনা ঘোড়াগুলো ছাড়াও চারণভূমির আরও কয়েকটার পিঠে চাপল জন। অন্তত দশ মিনিট করে রাইড করল প্রতিটার পিঠে।

শুধু ঘোড়াকে বশ মানিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বরং টুকিটাকি আরও কয়েকটা কাজ সেরেছে। করালের গেট নড়বড়ে হয়ে গেছে, প্রায় ঝুলে পড়েছে; এখানে-সেখানে কয়েকটা পেরেক মেরে আর দু'তিনটা স্ক্রু ভালমত টাইট দিতে ঠিক হয়ে গেল ওটা। পিছনের সিঁড়ির অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়, কাঠ ক্ষয়ে এক জায়গায় দেবে গেছে। সেখানেও হাত লাগাল। অবশ্য এসব কাজে অভ্যাস নেই জনের, ভালও লাগে না। স্যাডলে বসে করা যায় না, এমন কাজ ওর অপছন্দ। কিন্তু তাতে কী? যেটা করার, তা তো করতেই হবে।

কাজ করার ফাঁকে চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে জন, আর কৌতূহলী চোখে পুরো র‍্যাঞ্চ দেখে নিচ্ছে–যখন যেখান থেকে যতটা

চোখে পড়ছে। যত দেখছে তত মুগ্ধ হচ্ছে, বুড়ো ফ্রাঙ্ক টিরেলের প্রতি সমীহ বোধ করছে। ইন্ডিয়ান হামলার আশঙ্কা মাথায় রেখে বাড়িটা তৈরি করেছিল সে, দূরদর্শিতা আর চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে। টিরেলের আমলে দুর্ধর্ষ ইন্ডিয়ানরা বাড়িতে ঢুকতে পারেনি, এখন যে পিট হ্যালেটের গর্দভ ভাড়াটেরা পারবে না, এটাই স্বাভাবিক। দালানগুলো যেন একেকটা দুর্গ। অনায়াসে একটা থেকে অন্যটায় যাওয়া যায়, অথচ বাইরে অপেক্ষমাণ শত্রুর রাইফেলের মুখে পড়তে হবে না।

আশপাশের পাহাড় হয়ে উপত্যকায় ঢোকার বেশ কয়েকটা পথ রয়েছে, কিন্তু সবই বন্ধ করে দিয়েছে ফ্রাঙ্ক টিরেল। র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকতে তাই আঙিনা পেরিয়ে আসতে হয়। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

এম্পটিতে ঢোকার সম্ভাব্য প্রতিটি রাস্তা আবিষ্কার করেছে ফ্রাঙ্ক টিরেল, তারপর পাথরধস নামিয়ে বা বড়সড় গাছ ফেলে বন্ধ করে দিয়েছে। সব মিলিয়ে র‍্যাঞ্চটা বন্ধুর গিরিখাত, দুর্গম পাহাড়, খাঁজকাটা শৃঙ্গ আর খরস্রোতা ঝর্নার সমন্বয়।

সব জায়গায় যাওয়া-আসা করার কোন না কোন রাস্তা থাকেই, এম্পটির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি বোধহয়। তবে কাজটা সহজ হবে না। এমন এবড়োখেবড়ো জায়গায় কেই-বা ট্রেইলের খোঁজ করবে, যেখানে যে-কোন মুহূর্তে চাঁদি ফুটো হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে?

সম্ভবত ইনজুনদের কথা মাথায় রেখে বাড়িটা তৈরি করেছিল টিরেল, সাদা তস্করদের কথা ভাবেনি···তবে উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে তার। নইলে এতদিন টিকে থাকতে পারত না এমি, ওকে দশ হাত মাটির তলায় গোর দিয়ে জমির দখল নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু করত হ্যালেটরা।

বিকাল গড়িয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যা নামবে। র‍্যাঞ্চ হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জন। কী ঘটে দেখার জন্য একটা কাণ্ড করল। লাঠির ডগায় কম্বল পেঁচিয়ে উঁচু করে তুলে ধরল খিলান

বরাবর। নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রেখেছে।

ফটকের ওপাশে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ঠিক মাঝখানে কম্বল ফুটো হয়ে গেল। জানত জন। তবু নিশ্চিত হলো, ওরা আছে। ভেবেছে এমি টিরেল বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। ওর কথা তাদের জানার কথা নয়।

সন্ধ্যা নেমে এল। চারপাশে ছায়ার ঘনত্ব বাড়ছে। কয়েক হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট চোখে পড়ছে না। উইনচেস্টার হাতে এগোল জন, রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল লিলি।

স্টোভে রান্না চড়িয়েছিল এমি, ফিরে তাকাল জনের দিকে। 'সাপার তৈরি হয়ে গেছে, সান। বসে পড়ো।'

'খাবারটা গরম রাখো, ম্যা'ম। ফিরতে দেরি হবে না আমার।' পিছন দরজার কাছে এসে সামান্য ইতস্তত করল ও। 'ভীমরুলের চাকে দু'একটা ঢিল ছুঁড়ে আসি। দেখি কী করে ওরা।'

বেরিয়ে এসে ছায়ায় ছায়ায় চিতার মত নিঃশব্দে এগোল জন। পশ্চিমে ক্যালকিনদের সম্পর্কে একটা বদনাম প্রচলিত—ওরা সবাই কম-বেশি নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া, বিশেষ করে যখন শত্রুর মুখোমুখি হয়। এমনিতে নিরীহ বা ভালমানুষ, অন্যের ব্যাপারে নাক গলায় না, কিন্তু কেউ ঘাঁটাতে এলে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয় না। জন সারা জীবনে হাজারো বিপদ পার করেছে, অথচ কখনও কারও বিপক্ষে অন্যায় সুবিধা নেয়নি, কাউকে দিতেও নারাজ।

শত্রুর শেষ রাখতে নেই, এটাই হচ্ছে ওদের মূলমন্ত্র।

ক্যালকিনরা অনেকেই ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে বড় হয়েছে। বিশেষ করে চেরোকিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে ওদের; তবে ক্রিক, চিকাসো, চকটো বা শওনিদের সঙ্গেও সখ্যতা ছিল। ছেলেবেলায় বেশিরভাগ ক্যালকিন শিকার করত ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে। যুদ্ধক্ষেত্রে ওরা ইন্ডিয়ানদের মতই ক্ষিপ্র, দুর্ধর্ষ এবং বেপরোয়া; তবুও রেডস্কিনদের চেয়ে সরেসই বলা চলে ওদের। পার্থক্যটা বুদ্ধিতে। সভ্য মানুষের

সহজাত গুণ বলে নয়, বরং ক্যালকিনদের পারিবারিক দীক্ষা আর লাগাতার চর্চার ফসল হিসাবে বাড়তি এই সামর্থ্য অর্জন করেছে ওরা।

সন্তর্পণে এগোল জন, খোলা জায়গায় চলে এসেছে এখন, আলো-ছায়ার আড়ালে আড়ালে এগোচ্ছে।

তিনজন লোক বসে আছে। এক কোণে কেতলিতে কফির পানি ফুটছে। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর আগে জনের উপস্থিতি টেরই পেল না কেউ। জনের লাথিতে একজনের কোলে গিয়ে পড়ল ফুটন্ত পানির কেতলি। বজ্রাহতের মত উঠে দাঁড়াল সে, সবিস্ময়ে চেঁচাল একইসঙ্গে।

জনের দিকে পিঠ দিয়ে বসে ছিল একজন। গোলমালের আভাস পেয়ে উঠে দাঁড়াল সে, ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করল না জন, এক ধাক্কায় আগুনের উপর ফেলে দিল তাকে। লোকটার ভাগ্যে কী ঘটল দেখার অপেক্ষায় নেই জন, তৃতীয়জনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাইফেল তুলে সপাটে চালাল ও, লোকটার পেটে লাগল বাঁট। অস্ফুট স্বরে ককিয়ে উঠল সে, দু'হাতে পেট চেপে ধরে বসে পড়ল। তিনজনের কেউই, আদপে ওর বিরুদ্ধে কিছু করার সুযোগ পেল না, আচমকা আক্রমণের ধাক্কা সামলে নেওয়ার আগেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেছে।

জন দীর্ঘদেহী মানুষ। চওড়া কাঁধ, গড়পড়তার চেয়ে বেশি শক্তি ধরে বাহুতে। ওর শক্তির সঙ্গে নিষ্ঠুরতা আর জেদ, এই তিনের সমন্বয়ে দুর্ধর্ষ রূপ ধারণ করেছে এখন। নিরীহ একজন বয়স্কা মহিলাকে অবরোধ করেছে এরা, ব্যাপারটা তাতিয়ে তুলেছে ওকে।

যাকে আগুনের দিকে ধাক্কা দিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে কীভাবে যেন লাফিয়ে সরে গেছে সে, আগুনের লেলিহান শিখাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে। চট করে ঘুরে দাঁড়াল সে, নিমেষে হাত বাড়িয়েছে পিস্তলের দিকে। প্রমাদ গুনল জন, মনে মনে ভাবল: *বেশ, মরার শখ যখন হয়েছেই, কী করার আছে আমার?*

কোমরের পাশে চলে এল জনের রাইফেল, যেন পিস্তল ধরে আছে, মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় থাকল–লোকটা পিস্তল বের করলে গুলি করবে।

উইনচেস্টারের গুলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটার শার্টের তৃতীয় বোতাম। বোতাম ফুটো করে পেটে চলে গেছে তপ্ত সীসা।

যার কোলে গরম পানির কেতলি পড়েছে, উন্মাদের মত দাপাদাপি করছে লোকটা, কে নদিকে এতটুকু খেয়াল নেই। মৃদু হাসল জন। পানিটা এমন জায়গায় পড়েছে যে বেশ কিছুদিনের জন্য কোন মেয়ের কাছে যেতে ইচ্ছে হবে না তার। এমনকী হয়তো ঘোড়ায়ও চড়তে পারবে না কয়েকদিন।

তৃতীয়জন উপুড় হয়ে পড়ে আছে, গোঙাচ্ছে লাগাতার। বুট দিয়ে ঠেলে তাকে চিৎ করল জন, রাইফেলের নল লোকটার মুখে ঢুকিয়ে দিল। মুহূর্তে গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল, দুই চোখে নিখাদ আতঙ্ক আর মৃত্যুভয় ফুটে উঠেছে।

'কখনও ওয়াওমিং বা মন্টানায় গেছ?' আলাপী সুরে জানতে চাইল জন।

উত্তর দিল না সে, মুখটা কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'না-গিয়ে থাকলেও অসুবিধা নেই। ঠেকায় পড়লে অনেক কাজই করে মানুষ। রওনা দিয়ে দাও। মন্টানা বা ওয়াইওমিং, যেখানে খুশি যেতে পারো। ফের যদি ধারে-কাছে দেখি তোমাকে, কবরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।'

তিনজনের রাইফেল তুলে নিল জন, তারপর কাছাকাছি পাথরের সঙ্গে বাড়ি মেরে অকেজো করে দিল ওগুলোকে; সবশেষে সমস্ত অ্যামুনিশন, পিস্তল আর তেরপলটা আগুনে ফেলে দিল। একটা কথাও বলল না কেউ, সন্ত্রস্ত চোখে দেখল জনের কাজ।

নিশ্চিন্ত মনে পিছিয়ে এল জন, অন্ধকারে মিশে গেল। বাড়ি ফিরে এল ও।

এমিলি আর লিলি হলিস্টারকে বারান্দায় পেল জন। স্পষ্ট দেখতে

না-পেলেও জ্বলন্ত আগুন দেখতে পেয়েছে ওরা, তবে আসল ঘটনা বুঝতে পারেনি।

'খাবারটা গরম আছে তো, ম্যা'ম?' পোর্চে প' রেখে জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, আছে। লিলি, টেবিলে খাবার বেড়ে দাও তো।'

টেবিলে এসে বসল জন। উল্টোদিকে বসেছে এমি টিরেল, মুখ নির্বিকার। কিন্তু বয়সের কারণে একটু বেশি কৌতূহলী লিলি, নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। উন্মুখ হয়ে জানতে চাইল: 'কী হলো ওখানে? কী করেছ তুমি?'

'তেমন কিছু নয়, ওদের অবস্থা দেখে এলাম। একটা লোক জীবনে আর কখনও বিয়ে করতে পারবে না। আরেকজন ওই সুযোগের ঊর্ধ্বে চলে গেছে।'

চার

সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি দিয়েছে এখন। যা তীব্র রোদ, চাঁদি পুড়ে যাওয়ার দশা! লিভিংরুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জন ক্যালকিন, গেটের ওপাশে কাউকে দেখতে পেল না। অনেকদূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে, দৃষ্টিসীমায় কেউ নেই। হাল ছেড়ে দিয়ে কেটে পড়েছে হ্যালেটের গুণ্ডারা। মনে হয় না ফিরে আসবে ওদের কেউ, অন্তত তাই মনে করে জন।

বসতবাড়ির চারপাশে অপরিচ্ছন্নতা ক্যালকিনদের দু'চোখের বিষ। এত সুন্দর একটা বাথান, অথচ জায়গায় জায়গায় আবর্জনা জমেছে,

বেড়া নুয়ে পড়েছে কোথাও, কোথাও আগাছা জন্মেছে। দেখে একটুও ভাল লাগছে না জনের। বহুদিন ধরে র‍্যাঞ্চের দেখ-ভাল করা হয় না, সুযোগ পায়নি এমি টিরেল।

অলস সময় কাটাতে অভ্যস্ত নয় জন, তাই কাজে নেমে পড়ল। তবে সারাক্ষণ চোখ-কান খোলা রাখছে। বলা যায় না, হয়তো নতুন কাউকে পাঠিয়ে দেবে হ্যালেট। লোকটা যা ধুরন্ধর! শত্রুকে হালকা করে দেখার পরিণাম কখনোই ভাল হয় না, জানে জন।

দু'দিন এভাবে কেটে গেল। কিছুই ঘটেনি। কাউকে বাথানের চৌহদ্দিতে দেখতে পায়নি জন। তৃতীয়দিন শিকারে বেরোল ও। তাজা মাংস দরকার।

ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ তৃণভূমির একটা অন্যটার চেয়ে উঁচু, সব মিলিয়ে হাজার একর জমি যার প্রতি ইঞ্চিতে উৎকৃষ্ট ঘাস রয়েছে। উচ্ছল ঝর্না পানি সরবরাহ করছে সর্বত্র। পাহাড়ের কিনারে ঘন গাছপালা—অ্যাসপেন, স্প্রুস, পাইন, সিডার, এল্ডার···কী নেই! পিছনে আকাশছোঁয়া ক্লিফের সারি পুরো জমিকে দুর্ভেদ্য করে তুলেছে। ডুরাঙ্গোর কাছে ঠিক এরকম একটা উপত্যকা দেখেছে জন। অ্যানিমাস ভ্যালি। হার্মোসা ক্লিফের কিনারা ঘেঁষে গড়ে উঠেছে মনোরম ওই উপত্যকা।

বুড়ো টিরেল জুতসই জায়গা পছন্দ করেছে। প্রয়োজনীয় সবই এখানে পেয়েছিল সে। পানি, ঘাস, ছায়া, খড় এবং কাঠ। আশপাশে উঁচু জমিতে আরও তৃণভূমি ছিল, অ্যাসপেনে ঘেরা সবক'টা। বাড়ি তৈরি করার উপযুক্ত কাঠ সংগ্রহ করতে দূরে যেতে হয়নি, র‍্যাঞ্চ হাউস তৈরি হওয়ার আগে ঝড়ের কবলে পড়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি—অস্থায়ী ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করার মত জায়গা ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, এমন বদ্ধ কিন্তু সমৃদ্ধ একটা উপত্যকা দরকার ছিল তার, যেখানে অল্প কয়েকজন কাউহ্যান্ড হলে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, আবার শীতের জন্য দরকারী খড় মজুদ রাখার জায়গাও ছিল।

র‍্যাঞ্চের পিছনে কয়েক হাজার একর জমি পড়ে রয়েছে। পুরোটাই

পানির উপর নির্ভরশীল। হাজার হাজার গরু চরানো যাবে এখানে। কিন্তু পানি ছাড়া হাজার কেন, লাখ লাখ একর জমিরও দাম নেই। স্বভাবতই, এম্পটি র‍্যাঞ্চ যার দখলে থাকবে, পুরো এলাকা তার দখলে চলে যাবে। আপসে। ব্যাপারটা সুস্পষ্ট, কোন সন্দেহ বা দ্বিধার অবকাশ নেই।

শিকার করবে বলে বেরোলেও জন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত। মাঝে মধ্যে হরিণ দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না; বরং বিস্তীর্ণ তৃণভূমির দিকে ষোলোআনা নজর ওর। একটা র‍্যাঞ্চে ঢোকার দ্বিতীয় কোন পথ নেই, চোখে দেখেও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ঘোড়া বা মানুষের তাজা ট্র্যাক খুঁজছে। নেই।

সহজ উপায় পেয়ে গেলে বিকল্প নিয়ে ভাবে না মানুষ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পথটা বেছে নিয়েছিল পিট হ্যালেট। ষাটোর্ধ্ব একজন বুড়ি কতদিন র‍্যাঞ্চ আগলে রাখতে পারবে? কিন্তু সফল হয়নি। এমিলি টিরেলের সাহস আর দৃঢ়তার কাছে হার মানতে হয়েছে তাকে। এখন নিশ্চয়ই বিকল্প উপায় ভাবছে হ্যালেট? কী হতে পারে সেটা? যা-ই হোক, আগাম তৈরি থাকতে হবে ওদের।

স্যাম টিরেলের কথা মনে পড়ল। অস্থিরমতির লোক। কোথাও বেশিদিন থাকতে পারে না, ওর কাছে কোন জায়গারই বিশেষ গুরুত্ব নেই। আজ এখানে তো কাল ওখানে। কে জানে, এখন হয়তো হাজার মাইল দূরে আছে! তবে আউটল ট্রেইলে গেলে ওর খবর পাওয়া যেতে পারে। জনের মতই সব ধরনের লোকের সঙ্গে চলাফেরা রয়েছে স্যামের। জনের মত সুঠামদেহী না-হলেও পাকানো দড়ির মত পেশিবহুল শরীর। ঘোড়া, ল্যাসো এবং বন্দুক চালানোয় দুর্দান্ত।

বেশ কয়েকটা জায়গা আউটলদের আখড়া হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। লুকিয়ে থাকার কারণে এগুলোকে "হোল" বলে লোকজন। ব্রাউন'স হোল জায়গাটা এখান থেকে সবচেয়ে কাছে। স্যামের ওখানে না-থাকার সম্ভাবনা বেশি, তবে খবরটা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে যাবে স্যাম।

কৌতূহলবশত এখানে এলেও গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে জন, চাইলেও চলে যেতে পারছে না। স্যাম যদি আসে···নিশ্চিন্ত মনে নিজের পথে চলে যেতে পারবে ও।

ব্রায়ান বোধহয় ফ্রান্সে আছে। উঁহুঁ, অতদূরে খবর পাঠানো সম্ভব হবে না।

যে-কোন মূল্যে র‍্যাঞ্চটা চায় হ্যালেট। ওর ইচ্ছে পূরণ হওয়া অসম্ভব নয়। জন জানে এরপর বেপরোয়া লোক ভাড়া করবে সে, যারা বয়স্কা কোন মহিলাকে খুন করতে দ্বিধা করবে না। একজন বৃদ্ধাকে যে-লোক গৃহবন্দি করতে পারে, মেরে ফেলতে চায়, তার পক্ষে আসলে সবই সম্ভব।

কিন্তু জনকে চেনে না সে। এভাবে বাড়াবাড়ি করতে থাকলে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে ও, হিংস্র হয়ে উঠবে, নির্ঘাত পাল্টা কামড় বসাবে। রক্তপাত ভাল লাগে না জনের, অথচ এ-জিনিসটা থেকে যেন মুক্তি নেই ওর। যেখানেই যায়, সেখানে যত ঝামেলা আর রক্তারক্তি শুরু হয়! একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে জন, তারপর যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ও। হয়ে যায় একটা খুনে যন্ত্র।

এখানে জীবন ধারণ করা কঠিন হবে না, বরং ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে পারবে যে-কেউ। বিস্তর হরিণ বা এল্ক থাকায় মাংসের অভাব হবে না। ভালুক এবং সিংহের প্রচুর ছাপ দেখেছে জন। পাহাড়ী সিংহ মোটামুটি ত্রিশ মাইলের মত জায়গা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এদের শিকার হচ্ছে বুড়িয়ে যাওয়া অথবা কমবয়সী এল্ক বা গরু, যেগুলো চাইলেও পালাতে পারে না।

বুনো জগতে সবাই একই জাতের। অস্তিত্ব রক্ষা করতে দুর্বল জন্তু মেরে খেতে হয়। বুনো প্রাণীদের নিয়ম শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে খুন করা, অন্য প্রাণীকে ওদের মত থাকতে দেওয়া। সারা জীবনে কখনও নেহাত প্রয়োজন ছাড়া শিকার করেনি জন···মানুষের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য।

টেনেসির ক্লিঞ্চ মাউন্টেন এলাকা যে খুব সমৃদ্ধ ছিল তা নয়। মাটি উর্বরা না-হলেও সৌন্দর্যে ঘাটতি ছিল না। মা ওদের প্রায়ই বলতেন প্রকৃতি পেটের নয়, বরং জীবনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম; ফাঁদ আর রাইফেলের উপর নির্ভর করে ওদের জীবন চললেও কখনও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শিকার করেনি। সবারই বাঁচার অধিকার রয়েছে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কিছুই নিজেদের দখলে রাখেনি। ক্যালকিনরা হয়তো একটা ঝর্না আবিষ্কার করল, অথচ এক বা দুই বছর পর সেটা অন্যদেরকে দিয়ে নিজেদের জন্য নতুন আরেকটা খুঁজে নিত। খুব ছোট থাকতে শিখে ফেলেছে পাহাড়ে বা বনভূমিতে পানির যোগান অটুট রাখতে হলে বীবরদের টিকে থাকতে দিতে হবে। এরা ঝর্নার মুখে বাঁধ দিয়ে পুকুর তৈরি করে, প্রয়োজনে বাঁধ মেরামত করে। মোট কথা, পানি আটকে রাখার জন্য নিজেরাই সচেষ্ট থাকে সবসময়। তাই যেখানে বীবর বা বীবরের ট্র্যাক দেখা যাবে, বুঝতে হবে আশপাশে ঝর্না বা পুকুর রয়েছে।

জনের বাবা প্রায়ই বলত, হোক না বিনে পয়সায় পাওয়া, কিন্তু জমির গুরুত্ব রয়েছে। নিয়মিত যত্ন নেওয়া উচিত। ওটা শুধু তোমারই নয়, তোমার পরবর্তী বংশধরদেরও কাজে লাগবে।

রুক্ষ বন্ধুর এলাকা এটা, দেখে মনে হয় দুমড়ানো-মোচড়ানো কাগজ–কোথাও উঁচু পাহাড়, ক্লিফ এবং রীজের সারি, কোথাও ঢেউ খেলানো উপত্যকা কিংবা বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, জমিনের বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে অগভীর ক্রীক বা ঝর্না। বাতাস আর বৃষ্টির অত্যাচারে মসৃণ হয়ে এসেছে পর্বতশৃঙ্গের খাঁজকাটা কিনারা। সব ক্যানিয়ন বা উপত্যকা চিনে নিতে অন্তত কয়েক মাস লাগবে।

সন্দেহ নেই, অপূর্ব জায়গা এটা!

র‍্যাঞ্চের স্টক কম নয়। জন যে-কয়টা দেখেছে, উঁচু জমিতে আটকে রাখা হলেও প্রায় সবক'টা গরুই ভাল অবস্থায় আছে। গরমের সময়ে রাখতে সুবিধা হবে বলে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় করাল তৈরি করেছিল ফ্রাঙ্ক টিরেল। এতদিনে ওগুলোকে নীচে নামিয়ে আনার কথা,

কিন্তু হ্যালেট বাহিনীকে নিয়ে ব্যস্ততা আর কাউহ্যান্ড না-থাকায় নামাতে পারেনি এমিলি। সমস্যা একটাই: আগামী কিছুদিনের মধ্যে খাবারের ঘাটতি পড়বে।

র‍্যাঞ্চে ফেরার পথে একটা হরিণ শিকার করল জন।

*

বিশ্রাম নেওয়ায় সতেজ লাগছে এমিলি টিরেলকে, র‍্যাঞ্চে ফিরে খেয়াল করল জন। তবে লিলি হলিস্টার ভয় পাইয়ে দিল ওকে। মেয়েটার মনে বোধহয় রঙ ধরেছে, জনের দিকে একটু বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। কথা বলার সময় বারবার ঠোঁট কামড়ে ধরছে, সামান্য ব্যাপারে লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে গাল দুটো।

ভুল করছে লিলি। এখন আর সেই কিশোর বয়সটা নেই যে হুট করে প্রেমে পড়ে যাবে জন। বরং এসবে মন টানে না ওর। অনেক ঝড়-ঝাপ্টা পেরিয়ে এসেছে, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে কঠিন হয়ে গেছে মন। তাই লিলির আচরণে বিন্দুমাত্র সাড়া দিল না। ফাঁদে পড়তে রাজি নয় ও। ইতোমধ্যে যথেষ্ট হয়েছে।

খেতে বসে রান্নার প্রশংসা করল জন। দারুণ হয়েছে খাবার।

'আমি নই, লিলি রেঁধেছে,' জানাল এমিলি।

নড করল জন। ষড়যন্ত্রের মূল কোথায় বোঝা গেল। এটা হচ্ছে ওর মন ভোলানোর কায়দা। রান্নায় পাকা হতে বয়স লাগে, লিলির এখনও সেই বয়স হয়নি।

পুরুষদের ভোলাতে এটা মেয়েদের বহু পুরানো কিন্তু সবচেয়ে জনপ্রিয় কৌশল। কোন মেয়ে যখন পছন্দের পুরুষকে সাপারে নিমন্ত্রণ করে, বেশিরভাগ সময় ওর বোন, মা বা কোন আত্মীয়া খাবার রাঁধে। মেয়েটা আসলে কিছুই করে না, বড়জোর অ্যাপ্রন পরে চারপাশে ঘুরঘুর করে এবং টেবিলে খাবার পরিবেশন করে। এমন ভাব করে যেন সবকিছু সে-ই করেছে। অথচ খেতে বসে রান্নার প্রশংসা নেয়। অন্যরাও আনন্দের সঙ্গে নিজেদের সাফল্য সেই মেয়েটার দিকে ঠেলে দেয়। আর খাবার নাড়তে নাড়তে মেয়েটি অকারণে লাল হতে থাকে।

এই যেমন এখন, লিলিরও একই দশা।

জন কিন্তু একমনে খেয়ে যেতে লাগল। এ-প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলল না।

কিছুটা হলেও অধৈর্য বোধ করছে ও। এখানে আটকে না-থাকলে এতদিনে অ্যারিজোনা বা ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যেতে পারত। সমুদ্রের কাছে কয়েকটা দিন কাটানোর ইচ্ছে ওর। ক্যালিফোর্নিয়ায় কয়েকবারই গেছে, তবে সময়ের অভাবে মন ভরে সমুদ্র দেখা হয়নি। অতৃপ্ত বাসনা এবার মিটিয়ে নিতে চায়।

হ্যালেট শালা চুপচাপ বসে আছে কেন? দলবল নিয়ে হামলা করলেই পারে! ঝামেলা মিটিয়ে বিদায় হয়ে যেত জন। মনে মনে খুব চাইছে হ্যালেট আসুক। অথচ তাদের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। বিস্তীর্ণ, ফাঁকা প্রেয়ারি। অসহ্য বোধ হচ্ছে এই অপেক্ষা, বিশেষ করে নিজে যখন শিকার। কোণঠাসা অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকলে ধীরে ধীরে হিংস্র হয়ে উঠে জন।

কিছু একটা করা দরকার। চিন্তাটা ব্রাউন'স হোলের কথা মনে করিয়ে দিল ওকে। পাহাড় ঘেরা বিশাল জায়গা, ঢোকার বা বেরোনোর রাস্তা খুব কম। বড়জোর দুটো কি তিনটে। একসময় ট্র্যাপারদের মিলনক্ষেত্র ছিল ওটা, মাঝে মধ্যে র‍্যাঞ্চাররাও শীতে গরুর আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করত, কিন্তু এখন পুরোপুরি আউটলদের আখড়া হয়ে গেছে।

গরুচোর বা ঘোড়াচোরদেরও আস্তানা ওটা। একজনের গরু চুরি করে আরেকজনকে সরবরাহ করে ওরা। ব্রাউন'স হোল হচ্ছে ওদের জন্য মাঝখানের বিপজ্জনক সময়টুকু কাটানোর নিরাপদ জায়গা।

কোল মোব্রেকে পাওয়া যাবে ওখানে। আউটল হলেও বিশেষ কিছু নীতি রয়েছে মোব্রের, সেজন্য তাকে সমীহ করে জন। ভদ্রগোছের দুর্বৃত্ত বলা যায় মোব্রেকে, একসঙ্গে কিছুদিন থাকলে মনেই হবে না যে লোকটা বেআইনী পথের পথিক।

অথচ মেক্সিকান হোসের ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না। এমনিতে

মেক্সিকানদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে জন। মানুষ হিসাবে এরা চমৎকার। দড়ি বা ঘোড়া চালাতে ওস্তাদ। কিন্তু মেক্সিকান হোসে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। লোকে বলে হোসের মত বদমেজাজী মানুষ নাকি আর হয় না। পান থেকে চুন খসলে পিস্তল বা ছুরি বের করে ফেলে। ছুরি তার বিশেষ পছন্দ হলেও দুটোই সমান তালে চালাতে পারে।

দু'একবার দেখা হয়েছে ওদের, তবে গোলমাল বা সখ্যতা, কোনটাই ঘটেনি। যে যার মত ছিল।

ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল জন। হ্যালেটের চোখ ফাঁকি দিয়ে ব্রাউন'স হোলে যেতে হবে এবং প্রতিপক্ষ টের পাওয়ার আগেই ফিরে আসতে হবে। ব্রাউন'স হোলের যে-কারও কাছে স্যাম টিরেলের খবর পাওয়া যেতে পারে, তবে জন ভরসা করছে কোল মোব্রে অথবা বার্ট ফার্লোর উপর। "চলন্ত টেলিগ্রাফ" বলা যায় ওদের। অনুরোধ করা হয়েছে অথচ খবর পৌঁছে দেয়নি ওরা, আজতক এমন ঘটনা ঘটেনি।

কোল মোব্রের দল ঘোড়া আর গরু চুরি করে। চুরির উপর পুরোপুরি নির্ভর করে, তা বলা যাবে না। হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে যায় ওরা। বড়সড় নাচের আসর আর মদের আয়োজনে যা দরকার, তা সংগ্রহ করতে পারলেই খুশি।

বার্ট ফার্লোও একই পথের পথিক। তবে অনেক বেশি সতর্ক। একসময় দাস ছিল, যুদ্ধের পর নতুন নাম নিয়ে পশ্চিমে চলে আসে। বেশ কয়েকবার আরেকটু হলে ফাঁস পড়েছিল ওর গলায়, এ-থেকে শিক্ষা নিতে ভুল করেনি চতুর ফার্লো।

আউটল ট্রেইলের প্রায় সব লোক চেনে ফার্লো। ঘোরাফেরার মধ্যে কাটিয়ে দেয় এরা। আজ এখানে তো কাল ওখানে। এদের কাছে খবরটা জানিয়ে দিলেই হলো। স্যাম টিরেল যেখানেই থাকুক, আগে-পরে একসময় ঠিকই জেনে যাবে। এমনিতে মাঝে মধ্যে ব্রাউন'স হোলে আসে স্যাম। জন সেখানে গিয়ে তাকে পাওয়ার আশা করছে না, তবে হয়তো জানতে পারবে শেষবার আসার পর কোথায় গেছে স্যাম।

'ফুফু,' খাওয়া শেষে কফির কাপে চুমুক দেওয়ার সময় বলল জন। 'একটা জায়গায় যেতে হবে।'

'চলে যাবে?'

'না, ম্যা'ম। তোমার ছেলের কাছে খবরটা পৌঁছানো দরকার। কাছে একটা জায়গা রয়েছে, ওখানে গিয়ে খরবটা চালান করে দেব। পরিচিত লোক আছে আমার। ওরাই স্যামের কানে খবর পৌঁছে দেবে। দেরি হবে না, শিগ্‌গিরই ফিরে আসব।'

এক দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে থাকল এমিলি। বোকা নয় বুড়ি। জীবনের ভালমন্দ, সবই জানে।

'ব্রাউন'স হোলে যাচ্ছ?'

'মানে···' দ্বিধা করল জন, মিথ্যে বলতে চায় না। 'কী জানো, এমন কার্যকর বেসরকারী পোস্টাফিস দুনিয়ায় অন্য কোথাও নেই।'

স্মিত হাসল এমি। 'বার্ট ফার্লোর কাছে যাবে, না? ওকে আমার কথা বোলো। একবার আহত হয়ে কিছুদিন আমাদের এখানে ছিল।'

'হ্যালেট নিশ্চয়ই ফন্দি আঁটছে। এ-অবস্থায় যেতে খারাপ লাগছে, কিন্তু স্যামকে খবরটা পৌঁছে দেওয়াও দরকার।'

আরও কিছুক্ষণ আলাপ করল ওরা। ব্রাউন'স হোলে যাওয়ার ট্রেইল নিয়ে ভাবছে জন। এমি নিজেও গেছে হোলে, স্বামীর সঙ্গে পশ্চিমে প্রথম আসার পর গিয়েছিল।

'এক শীতে ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরা,' জানাল এমি। 'চেরোকিদের কাছে জায়গাটার কথা শুনেছিলাম প্রথম। চুরি করা গরু সেখানে বেচত ওরা।'

লিলি একেবারে চুপচাপ। টেবিলের ওপাশ থেকে বড়বড় চোখে তাকাচ্ছে, আর অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে জনের মনে। চঞ্চল ও মুখরা কোন মেয়ে যখন নীরব হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে ভজকট আছে কোথাও। এ-অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে স্যাডল তৈরি রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নিরিবিলি বাড়ি। ঘরে ফায়ারপ্লেসের কোমল উষ্ণতা। আরাম

হারাম করে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল জন, তবে পোর্চে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। উষ্ণতা নেই তো কী হয়েছে, লিলি হলিস্টারের অস্বস্তিকর চাহনি থেকে তো নিস্তার পেয়েছে! আপাতত। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ নিরীখ করল। কারও অস্তিত্ব নজরে পড়ল না।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ও, কান পেতে রাতের শব্দ শুনল। সবই স্বাভাবিক। আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াকে খড় খেতে দিল জন। তারপর বাঙ্কহাউসে ঢুকল। একজোড়া পুরানো জুতো খুঁজে বের করল।

জুতো নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল ও। 'ম্যা'ম,' লিলিকে বলল ও। 'এখন থেকে এই জুতো পরবে তুমি।'

অবাক হলো লিলি। প্রথমে জুতো জোড়া, তারপর জনকে দেখল কিছুক্ষণ। পুরানো জুতো ওকে পরতে বলছে কেন? 'এগুলো তো অনেক বড়,' শেষে বলল লিলি। 'প্রায় ছিঁড়ে গেছে। তা ছাড়া, আমার নিজেরই তো জুতো আছে।'

'কিন্তু সেগুলো পরে পুরুষের ট্র্যাক তৈরি করা যাবে না।'

এবার বুঝল লিলি। জুতো পরে জনের সঙ্গে ফটকের কাছে এল, তারপর হ্যালেটের ক্রুদের পরিত্যক্ত ক্যাম্পে চলে এল। ইচ্ছে করে খানিকটা ঘোরাঘুরি করল ওরা, ট্র্যাক ফেলে যাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত বড় ছাপের মালিক জন, ধরে নেবে ওরা, তবে এটাও জানবে যে ওর সঙ্গে অন্তত আরও একজন পুরুষ রয়েছে।

রাত গভীর হতে স্যাডলব্যাগ থেকে মোকাসিন বের করে পরল জন, আবার বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির আশপাশে ঘুরল কিছু সময়। এই ট্র্যাকও চোখে পড়বে হ্যালেট বাহিনীর।

ক্যালকিনরা মূলত পাহাড়ী মানুষ। ঘোড়ায় চড়ার আগে বনের স্বভাব আয়ত্ত করে নেয় ওরা। ওদের বেশিরভাগ শিশু বা কিশোর ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে বড় হয়েছে, তাদের মতই মোকাসিন পরে বনে চলতে শিখেছে। জঙ্গলে হাঁটতে গেলে পায়ের নীচে শুকনো ডাল পড়বেই, বুটের চাপে ডাল ভাঙার শব্দ লোকের উপস্থিতি জানিয়ে

দেয়। কিন্তু মোকাসিনে এই অসুবিধা নেই।

অযথা সময় নষ্ট করার মানে হয় না বলে ফিরে এসে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য ঘুমিয়ে নিল জন। ঘুম থেকে জেগে কাপড় পরে রান্নাঘরে ঢুকল। দেখল আগেই চলে এসেছে এমি টিরেল, চুলোয় কফি বসিয়েছে।

'ভাবলাম সকালে উঠেই রওনা দেবে,' স্মিত হেসে বলল এমি। 'যাত্রার শুরুতে এক কাপ গরম কফি পেলে শরীর ও মন, দুটোই চাঙা থাকবে।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম,' কফির কাপ নিয়ে পরিচ্ছন্ন টেবিলে গিয়ে বসল জন। 'তুমি জানো কার কখন কী লাগবে। সত্যিকার মহিলা একেই বলে!'

'জীবনে একটা দুঃখ রয়ে গেছে,' কিছুটা হতাশ কণ্ঠে বলল এমি। 'ছয় ফুট লম্বা হতে চেয়েছিলাম, পারলাম না। অথচ আমার সব ভাই ছয় ফুটেরও বেশি লম্বা।'

'তুমি এমনিতে অনেক লম্বা। অনেক পুরুষের চেয়েও লম্বা। ফুফু, ফুফা সম্পর্কে কিছু বলো তো।'

'ফ্রাঙ্ক···আগাগোড়া সত্যিকার এক পুরুষ। চিন্তা-ভাবনায়, কাজে···সবকিছুতে ছিল নির্ভুল আর দক্ষ। ওর সাহস, দক্ষতা বা শক্তির সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার মত লোক খুব কম দেখেছি। এমনিতে কঠোর, কিন্তু ওর দরজা থেকে খালি পেটে ফিরে যায়নি কোন মানুষ–সে কালো, সাদা বা ইন্ডিয়ানই হোক।'

'জমি আর মেয়েমানুষ চিনতে যে সে কোন ভুল করেনি সেটা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি,' মৃদু হেসে মন্তব্য করল জন।

'দারুণ সময় কেটেছে আমাদের,' জনের মন্তব্য এড়িয়ে গেল এমিলি, মৃদু স্বরে বলল: 'একত্রে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছি। একে অন্যকে বুঝতাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন কথা না-বলেও দিব্যি চলে যেত আমাদের। একে অন্যের দিকে তাকালেই বুঝে যেতাম সে কী বলতে চায়।'

কয়েক ঘণ্টা পর, ব্রাউন'স হোলের ট্রেইলে ছুটে চলার সময় কথাটা মনে পড়ল জনের। সত্যি, এমন জোড়া আর হয় না! মনে হয় না জীবনে মনের মত এমন একটি মেয়ে খুঁজে পাবে ও। বহু মানুষ বলে একাকী জীবনই শ্রেয়। জনও একই পথের পথিক। তারপরও এটা বিশ্বাস করে যে পরস্পরকে বুঝতে পারে এমন একজোড়া নারী-পুরুষের জন্য দুনিয়াতে অসম্ভব বলতে কিছু নেই। যদি একসঙ্গে পথ চলে তারা, সে-পথ যত দীর্ঘই হোক, আসলে তত দীর্ঘ নয়; তাদের রাত এমনিতে যতই আঁধারে ডুবে থাকুক, আসলে তা অন্য এক আলোতে ভরা।

পাঁচ

উত্তরে প্রসিদ্ধ ইউনিয়ন প্যাসিফিক ট্রেনের লাইন, তার ওপাশে ক্যালিফোর্নিয়ামুখী ওভারল্যান্ড ট্রেইল। সাউথ পাসের প্যাসিফিক অংশে দু'ভাগ হয়ে গেছে রুট–উত্তরের পথটা অরিগনের ট্রেইল হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে।

ঘোড়া বা গরুচোরেরা মাঝের অংশে রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে। ব্যবসা মানে, একদিকের ট্রেইল থেকে গরু বা ঘোড়া চুরি করে অন্যদিকের ট্রেইলে বেচে দেওয়া। বিনে পুঁজির কারবার। চুরি করা মাল ব্রাউন'স হোলে রাখা হয়, এক মরশুমের জন্য, পরের বছর সুবিধাজনক সময়ে বিক্রি করা হয়। ঘাস-পানির অভাব নেই এখানে, তাই দিব্যি আয়েশের মধ্যে চলে যায় গরু বা ঘোড়ার; এমনকী শীতেও সমস্যা হয় না, কারণ অন্যান্য এলাকার তুলনায় এখানে শীত কম

পড়ে। স্বভাবতই অল্প আয়াসে বিস্তর মুনাফা করছে ব্রাউন'ন হোলের রাসলাররা।

উত্তর ও পুবে হোল-ইন-দ্য-ওয়াল এলাকা, উত্তর-পশ্চিমে ক্রেজি মাউন্টেন, তারও পরে ক্যানাডা সীমান্ত। ব্রাউন'স হোলের দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউটাহ্‌র স্যান রাফায়েল সোয়েল, রবার'স রুস্ট, আর এর দক্ষিণে প্রেসকটের কাছাকাছি হর্স থিফ ভ্যালি আর এবং নিউ মেক্সিকোর আলমার এক র‍্যাঞ্চ। এ-কয়েকটা জায়গা তথাকথিত আউটল ট্রেইল হিসাবে পরিচিত।

লেআউট বিবেচনা করলে পুরো এলাকাটা আসলে একটা গোলকধাঁধা। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট, দু'ধরনের ট্রেইল রয়েছে এখানে। ট্রেইলের পাশে বাস করা লোকজন খুবই আন্তরিক, ভবঘুরে বা ছন্নছাড়াদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। যে-কোন অভিযাত্রী ওদের আতিথেয়তা পায়। অযথা প্রশ্ন করে না, অচেনা কাউকে তথ্যও দেয় না।

এসব ট্রেইলের বেশিরভাগ আবিষ্কার করেছে ইন্ডিয়ানরা। তবে শুধু ট্রেইল নয়, লুকিয়ে থাকার মত অনেক হাইডআউটও রয়েছে। কেউ যদি মেক্সিকো সীমান্ত থেকে সুদূর ক্যানাডার উদ্দেশে রওনা দেয়, পথে খাবার, বিশ্রাম বা তাজা ঘোড়া নিয়ে সমস্যা হবে না। সবই মিলবে।

আউটল ট্রেইলের যাত্রীরা সবাই যে আউটল, তা নয়। এদের মধ্যে শক্ত ধাতুতে গড়া কাউহ্যান্ডই বেশি, যাদের অনেক বন্ধু আউটল হিসাবে পরিচিত। সুযোগসন্ধানী আউটলও আছে, মওকা পেলে চুরি করে বটে, কিন্তু বাকি সময়ে একেবারে ভদ্র জীবন যাপন করে।

স্যাম টিরেল আউটল ট্রেইলে খুবই পরিচিত নাম। কারও কোন ক্ষতি না-করে এদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে স্যাম, বহুবার আসা-যাওয়া করেছে, দুর্বৃত্তদের সঙ্গে থেকেছে, তাদের সাহায্য করেছে। স্যামকে চেনে না, এমন মানুষ আউটল ট্রেইলে বিরল। সেক্ষেত্রে, স্যামের খবর জানার জন্য ব্রাউন'স হোলই উপযুক্ত জায়গা। ওখানে পৌঁছে খবরটা ছড়িয়ে দিলেই চলবে।

সূর্য ওঠার অনেক আগেই রওনা দিয়েছে জন। দিনের আলো ফুটল

যখন, ততক্ষণে এম্পটি র‍্যাঞ্চ ছেড়ে অনেকটা পথ চলে এসেছে। পাইন ঘেরা ট্রেইল পাড়ি দিচ্ছে। কদাচিৎ দু'একটা অ্যাসপেন চোখে পড়ছে। ঝলমলে সকাল, ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। গাছের পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে মুক্তোর দানার মত ঝিলিক তুলছে সূর্যের আলো। পরিবেশ এত চমৎকার আর মোহনীয় যে এমনকী বুনো প্রাণীরাও আবিষ্ট হয়ে পড়েছে, জনকে দেখেও গ্রাহ্য করছে না।

জনের ঘোড়াটার স্বভাব ওরই মত। তাড়াহুড়ো করছে না, বরং সুযোগ পেয়ে পাইন সুবাসিত নির্মল বাতাস উপভোগ করছে। তবে সতর্ক জন, বিপদের জন্য তৈরি সর্বক্ষণ।

দূরের উপত্যকায় মোষের পাল দেখতে পেল জন, এতদূর থেকে কালো বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে ওদের। মানুষের শিকারে পরিণত হতে হতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে ওরা। পাহাড়ী উপত্যকায় ছোটখাট দল চোখে পড়ে বটে, তবে অনেকদিন পর একসঙ্গে এত বড় পাল দেখতে পেল জন। দু'শোর মত হবে।

হঠাৎ নীচের দিকে নামতে শুরু করল ট্রেইল, বেশ খাড়াভাবে নেমে গেছে, তবে ঢালে সবুজ ঘাস রয়েছে। অনেক নীচের এক উপত্যকায় এসে পৌঁছল জন। উপত্যকার অন্যপাশে খানিক উঁচুতে ঘন অ্যাসপেন সারি রয়েছে। ঘোড়া নিয়ে কিনারায় চলে এল ও, অ্যাসপেন সারি বরাবর এগোল। বাইরে থেকে সহজে চোখে পড়বে না, এমন একটা জায়গা খুঁজে পেয়ে স্যাডল ছাড়ল।

ঘোড়া পিকেট করে, শুকনো ডালপালা আর গাছের বাকল সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাল ও। কফি তৈরি করবে।

ইচ্ছে করে অ্যাসপেন বনে ক্যাম্প করেছে জন। উপর থেকে দেখলে অ্যাসপেনের সাদা গুঁড়ি আর পাতার ধূসর-সবুজ পটভূমির বিপরীতে আগুন থেকে ওঠা ধোঁয়া চোখে পড়বে না। অ্যাসপেন সারির একপাশে ছোট্ট ঝর্না এঁকেবেঁকে পাথরের বুক চিরে নেমে গেছে, জায়গায় জায়গায় এত সরু যে ঘাস প্রায় ঢেকে দিয়েছে ঝর্নাকে। পাত্রে পানি সংগ্রহ করে আগুনে চড়াল জন, কফির গুঁড়ো যোগ করে

অপেক্ষায় থাকল। আসার সময় ঘরে তৈরি রুটি আর জার্কি নিয়ে এসেছে। নাস্তার জন্য যথেষ্ট হবে।

প্রকৃতিতে অ্যাসপেন বন বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। অ্যাসপেনের বাকলের ভিতরের দিকটা তেতো হলেও খুব পছন্দ করে এল্ক আর বীবর; তাই অ্যাসপেন মানেই এদের উপস্থিতি। বুনো প্রাণীদের জন্য এই গাছের চেয়ে বেশি উপকারী আর কিছু নেই।

অন্যান্য গাছের তুলনায় কিছু বিশেষত্ব রয়েছে অ্যাসপেনের। বেশ লম্বা তো হয়ই, তীব্র সূর্যের আলোয়ও বাড়তে পারে; এবং উপরের দিকে নতুন শাখা গজানোর সঙ্গে সঙ্গে নীচে বয়স্ক শাখা নিজ থেকে খসে পড়ে। শুকাতেও বেশি সময় লাগে না। তাই অ্যাসপেন বনে জ্বালানি কাঠের অভাব হয় না কখনও।

র‍্যাঞ্চে মেয়েরা রয়েছে। এটা জনের জন্য উদ্বেগের বিষয়। কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যেতে হবে। তাই বলে বেপরোয়া বা অসতর্ক হয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করতে রাজি নয় ও। তিনটা কারণে থেমেছে জন। প্রায় সারা দিন ছুটবে, স্বভাবতই বিশ্রাম দরকার ঘোড়াটার, ওর নিজেরও খাওয়া দরকার। পিছনের ট্রেইল পর্যবেক্ষণ করার কাজও সারা হয়ে যাবে এই ফাঁকে।

জন নিশ্চিত বেরোনোর সময় বা তারও পর কেউ দেখেনি ওকে। তবে সেজন্য গা ছেড়ে দেওয়ার উপায় নেই, বরং সেটা ওর জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই কেউ যদি ওকে অনুসরণ করে থাকে–আগে থেকে তাকে দেখে নেওয়াই মঙ্গল।

গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসেছে জন, কোমল রোদ আরামদায়ক উষ্ণতা বিলাচ্ছে। কফির জল ফুটতে শুরু করেছে। ভাল লাগছে ওর। যে-কোন ভ্রমণই নির্মল আনন্দের, আর এটা সবসময়ই উপভোগ করে জন। কখনও তাড়াহুড়ো করে না, গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়া বোধ করে না। পেরিয়ে যাওয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রতিটি মুহূর্তে উপভোগ করার চেষ্টা করে। প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ···সবই ওর প্রাণচাঞ্চল্য আর প্রেরণার উৎস।

চলার সময় গন্তব্য নিয়ে ভাবে না ও, বরং ট্রেইলই ওর কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকে, সবটাই উপভোগ্য। তাড়াহুড়ো মানে এই আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

কফি আরেকটু গরম আর কালো হয়ে উঠতে কাপে ঢালল ও। বেশ কড়া হয়েছে। এমনই দরকার ছিল। ওর পছন্দও তাই। সনোরায় কাজ করার সময় এক সহকর্মী মন্তব্য করেছিল ওর তৈরি কফি দিয়ে মোষের চামড়া আলগা করা যাবে, মাত্র এক ফোঁটা মোষের শিং গলিয়ে দিতে সক্ষম।

একটু বাড়িয়ে বলেছে সে। তবে এটাও ঠিক ঘোরে আক্রান্ত মানুষ এই কফি খেলে চমকে চোখ মেলে তাকাবে।

জার্কি চিবানোর ফাঁকে কফিতে চুমুক দিল জন। কান খাড়া ওর, একটা চোখ রেখেছে ঘোড়ার উপর। একসময় বুনো ছিল ওটা। বুনো ঘোড়া মাত্রই হরিণের মত সজাগ ও চটপটে হয়।

হঠাৎ মাথা তুলল ঘোড়াটা, নাকের পাটা ফুলে গেছে, কান খাড়া। উইনচেস্টার তুলে নিয়ে ট্রেইলের দিকে ফিরল জন, হোলস্টারের ফিতা খুলে দিল। গোলমালে জড়াতে চায় না ও, তবে তৈরি থাকতে দোষ কী! গোলমাল করতে চেয়েছিল, এমন বহু লোককে কবর দিয়েছে।

দু'জন লোক। ট্রেইলের উপর চোখ রাখতে রাখতে এগিয়ে আসছে। এখনও ওকে দেখতে পায়নি। উইনচেষ্টার হাতে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জন। এ-সময় চিঁহি স্বরে হ্রেষাধ্বনি করল ওর ঘোড়া, সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে মাথা তুলে তাকাল লোক দুটো।

'কিছু খুঁজছ, ছেলেরা?' আলতোভাবে রাইফেল ধরে রেখেছে জন। এত অনায়াস ভঙ্গি যে কেউ হয়তো ভাববে হেলাফেলা করছে ও। আসলে অস্ত্রের সাইট দিয়ে নিশানা করে না ও, বরং চোখ দিয়ে সারে সেই কাজটা–ঠিক যেখানে গুলি করবে সে-জায়গার দিকে তাকায়। ওর চোখ আর হাতের এমন সুসমন্বয় রয়েছে যে এভাবে গুলি করেও শতভাগ নিশানা ভেদ করতে পারে।

চমক কারোই ভাল লাগে না। পরিস্থিতি জনের অনুকূলে বলা

যায়। শক্ত ধাঁচের লোক ওরা। ঘোড়া দুটো এইট-ল্যাডার-এইট ব্র্যান্ডের। মরগান জাতের ঘোড়া। দারুণ। ব্র্যান্ড দুটো একনজর দেখেই জন বুঝে ফেলল কারসাজি করা হয়েছে।

'এইট-ল্যাডার-এইট,' আমুদে স্বরে মন্তব্য করল ও। 'এবং মরগান ঘোড়া। এ-ধরনের ঘোড়া কিন্তু এদিকে তেমন নেই। দক্ষ কারও হাতে একটা লোহার শিক থাকলে সিক্স-ফোর-সিক্সকে এইট-ল্যাডার-এইট বানানো পানির মত সোজা।'

'বলতে চাও এগুলো আমরা চুরি করেছি?' সাবধানী সুরে জানতে চাইল ডানের লোকটা।

'হ্যাঁ, তোমরা বা অন্য কেউ জঘন্য কাজটা করেছে। তোমাদের জায়গায় আমি হলে যত দ্রুত সম্ভব ওদের সঙ্গে ব্যবসা চুকিয়ে কেটে পড়তাম।'

'কেন?'

'কখনও ফিন রেভেনালের নাম শুনেছ?'

'যে-লোকটা মন্টানা থেকে একদল দস্যুকে টেক্সাস পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল?'

'হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি।' সবক'টা দাঁত বের করে হাসল জন। 'তোমাদের হয়তো জানা নেই ওর ব্র্যান্ড হচ্ছে সিক্স-ফোর-সিক্স। এ-মুহূর্তে ফিনের দুটো ঘোড়ার পিঠে বসে আছ তোমরা।'

'কী বলছ!' রোদপোড়া চামড়া কিছুটা হলেও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওদের, চোখ বিস্ফারিত—জনের কথা পুরো বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তুমি নিশ্চয়ই তামাশা করছ, আমরা তো...'

'চুপ করো, হাঁদারাম!' কর্কশ স্বরে সঙ্গীকে থামিয়ে দিল বয়স্ক লোকটা। চোখে-মুখে ভয় ফুটে উঠেছে। 'এত সহজে হয়ে গেল দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। তোমার জন্যই...'

'ফিন বোধহয় তোমাদের চেয়ে বেশি পিছিয়ে নেই,' তাকে থামিয়ে দিল জন। 'সময় নষ্ট করার লোক নয় সে। জান নিয়ে ছুটতে থাকো, আর মনে মনে প্রার্থনা করো। ঘোড়াগুলো কিন্তু ফিনের গর্বের জিনিস।'

আর দেরি করল না ওরা, তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ব্রাউন'স হোলের দিকে।

কফি শেষ করে স্যাডলের পেটি টাইট করেছে, এ-সময় শব্দ শুনতে পেল জন। আসছে ওরা।

শক্তপাল্লার লোক ফিন রেভেনাল। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। যেমন লম্বা তেমন চওড়া দেহ। বুকের ছাতি যেন হুইস্কির আস্ত ব্যারেল। অথচ শরীরে এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই, পেটা লোহার মত মজবুত।

সব মিলিয়ে নয়জন। ট্রেইলের পাশে জনকে দেখে ঘোড়া থামাল। উইনচেস্টারটা আগের মতই আলতো ভঙ্গিতে হাতে রেখেছে জন।

চকিত চাহনিতে জন আর ওর ঘোড়াটাকে দেখে নিল ওরা। 'এই যে,' শেষে চেঁচিয়ে জানতে চাইল রেভেনাল। 'এদিক দিয়ে দু'জন লোককে যেতে দেখেছ?'

'ট্রেইলের কাছে ছিলাম না আমি,' নির্বিকার স্বরে উত্তর দিল জন।

ঘোড়াকে এক পা আগে বাড়াল ফিন রেভেনাল। চৌকো মুখ থমথম করছে।

রেভেনালের অনেক কীর্তি কাহিনি শুনেছে জন, এর কোনটাই পছন্দ হয়নি ওর। এখানে র‍্যাঞ্চ করেছে সে, কিন্তু ভাব করে যেন তল্লাটের সর্বেসর্বা। গোঁয়ার, নিষ্ঠুর। ফিনের সাথে কেউ লাগতে গেছে কি মরেছে। জন শুনেছে দু'জন রাসলারকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে সে।

'সোজাসাপ্টা জবাব দেওয়াই ভাল হবে তোমার জন্য,' হিংস্র সুরে বলল ফিন রেভেনাল। 'আমার তো মনে হচ্ছে তুমি ওদেরই একজন।'

'মিথ্যে কথা চেঁচিয়ে বললে সত্যি হয়ে যায় না। ভুলেও অমন কিছু ভেবো না, ফিন, পস্তাবে শেষে।'

রাগে জ্বলে উঠল বিশালদেহী র‍্যাঞ্চারের চোখজোড়া, চট করে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে, কিন্তু হৃৎপিণ্ড বরাবর ধরে রাখা উইনচেস্টারটা চোখে পড়তে নিরস্ত হলো।

'চুপচাপ দেখে যাও সবাই,' রেভেনালের সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল জন। 'কেউ নড়েছ তো তোমাদের বস্ নেই হয়ে যাবে।'

'অত সাহস নেই তোমার,' কুৎসিত শোনাল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠ। 'ফেলে দাও ওকে, বয়েজ!'

'বস্,' জরুরি কণ্ঠে বলল হালকা গড়নের একজন। 'ওর নাম জন ক্যালকিন।'

খ্যাতির বিড়ম্বনা থাকলেও কখনও কখনও উটকো ঝামেলা এড়াতেও সাহায্য করে। এখন যেমন, "জন ক্যালকিন" নামটা বিপদ থেকে উদ্ধার করল ওদের। স্যাডলে স্থির হয়ে বসল ফিন রেভেনাল, জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভেজাল। শুকিয়ে গেছে বোধহয়।

'নিজের ঘোড়ার ট্র্যাক চেনা আছে তোমার,' বলল জন। 'ট্র্যাকও নিশ্চয়ই পড়তে জানো। অযথা বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না, শেষে নিজের ঘাড়ে এসে পড়বে।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল রেভেনাল। 'সাবধানে থেকো, ক্যালকিন। তোমাকে আমার একটুও পছন্দ হয়নি।'

'থাকব। এরপর আমার সাথে লাগতে এলে সঙ্গে আরও কিছু লোক নিয়ে এসো।'

ঘাড় ফিরিয়ে জনের দিকে তাকাল সে, চাহনিতে বিষ ঝরে পড়ছে। খিস্তি আওড়াল প্রথমে, তারপর নিচু স্বরে বলল: 'কাউকে দরকার নেই আমার, ক্যালকিন। যে-কোন সময়ে···তোমার জন্য আমি একাই যথেষ্ট।'

'এখনই হয়ে যাক? চোখের সামনে পাচ্ছ আমাকে।'

'বস্?' হালকা-পাতলা সেই লোকটাই তাগাদার সুরে বলল, 'চোর দুটো দূরে চলে যাচ্ছে, বস্।'

ট্রেইলে ফিরে গেল রেভেনাল। 'হ্যাঁ, আগের কাজ আগে। ওই বদমাশ দুটোকে ধরে তবে···' কথাটা শেষ করল না সে, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ট্রেইল বরাবর। ধুলো উড়িয়ে পিছু নিল অন্যরা।

নীচ, বেপরোয়া এবং রগচটা লোক, ফিন রেভেনাল সম্পর্কে জনের অভিজ্ঞতা। এ-ধরনের লোকের ব্যাপারে সতর্ক থাকাই মঙ্গল। অধীন ক্রুদের সামনে খাটো হয়েছে সে, জন তাকে গুটিয়ে যেতে বাধ্য

করেছে। ঘটনাটা নিশ্চয়ই মনে রাখবে রেভেনাল।

'জন,' নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল ও। 'একজন শত্রু বাড়ালে। কয়েকজন যখন আছেই, আরও একজন বাড়লে এমন কী যাবে-আসবে!'

তবে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, স্রেফ উটকো ঝামেলা এড়ানোর জন্য ফিন রেভেনালের ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না।

পশ্চিমে আসা প্রথম দিকের লোকের মধ্যে ফিন রেভেনাল একজন। অন্য সবার মতই জমির দখল রাখতে লড়তে হয়েছে তাকে। মুশকিল হচ্ছে, শুরুতে কয়েকবার বাহুবল দেখানোর পর সেটা তার অভ্যাস এবং জীবনের অংশ হয়ে গেছে। মনটা হয়ে গেছে পাথর। একসময় নিজের অধিকার আর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিকারের দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল হাতে, তাই এখনও নিজেকে ভাল-মন্দের নিয়ন্তা মনে করে সে।

রেভেনাল চায় সবাই তাকে কঠিন, লড়াকু এবং প্রভাবশালী লোক হিসাবে দেখুক। নিষ্ঠুর পরিচয়েও বোধহয় খারাপ লাগে না তার। পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী শুরুর দিকে প্রভুসুলভ স্বভাবটা ঠিকই ছিল, কিন্তু এখন আর সঠিক বলা যাবে না। অধিকার অর্জন করতে অভ্যস্ত ফিন রেভেনাল এখন অন্যের অধিকার কেড়ে নিতে সিদ্ধহস্ত। পারলে দুনিয়াকে বুড়ো আঙুল দেখায়। ন্যায়ের পক্ষে ছিল শুরুতে, কিন্তু অতীতের সাফল্য তাকে ভুল পথে চালনা করছে–এখন রেভেনাল বিশ্বাস করে সে যা করবে তাই ঠিক। ভুল হতে পারে না তার। কে শত্রু, কে মিত্র নিজেই ঠিক করে নেয়; সাজা দিতেও কার্পণ্য করে না। রাসলার ভেবে কয়েকজন নিরপরাধ নেস্টর আর অন্তত একজন ভবঘুরে কাউহ্যান্ডকে চরম শাস্তি দিয়েছে রেভেনাল।

জন সাবধানী মানুষ। জীবনে বহু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে পড়েছে। স্বেচ্ছায় কাউকে চটানোর বা গোলমালে জড়িয়ে পড়ার অভ্যাস নেই ওর। না-চাইলেও ফিন রেভেনালকে চটিয়ে দিয়েছে। আজকের ঘটনা ভুলবে না সে। সবাই জানে, "ক্ষমা" শব্দটা

রেভেনালের অভিধানে নেই।

এ-ট্রেইল ধরে এগোতে ইচ্ছে করছে না জনের। কে বলতে পারে, পথে দেখা হবে না রেভেনালের সঙ্গে? যদি শোধ নিতে চায় সে? অযথা উটকো ঝামেলায় জড়ানোর কী দরকার?

স্যাডলে চেপে পাহাড়ের দিকে এগোল জন। অ্যাসপেন সারি পাশ কাটিয়ে ইতস্তত বেড়ে ওঠা স্প্রুসের বনে প্রবেশ করল, গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে পথ করে নিল। জানে সামনে কোথাও প্রাচীন একটা ইন্ডিয়ান ট্রেইল রয়েছে। জন ধরে নিয়েছে রেভেনাল এ-পথে যাবে না। সমতল জমিতে লোকটার র‍্যাঞ্চ, তাকে দেখে পাহাড় রাইডিঙে অভ্যস্ত মনে হয়নি। তাই আশা করা যায় নেহাত ঠেকায় না-পড়লে বা কাউকে ধাওয়া না-করলে পাহাড়ে চড়বে না।

কিছুদূর এগোনোর পর ট্রেইলটা খুঁজে পেল ও। খুবই সঙ্কীর্ণ, আঁকাবাঁকা সুতা বলা চলে, সবুজ তৃণভূমির বুক চিরে চলে গেছে। দু'পাশে ফুটে আছে হরেক রঙের বুনো ফুল। লাল, নীল, হলুদ···চমৎকার লাগছে।

দু'বার হরিণ চোখে পড়েছে। দশ-বারোটার দল। দূরের এক ঢালে কয়েকটা এল্ক দেখেছে জন; সর্বক্ষণ মার্মটের ডাক শুনতে পাচ্ছে। বিশাল একটা ঈগল আধ-বেলা পর্যন্ত সঙ্গ দিল ওকে। পাখিটা আশা করছে জন কিছু শিকার করবে, নাকি ওর মতই নিঃসঙ্গ?

ধূসর রুক্ষ এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের চূড়ায় শুভ্র বরফ জমেছে, কোথাও কোথাও বরফ গলে যাওয়ায় নগ্ন পাথুরে শিলা চোখে পড়ছে। নীরব চারদিক। শুধু ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ। কখনও নরম মাটি, কখনও নুড়িপাথর পেরিয়ে যাচ্ছে ওটা।

এ-ধরনের ট্রেইলে আগেও চলেছে জন। এবং সচরাচর যা করে, সতর্ক থাকছে। পরিত্যক্ত ইন্ডিয়ান ট্রেইল। হয়তো বহু বছর কেউ আসেনি। তবুও সাবধানের মার নেই। কে বলতে পারে, ওর কোন শত্রু অপেক্ষায় নেই? এমন জায়গায় অচেনা যে-কেউই শত্রু হতে পারে।

বনের কিনারে রূপালি মুখঅলা ধূসর একটা ভালুক দেখতে পেল জন। দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঁচু হলো ওটা, জনকে ভাল করে দেখবে। বিশাল দেহ, অন্তত আধ-টন বা তারও বেশি হবে ওজন; আনুমানিক একশো গজ দূরে আছে ওটা। জনকে দেখে ভড়কে যায়নি, বরং কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। অস্বস্তিতে নাক সিটকাল জনের ঘোড়া, তবে ওর তাগাদায় একই গতিতে এগিয়ে চলল।

ট্রেইলে সিংহের ছাপ রয়েছে। পাহাড়ী সিংহের স্বভাব বড় অদ্ভুত। এমনকী বাধা থাকলেও সবচেয়ে সহজ পথ ধরে এগোয় ওরা। এ-মুহূর্তে অবশ্য কোনটার কাছে-পিঠে থাকার সম্ভাবনা নেই। মানুষের গায়ের গন্ধ ওদের পরিচিত। ওদের চেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণীকে এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত, তাই মানুষের ছায়াও মাড়ায় না।

পরিত্যক্ত একটা কেবিন খুঁজে পেয়ে মাঝ-দুপুরে থামল জন। বহুদিন আগে কোন প্রসপেক্টর তৈরি করেছিল বোধহয়। একপাশে টানেল রয়েছে। কাছেই খাড়া রীজের গা বেয়ে নেমে আসছে বরফ গলা পানি।

জন কেবিনে ঢুকতে ছুটে পালাল কয়েকটা ইঁদুর। কোথাও এমন কোন নমুনা নেই যে বোঝা যাবে ইদানীং এখানে থেকেছে কেউ।

ঝর্না থেকে পানি পান করল জন। কেবিনে থাকার চিন্তা বাদ দিয়ে বনের কিনারে চলে এল। বদ্ধ জায়গায় আটকা পড়ার ইচ্ছে নেই ওর, শত্রু এলে চমৎকার ফাঁদে পরিণত হবে কেবিনটা। কেউ এলে প্রথমে কেবিনের উপর চোখ পড়বে। পাইন সারির ফাঁকে এক চিলতে খোলা জায়গা দেখে আগুন জ্বালাল জন, পাইন ঝাড় আর ডালপালার কারণে ধোঁয়া বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

জার্কি এবং রুটি খেল ও। কফি চমৎকার লাগল। খাওয়ার ফাঁকে নীচের ট্রেইল আর সামনে উন্মুক্ত উপত্যকায় নজর রাখল। এতদূর থেকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে উপত্যকাটা।

দু'দিন পর পুব দিক থেকে ব্রাউন'স হোলে প্রবেশ করল জন।

পুরো জায়গাটা প্রায় চল্লিশ মাইল লম্বা আর পাঁচ-ছয় মাইল

চওড়া। গ্রীন রিভার ও ছোটখাট কয়েকটা ক্রীক পানি সরবরাহ করছে এখানে। প্রায় সবক'টা ক্রীকের উৎপত্তি ডায়মন্ড মাউন্টেন থেকে, এবং আগে-পরে গ্রীন রিভারে পতিত হয়েছে। পুরো অঞ্চল ঘাসে ছাওয়া, তবে পাহাড়ের আশপাশে সিডার, স্প্রূস আর পাইন বন রয়েছে।

বার্ট ফার্লোকে দরকার জনের। নামটা অবশ্য আসল নয়। তবে এ-নামে এখানে পরিচিত ফার্লো। আসল নাম বোধহয় গর্ডন লিয়েস্ট। নিগ্রো। একসময় কোল মোব্রের দলে ছিল, পরে নিজেই আলাদাভাবে ব্যবসা শুরু করে।

জনের ইচ্ছে ভার্মিলিয়ন ক্রীকের ধারে মেক্সিকান হোসে ভায়েরার কেবিনে থামবে প্রথমে। যাত্রার শেষদিকে এক লোকের গরুর পালের সঙ্গে এসেছে ও। গন্তব্য যেহেতু একই, লোকটা সাহায্য করার প্রস্তাব দিতে আপত্তি করেনি। বিদায় নেওয়ার সময় ফার্লোর খোঁজ জানতে চাইল জন।

সতর্ক চাহনিতে ওকে দেখল সে, তারপর নিচু স্বরে বলল: 'বার্টকে বোধহয় হোসের কেবিনে পাবে। ক্রীকের শুরুতে ওটা। সাবধানে থেকো। সব মেক্সিকানের চেয়ে আলাদা ও, লোক হিসাবে সুবিধার নয়। তোমার উপর খেপে গিয়ে যদি ছুরিতে শান দিতে থাকে, সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাবে।'

গ্রাহ্য করল না জন। জীবনে হোসে ভায়েরার চেয়ে ঢের ভয়ঙ্কর লোককে সামাল দিয়েছে। সুতরাং হোসে খেপল কি হাসল তার পরোয়া করে না।

কেবিনের সামনে পৌঁছল জন। যদ্দূর মনে হচ্ছে ধারে-কাছে কেউ নেই। স্যাডল ছেড়ে মাটিতে নামল ও।

ছয়

করালের সঙ্গে ফস্কা গেরো দিয়ে ঘোড়া বাঁধার সময় আড়চোখে কেবিনের দিকে দৃষ্টি চালাল জন। যে-ধরনের লোকজন থাকে এখানে তাতে ওর উপস্থিতি টের পেয়ে যাওয়ার কথা, ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছে; আর এখন, নিশ্চিতভাবে বলা যায় ও কেমন লোক বা কতটা ওজনদার, এ-সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ শুরু করেছে।

ব্রাউন'স হোলে আইন-কানুনের বালাই নেই; কিছু যদি থাকে, সেটা আউটলদের আইন। কাছে-পিঠে কোন লম্যান নেই, থাকলেও কিছু যেত-আসত না; কারণ তাদের কারোই হোলের সঠিক অবস্থান জানা নেই, জানে না কোন্ দিক দিয়ে ঢুকতে হবে এখানে। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে এলে তাদের সাদর অভ্যর্থনা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। লুথার হারপারের মত সৎ কয়েকজন র‍্যাঞ্চার অবশ্য নিয়মিত যাওয়া-আসা করে হোলে। তবে বরাবরই কাজে আসে তারা, কখনও আউটলদের ব্যাপারে নাক গলায় না।

গানবেল্ট দুটো সুবিধাজনক অবস্থানে রেখে কেবিনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল জন। পোর্চের খিলানের সঙ্গে বড়সড় একটা পাথুরে স্ল্যাব রয়েছে, টুল হিসাবে ব্যবহার করা হয় বোধহয়। ওটা পেরিয়ে গেছে জন, এ-সময় দরজায় এসে দাঁড়াল এক মেক্সিকান। হোসে ভায়েরা নয় এ-লোক, দেখেই চিনল জন। হোসের শরীর আরও বিশাল, চেহারা অনেক রুক্ষ।

'বুয়েনস ডায়াস, অ্যামিগো,' স্পেনিশে সম্ভাষণ জানাল জন। 'কফি

হবে নাকি এক কাপ?'

মুহূর্ত খানেক ওকে মাপল সে, তারপর একপাশে সরে দাঁড়াল। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতে ভিতরে তিনজন লোককে দেখতে পেল জন। লম্বা দশাসই শরীরের হোসে ভায়েরাকে চিনল ও। মুখে কাটাকুটির দাগ, মেক্সিকান হিসাবে ফর্সা বলা চলে। গাঢ় কালো চোখে নির্লিপ্ত ঔদ্ধত্য। সাদা একজন লোকও বসে আছে একই টেবিলে, চোখ ঢুলুঢুলু লোকটার, ইতোমধ্যে দেদার পান করে ফেলেছে। আউটল বা ভবঘুরে পাঞ্চার নয়, বরং আয়েশী জীবনে অভ্যস্ত একজন মানুষ মনে হচ্ছে তাকে। ঘরের কোণে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে আছে তৃতীয় লোকটা—মেক্সিকান।

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম,' নিজের উদ্দেশ্য জানাল জন। 'ভাবলাম তোমাদের এখানে হয়তো কফি মিলবে।'

মিনিট খানেক একেবারে নীরব থাকল কেবিন, কেউ কিছু বলল না। স্থির দৃষ্টিতে জনকে দেখছে ভায়েরা, কালো চোখে পলক পড়ছে না। ঘরে অস্বস্তি দানা বেধে ওঠার আগেই নীরবতা ভাঙল সাদা লোকটা: 'হ্যাঁ, কফির সঙ্গে বীনও আছে। বসো, এনে দিচ্ছি।'

টেবিল ছেড়ে কোণের স্টোভের কাছে চলে গেল সে, একটা কাপে কফি ঢালল জনের জন্য। কফি ছাড়াও পাত্রে মাংস আর বীন পরিবেশন করল।

ততক্ষণে চেয়ার টেনে বসে পড়েছে জন। 'ফিন রেভেনাল চলে গেছে?' আলাপী সুরে জানতে চাইল ও।

অবাক হয়ে তাকাল ভায়েরা। 'ওর হয়ে কাজ করো নাকি?'

হেসে উঠল জন। 'আমার ছায়া দেখলেও খেপে যাবে ও। আসার পথে ট্রেইলে তর্ক হলো ওর সঙ্গে। দু'জন ঘোড়াচোরকে ধাওয়া করে এদিকে আসছিল···দু'জনই সাদা চামড়ার। কিন্তু ওর যা স্বভাব, কাউকে সন্দেহ হলেই ঝুলিয়ে দেয়, রঙ নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

'তোমাকে ঝুলিয়ে দেয়নি,' এখনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনকে দেখছে ভায়েরা, কণ্ঠে খানিকটা ব্যঙ্গ।

'হ্যাঁ, খায়েশ হয়েছিল ওর, তবে পারেনি। পরিস্থিতি দেখে ওর মনে হয়েছিল অপেক্ষা করাই ভাল।'

'কেমন পরিস্থিতি?' জানতে চাইল সাদা লোকটা।

'আমার উইনচেস্টার তাক করা ছিল ওর বুক বরাবর। ওর ইচ্ছে খারিজ হয়ে গেছে। কোর্টে তো এরকমই বলে, তাই না?'

'এদিকে আসছে ও?'

'হ্যাঁ, নয়জন ওরা। দেখে মনে হলো সবাই লড়াকু লোক।'

কয়েক মুহূর্ত কেউই কিছু বলল না। এই অবসরে মুখে বীন আর মাংস পুরল জন, দম নিয়ে বলল: 'আমার মনে হয় উত্তর দিক থেকে এখানে ঢুকবে ওরা। লাইমস্টোন রীজ এলাকায় কারও ছাপ দেখিনি, তারমানে ওদিকে যায়নি ওরা।'

চমকে জনের দিকে তাকাল সবাই। 'ওদিক দিয়ে এসেছ তুমি?'

শ্রাগ করল জন। 'হোসে, তুমি সাউথ পাস ছেড়ে এখানে আসার আগেই হোলে কয়েকবার যাওয়া-আসা করেছি আমি।'

কথাটা পছন্দ হলো না ভায়েরার। হাঁড়ির খবর বেরিয়ে গেলে কারই বা ভাল লাগে? তিক্ত অতীত বিশালদেহী মেক্সিকানের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। দুটো খুন করেছিল সে, সাধারণ মানুষের তাড়া খেয়ে সাউথ পাস থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

'পালিয়ে বেড়াচ্ছ নাকি তুমি?' সাদা লোকটার কৌতূহল।

'কখনও কখনও সবাইকে পালাতে হয়,' দার্শনিক সুরে জবাব দিল জন, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা। 'নেব্রাস্কা থেকে ধাওয়া করেছিল পাসি, এতদিনে হয়তো ব্যর্থ হয়ে বাড়ির পথ ধরেছে ওরা। বার্ট ফার্লোর সঙ্গে দেখা করতে এখানে এলাম। আমার এক বন্ধুর কাছে একটা খবর পাঠাতে হবে।'

'কীসের খবর?' নিখাদ কর্তৃত্ব প্রকাশ পেল ভায়েরার কণ্ঠে।

সবাই মদ গিলছে, তবে মেক্সিকান লোকটা বেশি খাচ্ছে। জনের মধ্যে কী দেখেছে কে জানে, কিন্তু খেপে বোম হয়ে আছে ভায়েরা, জনের কথাবার্তা একটুও পছন্দ হচ্ছে না তার। সনোরা কিংবা

চিহুয়াহুয়াতে বহু মেক্সিকানের সঙ্গে মিশেছে জন, তাদের অনেকে ওর কথাবার্তা বা আচরণ পছন্দ করেনি, তবে এমন উগ্র মনোভাবও দেখায়নি। হয়তো ঠিক এ-কারণে হোলের বাসিন্দা হতে বাধ্য হয়েছে এ-লোকটা।

'স্যাম টিরেল আমার বন্ধু,' ক্ষুব্ধ মেক্সিকানকে গ্রাহ্য না-করেই বলল জন। 'ওকে জানাতে চাই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন বাড়ি চলে আসে। তবে সাবধানে আসতে হবে। এম্পটিতে ওকে দরকার আমাদের।'

'বার্টকে বলে দেব আমি,' বলল অ্যাংলো লোকটা।

মুহূর্তের জন্যও জনের উপর থেকে চোখ সরায়নি ভায়েরা। খুবই নীচ ও নৃশংস লোক, ছুরি হাতে বিকৃত চরিত্রের উন্মাদ। এ-পর্যন্ত বহু লোক ভায়েরার নৃশংসতার শিকার হয়েছে। ওর কাজের ধরনেও বিশেষত্ব রয়েছে। প্রথমে বের করবে একটা পাথর, ওটায় ছুরি শান দিতে থাকবে যতক্ষণ না চকচকে ও তীক্ষ্ণধার হয়ে ওঠে। তারপর লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের উপর। ছুরি ধার দেওয়ার উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভড়কে দিয়ে বাড়তি সুবিধা নেওয়া। বেশিরভাগ সময় ব্যাপারটা কাজে দেয়।

শান দেওয়ার পাথরটা বের করে ফেলেছে ভায়েরা। এবার ছুরি বের করবে। কিন্তু তার আগেই নিজের ছুরি বের করল জন। 'এটাই দরকার ছিল আমার,' বলে ভায়েরার হাত থেকে পাথরটা নিয়ে নিল ও, নিজের ছুরি ধার দিতে শুরু করল।

দেখার মত ঘটনা! একেবারে বেকুব বনে গেছে ভায়েরা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর উন্মত্ত রাগে একেবারে পাথর হয়ে গেল যেন। বিষ খেয়ে বিষ হজম করার অবস্থা, তলে তলে শীতল আক্রোশে ফুঁসছে।

এদিকে কোন দিকে খেয়াল নেই জনের, একমনে ছুরিতে শান দিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে রেজরের মত ধারাল হয়ে উঠেছে ছুরিটা। মাথার এক গাছি চুল টেনে ধরে ছুরির ফলা ছোঁয়াল জন, অনায়াসে

বিচ্ছিন্ন হলো চুলটা। সন্তুষ্ট মনে টেবিলের উপর পাথর নামিয়ে রাখল জন। 'ধন্যবাদ,' ভায়েরার উদ্দেশে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি উপহার দিল ও। 'কখন কী দরকার হয়ে পড়ে আগে থেকে বলা যায়?'

জনের এ-ছুরিটা বাউই ছুরির উন্নত সংস্করণ। এক টিংকারের তৈরি। টেনেসির ওই টিংকারের জুড়ি আজও দেখেনি জন। জাতে জিপসি ছিল লোকটা, নানান পসরা নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত; তবে মালামালের মধ্যে ছুরির সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। এত উন্নত মানের ফলা তৈরির কৌশল পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে পেয়েছে সে—পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল ভারতবর্ষে, যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ইস্পাত তৈরি হয়। দামাস্কাস বা টলেডোয় তৈরি প্রসিদ্ধ ছুরির ফলাও আদপে ভারতবর্ষ থেকে আসে। ভারতে লোহার একটা মিনার রয়েছে যেটার বয়স প্রায় দুই হাজার বছর, অথচ এখনও নষ্ট হওয়া দূরে থাক, সামান্য মরচেও পড়েনি।

ছুরিটা ওদের দেখাল জন। 'এটা এক টিংকারের তৈরি। এক পোঁচে কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত চিরে দেওয়া যায়। সাংঘাতিক ধার! বিশ্বাস না-হলে বের করো তোমার ছুরিটা,' ভায়েরাকে বলল ও। 'দেখবে তোমার ছুরির ফলাও কীভাবে কেটে ফেলি।'

বেল্টে ছুরি ঢুকিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল জন। 'খাবারের জন্য ধন্যবাদ। রেভেনাল আসার আগে কেটে পড়াই ভাল কখন চলে আসে, কেবিনের ভিতরে থেকে ফাঁদে পড়তে চাই না।'

বেরিয়ে এল জন, কেউ কিছু বলল না। স্যাডলের পেটি টাইট করল ও, ঘোড়ায় চাপতে উদ্যত হলো। চোখের কোণ দিয়ে দেখল বেরিয়ে এসেছে সাদা লোকটা।

'কী যে দেখালে!' চমক-লাগা সুরে বলল লোকটা। 'আমার বন্ধু হয়েছে তো কী, যা স্বভাব বহুদিন ধরে এমন একটা অপমান পাওনা ছিল ওর। সবাইকে এক পাল্লায় মাপতে যাওয়া অন্যায়। একেবারে বেকুব বনে গেছে ও, এখনও বুঝতে পারছে না কী বলবে বা কী করবে।'

'তুমি বোধহয় পড়াশোনা জানা লোক,' জনের মন্তব্য।

'হ্যাঁ, আইন পড়েছি।'

'আইন জানা লোকের দরকার আছে। আমার তো মনে হয় বহু মানুষই তোমার সাহায্য চাইবে।'

শ্রাগ করে উদাস দৃষ্টিতে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকাল সে। 'এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম, আর যাওয়া হয়নি। অযথা আটকে থাকার কোন মানে হয় না।'

'আইন জানলে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বসে পড়তাম আমি। এটা নতুন দেশ। অযথা ঘোরাঘুরির চেয়ে এক জায়গায় স্থির হওয়া ভাল। লোকজনও জেনে যাবে কোথায় গেলে তোমাকে পাওয়া যাবে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি। আমিও একসময় ভেবেছি, কিন্তু মন ঘুরে গেছে। আসলে মনস্থির করতে না-পারলে কোথাও থিতু হওয়া মুশকিল।'

স্যাডলে চাপল জন, কান দুটো সজাগ। সাদা লোকটার কণ্ঠ ছাড়াও অন্য কোন শব্দ শুনতে উদ্‌গ্রীব। কেবিনের ভিতরে সাড়া নেই। কেউ বেরিয়েও আসেনি।

'ওদিকের একটা কেবিনে থাকে বার্ট,' আঙুল তুলে দেখাল সে। 'নিগ্রো। তবে চালু লোক।'

'চিনি ওকে।'

জনের মুখে স্থির হলো অ্যাংলো লোকটার দৃষ্টি। 'একেবারে বেকুব বানিয়ে দিয়েছ ওদের, ভেবে কূল-কিনারা পাবে না আসলে তুমি কে। হোসে ভায়েরাকে মুখের উপর অপমান করার হিম্মত খুব কম লোকের আছে।'

ঘোড়ার পেটে আলতো গুঁতো মারল জন, এগোল ওটা। পিছনে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটা, জন নিজের পরিচয় না-জানানোয় অবাক হয়েছে খুব।

কয়েক কদম এগোল ঘোড়াটা। না-তাকালেও জন অনুমান করল এখনও ওর পিঠে নিবদ্ধ অ্যাংলো লোকটার দৃষ্টি। থাকুক না-হয়

রহস্যটা, ভাবল ও, সে যেমন ওর পরিচয় জানে না, তেমনি জনও তার পরিচয় জানে না।

লোকটার কথা আগেও শুনেছে জন। শিক্ষিত, কিন্তু অদ্ভুত চরিত্রের। ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায়। এখানে এসে মেক্সিকান বা আউটলদের ভিড়ে মিশে গেলেও কখনও নিজেকে তাদের সঙ্গে জড়ায়নি। স্রেফ গল্প করে আর হুইস্কি খেয়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছে তার দিন।

পরিচয় জানাতে পারত, কিন্তু ঝুঁকি নেয়নি জন। মাতাল লোককে বিশ্বাস কী? আউট হয়ে গেলে পেটের খবর উগরে দিতে কতক্ষণ? ব্রাউন'স হোলে বহু মানুষ আছে যারা জনকে খুন করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে। এমনিতে হয়তো ওকে চেনে না, কিন্তু নামে চেনে। জনের হাতে খুন হওয়া বহু দুর্বৃত্তের বন্ধু রয়েছে এখানে।

ব্রাউন'স হোল গোপন ও সুরক্ষিত জায়গা, যদিও ইন্ডিয়ানরা এটার অস্তিত্বের কথা জানে। চারপাশে দুর্গম পাহাড় প্রতিরক্ষার প্রাকৃতিক দেয়াল তৈরি করেছে, কোনটা কোনটা পাড়ি দেওয়া রীতিমত অসম্ভব। রাজ্যের আউটল, দাগী আসামী, ফেরারী, দস্যু বা চোর-ছ্যাঁচোড়দের আস্তানা। টেক্সাস রেঞ্জার থাকার সময় ছদ্মবেশে কয়েকবারই এসেছে জন।

এমিলি টিরেলের কথা মনে পড়ল। ক্যালকিনদের রক্ত বইছে মহিলার শরীরে। রক্তের ডাক কীভাবে উপেক্ষা করে জন? ওর সাহায্য আশা করতেই পারে এমিলি। ক্যালকিনদের শত বছরের ঐতিহ্য যেমন অস্বীকার করতে পারবে না কেউ, তেমনি রক্তের বন্ধনও অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। অনেক পুরানো বংশ, পশ্চিমে আসা ভাগ্যান্বেষী মানুষদের পথিকৃৎ ওরা। পশ্চিমের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ায় দূরত্ব তৈরি হয়েছে, কেউ কাউকে হয়তো চেনেও না বা নাম শোনেনি। কিন্তু শুধু "ক্যালকিন" নামটাই সবাইকে এক কাতারে শামিল করতে যথেষ্ট। প্রয়োজনে আত্মীয়ের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত থাকে ওরা। বংশের ঐতিহ্য বা মূল্যবোধ এভাবেই বুকে লালন করে সব ক্যালকিন।

অবশ্য ক্যালকিনদের কারও সাহায্য দরকার পড়েছে, এমন ঘটনাও বিরল। কোণঠাসা হয়ে পড়লে, যখন শত্রুর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না, শুধু তখন সঙ্কেত পাঠিয়ে দেয়। সঙ্কেতটা অন্য ক্যালকিনদের কাছে পৌঁছলেই হলো। যে যেখানে থাকুক, হাজির হয়ে যাবে। উদ্ধার করবে আত্মীয়কে।

তবে ওরকম কোন ঘটনা মনে পড়ে না জনের। নিজের বিপদ নিজে সামলানোর ক্ষমতা রয়েছে ক্যালকিনদের।

একা চলতে গেলে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে নানা চিন্তায়। মনের এক অংশ ভাবনায় ব্যস্ত থাকলেও অন্য একটা অংশ সতর্ক থাকে সারাক্ষণ। চারপাশে কী রয়েছে, চোরাগোপ্তা হামলা হতে পারে কি-না, সঠিক পথে চলছে কি-না–এসব নিয়ে ভাবে।

এমিলি টিরেল আর এম্পটির কথা আবার মনে পড়ল ওর।

একেবারে একা আছে এমিলি। লিলিকে ধরা না-ধরা সমান কথা। সবে কৈশোর পেরিয়েছে, বিপদের সময় কাজে আসবে না। এদিকে তক্কেতক্কে আছে পিট হ্যালেট। একমাত্র ভরসা, হয়তো এখনও জনের অনুপস্থিতি টের পায়নি সে। টের পেলেও, নির্ঘাত ধরে নেবে চিরদিনের জন্য কেটে পড়েছে জন।

হ্যাঁ, স্যাম টিরেলকে পেলে হয়তো সত্যি তাই করবে ও। উপযুক্ত লোকের হাতে দায়িত্ব সমর্পণ করতে পারলে নিশ্চিন্তে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে সমুদ্র দর্শন করতে পারবে। ইচ্ছেটা অপূর্ণ রাখতে চায় না জন।

এ-মুহূর্তে স্যামকে বেশি দরকার ওর। এদিকে বেশিক্ষণ হোলে থাকাও ঠিক হবে না। হোসে ভায়েরকে চটিয়ে দিয়ে ঝুঁকি নিয়েছে। এখানে অপরিচিত লোক মানেই সন্দেহজনক এবং অবাঞ্ছিত।

মাঝে মাঝে ট্রেইল থেকে সরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে পিছনের ট্রেইলে নজর রাখছে জন। কেউ অনুসরণ করতে পারে। চলার সময় ট্রেইলে পড়ে থাকা ছাপও নিরীখ করছে। বার্ট ফার্লোর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক ও, অন্য কারও চোখে না-পড়লেই খুশি হবে।

হঠাৎ খুরের শব্দ শুনতে পেল। ট্রেইল ছেড়ে গাছের আড়ালে এসে ঘোড়া থামাল জন। সোরেল গেল্ডিংয়ে চড়ে এগিয়ে আসছে এক সওয়ার। লোকটা আর কেউ নয়, খোদ বার্ট ফার্লো। নিগ্রো হলেও গায়ের রঙ অতটা ময়লা নয় তার।

জনকে দেখে ফেলেছে সে। ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। 'হ্যালো, জন! এদিকে যে, কী ব্যাপার?'

'তোমার খোঁজে এসেছি। স্যাম টিরেলের কাছে একটা খবর পৌঁছানো দরকার। ওর বুড়ি মা বিপদে আছে, সাহায্য লাগবে। সাবধানে যেতে হবে। শহরের কেউই বোধহয় বন্ধু নয়।'

নড করল ফার্লো। 'কাজটা কঠিন। স্যামকে তো চেনোই, কখন কোথায় যাবে ও নিজেও বলতে পারে না। এখন হয়তো হাজার মাইল দূরে রয়েছে। যাক্‌গে, পাঠিয়ে দেব খবর। টিরেলরা একসময় আমার মস্ত উপকার করেছে।'

লাগাম হাতে তুলে নিল জন। 'তুমি বরং কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দাও। রাসলারদের ধরতে হোলে আসছে ফিন রেভেনাল। ওর যা স্বভাব, সামনে যাকে পাবে তাকেই ঝুলিয়ে দেবে।'

গ্রাহ্য করল না ফার্লো। 'আমি ওর গলায় ছুরি মারতে গেছি, না ওর ঘোড়া বা গরু চুরি করেছি?'

'তাতে কিছু আসে-যায় না। ইচ্ছেমত আইন তৈরি করে ও, বিচারও নিজে করে। হয় তুমি কোন ব্যাঙ্কার বা বড় র‍্যাঞ্চার, নইলে স্রেফ রাসলার। এটাই ওর নীতি!'

*

পশ্চিমে বুদ্ধিমান কোন লোক কখনোই একই পথে ফিরে আসে না। অভিজ্ঞতায় বলে, এটা চরম হঠকারিতা। অন্য ট্রেইল ধরে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। শত্রু থাকলে বা ইন্ডিয়ান এলাকা হলেও একই ব্যাপার।

এই চরম বোকামি করতে রাজি নয় জন। বার্ট ফার্লোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নদীর দিকে এগোল ও। ফোর্ড বরাবর নদী পেরিয়ে ওপাশের গাছগাছালি ভরা প্রান্তরে উঠে এল। নির্দিষ্ট কোন ট্রেইল

অনুসরণ না-করে ঘোড়াটাকে খুশিমত এগোতে দিল। কেউ অনুসরণ করলে ধাঁধায় পড়ে যাবে। অন্তত ওর গন্তব্য আঁচ করতে পারবে না। কয়েকবার আগু-পিছু করে একই ট্র্যাকের উপর দিয়ে চলাচল করল, আবার নদীতে নেমে কিনারা ধরে এগিয়ে গেল কিছুদূর।

নদীর তীরে ঘন সিডার সারি দেখে পাড়ে উঠে এল জন, তারপর পুবে লাইমস্টোন রীজ অঞ্চলের দিকে ঘোড়া ছোটাল। বনের মাঝে ফাঁকা একটা জায়গা দেখে সেদিকে বাঁক নিল ও। বাঁকটা আইরিশ ক্যানিয়নের দিকে চলে গেছে। কিছুটা এগিয়ে আবার পুবে বাঁক নিল, ভার্মিলিয়ন ক্রীক পেরিয়ে ওয়েস্ট বুন ড্রর দিকে এগোল।

বেশিরভাগ সময় গাছের আড়াল ব্যবহার করছে ও, কিংবা নিচু দ্রুতে থাকছে যাতে অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে। এ-পর্যন্ত কাউকে দেখেনি, অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পায়নি, যদিও মন খুঁতখুঁত করছে।

মাঝে মধ্যে অদ্ভুত অনুভূতি হয় ওর। নির্জন ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে। জানে কেউ নেই কাছাকাছি, অথচ মনে হয় কারা যেন নজর রাখছে; যেন বুনো এই দেশের আদি বাসিন্দাদের প্রেতাত্মা তাড়া করছে, ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে, প্রাচীন বৃক্ষের নীচে বসে আছে। কিংবা কান পেতে পাহাড়ী উপত্যকায় বয়ে যাওয়া উদ্দাম বাতাসের হা-হুতাশ শুনছে; কারণ খোদ স্বর্গেও বোধহয় এমন অতুলনীয় সৌন্দর্য নেই। এমন জীবন্ত প্রাণময় প্রকৃতি সত্যি বিরল। দুনিয়ার বুকে তো গণ্ডা গণ্ডা স্যান জুয়ান বা টেটন অঞ্চল নেই!

পাহাড়ী ঢালে ধূসররঙা গ্র্যানিট কিংবা খাটো সিডার সারি দেখে জনের মত আনন্দ বোধহয় আর কেউ পায় না। মা প্রায়ই বলত একাকী জীবন কাটানোর জন্য জন্ম হয়েছে ওর। এক ভাই একেক স্বভাব পেয়েছে। কারও সঙ্গে সঙ্গে কারও মিল নেই। জন পুরোদস্তুর ভবঘুরে ও নিঃসঙ্গ, জেফ সংসারী এবং উচ্চাভিলাষী আর জো কৌতুকপ্রিয়, খেয়ালী। স্বভাবে যতই অমিল থাকুক, পরস্পরের জন্য তীব্র টান রয়েছে ওদের। বোঝাপড়াও দারুণ।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে ঘোড়া থামাল জন, ইস্ট বুন ড্রর দিকে তাকাল। কিছু দেখতে পায়নি, কিন্তু ভাল লাগছে না ওর। অস্বস্তি দলা পাকিয়ে উঠছে পেটে, মনের খুঁতখুঁতে ভাব যাচ্ছে না।

ব্রাউন'স হোল ওর অস্বস্তির কারণ। হয়তো ফিন রেভেনালের চিন্তা মন থেকে সরাতে পারছে না বলে। কঠিন, শক্তপাল্লা, জেদী মানুষ। অটল। মাথার ভিতর গুটি কয়েক আইডিয়া নিয়ে বসে আছে। অন্য কোন চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গির সেখানে প্রবেশ নেই। স্বপ্ন, কল্পনা, দয়া, ভয়···কোনটাই নেই লোকটার মনে। আবেগের ধার ধারে না। মাঝামাঝি কোন পথ চেনে না। আপস, সমঝোতা, দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি···এসব জানে না। ক্ষমা মানে দুর্বলতা। আপস বা সমঝোতা মানে পরাজয়। ক্ষমা কিংবা দয়া মানে সুযোগ দেওয়া।

অথচ নিজেকে মোটেও খারাপ মনে করে না ফিন রেভেনাল। বরং অন্যরা তাকে খারাপ ভাবে জানতে পারলে রীতিমত আহত হবে। বড়জোর মুহূর্ত খানেক, তারপর ধারণাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবে চিরতরে। ভেবেছে, ভাবুক। তাতে ওর কী যায়-আসে? নিজে তো জানে ভুল করছে না সে। গ্র্যানিটের মত নিরেট মস্তিষ্ক এভাবেই গোছানো, নতুন কোন ধারণা এখানে স্থান পায় না।

এবং ঠিক এজন্যই লোকটাকে ভয় জনের।

এ-ধরনের লোক বিপজ্জনক। একই এলাকায় রেভেনালের উপস্থিতি জনের জন্য অস্বস্তির কারণ। ইচ্ছে করে সঠিক জবাব দেয়নি জন, খানিকটা হলেও অপরাধবোধ হচ্ছে; এবং হয়তো এটা টের পেয়ে গেছে রেভেনাল।

তবে এটাও ঠিক, ফিন রেভেনালের মত লোকের কোন উসিলা লাগে না। ইচ্ছেটাই আসল। জনের সঙ্গে গোলমাল করার ইচ্ছে থাকলে ঠিকই ওর পথ আগলে দাঁড়াবে সে। সেক্ষেত্রে, আগে-পরে যখনই হোক, ব্যাপারটা ঘটতে বাধ্য।

রেভেনালের ধারণা অদ্ভুত ও অযৌক্তিক। ব্র্যান্ড ছাড়া গরু ধরে নিজস্ব ছাপ্পড় লাগায় বড় র‍্যাঞ্চাররা। তাতে দোষ নেই। সাধারণ কোন

নেস্টর বা কাউহ্যান্ড কাজটা করল, অমনি নির্ধারিত হয়ে গেল লোকটা গরুচোর।

যাক্‌গে, ব্রাউন'স হোলের কাজ শেষ। শিগ্‌গিরই এর গণ্ডির বাইরে চলে যাবে জন।

সহসা ওর মনে হলো পিছনে ট্রেইলে রয়েছে কেউ, ওকে ধরতে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

সাত

শৈশবে প্রায়ই বনে গিয়ে গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর শুয়ে থাকত জন, ওর মনে হত মাটি বা বনের নৈকট্যে অনেক কিছু শিখতে পারবে; তবে বাস্তবে তা হয়নি। অবশ্য একেবারে যে শেখেনি, তা নয়। বুনো প্রাণীদের সম্পর্কে জেনেছে; এবং শিখেছে প্রতিরোধ করারও নির্দিষ্ট সময় বা উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। যখন-তখন বেপরোয়া হলে চলে না।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী লোক সবসময়ই বিপজ্জনক। নিজের সম্পর্কে যার কোন সন্দেহ বা দ্বিধা থাকে না, সে শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যদের জন্যও মারাত্মক বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সাধারণ মানুষ মাত্র সন্দেহ বা দ্বিধা থাকতে বাধ্য। আদপে বিচক্ষণ তারাই, যারা একটি বিষয়কে পরিবেশ এবং পরিস্থিতির নিরীখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা রাখে। নিজের সিদ্ধান্ত বা দৃষ্টিভঙ্গিতে এরা আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু মোটেই অটল নয়। পৃথিবীর কোন কিছুই পরম সত্য নয়, বরং নিয়ত পরিবর্তনশীল। নিরেট সত্যও স্থান-

কাল-পাত্র ভেদে এবং সময়ের বিভিন্নতায় বদলে যায়।

কথাগুলো সবাই মানবে, ফিন রেভেনাল ছাড়া। সামান্য দ্বিধা-দ্বন্দ্বও নেই তার মধ্যে। নিজের চারপাশে এক দঙ্গল লোক জড়ো করেছে। তাদেরও ধারণা, বস্ যা বলবে তাই ঠিক। এরা কেউই আউটল নয়, বরং কঠিন বেপরোয়া কিন্তু ব্র্যান্ডের প্রতি পুরোমাত্রায় অনুগত। ওদের ধারণা, প্রত্যেক নেস্টর বা ভবঘুরে কাউহ্যান্ড যদি রাসলার নাও হয়ে থাকে, অন্তত সন্দেহজনক চরিত্র।

দুই ঘোড়াচোরের ট্র্যাক হারিয়ে ফেলে ওরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে জন তাদের সাহায্য করেছে। সুতরাং ওকে দোষী সাব্যস্ত করে ছুটে আসছে এখন। ফাঁসির দড়ি প্রস্তুত। নয়জন কঠিন লোক, অথচ জন একা। অবস্থা বোধহয় তারচেয়েও খারাপ, এম্পটিতে ওর ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে দু'জন অসহায় মহিলা।

আগের ট্রেইল ধরে গেলে এতক্ষণে ধরা পড়ে যেত জন। ভাগ্যিস, যায়নি! অবশ্য তাতেও ঠেকানো যেত না রেভেনালকে। ঠিকই আসছে ওরা।

শুকনো এক ড্রতে নেমে গেল জন। তেমন গভীর নয়, তবে ঘোড়ায় চড়া কোন লোকের মাথা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে যথেষ্ট। তা ছাড়া, কিনারে ঝোপ রয়েছে। জন মনে মনে প্রার্থনা করছে ড্রটা যাতে কানা না-হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ ওকে গ্যাঁড়াকলে পেয়ে যাবে। ঘোড়াটা যথেষ্ট ক্ষিপ্র, দম অটুট রাখতে ওটাকে হাঁটাচ্ছে জন।

সিকি মাইল পিছনে ওর ট্র্যাক নিরীখ করছে শত্রুরা। ট্রেইল ঢাকার চেষ্টা করেছে জন, জানে শেষপর্যন্ত সফল হবে রেভেনাল; কারণ মানুষ শিকারে নবিশ নয় এরা, উপরন্তু প্রত্যেকে দুর্দান্ত ইন্ডিয়ান ফাইটার এবং ট্র্যাক পড়তে দক্ষ।

ড্র হয়ে গিরিখাতে ঢুকল জন। ক্যানিয়ন দু'ভাগ হয়ে যেতে ছোটটায় প্রবেশ করল। কয়েকশো গজ এগিয়ে আচমকা পাড়ে উঠে সিডার বনে ঢুকে পড়ল।

আকাশছোঁয়া রীজটা প্রায় আধ-মাইল দূরে। কোনাকুনি এগিয়ে

চলল ও, চলার পথে কাভার ব্যবহার করছে, নিচু জমি ধরে এগোচ্ছে যাতে শত্রুপক্ষের দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকতে পারে। ঘোড়াটা ভাল অবস্থায় আছে। এ-মুহূর্তে তাই দরকার। দীর্ঘ পথ পড়ে আছে সামনে। তা ছাড়া, জন দীর্ঘ ও সুঠামদেহী হওয়ায় ওটাকে গড়পড়তার চেয়ে বেশি ওজন বইতে হচ্ছে।

পিছনে শত্রুদের নিয়ে এম্পটিতে উপস্থিত হওয়া ঠিক হবে না, ভাবল জন। দিক বদলে বন্ধুর প্রান্তরের দিকে ঘোড়া ছোটাল ও। বুনো ট্রেইলে চলার অভিজ্ঞতা ওর বহুদিনের, স্বভাবতই এ-ধরনের এলাকা সামনে থাকলে এমনিতে টের পেয়ে যায়। সামনের রীজের পিছনে আরও রীজ, ক্যানিয়ন, বাট রয়েছে···রুক্ষ এক গোলকধাঁধা তৈরি করেছে।

আরও পঞ্চাশ গজের মত পেরোতে হবে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল জন। ক্যানিয়নের এপাড়ে উঠে এসেছে শত্রুরা। চেঁচিয়ে উঠল একজন—ওকে দেখতে পেয়েছে।

একটা বোকামি করল ওরা। দেখে আর তর সয়নি, সরাসরি ছুটে এল জনের উদ্দেশে। পাহাড়ে মানুষ শিকার করতে গেলে উত্তেজিত হতে নেই, ধীরে-সুস্থে কাজ গোছাতে হয়।

তাড়াহুড়ো করলে মাঝে মধ্যে খেসারতও দিতে হয়। ঢালু জমি ধরে নেমে আসছে ওরা, উত্তেজনা এবং অতিরিক্ত উৎসাহে সামান্য বেখেয়াল হয়ে গেল কেউ কেউ। সর্বনাশ হওয়ার জন্য এই যথেষ্ট ছিল। দু'তিনটা ঘোড়া হোঁচট খেল। অথচ সামান্য তাড়াও নেই জনের মধ্যে, ধীর চালে এগোচ্ছে—দুটো কারণে: ঘোড়াকে অযথা খাটাতে চায় না এবং জানতে দিতে চায় না যে শত্রুদের দেখতে পেয়েছে ও।

রীজের চূড়ায় উঠে এল জন, সমতল মেসা পেরিয়ে ওপাশে ঢালু পাথুরে জমি ধরে নামতে শুরু করল। পঞ্চাশ গজের মত নেমে ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথে এগোল ও। একপাশে ইংরেজি "ভি" আকৃতির একটা রীজ রয়েছে এখানে। একটু পর দেখা গেল "ভি"-র ওপাশে ঢালের গোড়ায় এসে পৌঁছেছে শত্রুপক্ষ, তখন উল্টোদিকের ঢাল ধরে

নামা শুরু করেছে জন।

এবার দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ও। তাড়াহুড়ো করছে না, স্রেফ নিরাপদে অল্প সময়ের মধ্যে খোলা জায়গা পেরিয়ে স্প্রুসের বনে ঢুকে যেতে চাইছে। বনে ঢুকে নাক বরাবর এগোল ও, প্রায় সিকি মাইলের মত এসে আচমকা বাঁক নিয়ে ডানে সরে গেল, একটু পর আবার মূল গতিপথে ফিরে এল। এদিকে গাছ এত ঘন হয়ে জন্মেছে যে রাইড করার সময় প্রায়ই স্টিরাপ থেকে পা তুলে নিতে হচ্ছে। পড়ে থাকা পাথর আর বোল্ডার সারির ফাঁক গলে এগোল ও, প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইচ্ছে করে কয়েকবার যাওয়া-আসা করল।

জন ক্যালকিনকে ধরা এত সহজ নয়। ওকে ধরতে হলে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, মাথা খাটাতে হবে। ধরলাম আর গাছে লটকে দিলাম—অত সোজা হবে না।

যা আশা করেছিল তারচেয়ে বেশি চৌকস রোয়ান ঘোড়াটা। জনকে রীতিমত মুগ্ধ করেছে। শুধু কারিগর হিসাবে নয়, ঘোড়ার শংকরায়নেও একটা প্রতিভা ছিল ফ্রাঙ্ক টিরেল। এ-ঘোড়াটাই তার বড় প্রমাণ। এমিলির কাছে শুনেছে মরগান স্ট্যালিয়নের সঙ্গে মাসট্যাঙ মেয়ারের শঙ্কর করেছে সে। এই রোয়ানটা সেই ফসল। মরগানের বুদ্ধিমত্তা আর মাসট্যাঙের তেজ এবং দম পেয়েছে। ফ্রাঙ্ক টিরেলের মৃত্যুর পর বেশিরভাগ ঘোড়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেরিয়েছে। রোয়ানটাও উঁচু পাহাড়ে ছিল, পাহাড়ী পরিবেশে এতটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে যেন এ-ছাড়া অন্য কিছু ওটার জানা নেই।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে জনের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে ওটা, যখন যেদিকে চালনা করছে, সেদিকে যাচ্ছে। সামান্য দ্বিধাও করছে না। ঘোড়া সম্পর্কে ওর এতদিনের অনেক ধারণা ভুল প্রমাণ করেছে ওটা।

সিডারে ছাওয়া ঢাল ধরে উঠার সময় পিছন ফিরে তাকাল জন, দেখল প্রায় হাজার ফুট নীচে রয়েছে শত্রুরা, এখানে পৌঁছতে হলে আরও আধ-মাইল পাড়ি দিতে হবে। হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা বোল্ডার

চোখে পড়ল ওর–অন্তত আধ-টন ওজন হবে ওটার–চূড়ার কাছাকাছি, ঠিক পাশ দিয়ে উঠে গেছে বুনো প্রাণীদের তৈরি অস্পষ্ট ট্রেইল।

আরও উঁচু পাহাড়ী চাতাল থেকে গড়িয়ে পড়েছে বোল্ডারটা। ঢাল ধরে নীচে পড়ে যেত, কিন্তু দুটো ছোট পাথরের কারণে কোন রকমে আটকে আছে। পাথর দুটোর সাইজ জনের মুঠির সমান হবে। সম্ভবত কিছুদিন আগের ঘূর্ণিঝড়ের সময় স্থানচ্যুত হয়েছিল বোল্ডারটা। সামান্য ধাক্কা দিলে গড়িয়ে পড়বে ওটা, ঢাল ধরে নেমে যাওয়ার সময় আরও গতি পাবে।

স্যাডল ছেড়ে আশপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জন। ভাঙা একটা স্প্রুসের ডাল পেয়ে গেল। লম্বায় পাঁচ-ছয় হাত হবে। বোল্ডারের নীচ দিয়ে ডালের প্রান্ত ঢুকিয়ে দিল ও, আলগা দুই পাথরে ঠেলা দিল। নড়ে উঠল বোল্ডারটা। গায়ের জোরে আবার ধাক্কা দিল জন, ঢালের উপর গড়িয়ে পড়ল ওটা। এত ভারী একটা জিনিস, স্বভাবতই একা ছুটে যাচ্ছে না, পথে আরও সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছে; নানান সাইজের পাথর–কোনটা মানুষের মাথার সমান, কোনটা মুঠির সমান–গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে ঢাল বরাবর, যেন পাথুরে সৈন্যের মিছিল, ক্রমে গতি বাড়ছে।

নীচে, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ফিন রেভেনাল। কাছে-পিঠে রয়েছে সঙ্গীরা। গড়িয়ে নামতে থাকা পাথর দেখতে পায়নি কেউ, তবে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল রেভেনাল। তখনই ঢালের উপর পড়ে লাফিয়ে এক লাফে ত্রিশ ফুট পেরিয়ে গেল বিশাল এক বোল্ডার। চেঁচিয়ে অন্যদের সতর্ক করার প্রয়াস পেল রেভেনাল, উপর থেকে তার কণ্ঠ ক্ষীণভাবে শুনতে পেল জন। দেখল শেষ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে লোকগুলো।

সরতে গিয়ে পাহাড়ের ঢালে ধাক্কা খেল একটা ঘোড়া। উল্টে পড়ল। আরোহী আগেই ছিটকে পড়েছে। আরেকজনের উপর এসে পড়ল নুড়িপাথরের বৃষ্টি–বড় বোল্ডারের ধাক্কায় নেমে গেছে।

কাউকে জানে মারতে চায়নি জন, শুধু দেরি করিয়ে দিতে

চেয়েছিল। ওর ইচ্ছে একেবারে ব্যর্থ হয়নি, কেউ কেউ রীতিমত ভড়কে গেছে।

ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া লোকটা উঠে দাঁড়াল, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল ঘোড়ার দিকে। এদিকে তখনও পুরোপুরি সামলে নিতে পারেনি অন্যরা। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে চলে যাচ্ছে একটা সওয়ারহীন ঘোড়া, স্টিরাপ ঝুলছে। যার যার ঘোড়াকে শান্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে বাকিরা। বেশ বিপদেই পড়ে গেছে।

ছোট্ট একটা টিলা হয়ে দীর্ঘ সবুজ উপত্যকায় চলে এল জন। সামনে ঢেউ খেলানো বেসিন। পাথুরে চাঙড়অলা একটা জায়গা দেখে সেদিকে এগোল ও। জানে ঘোড়ার খুর কেটে যাবে, কিন্তু এটাও ঠিক যে পাথুরে জমি পেরোনোর সময় অনেকক্ষণ ওর ট্র্যাক খুঁজবে প্রতিপক্ষ, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সময় নষ্ট করতে বাধ্য হবে।

ঢালু আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে বেসিনে নেমে এল জন। দক্ষিণের ঢালে স্প্রূস আর ফক্সটেইল পাইনের সারি। গাছপালার ফাঁক গলে এগোল রোয়ানটা।

উল্টোদিকে উঁচু পাহাড়ী ঢালের উপর কয়েকটা বিগহর্ন ভেড়া চোখে পড়ল জনের, কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওকে দেখছে প্রাণীগুলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওদের, কোন কিছুই নজর এড়ায় না। খাবারের লোভে জনের পিছু নিল একটা ক্যাম্প-রবার জে, কিন্তু বেচারা অযথা সময় নষ্ট করছে। থেমে খাবারের পোটলা বের করার কোন ইচ্ছে নেই জনের।

বেশিরভাগ মানুষ এই পাখিগুলোকে পছন্দ করে না, তবে সঙ্গী হিসাবে ওদের উপস্থিতি খারাপ লাগে না জনের। এমনিতে পথের মানুষ ও, এমনও সময় গেছে যখন দিনের পর দিন একা পথ চলেছে, কারও দেখা পায়নি। শুধু এই জে পাখিগুলো সঙ্গ দিয়েছে ওকে। মানুষের সঙ্গে চট করে ঘনিষ্ঠ হতে জানে এরা। দোষ একটাই, চোখের সামনে থেকে খাবার নিয়ে পালাবে। কিন্তু একটা পাখির জীবনযাত্রার ধরন সম্পর্কে মন্তব্য বা সমালোচনা করার কী অধিকার আছে ওর'

জীবন এভাবেই চলে। একজন অন্যজনেরটা ছিনিয়ে নেয়। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই।

এটা পাহাড়ী এলাকা। এমন এলাকায় বরাবর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে জন–তৃণভূমিতে যেখানে দামাল বাতাসে নুয়ে পড়ে ঘাস, সেয ঝোপ আর বুনো ফুল গড়াগড়ি খায়, সুউচ্চ শৈলশিরা বা ন্যাড়া পর্বত যেখানে আকাশকে তাচ্ছিল্য করে, শুভ্র বরফে ঘিরে থাকে পাহাড়ের চূড়া···

জনের আসল গন্তব্য এম.টি র‍্যাঞ্চ, তাই ঘুরে-ফিরে পুব দিকে চলছে। ইচ্ছে করে দিক বদলাচ্ছে ও, মূল ট্রেইল থেকে এদিক-ওদিক সরে পড়ছে, চাইছে অনুসরণ করতে গিয়ে ত্যক্ত হয়ে উঠুক রেভেনাল বাহিনী, নয়তো হাল ছেড়ে দিক। শেষপর্যন্ত তাদের খসিয়ে ফেলতেও সক্ষম হতে পারে।

রাতে আগুন জ্বালল না জন। শুকনো জার্কি আর রুটি চিবাল। আসার পথে কুড়িয়ে নেওয়া বুনো ফল ও আধ-ডজন পেঁয়াজ খেল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে গিয়ার খোলার সময় চারপাশ খুঁটিয়ে জরিপ করল ও, তারপর রাইফেল হাতে রেকি করতে বেরোল। ক্যাম্পটা এমন জায়গায় করেছে, একেবারে কাছে না-এলে দেখতে পাবে না কেউ; এবং নিঃশব্দে কারও পক্ষে আসাও সম্ভব নয়। ক্যাম্পের ঠিক পিছনে পাহাড়ী ঢালে অ্যাসপেন সারি। স্বভাবতই গাঢ় পটভূমির বিপরীতে ওকে চোখে পড়বে না।

ভোর হওয়ার আগেই রওনা দিল জন। ট্রেইল সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপ করছে না এখন, আকাশ ভারী হয়ে গেছে মেঘে, যে-কোন সময়ে বর্ষণ নামবে। বৃষ্টি শুরু হলে সমস্ত ট্র্যাক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ইতোমধ্যে উপত্যকার অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে।

বৃষ্টি শুরু হতে নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলল জন। ফিন রেভেনাল কেন, এখন স্বয়ং শয়তানও ওকে অনুসরণ করতে পারবে না। ট্র্যাক থাকলে তো অনুসরণ করবে!

খাবার শেষ হয়ে গেছে। তাই দূরে র‍্যাঞ্চ হাউসের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে কফির জন্য আনচান করে উঠল মন। গাছের নীচে

ঘোড়া থামাল জন, দূর থেকে পুরো বাড়ি খুঁটিয়ে দেখল। আধ-মাইল দূরে এবং প্রায় পাঁচশো ফুট উপরে রয়েছে ও, উপত্যকার মাঝখানে র‍্যাঞ্চ হাউসের অবস্থান। উল্টোদিকের পাহাড় থেকে নেমে গেছে আঁকাবাঁকা বুনো ট্রেইল। ঘন অ্যাসপেন সারি ঘিরে রেখেছে জায়গাটা।

অর্ধ-বৃত্তাকার পথে ওপাশের পাহাড়ে চলে এল জন, অ্যাসপেন বনে ঢুকে পড়ল। ঘোড়া থামিয়ে ঝাড়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল, আবারও খুঁটিয়ে দেখল বাড়িটা। শেষে, ভাগ্যের উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিল। বাড়িতে যে-ই থাকুক, জনের অনুমান, অন্তত রেভেনাল বাহিনী নয়।

বাড়ির সামনে পৌঁছে ডাক দিল জন। একটু পর দরজা খুলে গেল। অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এল এক লোক। 'ঘোড়া রেখে ভিতরে চলে এসো,' বলল সে।

রোয়ানকে নিয়ে স্টেবলে ঢুকল ও, দেখল চারটা ঘোড়া রয়েছে। তিনটার শরীর শুকনো, একটার ভেজা। তারমানে বৃষ্টির সময় এখানে এসেছে কেউ।

রোয়ানকে এক স্টলে ঢুকিয়ে খড় দিয়ে ওটার শরীর ডলে দিল জন, তারপর ম্যাঙ্গারে খড় এনে রাখল। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে খুঁজল, পেয়েও গেল—কোণে দেয়ালের সঙ্গে ঝুলন্ত থলেয় জই রয়েছে। কিছুটা এনে রোয়ানের ফীড-বিনে রাখল।

কাজের ফাঁকে মনে মনে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল ও। অস্বস্তির চাদর ক্রমে ঘিরে ধরছে ওকে। ঘোড়াটার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, যত্ন-আত্তির পাওনা হয়েছিল ওটার; সেক্ষেত্রে অচেনা র‍্যাঞ্চ হলেও এখানে এসে ঠিকই করেছে।

হোলস্টারের ফিতা খুলে সতর্ক পায়ে বাড়ির উদ্দেশে এগোল জন। দরজার সামনে এসে ভেজানো পাল্লায় ঠেলা দিল। সরে গেল কবাট জোড়া। ভিতরে পা রাখল ও।

লাল-চুলো একটা মেয়েকে দেখতে পেল প্রথম। সতেরো হবে বয়স। নাকের উপর জ্বলজ্বলে কিন্তু সুদৃশ্য ফুটকি রয়েছে। স্মিত হাসল

জন। একটু যেন লজ্জা পেল মেয়েটা, তবে পাল্টা হাসতে দেরি হয়নি।

তিনজন লোক রয়েছে ঘরে। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। এদের একজন শীর্ণদেহী ও লম্বা, কাঁধ দুটো ঝুঁকে থাকে; হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট এবং বুট ভেজা লোকটার। বৃষ্টির সময় রাইড করে এখানে এসেছে সে, গায়ে স্লিকার থাকায় প্যান্টের বাকি অংশ বা শার্ট ভেজেনি।

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম,' বলল জন। 'খাবার ফুরিয়ে গেছে।'

'টেবিলে বসে পড়ো। মাংস আর কফি আছে।'

ঈষৎ মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে সম্ভাষণ জানাল লোকগুলো, ভেজা বুটঅলার গতি সবচেয়ে মন্থর বলে মনে হলো।

মেয়েটাকে বাদ দিলে ঘরের পরিবেশ রীতিমত বেখাপ্পা লাগছে। এমন বৃষ্টির সময়ও বাইরে যাওয়ার দরকার পড়তে পারে, কিন্তু ঘরে মহিলাদের উপস্থিতিতে সশস্ত্র থাকার প্রয়োজন কী? যদি না আবার বেরোনোর উদ্দেশ্য থাকে।

মরচে রঙা চুলের গাট্টাগোট্টা এক লোককে বাড়ির মালিক মনে হচ্ছে, মেয়েটার সঙ্গে চেহারার মিল রয়েছে, যদিও তার রঙ গাঢ়। আত্মীয় হবে।

'আমার নাম জ্যাক ম্যাকগুইর,' বলল খয়েরি চুলো। 'এ ড্যান বেটস। আর,' ভেজা বুটঅলাকে দেখিয়ে বলল, 'ও হচ্ছে জার্ক-লাইন প্রাইন।'

ম্যাকগুইর বা প্রাইনের নাম আগে শোনেনি জন। তবে ড্যান বেটসের নাম শুনেছে। নামটার ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। কুখ্যাত বাউন্টি হান্টার। পিস্তল বা রাইফেলে দারুণ নিশানা। শিকারকে সামনে নাকি পিছন থেকে গুলি করল, আমল দেয় না বললেই চলে।

'আর এই লেডির পরিচয়?' জানতে চাইল জন।

'ও, হ্যাঁ,' বিস্মিত মনে হলো ম্যাকগুইরকে। 'ওর নাম ক্ল্যারিস, আমার বোন।'

'তোমার সঙ্গে চেহারায় মিল আছে,' মন্তব্য করল ও। 'আমার নাম জন। পুবের এক র‍্যাঞ্চে কাজ করি।'

কফির স্বাদ চমৎকার। খেতে খেতে জন ভাবছে কোন্ উসিলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়তে ইচ্ছুক ও। বাইরে তুমুল বৃষ্টি, বাড়ির উষ্ণ আরামদায়ক পরিবেশ ছেড়ে যাওয়ার চিন্তাটা অন্যদের কাছে পাগলামি মনে হতে পারে; সুস্থ মস্তিষ্কের কোন লোক এ-অবস্থায় বাইরে যেতে চাইবে না। কিন্তু তাই করতে চাইছে জন। মুশকিল হচ্ছে, এখন বেরোতে গেলেই সন্দেহ হবে এদের।

মাংসের সদ্ব্যবহার করার ফাঁকে এসব ভাবছে জন। যবের রুটি আর এক গ্লাস দুধ ওকে দিয়ে গেল ক্ল্যারিস।

'পুবে তো কয়েকটা র‍্যাঞ্চই আছে,' বেটসের মন্তব্য। 'তুমি কোন্‌টায় আছ?'

লোকটাকে পছন্দ হয়নি জনের। অনিচ্ছুক স্বরে জবাব দিল, 'এম্পটি। এমিলি টিরেলের কাজ করি আমি।'

'টিরেল?' ভুরু কুঁচকে গেল বেটসের। 'নামটা শুনেছি। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে! স্যাম টিরেল! তালিকায় ওর নাম আছে।'

'তালিকা?' একেবারে নিরীহ স্বরে জানতে চাইল জন, যেন কিছুই বোঝেনি।

'ফেরারী আসামীদের তালিকা।'

'স্যাম? কিন্তু ও তো কখনও বেআইনী কিছু করেনি।'

'আমার তালিকায় ওর নাম আছে, এটাই হচ্ছে আসল কথা। ওকে মারতে পারলে মোটা অঙ্কের টাকা পাওয়া যাবে। কেউ নিশ্চয়ই ওর মৃত্যু চায়, তাই তালিকায় নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

বন্ধুত্বসুলভ হাসি জনের মুখে। 'ওই টাকার লোভ কোরো না। শুনেছি পিস্তলে স্যামের সমকক্ষ লোক খুব কমই আছে।'

'তাকে কী?' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ড্যান বেটস, মুখে বাঁকা হাসি। 'কতজনকে দেখলাম! আমার কাজই হলো নামকরা লোককে ফেলে টাকা রোজগার করা।'

'আমি নিশ্চিত বেআইনী কিছু করেনি স্যাম টিরেল,' আবার বলল

জন, এখনও হাসছে। 'ওরকম ছেলেই নয় ও। আইন, নাকি অন্য কেউ খুঁজছে ওকে?'

'আমি কীভাবে জানব? কোথাও না কোথাও ফেরারী সে, এটাই হচ্ছে বড় কথা। ওর মাথার দাম দুই হাজার ডলার।' কোটের ভিতরের পকেট থেকে কয়েক-তা কাগজ বের করে খুঁজতে শুরু করল ড্যান বেটস। 'হ্যাঁ, পেয়েছি। এই যে, এটাই। হ্যালেট নামে এক লোক ওর মাথার দাম ঘোষণা করেছে। লোকটা সিওয়াশের মেয়র। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আসামী দু'জন। স্যাম বা ওর ভাই ব্রায়ানকে মারতে পারলেও একই পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হবে।'

প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল জন। হাই তুলে বলল, 'বার্নে শোব আমি। অযথা তোমাদের অসুবিধা করার ইচ্ছে নেই।'

'এখানেই থাকতে পারো,' প্রস্তাবটা দেওয়ার আগে পলকের জন্য অন্যদের দিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টি হানল জ্যাক ম্যাকগুইর, কেন যেন উদ্বিগ্ন মনে হলো তাকে। 'ক্লারা, মি. জনকে পাশের রুমে বিছানা করে দাও,' এবার জনের দিকে ফিরল বাড়ির কর্তা। 'তুমি বরং ঘুমিয়ে পড়ো। আমাদের বকবক শুনতে হয়তো বিরক্তি লাগবে তোমার।'

রাইফেল হাতে মেয়েটিকে অনুসরণ করে পাশের কামরায় ঢুকল জন। বিছানাটা গড়পড়তার চেয়ে ঢের ভাল। কামরায় কোন জানালা নেই, দরজাও একটাই—যেটা দিয়ে ঢুকেছে।

টেবিলের উপর লণ্ঠন নামিয়ে রাখল মেয়েটি, তারপর দ্রুত জনের দিকে ফিরে ফিসফিস করল: 'সাবধানে থেকো, মিস্টার। ওই বেটস লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি। ওকে বিশ্বাস নেই।'

'আমারও পছন্দ হয়নি,' নিচু স্বরে বলল জন, স্মিত হাসল। 'কিন্তু তোমাকে পছন্দ হয়েছে, ম্যা'ম। ঝামেলাটা মিটে গেলে হয়তো তোমাদের এখানে ঘুরে যাব একবার।'

গম্ভীর হয়ে গেল ক্লারার মুখ। 'মিস্টার, একটা কথা বলে রাখি, ভবঘুরে লোক আমার দু'চোখের বিষ। যারা রাতের বেলায় ট্রেইলে চলাফেরা করে, আর যাই হোক অন্তত তাদের কাউকে বিয়ে করব না।'

'একশো ভাগ সত্যি কথা বলেছ,' জনের হাসি ম্লান হয়নি। 'ডুনাট বানাতে পারো তুমি, ম্যা'ম?'

'না-পারার কী আছে?'

'বানিয়ে রেখো। পরেরবার যখন আসব, তখন কিন্তু অনেক খাওয়াতে হবে।'

ক্লারা চলে যেতে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জন, খুঁটিয়ে দেখে নিল পুরো কামরা। মজবুত। বিশেষ যত্নে বানানো হয়েছে বাড়িটা। চিলেকোঠার ট্র্যাপডোরটা ওর দৃষ্টি এড়ায়নি।

আট

বিছানার উপর হাঁটু রেখে চাপ দিল জন, যাতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়। একটু পর মেঝেয় একটা বই ফেলল। বুটের মত শব্দ হলো। মুহূর্ত কয়েক পর ওটা নিঃশব্দে তুলে নিয়ে আবারও ফেলল। তারপর বিছানাতে আবারও শব্দ তুলল, পাশের ঘর থেকে কেউ শুনলে ভাববে শুয়ে পড়েছে ও, এবার ঘুমানোর চেষ্টা করবে।

ঘরের একমাত্র চেয়ারটা টেনে ট্র্যাপডোরের নীচে নিয়ে এল জন, তারপর ওটায় উঠে দাঁড়াল। দুই হাতলের উপর পা রেখে হাত তুলতে ট্র্যাপডোরের ছোঁয়া পেয়ে গেল। দরজার নীচে দুই হাতের তালু রেখে অতি সন্তর্পণে ঠেলা দিল। খানিক ফাঁক হলো। ধুলো এসে পড়ল নাকে-মুখে। বোঝা গেল বহুদিন খোলা হয়নি। এমনও হতে পারে, এটার কথা হয়তো এদের সবাই জানেও না।

ট্র্যাপডোরের পাল্লায় চাপ বাড়াল জন। মৃদু ক্যাঁচ করে শব্দ হলো।

সর্বনাশ! কান পেতে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হলো, কেউ শুনতে পায়নি। মৃদু স্বরে গল্প করছে তিনজন। কথাগুলো স্পষ্ট শোনা না-গেলেও এটা বোঝা যাচ্ছে যে আলাপ চলছে।

বুটের আগায় ভর রেখে উঁচু হলো জন, ট্র্যাপডোরের পাল্লা ঠেলে সরিয়ে দিল একপাশে। প্রায় নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল। এক হাতে দরজার ফ্রেমের কিনারা চেপে ধরল, অন্য হাতে রাইফেলটা রাখল চিলেকোঠার মেঝেয়। এবার দুই হাতে ফ্রেম চেপে ধরে শরীর টেনে তুলল। মিনিট খানেকের মধ্যে গুটিসুটি মেরে চিলেকোঠার মেঝেয় উঠে এল। মৃদু হাঁপাচ্ছে ও।

নীরব অন্ধকার চিলেকোঠা। ধুলোর কটু গন্ধে ভরা। একটু দূরে চৌকো আলো দেখা যাচ্ছে, বোধহয় জানালা। খুবই সন্তর্পণে সেদিকে এগোল জন, সামান্য শব্দও যাতে না-হয় এ-ব্যাপারে সচেতন। চিমনির কাছে পৌঁছেছে, এ-সময় একজনের কণ্ঠ শুনে থেমে গেল।

'ওর ঘোড়াটা এম.টি ব্র্যান্ডের। টিরেলের ব্র্যান্ড।'

'আর আমার ধারণা শুনবে?' উত্তেজনা জার্ক-লাইন প্রাইনের কণ্ঠে। 'ফিন একেই খুঁজছে। পাসি ফিরে আসার পর হোগান র‍্যাঞ্চে ফিনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। একেবারে বিধ্বস্ত ছিল সবাই। ওদের আচ্ছামত ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে এই লোকটা।'

'ফিন কি টাকা দেবে?' ড্যান বেটসের প্রশ্ন। 'শুনেছি লোকটা মহা ত্যাঁদোড়। শেষে না আবার আঙুল চুষতে হয়।'

'তারচেয়ে বরং খোঁজ নেওয়া যাক, সরাসরি ফিনকে জিজ্ঞেস করলেই হবে,' বলল বাড়ির কর্তা। 'ঘোষণা না-দিয়ে থাকলে ওর কাছে টাকা দাবি করা বোকামি হবে, উল্টো খেপে যেতে পারে।'

'জার্ক-লাইন, জলদি গিয়ে জেনে এসো,' নির্দেশ দিল ড্যান বেটস। 'ডেলাভ্যানদের র‍্যাঞ্চে রাত কাটাচ্ছে ফিন। জেনে এসো এই লোকের জন্য ও কত খরচ করতে রাজি। ওকে প্রস্তাব দেবে যে উপযুক্ত পুরস্কার পেলে এই ব্যাটাকে ফেলে দেব আমরা। বখরার

অর্ধেক আমার, বাকিটা তোমাদের দু'জনের।'

'সমান তিন ভাগ নয় কেন?' প্রাইনের প্রশ্ন।

শীতল হয়ে গেল বাউন্টি হান্টারের কণ্ঠ। 'কারণ খুনটা আমি করব। তোমরা শুধু পাহারায় থাকবে।'

সুযোগটা তাকে দিতে ইচ্ছে করছে জনের, কিন্তু তিনজন ওরা। বড্ড ঝুঁকি হয়ে যায়। তা ছাড়া, ফিন রেভেনাল হয়তো নিজেই চলে আসতে পারে। তার স্বভাব জানা আছে জনের, এক পয়সাও খরচ করতে চাইবে না। জার্ক-লাইনের কাছ থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর মুখের উপর হাসবে সে, তারপর দলবল নিয়ে কাজ সারতে চলে আসবে এখানে। নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করানোর অভ্যাস নেই তার।

আরও মিনিট কয়েক আলাপের পর বেরিয়ে গেল জার্ক-লাইন। কর্দমাক্ত আঙিনা পেরিয়ে বার্নের দিকে এগোল সে, কাদায় বুটের শব্দ কানে এল জনের। একটু পর খুরের শব্দ উঠল।

ডেলাভ্যানদের র‍্যাঞ্চ কত দূরে জানা নেই জনের, তবে আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করল না ও। চিলেকোঠার শেষ দিকে কাঠের জানালা ধরে বিভিন্ন দিকে খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু একটুও নড়ল না। বন্ধ ওটা। টিংকারের তৈরি ছুরি বের করে ফ্রেম বরাবর ঢুকিয়ে দিল ও, একেবারে হাতল পর্যন্ত। ছুরিটার ধার রেজরের চেয়েও বেশি। কয়েক পোঁচ দিতে ফ্রেমটা কাটা হয়ে গেল।

বেরোনোর সমস্যা মিটে গেল।

সদ্য কাটা চেরা দিয়ে শরীর বের করে দিল জন, তারপর ছোট্ট লাফে মাটিতে পড়ল। ধুপ করে শব্দ হলো। চট করে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে অপেক্ষায় থাকল। উঁহুঁ, কারও কোন সাড়া নেই। এখন পর্যন্ত ওর অনুপস্থিতি বা পলায়ন টের পায়নি ওরা।

সতর্ক পায়ে বার্নে চলে এল জন, রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপাল। লাগাম ধরে বের করে আনল ঘোড়াকে, তারপর অ্যাসপেন সারির কিনারে এনে রাখল।

এবার বাড়ির পিছন দরজার সামনে চলে এল জন। আলতো ঠেলা দিয়ে কবাট সরিয়ে দিল, দোরগোড়ায় পা রাখতে দেখতে পেল ক্লারাকে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

'তোমার ভাইকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো,' মৃদু স্বরে বলল ও।

মুহূর্ত কয়েক দ্বিধা করল মেয়েটা, তারপর ওপাশের দরজার কাছে চলে গেল। 'জ্যাক? এদিকে শুনে যাও তো।'

একটু পর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল জ্যাক ম্যাকগুইর, পিছনে কবাট জোড়া ভিড়িয়ে দিল। 'কী ব্যাপার, দেখছ না ব্যস্ত? এমন জরুরি কী কথা যে এখনই বলতে হবে?'

'নইলে যে মরবে তুমি,' ফিসফিস করল জন।

এতক্ষণ জনকে দেখতে পায়নি সে। কণ্ঠ শুনে ঝট করে ফিরল, জনের হাতে পিস্তলটা দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ, ঢোক গিলল বারকয়েক।

'চমৎকার একটা বোন আছে তোমার, মি. ম্যাকগুইর,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'অথচ বাজে লোকের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছ। তোমার পিস্তলটা আমার হাতে দিয়ে ওই চেয়ারে বসে পড়ো। আমি চলে যাওয়া পর্যন্ত কেউ নড়বে না···বুঝেছ?'

নড করে পিস্তলটা জনকে দিয়ে দিল সে, তারপর সুবোধ বালকের মত চেয়ারে বসে পড়ল।

ম্যাকগুইরের পিস্তল বেল্টে গুঁজে নিজেরটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল জন। 'আমাকে মেরে ফেলার খায়েশ হয়েছে বেটসের,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'একটা সুযোগ দেব ওকে। দেখি পারে কি-না।'

দরজা মেলে ভিতরে পা রাখল জন। মুখ তুলে তাকাল ড্যান বেটস। জনকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল।

'মিস্টার বেটস, একটু আগে শুনলাম কয়েক ডলারের জন্য আমাকে খুন করতে চেয়েছ তুমি। বেশ তো। সুযোগটা আমি করে দিচ্ছি। তোমার কাছে একটা পিস্তল আছে। আর আমার দুটো হোলস্টারে। চেষ্টা করো। নাকি দুটো ছাড়া লড়বে না?'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। খানিকটা হলেও বিস্মিত হয়েছে, বিশেষ করে জনের প্রস্তাবে। একটু যে ঘাবড়ে যায়নি তা নয়। তবে ক্ষণিকের জন্য, সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে ঠাণ্ডা মাথার একজন খুনীতে পরিণত হয়ে গেল ড্যান বেটস। 'বেশ তো। যেভাবে হোক, কাজ সারতে পারাই হচ্ছে আসল কথা। কী বলো, জন?'

'শুধু জন নয়, জন ক্যালকিন। বুঝতে পেরেছ?'

জন যেন পেটে কষে লাথি মেরেছে, প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে গেল ড্যান বেটসের মুখ, নিদারুণ বিস্ময়ের পর রীতিমত অসুস্থ দেখাল। পরিচিত সব লোকজনের চেয়ে নিজেকে চালু মনে করত সে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে জন ক্যালকিনের ব্যাপারে নিশ্চিত নয়।

মুশকিল হলো, রিফ্লেক্সবশত ততক্ষণে ড্র করে ফেলেছে সে।

শুরুটা চমৎকার। মরিয়া হয়ে ওঠা একজন মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা বলা চলে। অন্তিম চেষ্টা। পিস্তল তুলে নিশানা করার আগেই মাঝ-বুক বরাবর ভেস্টের দুটো বোতাম অদৃশ্য হয়ে গেল, সেখানে ছিদ্র তৈরি হলো। সাবধানের মার নেই ভেবে এবার ড্যান বেটসের বুক-পকেটে রাখা *বুল ডারহ্যাম* তামাকের ব্যাগ ফুটো করল জন।

নিজের পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখা ম্যাকগুইরের পিস্তল বের করল জন, সিলিন্ডার খুলে সব কার্তুজ ছুঁড়ে ফেলল মেঝেয়। বেরিয়ে আসার সময় টেবিলের উপর রেখে আসল পিস্তলটা।

স্যাডলে চেপে রাস্তার দিকে এগোল ও। ফিন রেভেনাল যদি ওকে ধরতেই আসে, তা হলে এখানে নয় অন্য কোথাও ওকে খুঁজতে হবে। বাবার কাছ থেকে একটা শিক্ষা পেয়েছে জন—শত্রুকে কখনও লড়াইয়ের জায়গা পছন্দ করতে দিতে নেই। 'বয়, শত্রুর পছন্দমত লড়তে গেলে হারবে তুমি,' বলত ওর বাবা। 'তারচেয়ে বরং কখনও কখনও দু'এক পা পিছিয়ে আসা ভাল। তাতে ঝামেলা বাঁচবে, শত্রুকে সুবিধাজনক অবস্থায়ও পাওয়া যাবে। মনে রেখো, লড়াইয়ের স্থান এবং সময় তুমি ঠিক করবে।'

*

এম.টির উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল জন ক্যালকিন। সারারাত ছুটে ভোরের উন্মেষে গন্তব্যে পৌঁছল। রোয়ানটার অবস্থা বেশ করুণ, ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে ওটা। তবে শ্রান্ত শরীরেও এগিয়ে চলেছে, বুঝে গেছে বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে।

পিছন দিক দিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকল জন। সিঁড়ির গোড়ায় স্যাডল থেকে নামল। ক্লান্ত শরীর আর চলছে না। ওর মনে হচ্ছে সিঁড়ির ধাপগুলো টপকাতে পারবে না। প্রবল মনের জোর খাটিয়ে উঠে এল, দরজার সঙ্গে হেলান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত।

রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে লিলি। জনকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে গেল মুখ, আনন্দে ঝলমল করছে, কিন্তু দরজার সঙ্গে ওকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে গেল।

'ওহ্, জন! কী হয়েছে তোমার?' দৌড়ে এসে জনের হাত চেপে ধরল লিলি, কণ্ঠে শঙ্কা।

বিব্রত বোধ করল জন। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল লিভিংরুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে এমিলি টিরেল। ওকে যেভাবে চেপে ধরেছে লিলি, দেখে মহিলা কী ভাবে কে জানে!

'কিছু হয়নি,' একটু রুক্ষ শোনাল জনের কণ্ঠ। 'অনেকদূর থেকে এসেছি, ক্লান্ত লাগছে খুব।'

'কফি তৈরি আছে,' জানাল এমি, বাস্তবতা আর প্রয়োজনের দিকে তীক্ষ্ণ নজর ওর। 'টেবিলে এসে বোসো।'

ঘোড়ার গা থেকে গিয়ার নামিয়ে ওটাকে স্টেবলে নিয়ে এল জন, নিজের ক্লান্তি উপেক্ষা করে রোয়ানের শরীর দলাই-মলাই করে দিল। বাড়ির ভিতরে ঢুকে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখে নিল প্রথমে, তারপর পিছন দিকও নিরীখ করল।

কিছু নেই, কেউ নেই।

ব্যাপারটা শঙ্কিত করে তুলল ওকে। পিট হ্যালেট এত সহজে

ভুলে যাওয়ার লোক নয়।

টেবিলে বসে নাস্তা খাওয়ার ফাঁকে সবকিছু খুলে বলল জন। ফিন রেভেনালের সঙ্গে দেখা এবং হ্যালেট যে স্যাম বা ব্রায়ানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে, তাও জানাল।

শুনেই রেগে গেল এমিলি। কঠিন হয়ে গেছে চাহনি। 'খবরটা জানলে কীভাবে?'

'ড্যান বেটস নামে এক লোকের কাছ থেকে। লোকটা বাউন্টি হান্টার।'

'ও কি আমার ছেলেদের খুঁজছে?'

'না, ম্যা'ম, এখন আর খুঁজছে না।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল এমিলি টিরেল। 'আচ্ছা! তা হলে ওর হিসাব চুকিয়ে দিয়েছ তুমি?'

'কাকে কাকে খুন করবে তার তালিকা নিয়ে ঘুরে বেড়াত ও। কাগজে স্যামের নাম ছিল। রেভেনালের কাছ থেকে বকশিস পেলে আমাকেও খুন করত, আসলে করার জন্য মুখিয়ে ছিল। ভাবলাম লোকটাকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। দিলাম সুযোগ।'

'তারপর?'

'সবাই সবকিছু পারে না। যোগ্যতা লাগে।' শূন্য কাপ নামিয়ে রেখে কফিপটের দিকে হাত বাড়াল জন। 'বহু লোক দেখেছি ভুল পেশায় নাম লিখিয়েছে। নতুন দেশে বোধহয় এটাই স্বাভাবিক। হয়তো অন্য পেশায় থাকলে উন্নতি করতে পারত ড্যান বেটস।'

*

উত্তেজনা বা ঘটনাহীন তিনটা দিন কেটে গেল। বলতে গেলে অবসর পায়নি জন, নানা ঝুট-ঝামেলায় ব্যস্ত ছিল। এত বড় র‍্যাঞ্চ, হাজারটা কাজ রয়েছে। কিছুদিন ধরে এম্পটিতে স্বাভাবিক কাজকর্ম হয় না বলে অনেক কাজ পড়ে আছে। যতটা সম্ভব সারল ও, এমনকী আধ-পোষা দুটো ঘোড়া নিয়ে জমিও চষেছে। বেয়াড়া ঘোড়া দুটোকে সামলাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে ওর। জমিতে ইন্ডিয়ান যব,

কুমড়া, পেঁয়াজ, রসুন, গাজর, তরমুজ, শীম, বাদাম, মটরশুঁটি আর নানান সব্জির বীজ বুনেছে। এসব কাজে অভ্যস্ত নয় ও, তবে নেহাত অভিজ্ঞতাহীনও নয়। এটা বুঝেছে যে কৃষক হিসাবে জীবনে উন্নতি করতে পারবে না।

বাড়ি ছাড়ার পর থেকে আর কখনও ফসল ফলায়নি জন। ক্লিঞ্চ মাউন্টেনে ওদের জমি ছিল এরচেয়েও অনুর্বর, রুক্ষ এবং পাথুরে। সমতল জায়গা ছিল না বললে চলে। পাথুরে জমিতে নুড়িপাথর ঠেলে চারা গজাত। তরমুজ যাতে পাহাড়ী ঢাল থেকে গড়িয়ে পড়ে না-যায়, সেজন্য ছোট ছোট খুঁটি ব্যবহার করতে হত।

টেনেসিতে দুই ভাইয়ের একটা খামার ছিল। দু'জনের একটা করে পা খাটো ছিল–একজনের ডান পা, অন্যজনের বাম পা; কিন্তু জমি চাষ করতে কোন সমস্যা হত না তাদের। পাহাড়ী ঢালে কাজ করার সময় এক ভাই দাঁড়াত নীচের দিকে, তার লম্বা পা থাকত নীচে আর খাটো পা-টা থাকত উপরে। অন্য ভাইয়েরও একই অবস্থা। তাই এক পা খাটো হলেও অসুবিধা হত না তাদের।

জনের যখন সাঁত চলছে, তখন সপরিবারে কলোরাডোয় চলে আসে ওরা। এখানেই নিজের জন্য স্বপ্নের এক র‍্যাঞ্চ তৈরি করে ফ্রেড ক্যালকিন। পাহাড়ী উপত্যকায় অনুপম সৌন্দর্যে ভরা অপূর্ব এক জায়গা, তৃণভূমির দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। গরু বা ঘোড়া পালনের পাশাপাশি কিছু জমিতে সব্জি আর ফলের চাষও করত ওরা। তিন ভাই একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বাপকে কাজে সাহায্য করত।

তৃতীয়দিন রাতে খাবার টেবিলে গল্প করার সময় শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল জনের। গরীব ছিল ওরা, তত ভাল খেতে পারত না, কিন্তু আনন্দে থাকত সবসময়। সুখীও ছিল। এখন সব হারিয়ে গেছে। রুক্ষ, কঠিন হয়ে গেছে জীবন।

ক্লিঞ্চ মাউন্টেনের জীবনে সবই ছিল। মাসে একবার ছেলেরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, সঙ্গে থাকত নির্জলা হুইস্কির একটা বা দুটো জগ। খেয়ে ভোরের দিকে কাণ্ড-জ্ঞান হারিয়ে ফেলত ওরা,

নিজেরা গোলমাল শুরু করে দিত। সকালে যখন বাড়ি ফিরত, দেখা যেত কারও চোখ ফুলে গেছে, কারও মুখে আঁচড় লেগেছে, কারও গালে কালশিটে দাগ। নির্জলা আনন্দের মধ্যে ছুরি নিয়ে বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তও আছে, তবে নেহাত কম। বিকালে আবার একসঙ্গে খেলত সবাই।

মাঝে মধ্যে ড্যান্স পার্টি হত। ওটা ছিল ওদের জন্য সবচেয়ে উত্তেজনার এবং আনন্দের। প্রায় সারারাত ধরে নাচ-গান চলত।

শুধু একটা জিনিসের অভাব বোধ করত—একজন গায়কের উপস্থিতি। চাঁদনী রাতে অপূর্ব সুন্দর পাহাড়ের চূড়ায় বসে কোন গায়ক তার সুরেলা কণ্ঠ দিয়ে ভরে দিত না রাতের নির্জনতা। একাকী চাঁদের দুঃখ মিশে যেত না কোন বেহালার করুণ সুরের সঙ্গে। তবে গায়ক নেই বলে কেউই বসে থাকত না, বেসুরো গলায় নিজেরাই শুরু করত, সুর-তাল-লয়ের ব্যাপারে তেমন গ্রাহ্য করত না। নাচের তালে তালে গাইত: "হ্যালো, সুসান ব্রাউন!' কিংবা "গ্রীন কফি গ্রোজ অন হাই ওক ট্রিজ।"

খাওয়া শেষে বেরিয়ে গেল জন। আকাশে চাঁদ উঠেছে। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। গেটের দিকে এগোনোর সময় কান পেতে শব্দ শুনল। অনেকক্ষণ বাতাসে ঘাসের মৃদু কাঁপনের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ শুনতে পেল না।

জন ফিরে আসার পর পুরো তিনদিন পেরিয়ে গেছে। তারও আগে কয়েকদিন নির্বিঘ্নে কেটেছে। এক সপ্তাহ দীর্ঘ সময়, অথচ হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে পিট হ্যালেট। মনে মনে শঙ্কিত জন। না জানি কী মতলব আঁটছে শয়তানটা!

সহসা ওর মনে হলো অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পেয়েছে। চট করে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল জন, মাটিতে কান পাতল। হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছে। কেউ আসছে। র‍্যাঞ্চের দিকে আসছে এক দল অশ্বারোহী।

গেটের তালা পরখ করল ও, তারপর অন্ধকারে মিশে গিয়ে

বাড়ির দিকে এগোল।

ধীর্, নিশ্চিত পদক্ষেপে এল দলটা। গেটের সামনে থামার পর নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিল।

পোর্চের কাছে দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে জন, পুরো অন্ধকার জায়গাটায়। বোর্ডের উপর কারও ওজন পড়ায় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হলো, পাশ ফিরে তাকাল জন। পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে এমি টিরেল। মহিলার হাতে শার্পস ফিফটি রাইফেল। 'তুমি বরং ভিতরে চলে যাও, জন,' শান্ত কণ্ঠে ওকে বলল মহিলা। 'এরা পিট হ্যালেটের ডালকুত্তা নয়।'

'কীভাবে জানলে?'

জনের প্রশ্ন উপেক্ষা করল এমি, সহজ সুরে বলল, 'আমার ধারণা ওরা রেভেনালের দল, তোমাকে ধরতে এসেছে।'

গেটের কাছে মৃদু ঝনঝন শব্দ হলো, কেউ বোধহয় শিকল ধরে টানাটানি করছে। শার্পস ফিফটি তুলে গেটের দিকে একটা গুলি পাঠিয়ে দিল এমি টিরেল। তীক্ষ্ণ স্বরে খিস্তি আওড়াল কেউ, শুনতে পেল জন, তারপর পুরো দলটা গেট থেকে কিছুটা সরে গিয়ে দাঁড়াল।

'যাও, ঘুমিয়ে পড়ো গে, জন,' আবার বলল এমি। 'আমি বুড়ো মানুষ, কম ঘুমিয়েও থাকতে পারি। গত কয়েকদিনে অনেক ধকল গেছে তোমার। বিশ্রাম দরকার।'

'কিন্তু ঝামেলাটা তো আমার,' প্রতিবাদ করল জন।

'কে বলল তোমার? তুমি আমার হয়ে রাইড করছ। যতক্ষণ এম.টিতে আছ, এটা আমারও ব্যাপার। ফিনকে অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। প্রথম যখন পশ্চিমে আসে ও, তখন ছিল চুনোপুঁটি। এমন কেউকেটা ভাব ওর মধ্যে ছিল না। লোকে যাকে বড় বলে আসলে সে-ই বড়; নিজে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ বড় বলবে না। যাক্‌গে, ওকে আমার উপর ছেড়ে দাও।'

এমিটি টিরেল সাধারণ কোন মহিলা নয়, তার সঙ্গে তর্ক করে পারা যাবে না। হাল ছেড়ে দিয়ে ঘুরে বাড়িতে ঢুকে পড়ল জন,

বিছানা করে শুয়ে পড়ল। রেভেনালদের নিয়ে চিন্তা করছে না, কারণ ওর ধারণা আজকের রাতটা অন্তত অপেক্ষা করবে ফিন রেভেনাল। পাহাড়ী এলাকায় নিঃসঙ্গ এক ভবঘুরেকে ধরে ফাঁসি দেওয়া যত সহজ, এম.টির মত বিখ্যাত একটা র‍্যাঞ্চে রাতের বেলায় আক্রমণ করা ঠিক ততটাই কঠিন।

অদ্ভুত হলেও দারুণ ঘুম হলো জনের। গত কয়েকদিনের মধ্যে আজই এমন নিরুদ্বিগ্ন ঘুম হয়েছে। সকালে রোদের আলো মুখে পড়ায় ঘুম ভাঙল ওর। চোখ মেলে সিলিঙের দিকে তাকাল, কান খাড়া করল। কিছুই শুনতে পেল না। বিছানা ছেড়ে মাথায় হ্যাট চাপাল, তারপর কাপড় পরল। দেয়ালে ঝোলানো আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ব্যথিত হলো জন। নিজেকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে! কয়েকদিনের গজানো দাড়ির জঙ্গল আসল মুখচ্ছবি পাল্টে দিয়েছে। স্যাডলব্যাগ থেকে রেজর বের করে চামড়ার বেল্টের সঙ্গে ঘষল ও, তারপর মুখ ক্ষৌরি করল।

দরজায় করাঘাত হলো। কবাট ঠেলে ভিতরে উঁকি দিল লিলি হলিস্টার। জরুরি কণ্ঠে বলল, 'বাইরে এসো শিগ্‌গির, ঝামেলা হলো বলে!'

গানবেল্ট কোমরে আগেই জড়িয়েছে জন, পিস্তল দুটো পরখ করল শুধু। তারপর বেরিয়ে এল হলরুমে।

'কী হয়েছে?'

আঙুল তুলে দেখাল লিলি, নীরব থাকার ইঙ্গিত করল ওকে।

খোলা দরজা দিয়ে পোর্চে দাঁড়ানো এমিলি টিরেলকে দেখা যাচ্ছে। আঙিনায় একদল অশ্বারোহী অর্ধ-বৃত্তাকার পথে দাঁড়িয়ে আছে।

'ফিন রেভেনাল, এখানে কী মনে করে এলে তুমি?' এমিলির কণ্ঠ কানে এল। 'তুমি তো কখনোই অতটা বীরপুরুষ ছিলে না, আজ এত সাহস পেলে কোত্থেকে? দলবল নিয়ে আমার র‍্যাঞ্চে এসেছ আমার এক লোককে ধরতে?'

'আমরা শুধু ওই জন লোকটাকে চাই, মিসেস টিরেল, এবং এখুনি!'

'ওকে নিয়ে কী করবে শুনি?'

'ঝুলিয়ে দেব। চুরির শাস্তি তো এটাই, তাই না?'

'কী চুরি করেছে ও? তোমার ঘোড়া?'

ইতস্তত করল রেভেনাল। 'চোরদের একজন ও। দুই চোরকে ধাওয়া করছিলাম। রাস্তায় ওর সঙ্গে...'

'তোমার ঘোড়া চুরি হয়েছিল কবে?'

'দশদিন আগে, আর...'

'ব্যস, মিটে গেল,' ফিন রেভেনালের মুখের কথা কেড়ে নিল এমিলি। 'কয়েক সপ্তাহ ধরে আমার এখানে কাজ করছে জন। ব্রাউন'স হোলে যাওয়ার আগে একবারের জন্যও বেরোয়নি। তারমানে চুরিও করেনি ও।'

'শুধু চুরি নয়, একটা মানুষও খুন করেছে ও,' প্রতিবাদ করল রেভেনাল, অধৈর্য হয়ে পড়েছে। 'এখান থেকে পশ্চিমে জ্যাক ম্যাকগুইরের র‍্যাঞ্চে একজনকে গুলি করে মেরেছে জন।'

'ঠিকই করেছে,' শীতল শোনাল এমি টিরেলের কণ্ঠ। 'ও না করলে কাজটা আমিই করতাম। ড্যান বেটসকে হাড়ে হাড়ে চিনি। জঘন্য বাউন্টি হান্টার। পিছন থেকে বা অ্যাম্বুশ পেতে মানুষ মারতে ওস্তাদ। এমন কিছুই পাওনা ছিল ওর।

'এবার তুমি কেটে পড়ো, ফিন। এম.টির কোন হ্যান্ডকে যদি কিছু করো, র‍্যাঞ্চের বেড়ার সঙ্গে তোমার চামড়া লটকাব আমি।

'প্রথম যখন এলাকায় এসেছিলে তুমি, তখনকার সবই জানি। জানি তোমার প্রথম গরুর পাল কোত্থেকে এসেছে। গত কয়েক বছরে চর্বি লেগেছে তোমার গায়ে, কিন্তু অতীত যদি খোঁচাতে চাও তা হলে তোমাকে কয়েকটা গল্প বলার আছে আমার।'

লাল হয়ে গেছে রেভেনালের মুখ। 'দেখো, মিসেস টিরেল, আমি...'

'তুমি এখুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছ! ব্যস। নইলে আমি নিজে গুলি করব তোমাকে।'

সাংঘাতিক রেগে গেছে ফিন রেভেনাল। মেয়েমানুষের হাতে এভাবে নাজেহাল হওয়া মেনে নিতে পারছে না। তবে একটা জিনিস ভুলে যায়নি সে, জানে চাইলে পুরুষদের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে এই মহিলা।

'জনকে চাই আমি,' গোঁয়ারের মত বলল রেভেনাল। 'ওই লোক চোর। নইলে আমাদের দেখে পালাবে কেন?'

'লিঞ্চ পার্টি ধাওয়া করলে তুমিও পালাবে, ফিন,' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল এমিলি টিরেল, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল ফিন রেভেনালকে। 'সত্যি কি ওকে চাও তুমি, ফিন?'

একটু যেন ভড়কে গেল রেভেনাল, মনোযোগ তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে, চোখ সরু করে তাকাল এমি টিরেলের দিকে, বোঝার চেষ্টা করছে আসলে কী রয়েছে মহিলার মনে।

'ওকে চাই বলেই তো এসেছি আমরা,' শেষে তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল সে।

'শুনেছি তুমি নাকি গরু বা ঘোড়াচোরদের ফাঁসিতে লটকাও। দু'জনকে পুড়িয়েও মেরেছ। বেশ, ফিন, এত করে চাইছ যখন, জনকে তোমার হাতে তুলে দেব।'

'মানে?' সন্দিহান কণ্ঠ রেভেনালের। 'এসব কথার মানে কী?'

'জন ক্যালকিন আমার আত্মীয়। আমিও ক্যালকিন বংশের, দু'জনের শরীরে একই রক্ত বইছে। আত্মীয়দের ভাল করে চিনি আমি, জানি ওদের সম্পর্কে। তোমরা তো ন্যায্য লড়াইয়ে বিশ্বাস করো, তাই না?' রেভেনালের রাইডারদের উদ্দেশে জানতে চাইল এমি।

'নিশ্চয়ই, ম্যা'ম। আমরা চাই সবাই সমান সুযোগ পাক।'

'বেশ, ফিন, জন ক্যালকিনকে চাও তুমি। শুনলাম নিজেকে মস্ত বড় লড়িয়ে মনে করো, যেখানে-সেখানে বলে বেড়াও। এখন তুমি

কেউকেটা, অথচ তোমার প্রথম জীবনের দিনগুলি কেমন ছিল এখানকার লোকেরা জানে না, দেখলে তো জানবে। ওরা জানে না আসলে কত নরম ছিলে তুমি তখন, কত সমঝে চলতে।

'যাক্‌গে, ঘোড়া থেকে নেমে এসো, ফিন। জনকে চাও যখন, পাবে। এখানে আমার চোখের সামনে ওকে নিয়ে যা-খুশি করতে পারবে। কিন্তু তোমার লোকদের মধ্যে যে-ই তোমাকে সাহায্য করতে যাবে, তার খুলি উড়িয়ে দেব আমি।'

পোর্চে বেরিয়ে এল জন, তারপর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'কী বুঝলে, ফিন? রাজি এমির প্রস্তাবে? আমাকে একা সামলাতে হবে। ভয় পাচ্ছ নাকি?'

নয়

দেখার মত হয়েছে ফিন রেভেনালের মুখ। রাগে উন্মত্ত দশা হলেও অসহায় বোধ করছে–লড়াই ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমির ফাঁদে পড়ে গেছে। স্যাডলে স্থির বসে আছে সে, মুখ থমথমে হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে সম্মান বাঁচাতে জন ক্যালকিনের মুখোমুখি না-হয়ে উপায় নেই। এরকম পরিস্থিতিতে পিছিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়, তা হলে ক্রুদের সামনে ছোট হয়ে যাবে।

স্যাডল থেকে নামল ফিন, তাড়াহুড়ো নেই আচরণে। ঘোড়ার লাগাম ঝুলে থাকল। কোমর থেকে গানবেল্ট খুলে স্যাডল হর্নের উপর ঝুলিয়ে রাখল সে, তারপর মাথা থেকে হ্যাট খুলে তার উপর রাখল।

এদিকে জোড়া হোলস্টার আর ছুরির খাপ খুলে রেখে সিঁড়ি থেকে মাটিতে পা রাখল জন। জহুরির চোখে নিরীখ করল ফিন রেভেনালকে। বিশালদেহী লোক। জনের চেয়ে খাটো হলেও প্রস্থে ঘাটতিটা পুষিয়ে নিয়েছে, ওজন অন্তত ত্রিশ পাউন্ড বেশি হবে। শক্তিশালী, ভারী দেহে এতটুকু মেদ নেই; চলাফেরা ক্ষিপ্র।

এগিয়ে গেল জন। হয়তো একটু বেশি আত্মবিশ্বাসী। বেপরোয়া ভঙ্গি। চট করে বামে সরে গিয়ে জনের প্রথম আঘাত এড়িয়ে গেল সে, সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আঘাত করল। মুহূর্তের মধ্যে এসে পড়ল জনের নাকের আগায়, নিচু হয়ে কোনাকুনি দু'হাত চালাল। একটা জনের কাঁধে লেগে পিছলে গেল, সংঘর্ষের সময় ওর মনে হলো ভারী বোল্ডার আছড়ে পড়েছে।

জন বুঝে গেল রেভেনাল যতই মাথাগরম লোক বা হুজুগে হোক না কেন, আসলে জাত লড়িয়ে। শক্তিশালী, আত্মবিশ্বাসী। লড়াইয়ের কৌশলও আয়ত্ত করেছে। দূর থেকে ছুটে এল সে, মাথা দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো মারল, তারপর হাতের কনুই চালিয়ে ফেলে দিল জনকে।

গড়িয়ে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল জন, কিন্তু একটা বুট ওর পাঁজরের উপর তুলে দিয়েছে রেভেনাল। জনকে দাঁড়াতে দিতে চায় না। বুটের চাপ বাড়াতে স্পারের খোঁচায় শার্ট ছিঁড়ে ছিলে গেল বুকের চামড়া, ক্রমে দেবে যাচ্ছে। মুহূর্তে রক্ত গড়াতে শুরু করল।

বুটসমেত পা ধরে তাকে ঠেলা দিল জন, সফল হতে গায়ের জোর খরচ করতে হলো। সফল হলো বটে, কিন্তু দাঁড়ানোর পরপরই ওর উপর চড়াও হলো রেভেনাল। লোকটার উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেল জন—ওকে খুন করবে সে।

হাতাহাতি লড়াইয়ে মানুষ খুন হয়, ব্যাপারটাকে অসম্ভব মনে করে কেউ কেউ। কিন্তু নিজের চোখে অন্তত ছয়জন লোককে মরতে দেখেছে জন। সামান্য দয়াও নেই ফিন রেভেনালের মধ্যে, ওর ক্রুদের মধ্যেও নেই। সত্যি কথা বলতে কী, এমিলি টিরেলের মধ্যেও নেই।

একের পর এক আঘাত করছে রেভেনাল। প্রয়োজনে চার হাত-পা ব্যবহার করছে। কখনও মুঠি, কখনও হাতের কিনারা, কখনও বুটের আগা দিয়ে ওর পায়ে আঘাত করছে, কিংবা কাছে এলে পা মাড়িয়ে দিচ্ছে গায়ের জোরে। ভালভাবে শুরুই করতে পারেনি জন, এখন পর্যন্ত ফিন রেভেনালের মুহুর্মুহু আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত।

মোষের মত শক্তি লোকটার গায়ে। উন্মত্ত আক্রোশ নিয়ে লড়ছে। পেশিবহুল বাহুতে প্রচণ্ড জোর, কাছ থেকে যখন ঘুসি মারল, প্রতিটি আঘাতে কাঁপিয়ে দিল জনকে। মাথা দিয়ে ওর চিবুকের নীচে আঘাত করল দু'বার। একবার তাকে ফেলে দিল জন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রেভেনাল। কাছে আসতে তার পাঁজরে জোরাল ঘুসি বসিয়ে দিল জন, কিন্তু তেমন প্রভাব পড়ল না দৈত্যাকার লোকটার মধ্যে।

শুধু শক্তি নয়, সব ধরনের কৌশলও জানা ফিন রেভেনালের। এটুকু বিচক্ষণতা আছে যে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশলও বদল করা লাগে। মারপিটের প্রথম সবক হচ্ছে একই কৌশল সবার বেলায় খাটে না, লোক ভেদে ভিন্ন কৌশল প্রয়োজন হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর শারীরিক সুবিধা বা ক্ষিপ্রতা অনুযায়ী কৌশল বদল না-করলে লড়াইয়ে জেতা অসম্ভব।

ফিন রেভেনাল জানে জনের সুবিধা কোথায়। ওর হাত দুটো অপেক্ষাকৃত লম্বা। এমন দূরত্ব থেকেও জন আঘাত করতে পারবে যেখান থেকে সে নাগালই পাবে না। তাই সুযোগ দিতে রাজি নয় রেভেনাল। এটা মর্যাদার লড়াই। ক্রুদের সামনে কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। খিটখিটে ওই মহিলার মুখে চুনকালি মারার লড়াই।

একবার জনের পেটে ঘুসি হাঁকাল রেভেনাল, গ্রাহ্য না-করে পাল্টা কয়েকটা ঘুসি পরপর তার নাকে-মুখে বসিয়ে দিল জন। দৈত্য সামান্য হেলে পড়তে কনুই চালাল ও, রেভেনালের মুখের পাশে গিয়ে লাগল। গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। নিজের রক্ত দেখে উন্মাদ হয়ে গেল র‍্যাঞ্চার। বুনো আক্রোশে ছুটে এল সে, একের পর এক

ঘুসি হাঁকাতে লাগল। প্রতিটা কাঁপিয়ে দিচ্ছে জনকে। খুনের রোখ চেপে গেছে ওর।

ঠেলে তাকে সরিয়ে দিতে সমর্থ হলো জন। আড়ষ্ট হাতে পাঞ্চ কষল রেভেনালের মুখে, লোকটা এক-পা এগিয়ে আসতে জবর ঘুসি বসিয়ে দিল পেটে।

ঘুসিটা কাঁপিয়ে দিল দৈত্যকে, একেবারে পুরো শরীর। একটা লাভ হলো এতে–অচিরে দাপাদাপি বন্ধ হয়ে গেল। আগের মত ছুটে আসার ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলেছে রেভেনাল। গায়ের জোরে বাম হাতের ঘুসি লোকটার চোয়ালে বসিয়ে দিল জন, সে ঝুঁকে পড়তে ডান হাতে মুখের অন্য পাশে পাঞ্চ কষল।

দু'বার ওর পাঁজরে ঘুসি বসাল রেভেনাল, একবার মাথা দিয়ে চিবুকের নীচে গলায় আঘাত করল। পড়ে গেল জন। চট করে ওর বুকের উপর উঠে বসল সে, দু'হাতে গলা চেপে ধরেছে। হাত বাড়িয়ে রেভেনালের বাহু খামচে ধরল জন, অন্যটা ধরে ঝাঁকি দিল। কাত হয়ে পাশে পড়ে গেল সে, তারপর গড়িয়ে সরে গিয়ে চট করে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বসে নেই জন, শুয়ে থেকে দুই পা চালিয়েছে। এমন কিছু আশা করেনি রেভেনাল, হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

উঠে দাঁড়াল জন। দেখল রেভেনালও উঠে দাঁড়িয়েছে, তবে গতি আগের চেয়ে অনেক শ্লথ। উঠেই জনের বিরাশি শিক্কার ঘুসি খেল মুখে। ঠোঁট থেঁতলে রক্ত বেরোতে শুরু করল। রক্তের সঙ্গে একটা দাঁতও খসে পড়েছে। আবারও ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত ছুটে এল রেভেনাল, কিন্তু জনের বাম হাতের হুকে কান ছিঁড়ে গেল তার, আধ-পাক ঘুরিয়ে দিল বিশাল দেহ।

হাত বাড়িয়ে ওর বাহু খামচে ধরল সে, ছুঁড়ে ফেলতে চাইল জনকে। কিন্তু জনও সেয়ানা। চট করে দুই হাঁটু তুলে দিল লোকটার পিঠে। ব্যস, দু'জনেই ভূপতিত হলো ওরা। রেভেনাল নীচে, আর জন উপরে।

সুযোগটা কাজে লাগাল ও। মাটির সঙ্গে দৈত্যের মাথা চেপে ধরে

গায়ের জোরে ডলতে শুরু করল। চাইলে এভাবেই খুন করা যাবে তাকে, কিন্তু সেরকম ইচ্ছে নেই জনের, বরং তাকে বেধড়ক পেটাতে চায়। ছাড়ল যখন, ততক্ষণে বালি খেয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড় তার। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রেভেনাল, চোখ-মুখ দিয়ে পানি ঝরছে; সারা মুখ রক্ত আর বালিতে কুৎসিত চেহারা পেয়েছে।

টলতে টলতে দুই কদম এগোল সে, চোখে বালি লাগায় ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। জনকে দেখে হিংস্র হয়ে উঠল চাহনি, ছুটে এল অদম্য আক্রোশ নিয়ে। বাম হাতে জ্যাব কষল জন, রেভেনালের মুখে লাগল; ডান হাতের তালু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল লোকটার চিবুকে, মাথা ছিটকে পড়ল পিছনে।

এখনও হাল ছাড়েনি রেভেনাল, সেজন্য তাকে বাহবা দিতেই হয়। যথেষ্ট শক্তি রয়ে গেছে শরীরে, দম ফুরোয়নি, দু'একটা ঘুসি এসে পড়ল জনের পেটে। তবে আগের মত ভয়ঙ্কর নয়। বুকে ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিল জন। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল সে, ভারসাম্য রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু দড়াম করে আছড়ে পড়ল। কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়ানো মাত্র জনের ডান হাতের প্রচণ্ড ঘুসি ল্যান্ড করল মুখে। টলে উঠল সে, দুই পায়ের উপর জুত হয়ে দাঁড়াল যখন, রোলিং হিপ-লকের সাহায্যে তাকে ছুঁড়ে ফেলল জন।

'ফিন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। 'ভাল করেই জানো তোমার ঘোড়া চুরি করিনি আমি। আর আসল চোরদেরও চিনি না।'

জনের কথা যেন শুনতে পায়নি, কোন ভাবান্তর দেখা গেল না রেভেনালের মধ্যে, আহত পশুর মত চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠার চেষ্টা করল সে, তারপর জনের পা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। তাকে আসতে দেখে একটা হাঁটু তুলল জন, খানিকটা জোর খাটাল। হাঁটুর সঙ্গে ঠুকে গেল রেভেনালের বিক্ষত মুখ। পড়েও আবার উঠে দাঁড়াল সে, আগের চেয়ে শ্লথ গতিতে।

'স্বীকার করছি লড়তে জানো তুমি, ফিন,' আবার বলল জন। 'তবে সবার সেরা নও। আরও একটা কথা···কয়েকটা গরুর মালিক

হলেই কেউ বড় হয়ে যায় না। আরও কিছু লাগে। যাকে-তাকে খুঁজে বা পছন্দ না-হলে ঝুলিয়ে দেয় কারা? আসলে তারা জঘন্য খুনী, যাদের ঝোলায় তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট।'

জামার আস্তিনে মুখের রক্ত মুছল সে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জনের দিকে। গালের চামড়া কেটে গেছে, ক্ষতটা গভীর—এমনকী সাদা হাড় দেখা যাচ্ছে; ঠোঁট থেঁতলে গেছে। এক চোখের উপরের চামড়া ফুলে গেছে বড়সড় সুপারির মত। কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে, দেহের পাশে শিথিল হাত দুটো বারবার মুঠি করছে আর খুলছে, চোখের চাহনিতে কুৎসিত ঘৃণা।

'তোমার বোধহয় খায়েশ মেটেনি, আরও দরকার, ফিন,' ভর্ৎসনার সুরে বলল জন। 'এসো তা হলে।'

'উঁহুঁ, পরেরবার,' থেঁতলানো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শব্দগুলো উগরে দিল সে। 'তখন হবে পিস্তলে।'

বেধড়ক মার খেয়েছে, কিন্তু ক্ষান্ত হয়নি ফিন রেভেনাল। সেটা ওর ধাতে নেই। নিজেকে যা ভাবে, সেটা বিসর্জন দেওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। ক্ষমতার মোহ কি এত সহজে যায়? শহরের বোর্ডওঅক দাপিয়ে হাঁটার বা দলবল নিয়ে চলার আনন্দ কি অন্য কিছুতে পাওয়া যায়? শহরে ঢোকার সময় পথ ছেড়ে দেয় লোকেরা, এটা কি ওর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বলে নয়? এরা আসলে নিরীহ মানুষ, যদিও ফিনের বিবেচনায় এরা খুবই ভীতু, এদের উপর দাপট দেখিয়ে সীমাহীন আনন্দ পায় সে। কোন্ এক জন ক্যালকিনের হাতে মার খেয়েছে বলে এসব ছাড়তে হবে কেন? বরং কোন একদিন হারামজাদাকে ঠিকই দেখে নেবে!

রেভেনালের এক সঙ্গী রাইডার বলল, 'ও যখন আবার আসবে, ক্যালকিন, মোটেই একা থাকবে না। আমরা সবাই আসব, সঙ্গে একটা দড়ি থাকবে।'

'শুধু তোমরা কেন, পারলে চৌহদ্দির সব লোকজনকে নিয়ে এসো,' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল জনের কণ্ঠে। 'আমার তো মনে হয় সবাইকে

দরকার পড়বে ওর।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল ওরা। গেটের কাছে গিয়ে একজন স্যাডল ছাড়ল, গেট খুলে অন্যদের পেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল, তারপর নিজে পেরিয়ে আবার আটকে দিল ওটা। এ'ই নিয়ম। গরুর দেশে কখনও র‍্যাঞ্চের গেট খোলা রাখতে নেই।

'ধন্যবাদ, এমি,' বলল জন। 'তুমি বোধহয় একটু বেশি কঠিন হয়ে গিয়েছিলে।'

'সেধে কি হই? এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি জীবনে বহুবার হয়েছি। সেই ছোট থেকে, বাবা যখন বাইরে চলে যেত কয়েকবার ইনজুনদের সামাল দিতে হয়েছে আমার।'

'জন,' জনের আস্তিনে হাত রেখে দৃষ্টি আকর্ষণ করল লিলি। 'চলো, তোমার মুখের শুশ্রূষা করা দরকার।'

মুখে কালশিটে দাগ পড়েছে, কয়েক জায়গায় সামান্য ছড়ে গেছে; তবে কোনটাই মারাত্মক নয়। যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে ঢের লড়াকু লোক ফিন রেভেনাল, বিশেষ করে পাঁজরের আঘাত নিয়ে ভাবছে জন। দু'একটা হাড়ে চিড় ধরলে অবাক হবে না। কিন্তু কাউকে কিছু বলল না, বুঝতেও দিল না, এমনকী লিলি যখন ওর মুখের ক্ষতের শুশ্রূষায় ব্যস্ত, তীব্র ব্যথা পেলেও মুখ বুজে সহ্য করে গেল।

*

শেষরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় অন্ধকার সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল জন। কান পেতে শব্দ শুনেছে, উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কিছু কানে আসেনি। সবই স্বাভাবিক। হঠাৎ উপলব্ধি হলো ওর, ফিন রেভেনালের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে না-পড়লেও চলত। এমনিতে ঝামেলার কমতি নেই এমিলি টিরেলের, তার উপর নতুন এক শত্রু জুটে গেছে জনের কল্যাণে!

প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক ফিন রেভেনাল। আজকের অপমান বা মার, কোনটাই ভুলবে না। রেভেনালের ক্রুরা সাধারণ কাউহ্যান্ডদের

চেয়ে ঢের কঠিন এবং বেপরোয়া। বসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অভ্যস্ত। বিশ্বস্ত, কিন্তু বেয়াড়া। কঠিন হওয়াতে দোষ নেই, তবে ঝামেলাবাজ হলে পার্শ্ববর্তী র‍্যাঞ্চ বা মানুষের জন্য যত বিপদ। এদের অনেকেই পর্যায়ক্রমে আউটল বা কুখ্যাত বন্দুকবাজে পরিণত হয়।

মুশকিল হচ্ছে, রেভেনাল বাহিনী এমিলি টিরেলের জন্য যেন গোদের উপর ফোঁড়ার ঘা! এক হ্যালেটকে সামলাতে গলদ্‌ঘর্ম, তায় রেভেনালের মত মারকুটে শত্রু…

হ্যালেট নিশ্চয়ই কোন ফন্দি আঁটছে! মানুষটার ধাত সম্পর্কে জানা নেই জনের, তাই অনুমানও করতে পারছে না সেটা কী হতে পারে। ফিন রেভেনাল হলে হয়তো আঁচ করতে পারত। কিন্তু পিট হ্যালেট ওর কাছে অন্য গ্রহের মানুষ…

পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠছে, ক্রমে বাড়ছে বিপদের আশঙ্কা। যতই ভাবছে উদ্বেগ বাড়ছে জনের। পিট হ্যালেট নিশ্চয়ই কামড় বসাবে, আর দেরি করার কথা নয়। এদিকে নতুন এসে জুটেছে রেভেনাল।

আর অপেক্ষা করার মানে হয় না।

এমনিতে বন্দি ওরা। আক্ষরিক অর্থে তাই। হ্যালেটের লিন্সা বাড়িতে বন্দি করে রেখেছে ওদের। বেরোনোর উপায় নেই, ইচ্ছে মত চলাফেরার করার সুযোগ নেই। উল্টো শত্রুপক্ষের অপেক্ষায় তটস্থ থাকতে হচ্ছে।

এই বাড়ি একটা ফাঁদ হয়ে দাঁড়াবে একসময়, ভাবছে জন। আগে-পরে যখনই হোক ওদের কোণঠাসা করে ফেলবে হ্যালেট। এখানে বসে অপেক্ষায় থাকার চেয়ে বরং আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করাই শ্রেয়

কেউ কেউ সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়, তাদের ধারণা একটু পিছিয়ে গেলে ঝামেলা থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু লুকিয়ে থেকে বা পালিয়ে গিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না। তাতে সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলা হয়, শেষে এমন ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হয় যে জীবন

নিয়ে টানাটানি পড়ে।

রিও গ্রান্ড, মোগোলন, মিম্বার্স, লা প্লাটা এবং মেসা ভার্দে এলাকায় ঘুরেছে জন। যা দেখেছে, তা থেকে একটা শিক্ষাও নিয়েছে। কোণঠাসা অবস্থায় কখনও পিছিয়ে যেতে নেই।

এসব এলাকায় একসময় শান্তিপ্রিয় ইন্ডিয়ানরা থাকত। জমিতে ফসল ফলাত ওরা, বনে শিকার করত। কারও সাতে-পাঁচে ছিল না, কারও ক্ষতি করেনি; নিজেদের মত থাকত। নাভাযো আর অ্যাপাচিরা রকি পর্বতমালার পুব অংশে আসার পর থেকে বদলে গেল পরিবেশ। পাহাড় পাড়ি দেওয়া ছাড়াই পশ্চিমে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করল ওরা। রিও গ্রান্ডের তীরে বসবাসরত শান্তিপ্রিয় ইন্ডিয়ানদের খেদিয়ে দিল। কেউ মারা পড়ল, কেউ আরও পশ্চিমে সরে গিয়ে নতুন বসতি করল।

কিন্তু পালিয়ে গিয়েও লাভ হলো না। কয়েক বছর পর আবারও নাভাযো আগ্রাসনের শিকার হলো এরা। লালে লাল হয়ে উঠল পশ্চিমের পাহাড়গুলো। ওই লাল মানুষের রক্তের রঙ। ওদের বসতি ধ্বংস হলো। যোগ্য নেতৃত্বে যদি একাট্টা হতে পারত, তা হলে হয়তো নাভাযোদের ঠেকিয়ে দিতে পারত ওরা। কিন্তু বিপদের মুখে কেউ কেউ রুখে দাঁড়ালেও অন্যরা পালানোর উপায় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। শেষপর্যন্ত শত্রুর মোকাবিলা করার মত লোকের সংখ্যা হত নগণ্য।

শেষপর্যন্ত এদের প্রায় সবাই মারা পড়ল, ওদের বাড়ি বা বসতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, চাষের জমি নষ্ট হয়ে গেল। শান্তিপ্রিয় ইন্ডিয়ানদের উপর আধিপত্য বজায় রাখল মারকুটে ও হিংস্র গোত্রগুলো···নিয়মটা সাদা মানুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বটে।

শান্তিপ্রিয় ইন্ডিয়ানদের এলাকা ঘুরে দেখার সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতি দেখেছে জন, পরিত্যক্ত বাড়ি, ভাঙা তৈজসপত্র বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ফসলের মাঠ দেখেছে। আরও পশ্চিমে গিয়েও নাভাযোদের নৃশংসতার নমুনা দেখেছে। কোথাও কোথাও অনেক ইন্ডিয়ান বাস

করছিল, কিন্তু বিপদের সময় সংঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ায়নি এরা, বরং পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। চোখের সামনে প্রিয় মানুষদের খুন হতে দেখেছে, নিজ হাতে তৈরি করা বসতি ধ্বংস হতে দেখেছে, ওদের চেনা পৃথিবী উল্টে যেতে দেখেছে।

ক্যানিয়নে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে ক্লিফের ধারে বিতাড়িত ইন্ডিয়ানদের সদ্য গড়ে ওঠা বসতি দেখেছে জন। কয়েকবারই। কিন্তু কখনও কাউকে বলেনি ও। বললেও ওর কথায় বিশ্বাস করত না কেউ। বেশিরভাগ সাদা লোকের কাছে ইন্ডিয়ানরা করুণার পাত্র। একটা কম্বল সর্বস্ব মানুষ। দু'একবার ওসব বসতিতে থেমেছে জন, রাত কাটিয়েছে, ওদের ঝর্না থেকে পানি পান করেছে। কখনও কখনও পরিত্যক্ত যব খেতে গাছের চারা গজিয়ে উঠতে দেখেছে।

মানুষগুলোর জন্য জনের মনে সহানুভূতি রয়েছে। মাঝে মধ্যে তারা যেখানে ঘুমাত, একই জায়গায় শুয়ে থেকেছে ও। একরাতে প্রচণ্ড আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওর। উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে জ্যোৎস্নার আলোয় স্নাত ক্যানিয়ন দেখতে পেল, ওর মনে হলো অনেকগুলো খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, রণহুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে ছুটে আসছে দুর্ধর্ষ নাভাযো যোদ্ধার দল। কিছুক্ষণের মধ্যে এদের নৃশংসতার বলি হবে শান্তিপ্রিয় ইন্ডিয়ানরা।

নিশ্চয়ই ওর মত একই আতঙ্কের শিকার হত নিরীহ ইন্ডিয়ানরা, এমনকী পালানোর সময়ও জানত যে একই ঘটনা আবারও ঘটবে।

সবসময় যে দলেবলে আসত নাভাযোরা তা নয়, বরং বিক্ষিপ্ত ভাবেও আসত ওরা। হুট করে ক্যানিয়নের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ফসলের মাঠে কাজ করছে এমন কোন ইন্ডিয়ানকে খুন করে চলে যেত, কিংবা কোন স্কুওকে গুলি করে পালিয়ে যেত। কখনও প্রথমে অল্প কয়েকজন আসত, অপেক্ষায় থাকত দলে ভারী হবে বলে। পরে সত্যি সত্যি বড়সড় দল চলে আসত। ক্লিফে বসতি করা ইন্ডিয়ানরা অসহ্য অপেক্ষায় থাকত, অসহায় দৃষ্টিতে দেখত ওদের ফসলের খেত নষ্ট করা হচ্ছে, নাভাযো বা অ্যাপাচিদের জড়ো হতে

দেখেও কিছু করার থাকত না, জানত এরা শিগ্‌গিরই কোন একদিন হামলা করবে গ্রামে, প্রতি কুঁড়ের মেঝেয় রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। ওদের কেউ কেউ ক্লিফের আরও উপরে উঠে যাবে, পালানোর জন্য মরিয়া হয়ে পড়বে; আর কেউ কেউ রুখে দাঁড়াতে গিয়ে অসহায় ভাবে খুন হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই করার থাকত না।

এমন অসহায়ত্ব এমিলি টিরেলকেও বরণ করতে হয়েছে। ওর স্বামী খুন হয়েছে, কাউহ্যান্ডরা বেমক্কা মৃত্যুবরণ করেছে অথবা তল্লাট ছাড়া হয়েছে। একটু একটু করে এগিয়েছে প্রতিপক্ষ, কিন্তু শেষপর্যন্ত আজকের পরিস্থিতি—একা রুখে দাঁড়িয়েছে এমিলি। শূন্য আলীশান বাড়িতে দীর্ঘদেহী এক মহিলা। শত্রুরা অপেক্ষায় আছে কোন একদিন আসবে, যেদিন আর শার্পস রাইফেলটা তুলতে পারবে না কিংবা গুলি করার মত কিছু দেখতে পাবে না।

ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছে জন। কে জানে, হয়তো পিট হ্যালেটের নিয়তিই ওকে টেনে নিয়ে এসেছে। যাচ্ছিল ক্যালিফোর্নিয়া, কী মনে করে যে এদিকে চলে এসেছে, নিজেও বলতে পারবে না। ভবঘুরে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় একজন মানুষ। পিস্তলের উপর নির্ভর করে ওর জীবন। এখানে আসার পর স্রেফ মুখ বুজে পড়ে ছিল···

এবার গর্ত থেকে বেরিয়ে গা-ঝাড়া দেওয়ার সময় হয়েছে।

শত্রুর চাল আগাম অনুমান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এরচেয়ে আগ বাড়িয়ে তাদের আক্রমণ করা জনের জন্য অনেক সহজ। তবে সবার অলক্ষ্যে শহরে ঢুকে কাজ সেরে আবার নির্বিঘ্নে ফিরে আসার চিন্তা ওর মাথায় ঠিকই আছে।

ক্ষুদ্র ইঁদুরও একটা গর্তের উপর নির্ভর করে না। মানুষ তো বিকল্প রাখবেই। জানালা থেকে দূরের চেয়ারে বসে শহর সম্পর্কে যা যা জানে মনে করল জন—দালানগুলো কোন্‌টা কোন্ জায়গায়, করাল বা সেলুন ঠিক কোথায় বা কোন্ মুখী। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল, টের পেল না ও।

*

পরদিন সকালে নাস্তার সময় দেখা গেল বেশ হালকা মেজাজে রয়েছে এমিলি টিরেল। কোন কারণ ছাড়াই স্মিত হাসছে, চোখ দুটোয় উজ্জ্বলতা। এতদিন জানালার শাটার নামিয়ে রাখত, শুধু বাইরে নজর রাখার দরকার হলে তুলে কাজ সারার পর আবার নামিয়ে দিত। কিন্তু আজ সব শাটার তুলে দেওয়া। উজ্জ্বল দিনের আলোয় ভরে গেছে ঘর। মাঝে মধ্যে জানালা-পথে বাইরে তাকাচ্ছে এমি, দেখছে কেউ আসে কি-না।

'প্রথম যখন এখানে আসি আমরা, তখন যদি এখানকার অবস্থা দেখতে,' লিলি আর জনের সঙ্গে পুরানো দিনের গল্প করছে এমি। 'আহ্, কী যে দিন ছিল! এদিকে তখন কেউ থাকত না, একটা মানুষও নয়। এখানে আসার আগে মিসৌরিতে ছিল ফ্রাঙ্ক, স্টীমবোট চালাত, বোট নিয়ে প্ল্যাটে নদীতে বহুদূর পাড়ি দিয়েছে ও। অনেক মোষ ছাড়াও দুটো গ্রিজলি মেরেছে। ইনজুনদের সঙ্গে মিশেছে, একসঙ্গে থেকেছে, শিকার করেছে। কিছু কিছু ব্যাপারে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ওর বেশ মিল ছিল।

'পশ্চিমে আসার পথে এখানকার কথা আমাকে বলেছে ও। শুনে শুনে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলাম। পাহাড়ে মানুষ হয়েছি আমি, পাহাড়ে জন্ম, এখানে থাকতে অসুবিধা হবে কেন? বরং সমতল জায়গায় থাকতে অস্বস্তি লাগত আমার। বাড়ির পাশে তৃণভূমিতে বাতাসে ঘাস দুলছে, একটা অ্যান্টিলোপ ঘাস খাচ্ছে বা মোষের পাল হেলে-দুলে যাচ্ছে—আমার চোখে এটাই পশ্চিমের স্বাভাবিক দৃশ্য।

'অনেকদূর থেকে এ-জায়গাটা প্রথম দেখার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না! দূরের এক উপত্যকা থেকে দেখেছিলাম, পিছনে ছিল পাহাড়সারি। আমাকে আনতে যাওয়ার সময় এখানে চারজন লোক রেখে গিয়েছিল ফ্রাঙ্ক, তবে তার দরকার ছিল না।

'বাড়িটা তৈরি হয়েছিল খুব কম সময়ে। তখন এদিক দিয়ে চলাফেরা করত ইন্ডিয়ানরা। বিস্ময় আর সমীহের চোখে বাড়িটা

দেখত ওরা, ওটা যেন চাঁদের দেশের কোন বাড়ি। তৃণভূমিতে ঘোড়া থামিয়ে তাকিয়ে থাকত, বাড়িটাকে বলত কাঠের তাঁবু।

'বছরে একবার মোষ শিকারে যেত ওরা। র‍্যাঞ্চ তৈরির পরের বছর বাড়ি ফেরার সময় সবাই তাজ্জব হয়ে গেল। অবাক তো হবেই। এমন সুন্দর বাড়ি জীবনে কখনও দেখেনি। তা ছাড়া, শিকারে যাওয়ার সময়ও এখানে কিছু দেখতে পায়নি, এত অল্প সময়ে এমন বাড়ি তৈরি করা সম্ভব? কে সেই নির্মাতা?

'চেয়ানিরা বাড়ি দেখতে আসায় বেরিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলল ফ্রাঙ্ক। চারজন চারজন করে ওদেরকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এল ও, সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাল। ছাদ থেকে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়, লুপহোল দিয়ে গুলি করা যায় অথচ রাইফেলধারী নিরাপদ থাকতে পারে—এসব ওদের জন্য ছিল দারুণ চমকের ব্যাপার।

'ফ্রাঙ্ক জানত যে এই গল্প গ্রামে গিয়ে বলাবলি করবে ওরা। ও চেয়েছে খবরটা যেন ছড়িয়ে পড়ে, সবাই যেন জেনে যায় আশপাশে কেউ এলে অনেক দূরে থাকতে দেখতে পায় এ-বাড়ির লোকজন, আড়ালে থেকেও বাইরের হামলাকারীদের উপর গুলি ছুঁড়তে পারবে, অথচ বাইরে থেকে গুলি করে ওদের গায়ে একটা সুচও ফোটানো সম্ভব নয়।'

'কিন্তু এত আসবাবপত্র কোত্থেকে যোগাড় করলে?' বিস্ময় লিলির কণ্ঠে। 'এখানে এনেছ কীভাবে?'

'কিছু ফ্রাঙ্ক নিজে তৈরি করেছিল। আগেও বলেছি, হাতের কাজে খুবই দক্ষ ছিল ও। অন্যগুলো পুব থেকে আনা। তবে অনেক কষ্ট করে টাকা যোগাড় করতে হয়েছে।

'ফার শিকার করত ফ্রাঙ্ক। ফার শিকার করতে গিয়ে পাহাড়ী ঝর্নায় কিছু সোনা পায়। পুবে গিয়ে পছন্দমত জিনিসের ফরমাশ দিয়েছে। পুব থেকে পুরো এক ট্রেন জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল ও। স্বচ্ছন্দে থাকতে কার না ভাল লাগে? ফ্রাঙ্কও পছন্দ করত।'

গল্প শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে গেল জন। এমিটি টিরেলের গল্প অতীতে নিয়ে গেল ওকে, চোখের সামনে ভেসে উঠল দৃশ্যগুলো—

কুঁড়ে ছেড়ে বহু মাইল পথ পাড়ি দিয়ে একটা বাড়ি দেখতে এসেছে ইন্ডিয়ানরা, বড়বড় চোখে মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দেখছে আলীশান বাড়িটা।

ইন্ডিয়ানদের কাছে নিশ্চয়ই এটা একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বা যাদুর মত ছিল। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। কাজের লোক ছিল টিরেল, নিজে যেমন খাটত তেমনি অন্যকেও খাটাতে পারত। যাদের সাহায্য নিয়ে বাড়ি তৈরি করেছিল, নিশ্চয়ই এক জায়গায় বেশিদিন থাকার মানুষ ছিল না তারা। বাড়ি তৈরির সময় ক'জনকে কাজে লাগিয়েছিল বলেনি এমিলি, কিন্তু বৌকে আনতে পুবে যাওয়ার সময় কেবিনে চারজনকে রেখে গিয়েছিল ফ্রাঙ্ক টিরেল। হয়তো আরও লোক ছিল।

সম্ভবত এমিলির ভাইয়ের সাহায্য পেয়েছিল সে, এবং বিয়ের আগে কিছু কাজ গুছিয়ে নিয়েছিল। পরিকল্পনা তো ছিলই।

আধ-বোজা চোখে গল্প শুনছে জন, এমিলি টিরেলের বলার ঢঙে ক্লিঞ্চ মাউন্টেনের পাহাড়ী জীবনের কথা মনে পড়ল ওর। অস্থির বোধ করছে। বহু ঘাম ঝরিয়ে র‍্যাঞ্চটা তৈরি করেছে ফ্রাঙ্ক টিরেল। কারও অধিকার নেই এটা ছিনিয়ে নেওয়ার।

লোক হিসাবে আহামরি গোছের কিছু নয় ও। ভবঘুরে। বন্দুকবাজ। ফালতু মানুষ। বুনো পশ্চিমে যেখানে গেছে, কোথাও নিজের চিহ্ন রেখে আসতে পারেনি। পানিতে আঙুল চুবিয়ে গর্ত তৈরি করার মত, আঙুল তুলে ফেললে আর কোন চিহ্ন থাকে না। কিন্তু প্রতিটি মানুষের কিছু না কিছু তৈরি করা উচিত, নিজের চিহ্ন পৃথিবীর বুকে রেখে যাওয়া উচিত।

হয়তো কখনও কিছু তৈরি করতে পারবে না ও। কিন্তু অন্যের সৃষ্টি তো রক্ষা করতে পারবে।

পারবে বৈকি। আজ রাতেই সিওয়াশে যাবে। লেন্স হর্নার আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের তল্লাট ছাড়া করবে। দেখবে ওরা কতটা হিম্মত রাখে।

হ্যাঁ, আজ রাতেই।

দশ

নিজেকে খুব একটা মেধাবী বা জ্ঞানী লোক মনে করে না জন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পশ্চিমে কমই হয়, যতটা সম্ভব নিয়েছে ও; বাকি যা শিখেছে সবই চলার পথে। স্পষ্ট করে বললে, নিজের জীবন বাঁচাতে, পরিস্থিতির চাপে পড়ে অনেক কিছু শিখে নিতে হয়েছে ওকে।

জনের জ্ঞান বই, অস্ত্র, ঘোড়া, প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রার উপর সীমাবদ্ধ। শেখার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। অনেক সময় শুধু চোখের দেখায়ও শেখা যায়। সুযোগ পেলে বই পড়ে, কিন্তু পশ্চিমে বই পড়া মূলত বিলাসিতা। ওর ক্ষেত্রেও তাই। ট্রেইলে যার দিনের পর দিন কেটে যায়, তার পক্ষে বই পড়া কঠিন বৈকি। তবুও যতটা পারে, পড়ে জন। আরও একটা ব্যাপার, ও একজন ভাল শ্রোতা। মনোযোগী। স্রেফ অন্যের কথাবার্তা শুনেও শেখা সম্ভব।

জ্ঞানী মানুষ, শিক্ষক বা মেধাবী ছাত্রদের অনেকেই জানে না আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। যাত্রাপথে অস্থায়ী ক্যাম্প, সেলুন, বাঙ্কহাউসে বসে অনেক শিক্ষণীয় কথা শুনেছে জন। দুনিয়ার সমস্ত জ্ঞান স্কুল আর বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল।

সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা সুযোগ পেয়েও স্কুলে যায় না। বিরাট পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ে ওরা। ভবঘুরে এসব মানুষ হয়তো অনেক কিছুই পায় না। কিন্তু যা পায়, তাও কম নয়। প্রায় অমূল্য।

অভিজ্ঞতা শিক্ষিত করে তাদের। সুন্দর পৃথিবীকে কিছুটা হলেও চিনতে পারে তারা। উপভোগ করতে পারে।

ঘুরে বেড়ানো মানুষ প্রচুর দেখে। জ্ঞান হচ্ছে এক ঘটনার সঙ্গে আরেক ঘটনা তুলনার মাধ্যমে সত্য নির্ধারণ করার ব্যাপার। মনই বলে দেরে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যে। তা ছাড়া, ভবঘুরেদের মধ্যে সব ধরনের মানুষ রয়েছে। এমনও ভবঘুরে আছে যে হয়তো প্রচুর বই পড়েছে, প্রচলিত শিক্ষার চূড়ান্ত ডিগ্রী অর্জন করেছে। আবার জীবনে অজস্র দেখেছে বা ঘুরেছে এমন লোকও আছে।

শহর কীভাবে গড়ে উঠে, এ-সম্পর্কে ক্যাম্পফায়ারের গল্প থেকে অনেক জেনেছে জন। সাধারণত বড় কোন নদী পেরিয়ে বিশ্রাম নিতে তীরে ক্যাম্প করে মানুষ। পানির প্রয়োজনীয়তা ভেবে ক্যাম্প করে সবাই, কিন্তু বড় নদী পেরোনো কখনও কখনও ঝামেলার ব্যাপার; তাই নদী পেরিয়ে তবে ক্যাম্প করা উচিত। অনেকে তার আগেই ক্যাম্প করে। এরা বোকা এবং অদূরদর্শী। পরদিন সকালে উঠে দেখা যাবে স্রোত এত বেশি যে পেরোনো যাচ্ছে না।

রোম, প্যারিস, লন্ডন···প্রায় সব বড় শহর নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। সবগুলোর পত্তনের ইতিহাস একইরকম। কেউ অভিযানে বেরোল। পথে নদী পড়ল। পড়বেই। কারণ পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ জল। নদীর তীর বসতি স্থাপনের সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা। একবার কেউ আস্তানা গাড়লেই হলো, দিনে দিনে গড়ে উঠবে শহর।

সিওয়াশের কাহিনিও এমন। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্না তত গভীর বা খরস্রোতা না-হলেও কোন একদিন এখানে থেমেছিল এক ভবঘুরে। যাত্রা থামিয়ে ভেড়া পালতে শুরু করে সে। কাটতে লাগল দিন, মাস। তারপর আরও একজন এল। সোনার খনিতে কাজ করবে বলে কলোরাডো যাচ্ছিল এক মাইনার, ঝর্না দেখে এখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে, জানত কখনও কখনও সোনার চেয়ে পানির দামই বেশি। ভেড়ার মালিক পিছন ফিরতে কুড়াল দিয়ে কোপ মেরে তার মাথা দু'ভাগ করে ফেলল। সাত ফুট গভীর গর্তে তাকে কবর

দিল সে, তারপর কবরের উপর যব আর তরমুজের বীজ লাগিয়ে দিল।

কৃষকদের সঙ্গে পশু পালনকারীদের দ্বন্দ্ব বহুদিনের। সেই আদি যুগে কেইন যখন আবেলকে হত্যা করে, তখন থেকে চিরন্তন এ-সংঘর্ষের সূত্রপাত। বাইবেল অনুসারে, কেইন শুধু একজন সামান্য কৃষকই ছিল না, বরং দুনিয়ার বুকে প্রথম শহর তার হাতে গড়ে উঠেছিল। সিওয়াশের এ-কৃষক বেশ চালাক ছিল। প্রচুর লোকজন আসছে-যাচ্ছে, থামছে ঝর্নার কাছে; এ-দেখে ব্যবসার বুদ্ধি গজায় ওর মাথায়। স্টোর বানিয়ে যব আর সব্জি বেচতে শুরু করে সে।

দুনিয়ার সব ইতিহাস উত্থান-পতনের। কৃষকের ভাগ্যেও ওলট-পালট ঘটল। হঠাৎ একদিন শহরে এসে উপস্থিত হলো এক জুয়াড়ী। লোকটার হাতের আঙুল বাতে আক্রান্ত। থেমে কৃষকের ব্যবসা দেখল সে। কটনউডের মর্মরধ্বনি আর ঝর্নার কুলকুল শব্দ মধু বর্ষণ করল তার কানে।

রাতে কৃষকের সঙ্গে জুয়া খেলতে বসল সে। বাতে আক্রান্ত হাত দুটো ঠিকমত নাড়াচাড়া করতে পারত না, কিন্তু কৃষককে তিনটা রাণী গছিয়ে দিতে সক্ষম হলো ঠিকই।

খুব খুশি হলো কৃষক। বহুদিন কোন মেয়েমানুষ দেখেনি। খুশির আতিশয্যে নিজের সমস্ত সম্পত্তি বাজি ধরল সে। নিশ্চিত ছিল বাতে আক্রান্ত জুয়াড়ীর সঙ্গে জিতে যাবে। হাতের তাস উল্টে দিল জুয়াড়ী। চার টেক্কা। মিনিট কয়েকের ব্যবধানে বিশাল একটা খামার আর স্টোরের মালিক থেকে পথের ফকির হয়ে গেল কৃষক লোকটা।

দারুণ বুদ্ধিমান এবং সতর্ক ছিল জুয়াড়ী। কৃষককে দ্রুত বিদায় করার জন্য একটা ঘোড়া ধার দিল। নিতান্ত বাধ্য হয়ে যেতে উদ্যত হলো কৃষক, বিখ্যাত কুড়াল তুলে নিল জুয়াড়ীকে খুন করার জন্য, কিন্তু দেখল জুয়াড়ী পিছন ফেরেনি। সম্ভবত অবচেতন মন বা শুভাকাঙ্ক্ষী কোন আত্মা সতর্ক করে দিয়েছিল ওকে। যাই হোক, শেষপর্যন্ত যেভাবে দশ বছর আগে খালি হাতে এসেছিল, ঠিক সেই

খালি হাতে আবার রাস্তায় নামল কৃষক। স্টোর আর খামার জুয়াড়ীর হয়ে গেল।

জায়গাটার নাম সে রাখল সিওয়াশ। কেন রেখেছে নিজেও জানে না, মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে রেখেছে; তাৎপর্য বা কারণ ভাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। কিছুদিনের মধ্যে আশপাশের কয়েকটা র‍্যাঞ্চে সাপ্লাই যোগান দিতে শুরু করে সে, র‍্যাঞ্চগুলোর মধ্যে এম.টি একটা।

সিওয়াশ ছোট্ট শহর। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে যেতে বড়জোর পাঁচ মিনিট লাগবে। গ্রীক নগরী ট্রয়ও শুরুতে এত ছোট ছিল, ঝর্নার পাশে অবস্থিত এ-শহরটি পরবর্তীতে সারা পৃথিবীতে যাবতীয় ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

সিওয়াশের আদি বাসিন্দা সেই জুয়াড়ী এখনও আছে। তার হাতের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তাস বাঁটতে পারে না সে, কিংবা অস্ত্রও ধরতে পারে না, স্বভাবতই শহরের সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষে পরিণত হয়েছে জুয়াড়ী।

পিট হ্যালেট আসার পর ওর প্রাধান্য খর্ব হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে সে সিদ্ধান্ত নেয় হ্যালেটকে মেরে ফেলবে। কিন্তু কাজটা শেষপর্যন্ত করেনি। কারণ যারা এর আগে হ্যালেটকে খুন করতে গেছে, তাদের কারও কারও অবস্থা কী হয়েছে নিজের চোখে দেখেছে। তাই হ্যালেটকে পারতপক্ষে ঘাঁটায়নি, তবে সাবধানের মার নেই ভেবে একটা পিস্তল হাতের কাছে রাখে সবসময়।

হ্যালেটকে দু'চোখে দেখতে পারে না জুয়াড়ী। হ্যালেট তল্লাট থেকে বিদায় হলে সবচেয়ে বেশি খুশি হত সে, সেটা আবার কর্তৃত্ব ফিরে পাবে শুধু সেজন্য নয়; বরং একইসঙ্গে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে তা হলে। হাতের অক্ষমতার কারণে শান্তির পক্ষপাতী সে। কিন্তু জানে পিট হ্যালেট এলাকায় থাকলে কখনও শান্তি আসবে না।

জুয়াড়ীর নাম টেট হ্যাটেন। এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সে। মুখ বুজে সহ্য করে গেছে পিট হ্যালেটকে, ভেবেছে কোন

একদিন মওকা পাবে। সবুরে সত্যি মেওয়া ফলে। মেওয়া হিসাবে উদয় হয়েছে এমিলি টিরেল আর জন ক্যালকিন।

জন ওর অচেনা নয়। বন্ধু বলা যাবে না, তবে পরিচয় আছে। একবার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পোকার খেলতে বসেছিল ওরা, তখন অবশ্য টেটের হাত দুটো ভাল ছিল। খেলায় একবারের জন্যও চালাকি করেনি, কারণ ভাল করে চিনত জন ক্যালকিনকে। সামান্য বেচাল হলে ওর কারসাজি ধরিয়ে দিত সে, তারপর হয়তো খুনই করে ফেলত।

যা হোক, এতদিনে হ্যালেটের বিরুদ্ধে একটা কিছু করার সুযোগ পাওয়া গেছে, স্টোরে বসে ভাবছে টেট হ্যাটেন। সুযোগটা হেলায় হারানো ঠিক হবে না। পিট হ্যালেট বা ওর গুণ্ডাবাহিনীর চোখ এড়িয়ে জন ক্যালকিনকে খবর দেওয়ার উপায় নিয়ে ভাবছে, এ-সময় জানালায় টোকা পড়ল।

দ্রুত মাথা খাটাল টেট। পিট হ্যালেট বা ওর কোন লোক হলে সামনের দরজা দিয়ে আসত। তা যখন নয়, সুতরাং হ্যালেটের কোন শত্রু এসেছে। হ্যালেটের শত্রুর জন্য ওর ঘরের দরজা সবসময়ই খোলা···যতক্ষণ না খবরটা হ্যালেট জানতে পারছে।

জানালা সামান্য ফাঁক করল টেট। 'কে ওখানে?' প্রশ্ন করার সময় বাইরে অন্ধকার পটভূমি খুঁটিয়ে দেখল ও, কিছু চোখে পড়ল না। স্টোরের পিছনে লুকিয়ে থেকে ওর উপর কারও নজর রাখার কথা নয়, তা ছাড়া পিছনের ওই জায়গাটাও ওর নিজস্ব; কিন্তু তারপরও বলা যায় না।

'দরজা খোলো,' বাইরে থেকে বলল জন। শুনতে পেল ভিতরে বিড়বিড় করে কী যেন বলল সাবেক জুয়াড়ী। ঘোড়াটাকে ঝর্নার পাড়ে কটনউডের নীচে রেখে এসেছে ও, পায়ে হেঁটে টেট হ্যাটেনের স্টোরে এসেছে।

বাড়ির ভিতর নড়াচড়ার শব্দ হলো, একটু পর খুলল হ্যাটেন। ঘর অন্ধকার 'ভিতরে এসো। তাড়াতাড়ি।'

জন ভিতরে ঢোকার পর লণ্ঠনের ঢাকনা সরিয়ে দিল বর্তমান স্টোরকীপার। 'মন বলছিল তুমি এসেছ। রাতে আমার এখানে আসে না কেউ।'

ঘরের একমাত্র চেয়ার জনের জন্য ছেড়ে দিয়ে বিছানায় বসল সে। খাটের স্প্রিং ককিয়ে উঠল।

'হ্যালেটের ব্যাপারে এসেছ তুমি,' হঠাৎ বলল হ্যাটেন। 'বেশ, আমার তাতে আপত্তি নেই। সরাসরি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। মানছি ওকে পছন্দ করি না, ওর কারণে আমার ব্যবসা অর্ধেক কমে গেছে, কিন্তু এটাও ঠিক যে বেঁচে আছি। ওর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন কেউই বেঁচে নেই।'

সিগার বক্স খুলে একটা তুলে নিল সে, জনকে অফার করল। আড়ষ্ট, বাঁকা আঙুলে দেয়াশলাই ধরাতে যথেষ্ট কসরত করতে হলো টেটকে। 'আমার নার্ভ যথেষ্ট শক্ত এখনও, কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। পিস্তলে ট্রিগার টানতে অনেক সময় লাগে, চাইলে হয়তো একটা মোষও শিকার করতে পারব। কিন্তু সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে সশস্ত্র লোককে গুলি করা? অসম্ভব। আমার দ্বারা হবে না।'

'গোলাগুলির ব্যাপার না। তোমার কাছে অন্য কাজে এসেছি।'

সরাসরি জনের চোখে চোখ রাখল হ্যাটেন। 'এমিলি টিরেলের সঙ্গে কীভাবে জড়ালে?'

'আমার আত্মীয় হয় ও। ক্লিঞ্চ মাউন্টেনের ক্যালকিনদের নাম শুনেছ? এমিলি তাদের একজন।'

'ক্লিঞ্চ মাউন্টেনের ক্যালকিন? তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমার কাছে নয়।'

'ক্যালকিন নামটা অন্যদের কাছে কিছু না-হলেও আমাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'রক্তের টান টানে আমাদের। ছোটখাট বিপদ একা সামলানোর চেষ্টা করি, কিন্তু কেউ যখন একা সামলাতে পারে না, কাছে-পিঠের আত্মীয়রা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এটাই ক্যালকিনদের অলিখিত নিয়ম।'

সিগারে টান দিল টেট হ্যাটেন। 'আমার আত্মীয়রা ওরকম হলে আজ এই দশা হত না আমার। কিন্তু আমি চলে আসায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে ওরা। শিক্ষা, টাকা, মর্যাদা···কী না ছিল! একবার গ্যাঁড়াকলে পড়ে কিছু টাকা খোয়ালাম, স্রেফ বলে দিল—রাস্তা দেখো, বাপু!'

'এমন হয়,' সিগার ধরাল জন। জিনিসটা ভাল। টেনে মজা পাচ্ছে। 'আমার ধারণা পিট হ্যালেটকে পছন্দ করো না তুমি। তাই বলছি, ওর পক্ষ হয়ে কিছু করতে যেয়ো না।'

'শুধু এই?'

'মেজাজ খিঁচড়ে গেছে আমার, আর কত! এমিলিও অধৈর্য হয়ে পড়েছে। ওর ছেলেকে খবর পাঠানো হয়েছে, আসতে হয়তো দেরি হবে। এতদিন চুপ করে বসে থাকা আমার পোষাবে না। ভাবছি হ্যালেটকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেব।'

'তুমি? সঙ্গে কারা থাকবে?'

'কেউ না। কাউকে দরকার নেই আমার। হ্যালেটের সাঙ্গপাঙ্গ বা বন্ধুদের পরিচয় জানতে তোমার কাছে এসেছি। ভুল করে নিরীহ লোকজনের ক্ষতি করতে চাই না আমি।'

ঝাড়া কয়েক মিনিট স্থিরদৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে থাকল টেট হ্যাটেন, তারপর বলল, 'কী জানি, হয়তো সত্যি অসম্ভব কাজটা করতে পারবে তুমি!' দৃষ্টি নামিয়ে সিগারের ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, খুব সতর্কতার সঙ্গে টোকা মেরে অ্যাশট্রেয় ফেলল। 'শহরের বেশিরভাগ মানুষ ওকে পছন্দ করে না। তবু এ-মুহূর্তে অনেকে যোগ দিয়েছে ওর সঙ্গে। বিশ কি পঁচিশজন লোক পাবে নিরপেক্ষ।'

একে একে তাদের নাম জানাল হ্যাটেন, কারও কারও চেহারার বর্ণনা দিল, জানাল তাদের কোথায় পাওয়া যেতে পারে। 'কয়েকটা জায়গায় পাবে ওদের। হোটেল, সেলুন, লিভারি স্টেবল এবং স্টেবলের পিছনের বাঙ্কহাউস। আর হ্যালেট নিজে হোটেলে থাকে বেশিরভাগ সময়।'

'ওর ডান হাত?'

'লেফ ক্রেমারের কথা বলছ?' ভুরু কোঁচকাল হ্যাটেন। 'ওর ব্যাপারে আগাম বলা মুশকিল। যে-কোন জায়গায় থাকতে পারে। হয়তো বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা কান পেতে শুনছে এখন। ভূতের মত চলাফেরা ওর, টের পাওয়া যায় না।'

ক্ষণিকের জন্য থামল সে। 'শহরের সাধারণ লোকজনকে খাটো করে দেখো না। পিট যথেষ্ট সেয়ানা। লোক বুঝে কুকর্ম করে। নিরীহ লোকদের কাউকে কখনও জ্বালায়নি। ড্যান্স পার্টি, পাই সাপার বা এ-ধরনের অনুষ্ঠানে নিয়মিত আসে পিট। শহরের উন্নতিও করেছে। ভাবো, মন্ত্রীকেও নাকি নিয়ে আসবে এখানে! এরা হয়তো পছন্দ করে না পিটকে, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ নেই।

'সবার ধারণা এম.টির সঙ্গে ওর গণ্ডগোল একান্ত ওর নিজস্ব। এদিকে টিরেলদেরকে অনেকেই চেনে না। নিজের মত থাকত ওরা, নেহাত ঠেকা না-পড়লে শহরে আসত না, আর বুড়ো মারা যাওয়ার পর এমিলি টিরেল তো বলতে গেলে শহরের পথই মাড়ায়নি। সব মিলিয়ে, শহরের মানুষের কাছে টিরেলরা অচেনা লোক।

'যারা টিরেলদের চেনে, এদের কেউ কেউ এম.টির ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত। এত বড় র‍্যাঞ্চ সারা কাউন্টিতেও নেই। এত সমৃদ্ধ আর সুন্দর! এরা এখানে অনেক পরে এসেছে, জানে না কত ঘাম ঝরিয়ে এসব করেছে টিরেল, বিশেষ করে তখনকার দিনে।'

'এরা কি হ্যালেটের পক্ষ নেবে?'

'মনে হয় না। সম্ভবত কারও পক্ষই নেবে না। তবে নিশ্চয়তা শুধু আমার ক্ষেত্রে পাবে।'

পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, বুঝতে পারছে না জন। পরিকল্পনা করে সেই মাফিক কাজ করার সুযোগ সবসময় হয় না। এসব ক্ষেত্রে স্রেফ ঘোরাঘুরি করে ও, ঘটনা আপনি ঘটার সুযোগ দেয়। তবে চায় না নিরীহ কারও ক্ষতি হোক, শুধু সেজন্যই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেখা করতে এসেছে টেট হাটেনের সঙ্গে।

সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল জনের মন। লেফ ক্রেমার যদি ওর পিছু নিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আশা করবে পিছন দরজা দিয়ে বেরোবে জন। অযথা ঝুঁকি নেওয়ার কোন মানে হয় না। সামনের দরজা দিয়ে বেরোবে, সিদ্ধান্ত নিল ও।

আপত্তি করল হ্যাটেন, কিন্তু জন তাকে বোঝাতে রাজি হলো।

'কেউ যদি এখান থেকে আমাকে বেরোতে দেখে আর পরে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, বোলো আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি, তামাক কিনতে তোমার কাছে এসেছি। ধূমপান তেমন করি না, তবে এটা ওদের জানার কথা নয়। বহু লোককে দেখেছি সামান্য একটা সিগারেট খাওয়ার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে। ওই জিনিস আমার পোষাবে না।'

বাক্স থেকে দুই প্যাকেট তামাক বের করে জনকে দিল টেট হ্যাটেন। 'রেখে দাও, সাবধানের মার নেই।'

দরজার কব্জায় নিয়মিত তেল দেওয়া হয় বোধহয়, খোলার সময় শব্দ হলো না বললেই চলে। নিঃশব্দে পোর্চে বেরিয়ে এল জন। লম্বা চার কদমে রাস্তায় পৌঁছে গেল, স্যাঁৎ করে দুই দালানের মধ্যবর্তী গলিতে গা ঢাকা দিল। সন্তর্পণে এগোল ও।

দালান শেষে এক চিলতে খোলা জায়গা। তারপর কটনউডের সারি। নির্বিঘ্নে বনের ধারে পৌঁছল ও। কয়েক কদম এগোল, কাছেই ঝর্না। কটনউড সারির ফাঁক দিয়ে ওর ঘোড়াটা দেখতে পাচ্ছে।

হঠাৎ রাস্তার কাছে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। ডানে-বামে তাকিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে এল।

জনের রোয়ানটাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল সে, বিড়বিড় করে বলল কী যেন, তারপর দ্রুত এগিয়ে গেল। ঘোড়ার কাছে পৌঁছে ঝুঁকে ফস্কা গেরো খুলে দিল। লাগাম হাতে তুলে নিয়ে স্যাডলে চাপতে গেল সে, একটা পা তুলেছে এ-সময় গুলির শব্দে খানখান হয়ে গেল অটুট নীরবতা।

লাফ দিল সন্ত্রস্ত ঘোড়াটা। রহস্যময় সওয়ারের ভাগ্যে যা হওয়ার

তাই হলো। ঘাসের উপর আছড়ে পড়ল সে। নিথর পড়ে থাকল। মাথা উঁচু করে ছুটে চলে গেল রোয়ানটা, পিছনে লাগাম গড়াচ্ছে।

জনের একটু পিছনে, বাম দিকে নড়াচড়ার শব্দ হলো। ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল ও, দেখল একটু পর পাশের গলি থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। দ্রুত পায়ে কটনউডের কিনারে পড়ে থাকা মৃত লোকটির কাছে চলে গেল। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে মুখটা দেখল, পরমুহূর্তে বাপ-মা তুলে গাল দিল।

'এবারও ভুল লোককে খুন করলে, ক্রেমার?' অন্ধকার থেকে চেঁচিয়ে উঠল জন।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, গুলি করল। এমন চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতা খুব কম মানুষের মধ্যে দেখেছে জন। ঈর্ষণীয়! আর নিশানাও দারুণ! অন্ধকারে শব্দ শুনে গুলি করেছে, অথচ এক চুল নীচ দিয়ে গেলে জনের খুলিতে ঠিকানা খুঁজে পেত গুলিটা।

জনেরটাও মিস্ হয়েছে। ধাতব কীসে যেন লেগে ছিটকে গেল।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে নিজের ঘোড়ার দিকে কোনাকুনি ছুটল জন।

আর কোন গুলি হলো না। কোন শব্দ হলো না।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। বাতাসে ধুলোর গন্ধ। ট্রেইলের যে-পাশ ছায়াময়, সেদিক দিয়ে হেঁটে এগোল জন। রাস্তা ধরে প্রায় সিকি মাইল যাওয়ার পর রোয়ানটাকে দেখতে পেল। দূর থেকে শিস দিতে এগিয়ে এল ঘোড়াটা, ওর কণ্ঠ চিনতে পেরেছে। কাছে আসতে ওটার ঘাড়ে চাপড় মেরে আদর করল জন, স্যাডলে উঠার আগে কিছুক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলল।

র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল।

এগারো

লিলি ছিল পাহারায়। জন ভিতরে ঢুকতে এক কাপ কফি নিয়ে এল। 'এমিলি ঘুমাচ্ছে,' জানাল মেয়েটি। 'কয়েকদিনের ঘুম পুষিয়ে নিচ্ছে।'

কফি দরকার ছিল। কফিতে চুমুক দিয়ে জন খেয়াল করল ওকে খুঁটিয়ে দেখছে মেয়েটা। চেহারা বিধ্বস্ত। রোয়ানটাকে খুঁজে পাওয়ার পর পাহাড়ী ট্রেইল ধরে এগিয়েছে ও, পিছনে চিহ্ন ফেলে আসতে চায়নি যাতে কেউ অনুসরণ করতে পারে। ঘুরপথে আসায় অনেকক্ষণ রাইড করতে হয়েছে। তবে র‍্যাঞ্চে ঢুকেছে সামনের গেট দিয়ে, চায়নি ওর চিহ্ন ধরে বিকল্প পথের হদিশ জেনে যাক শত্রুরা।

'মনে হচ্ছে ওদের দাবড়ানি খেয়ে এসেছ,' মৃদু হেসে মন্তব্য করল লিলি। 'ভাবছি এমিলি কী বলবে।'

কী কী ঘটেছে খুলে বলার পর জন যোগ করল, 'সম্ভবত শহরে ঢুকতে আমাকে দেখেছে ক্রেমার, আমার ঘোড়ার কাছে ঘাপটি মেরে ছিল। হ্যাটেনের স্টোরে ঢোকার বা বেরোনোর সময় ওদের অন্য একজনও দেখেছিল আমাকে। আমার আগে আগে ঘোড়ার কাছে চলে গেল লোকটা, রোয়ানটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান ছিল বোধহয়।'

'ক্রেমারকে গুলি করেছ তুমি?'

'করেছি অবশ্য, কিন্তু শব্দ শুনে মনে হলো ওর রাইফেলে বা বাড়ির দেয়ালে লেগেছে গুলিটা। মনে হয় না ওর কোন ক্ষতি করতে

পেরেছি। তবে ব্যাটা আরেকটু হলে আমাকে পরপারের টিকিট ধরিয়ে দিয়েছিল! সত্যি ক্ষিপ্র ও, নিশানাও নিখুঁত।'

'মাঝরাতে শত্রুর ডেরায় গিয়ে মাস্তানি করার মজা টের পেতে তখন! শুধু শুধু এত ঝুঁকি নেওয়ার কী দরকার? ওরা তো এখানে আসবেই, তাই না?'

'উঁহুঁ, অত ধৈর্য আমার নেই। আমি ওদের দেখাতে চাই সব লড়াইয়ে দুটো পক্ষ থাকে।'

'তাতে কী কাজ হবে?'

হাসল জন। 'কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তায় পড়বে ওরা, টের পেয়ে গেছে যে আমিও পাল্টা হামলা করতে পারি। এখন থেকে কোন দরজা খোলার আগে দশবার চিন্তা করবে। নিশ্চিন্তে শহরে থাকার দিন ওদের শেষ হয়ে গেছে।'

*

দুটো দিন নিরামিষ চলে গেল। র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম দেখেছে জন। প্রথম দিন পাহাড়ে গিয়ে একটা এল্ক শিকার করেছে। দ্বিতীয় দিন কয়েকটা বাছুর ধরে ব্র্যান্ড করল।

গরুচোরদের কাছে এম.টি র‍্যাঞ্চ এখন সোনার খনি মনে হতে পারে। বেশিরভাগ গরু হৃষ্টপুষ্ট, সেরা মানের, অথচ ব্র্যান্ড নেই। এরপর থেকে র‍্যাঞ্চে রাইডিঙের সময় সঙ্গে ব্র্যান্ডিং আয়রন রাখছে জন, সুযোগ পেলে ব্র্যান্ড করছে।

লেফ ক্রেমারকে নিয়ে চিন্তিত ও। লোকটার ধাত সম্পর্কে জানে। শত্রু হিসাবে এরাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। লোকটার লেজ মাড়িয়ে দিয়েছে, জনকে খেয়াল-খুশিমত ঘুরে বেড়াতে দেবে না সে। হ্যালেটের সাহায্য পাচ্ছে এখন, কিন্তু একা হলেও জনের সঙ্গে একটা বিহিত করে নিত ক্রেমার। এ-ধরনের মানুষ যে-কোন পরিস্থিতি বা স্থান-কালের ঊর্ধ্বে। যে-কোন মূল্যে নিজ লক্ষ্যের প্রতি অবিচল, আপসহীন থাকে।

বুনো পশুর মত আক্রোশ বোধ করছে ক্রেমার, তক্কেতক্কে আছে

নিশ্চয়ই। যে-কোন মুহূর্তে হামলা করবে। জন তাই সতর্ক, সাবধানে চলাফেরা করছে। বেশিরভাগ সময় আড়াল ব্যবহার করছে, যতটা সম্ভব রেঞ্জের বাইরে থাকছে, যেহেতু জানে না কখন কোন্ দিক থেকে আক্রমণ আসবে। তবে আসবেই যে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সিওয়াশে গিয়ে নিজেকে চেনানোর পরিকল্পনাও বাদ দেয়নি জন। চেনানো মানে সামর্থ্যের প্রমাণ দেওয়া।

তৃতীয়দিন এমিলি পাহারা দিচ্ছে, এ-সময় এক অশ্বারোহী এগিয়ে এল র‍্যাঞ্চের দিকে। 'জন?' জানতে চাইল এমি। 'চেনো নাকি ওকে?'

ধীর গতিতে, সরাসরি মূল গেটের দিকে আসছে লোকটা। ফিল্ডগ্লাস বের করে ফোকাস করল জন। বাকস্কিন ঘোড়াটার দশা খুবই করুণ। মানুষটা ছোটখাট। মাথায় সরু ব্রিমের হ্যাট, গায়ে ফুটকিদার শার্ট আর ভেস্ট। লোকটার চোখ থেকে আলোর প্রতিফলন হচ্ছে, জন তাই ধরে নিল আগন্তুক চশমা পরে। স্যাডল-বূটে রাইফেল ছাড়াও কোমরে সিক্সশূটার রয়েছে।

গেটের কাছাকাছি এসে হঠাৎ স্পার দাবাল লোকটা। তার মতলব বুঝতে অসুবিধা হলো না জনের, লাফিয়ে গেট পেরোবে সে। জন বাজি রেখে বলতে পারবে পাঁচ ফুট উঁচু ছয়-বারের গেট অনায়াসে টপকে যেতে পারবে ঘোড়াটা, তেমন আয়াসও লাগবে না।

ঝট করে শার্পস রাইফেল তুলে নিল এমিলি টিরেল, জানালার কাছে এসে গুলি করল। হাড্ডিসার ঘোড়াটার সামনের পায়ের কাছে ধুলো উড়ল।

চট করে মাথা থেকে হ্যাট তুলে উঁচু করে ধরল আগন্তুক, ডানে-বামে নাড়তে লাগল। কিন্তু এগিয়ে আসছে সে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল জন। মূল গেট ছাড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টিসীমায় কেউ নেই। তবুও সতর্ক ও, লোকটা যে-ই হোক, তাকে সামলাতে প্রস্তুত।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এগিয়ে আসছে আগন্তুক, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে

থাকতে রাশ টানল। আলীশান বাড়িটা দেখল অনেকক্ষণ, তারপর জনের দিকে ফিরল। লোকটার এক চোখে সাদা একটা ফিল্ম লাগানো। চোখটা বোধহয় কানা।

'তুমি নিশ্চয়ই জন ক্যালকিন? তোমার সঙ্গে যোগ দিতে এসেছি এখানে।'

'কেন?'

লোকটার মুখ গম্ভীর, থমথমে। 'খুবই সহজ কারণ। অচিরে বিপদে পড়বে তুমি। প্রচুর লোক ভাড়া করছে হ্যালেট। মাশকুস ফুকটাক আমার নাম। বংশের হাজার বছরের ধারা হচ্ছে বরাবর পরাজিত দলের পক্ষে থাকি আমরা। ভাবলাম এবার কেন ব্যতিক্রম হবে?'

'লড়াই করতে জানো?'

'যে-কোন অস্ত্র···খালি হাত হলেও অসুবিধা নেই।'

'বেশ, ভিতরে এসে বসো। সাপারের সময় হয়েছে। খেতে খেতে আলাপ করা যাবে।'

অদ্ভুত মানুষ। উদ্ভট নাম। বিস্মিত জন, তবে শীর্ণদেহী লোকটাকে পছন্দ হয়েছে ওর। টেবিলে বসার পর খেয়াল করল খাওয়ার ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী সে, সাইজে জনের অর্ধেক, কিন্তু খাচ্ছে তিন গুণ।

'অমন একটা নাম কোত্থেকে যোগাড় করলে? অদ্ভুত!'

'ওটা তো দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। নতুন জিনিস মাত্রই অদ্ভুত। আমার নাম তোমার কাছে, আর তোমারটা আমার কাছে অদ্ভুত। কখনও কি ভেবেছ ক্যালকিন নামটা শুনতে কেমন লাগে? ভেবে দেখো, দোস্ত।'

মাংসের দিকে মনোযোগ দিল সে, সামান্য বিরতির পর খেই ধরল: 'নামের ইতিহাস শোনো। আবার মা-বাবা দু'পক্ষই মূলত নরম্যান্ডির বাসিন্দা। দিগ্বিজয়ী উইলিয়ামের অনুসারী ছিল আমার পূর্বপুরুষরা। একজন ছিল স্যার হিউ ডি মেলবিসের সঙ্গী, অন্যজন রবার্ট ডি ব্রুসের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।

'শক্তিশালী বাহু এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না ওদের। এক বংশের পদবী ছিল মাশকুস, অন্য বংশের ফ্রুকটাক। বাইবেল খুঁজলে নাম দুটো পাবে। দৃঢ়চেতা এবং জেদী ছিল ওরা। আমরা, মানে ওদের বংশধররা নাম দুটোকে শ্রদ্ধা করি। বিন্দুমাত্র অবমাননা করিনি কখনও। এজন্য আমরা গর্বিত।'

'ওরা কি নাইট ছিল?' জনের জিজ্ঞাসা।

'তা নয়। একেবারে সাধারণ মানুষ ছিল। কামার বা ওরকম কিছু। দুই যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ইয়র্কশায়ারে স্যার হিউর সঙ্গে যোগ দেয় একজন, অন্যজন স্কটল্যান্ডে চলে যায়। রবার্ট ব্রুস ছিলেন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে থাকত সে। স্কটল্যান্ডের সিংহাসনে বসলেন ব্রুস, সেই সঙ্গে তারও ভাগ্য বদলে গেল। তার অবদানের কথা ভোলেননি ব্রুস।'

ফ্রুকটাক যেন যাদু দেখাচ্ছে, কথা বলার ঢঙ তেমনই। শুনতে মন্দ লাগছে না জনের। তবে কোন মন্তব্য করল না।

'নামগুলো শুনেছি ফ্রাঙ্কের কাছে,' বলল এমিলি টিরেল। 'ওর পূর্বপুরুষরা ছিল ফরাসী। খুবই ফুর্তিবাজ টাইপের মানুষ। জাহাজ বা বোট বানাতে ওস্তাদ, মাঝে মাঝে নিজেরাই সাগরে বেরিয়ে যেত, কেউ কেউ শখের জলদস্যুও বনে গিয়েছিল; তবে ওদের ভাগ্য ভাল যে কেউ ধরা পড়েনি।'

'গরু সামলাতে পারো?' ফ্রুকটাকের উদ্দেশে জানতে চাইল জন।

'বিলক্ষণ! পারব না কেন, আমি তো পশ্চিমের মানুষ এখন। ল্যাসো চালানোয় যে-কোন লোকের সঙ্গে তাল মেলাতে পারব। আর আমার ঘোড়াটারও গরু সামলানোর অভিজ্ঞতা আছে। খেটে আয় করি। মাইনে যাই দাও, পুষিয়ে দেব।

'ঘোড়াটা দেখেছ না? হাড্ডিসার, জীর্ণ। অনেক ঝড়ঝাপ্টা গেছে ওটার উপর দিয়ে। বাইরের চেহারা দেখে সামর্থ্য বোঝা যায় না। কিন্তু ওটার মত ঘোড়া হয় না। কতবার যে বিপদ থেকে বেরিয়ে এসেছি! হাঁটে এমন যে-কোন প্রাণীকে দড়ি ছুঁড়ে আটক করলে,

ঘোড়াটা ওকে যেতে দেবে না, সেটা বাঘ, মোষ আর গরুই হোক।

'ওই বাকস্কিনের পিঠে চড়ে টেক্সাসের ঘূর্ণিঝড়কে ল্যাসো ছুঁড়ে কাবু করতেও ভয় পাব না আমি। পাহাড়ী ছাগল যেখানে যেতে পারে, ওটাও সেখানে যেতে সক্ষম। একবার গুলি খেয়ে আহত হয়েছিলাম, প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল। বরফের উপর দিয়ে আমাকে পনেরো মাইল দূরে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেল ওটা। বন্ধ কেবিনের দরজায় গুঁতো মেরে বন্ধুদের জাগিয়ে তুলেছিল, তারপর ওদের হাতে আমার ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

'ইচ্ছে হলে আমাকে কুকুর বলে গাল দিতে পারো, স্যার। কিচ্ছু মনে করব না। কিন্তু আমার ঘোড়া সম্পর্কে বাজে কিছু বলেছ তো রেহাই নেই, তোমার পেট ভরে দেব বুলেটে।'

'কারও ঘোড়া সম্পর্কে বাজে কথা বলার অভ্যাস নেই আমার,' তাকে আশ্বস্ত করল জন। 'ওই জাতের ঘোড়ায় আমিও চড়েছি, জানি ওদের সম্পর্কে। এখানেও কয়েকটা বাকস্কিন আছে। সবকটাই ভাল ঘোড়া।'

*

শুধু খাওয়াতে নয়, কাজেও যে দক্ষ সেটা প্রমাণ করল মাশকুস ফ্রুকটাক। পরদিন সকালে দু'জনে মিলে চোদ্দটা গরু ব্র্যান্ড করল, পাথরধসে ভর্তি হয়ে যাওয়া ছোট্ট একটা ওঅটরহোল পরিষ্কার করল এবং অপেক্ষাকৃত উঁচু উপত্যকায় ঘাসের অবস্থা দেখে এল। ফ্রুকটাককে দেখে মনে হলো সবই পারে। এমনকী যন্ত্রপাতি ব্যবহারেও রীতিমত ওস্তাদ।

চিন্তিত জন। লোকটা নিজের সম্পর্কে এমন কিছু বলেনি যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে। পূর্বপুরুষদের ইতিহাস জানিয়েছে, কিন্তু গল্পটায় ফাঁক রয়েছে। জন জানে নরম্যান্ডি জায়গাটা আসলে ফ্রান্সে অবস্থিত, এবং ওখানকার লোকজন নর্থম্যান বা জলদস্যু নামে স্বীকৃত। দস্যুগিরি তাদের প্রধান পেশা। একসময় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওরা, ভাল ভাল জায়গায় বসতি করে।

এতে কিছুটা হলেও পরিষ্কার হয়। পশ্চিমে আসা বেশিরভাগ মানুষই আসলে ভাগ্যান্বেষী।

ইতোমধ্যে তাকে মাশ বলে ডাকা শুরু করেছে ওরা। ফ্রুকটাক বেড়ার কাজেও দক্ষ। বেড়াটা যেখানে যেখানে আলগা হয়ে গেছে, প্রয়োজনে পোক্ত করে বাঁধল সে, কয়েকটা পোস্ট বদলে দিল, এবং পরের কয়েকদিনে আরও বেশ কয়েকটা গরু ব্র্যান্ড করল।

ফ্রুকটাক একসময় মন্টানা আর ডাকোটায় কাজ করেছে, তবে পশ্চিমে প্রথম আসে ইলিনয়েস থেকে। শুরুতে রেলরোডের সাধারণ শ্রমিক ছিল, পরে সুইচম্যান হিসাবে কাজ করেছে।

পশ্চিমে আসা প্রায় সব ভাগ্যান্বেষী মানুষের ক্ষেত্রে এই গল্প শোনা যায়। প্রথম দিকে খুব সাধারণ কাজ করে এরা, পছন্দ-অপছন্দের বালাই নেই। কাজ পেলেই করত লোকে। প্রাণপণ খাটত। সবার স্বপ্ন ছিল টাকা জমিয়ে নিজের জন্য এক টুকরো জমি কিনবে বা র‍্যাঞ্চ করবে। কেউ পেরেছে, কারও স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেছে। প্রতিটি বাঙ্কহাউসে নানা রাজ্য বা টেরিটরি থেকে আসা লোক দেখা যায়, কাজের অভিজ্ঞতাও তাদের সমৃদ্ধ, জীবিকার তাগিদে যখন যে কাজ পেয়েছে, করেছে।

বেশিরভাগ কাউহ্যান্ড তরুণ বা যুবক হয়। বয়স যত কম, তত বেশি পরিশ্রম করে ওরা। অন্যের কাছে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ বা সত্যিকার পুরুষ প্রমাণ করার জন্য। চোদ্দ বছর পেরিয়ে গেলে কেউই আর নিজেকে নাবালক মনে করে না···চায় অন্যরা তাকে সমর্থ পুরুষ হিসাবে দেখুক, কিংবা কাজে দক্ষ মনে করুক।

যে-কোন তরুণ বা উঠতি বয়সী ছেলের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে তার ভাগের কাজটুকু করা। আলসেমি বা অনীহার স্থান নেই এখানে, কারণ তাতে অন্যের কাজের বোঝা বেড়ে যায়; এবং এ-ধরনের মানুষ খুব দ্রুত সহকর্মীদের বিতৃষ্ণা অর্জন করে। অন্য দিকে, কেউ কখনও পরিচয় জানতে চায় না, কোত্থেকে এসেছে জিজ্ঞেস করে না; বরং বিবেচনা করে প্রয়োজনের সময় নিজের অধিকার আর দাবির পক্ষে

সোচ্চার হয় কি-না।

পশ্চিমে ঘোড়ার গুরুত্ব কেবল সঙ্গী বা কাজের অংশীদার হিসাবে। এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবে খুব কম লোক। ভাল ঘোড়ার মূল্য কখনও টাকায় নির্ধারণ করা হয় না। বরং মানুষ বলে, 'গরু দাবড়ানোর জন্য ওটার চেয়ে ভাল ঘোড়া আর পাবে না,' কিংবা 'শুধু রাত কেন, কাল পুরো দিন পর্যন্ত ছুটতে পারবে ওটা,' অথবা 'ডোরাকাটা বেয়াড়া বলদটাকে আটকানোর সময় ওই ঘোড়াটার পিঠে ছিলাম, আর…'

লোকে বলে একসময় র‍্যাঞ্চের কাজে ঘোড়ার অপব্যবহার হত, কিন্তু আদপে সত্যি নয় কথাটা। কাউহ্যান্ডরা নিজেদের যতটা খাটাত, তারচেয়ে কমই খাটাত ঘোড়াকে। কেউ কেউ বলে ঘোড়া আসলে বোকা প্রাণী, অথচ সুযোগ দিলে ধারণাটা ভুল প্রমাণ করবে যে-কোন ঘোড়া। ঘোড়া কুকুরের মত বিশ্বস্ত, অধীন এবং সঙ্গপ্রিয়…কেউ ওদের বিশ্বাস করে, প্রয়োজন বোধ করে–এটাই ওদের চাওয়া। মানুষের চাহিদা যখন বুঝে ফেলে, সেটা পূরণ করা ওদের জন্য কঠিন হয় না।

স্যাম টিরেলের কাছ থেকে কোন খবর আসেনি। রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর পিট হ্যালেটের পরবর্তী চাল কী হবে, এ-নিয়ে ভেবে কূল-কিনারা করতে পারল না জন। পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে এমিলির সঙ্গে আলোচনা করল, যথারীতি ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ফ্রুকটাক। সবাই মিলে মোটামুটি একটা পরিকল্পনা খাড়া করল।

শহরের দিক থেকে র‍্যাঞ্চের দিকে বাতাস প্রবাহিত হয়। হ্যালেট যদি সামনের বনে আগুন লাগিয়ে দেয় তো কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে র‍্যাঞ্চের সীমানায়। অসহায়ভাবে পুড়ে মরতে হবে ওদের। শহর এবং র‍্যাঞ্চের মধ্যবর্তী পাহাড়ের ঢালে খাল কাটার পরিকল্পনা করেছে জন।

পরিশ্রমের কাজ, কঠিনও বটে। কিন্তু দমল না ওরা। পরদিন থেকে কাজে নেমে পড়ল জন। কয়েকদিনের মধ্যে বারোটা খাল

কেটে ফেলল। এবার বনে আগুন লাগলেও সেটা খাল পেরোতে পারবে না। ফ্রুকটাকও ওপাশে কয়েকটা তৈরি করেছে।

আশপাশের জঙ্গল স্কাউট করল ফ্রুকটাক আর জন। কোথাও বড়সড় ডাল এনে ফেলেছে, কিংবা লম্বা সরু ডাল বেঁধে দিয়েছে দুটো গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। র‍্যাঞ্চে ঢোকার সম্ভাব্য সব পথে বড়সড় গাছ এনে ফেলেছে, যাতে কেউ ঢুকতে না-পারে। এমনকী পায়ে হেঁটেও ঢোকা সম্ভব হবে না। কৌশল খাটিয়েছে জন, দু'একটা গুঁড়ি এমনভাবে রেখেছে যাতে ওগুলো সরালে পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, অথচ ওদের নিজেদের চলাচলে অসুবিধা হবে না। ঠিক ধাঁধার মত। কোন্‌টা সরাতে হবে না-জানলে পথ বন্ধ, কিন্তু জানলে খুব সহজ–অনায়াসে এম.টিতে ঢুকতে বা বেরোতে পারবে।

আগুনকে যত ভয় জনের। বিপদে কাজে লাগবে ভেবে বার্ন এবং বাঙ্কহাউসের কাছে ব্যারেল ভর্তি পানি রেখেছে। প্রচুর মাংস আর জার্কি মজুদ করেছে, দীর্ঘদিন বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকলেও যাতে সমস্যা না-হয়।

দু'দিন পর এক রাতে চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল জনের। কে যেন দরজা ধাক্কাচ্ছে, আর 'আগুন! আগুন!' বলে চেঁচাচ্ছে। ঝট করে উঠে বসল ও, হাত বাড়িয়ে গানবেল্ট, প্যান্ট এবং হ্যাট তুলে নিল। ঝটপট ওগুলো জায়গামত পরে বা লাগিয়ে বুট পরে ছুট দিল।

বনে আগুন লেগেছে। পুরো দিগন্ত আলোকিত। বাতাসের জোর থাকায় দ্রুত এগিয়ে আসছে দাবানল। করালের উদ্দেশে দৌড় দেওয়ার সময় খুরের শব্দ শুনতে পেল জন, বাকস্কিনের পিঠে চড়ে উদয় হলো মাশকুস ফ্রুকটাক। ঝালরঅলা চ্যাপস পরেছে সে, কোমরে গানবেল্ট ঝুলিয়েছে। রাইফেল নাচিয়ে সমানে কোমাঞ্চিদের মত চেঁচাচ্ছে। স্যাডলে ঘোড়ার পিঠে আড়াআড়িভাবে পুরানো কয়েকটা বস্তা আর বেলচা নিয়েছে।

রোয়ানে স্যাডল পরাতে যা দেরি, লাফিয়ে চড়ে বসল জন। আগুনের কথা ভেবে পরিত্যক্ত বস্তাগুলো আগেই তৈরি রেখেছিল

ওরা, দশটা করে গাঁট বেঁধে রেখেছে যাতে বহন করতে সুবিধা হয়। একটা গাঁট আর বেলচা তুলে নিয়ে ফ্রুকটাকের পিছু পিছু ঘোড়া ছোটাল।

আগুন পৌঁছানোর আগেই খালের কাছে চলে এল ওরা। ভাগ্যিস, ওগুলো তৈরি করেছিল! নইলে এতক্ষণে পুরো র‍্যাঞ্চ ভস্ম হয়ে যেত। পাহাড়ের ওপাশের বনে আগুন লাগিয়েছে পিট হ্যালেট, এপাশে যে খাল কেটে রেখেছে ওরা, সম্ভবত অনুমানও করতে পারেনি। নইলে হয়তো আগুন লাগানোর ঝামেলায় যেত না, কারণ, যে উদ্দেশ্যে এত আয়োজন, অর্থাৎ র‍্যাঞ্চ হাউস বা আশপাশের কাঠামোগুলো স্রেফ খালের কারণে বেঁচে যাবে।

আত্মতুষ্টিতে না-ভুগে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জন। ফ্রুকটাক সহ আগুনে বালি ছুঁড়ে মারতে লাগল। ঘোড়া ছুটিয়ে সমানে ধুলো উড়াচ্ছে। খালের এপাশে কখনও কখনও আগুন চলে আসছে, সেটা বস্তা দিয়ে বাড়ি মেরে নিভিয়ে ফেলছে ওরা। জোরাল বাতাসে লকলকিয়ে উঠছে আগুনের শিখা। টানা অনেকক্ষণ চেষ্টার পর কমে এল আগুনের তেজ।

উত্তেজনা কমে আসতে চট করে র‍্যাঞ্চহাউসের কথা মনে পড়ল জনের। আগুনটা একটা ডাইভার্শন হতে পারে। ওদেরকে এখানে ব্যস্ত রেখে, ওদিকে হয়তো র‍্যাঞ্চে ঢুকে পড়েছে হ্যালেটের দল! আগুন লাগিয়ে উল্লাস করবে। এ-মুহূর্তে র‍্যাঞ্চে কেউ নেই, কারণ লিলি এবং এমিলি, দু'জনেই ওদের সঙ্গে আগুন নেভাতে চলে এসেছে।

ঝটিতি ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল জন, চেঁচিয়ে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, 'বাড়ি! এতক্ষণে বোধহয় বাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ওরা!'

তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাল সবাই। জন খেয়াল করল এমিলি মোটেও ওদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। ঢাল ধরে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে ছুটল।

পিছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকল ওরা। ততক্ষণে সামনের অংশে ঢুকে পড়েছে হ্যালেট বাহিনী। শোরগোল শোনা যাচ্ছে। দৌড়ে গেল এমিলি, পিছু নিল জন। অন্য এক কামরার উদ্দেশে ছুটল ফ্রুকটাক।

হলরুমে জমায়েত হয়েছে ওরা। লেন্স হর্নার এবং ম্যাথু ছাড়াও আরও কয়েকজন। জনকে দেখে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল হর্নার। উল্লসিত কণ্ঠে বলল, 'পিটের বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়! আগুনের কারণে একেবারে মওকামত পাওয়া গেছে তোমাদের!'

আটজন। প্রত্যেকের হাতে পিস্তল বা রাইফেল। এদিকে ওরা মাত্র দু'জন—জন আর এমিলি।

বাড়িতে এলে ওদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পাবে, নির্ভুল অনুমান করেছে হ্যালেট, কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারে ভুল করে ফেলেছে। সামান্য ভুল। এমিলি টিরেলকে পুরোপুরি চিনতে পারেনি, জানে না কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে মহিলা। ভেবেছে মেয়েমানুষ, কীই বা করতে পারবে!

দাবার ছক হুট করে পাল্টে গেল।

এক মুহূর্তও নষ্ট করল না এমিলি। আশ্চর্য দ্রুততায় ওর হাতে উঠে এল একটা ড্র্যাগুন কোল্ট, মুহুর্মুহু গুলি শুরু করল। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেল ওরা, বিশ্বাস করতে পারছে না। না করারই কথা। ভেবেছিল কিছু করলে জন করবে, অন্য কেউ অত সাহসী হবে না। এমিলিকে ওরা গোনায় ধরেনি। তা ছাড়া, ফ্রুকটাকের উপস্থিতি সম্পর্কেও জানে না কেউ।

এমি প্রথম গুলি করেছে, ঠিক তখনই ছুটে বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল মাশকুস ফ্রুকটাক। হাতে ভয়াল দর্শন শটগান। এদিকে, দু'জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনের দুই সিক্সগানও গর্জে উঠেছে।

চমকই লড়াইয়ের ভাগ্য নির্ধারণ করে ফেলল। হ্যালেটের ক্রুরা ভাবেনি মেয়েদের সামনে গোলাগুলি করবে ওরা। বিস্ময়ের কারণে সক্রিয় হতে দেরি হয়ে গেল। এমিলির প্রথম গুলিতে বুক ফুটো হয়ে

গেল ম্যাথুর, সবচেয়ে কাছে ছিল সে-ই। গুলির ধাক্কায় আধ-পাক ঘুরে গেল দেহটা, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেয়। পিস্তলটা আগেই মুঠি থেকে খসে পড়েছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একজন, গুলির ধাক্কায় কেঁপে উঠল সে। দরজার নব ধরে পতন ঠেকানোর প্রয়াস পেল, কিন্তু পারল না। ধীরে ধীরে পিছলে মেঝেয় নেমে গেল শরীরটা।

মেঝেয় ডাইভ দিল লেন্স হর্নার। মরিয়া হয়ে ক্রল করে সরে যাচ্ছে দরজার দিকে, আরেকটু হলে ঘাড়টা ভেঙে ফেলেছিল।

বীরত্ব দেখানোর খায়েশ শেষ হয়ে গেল ওদের। পড়িমরি করে দরজার দিকে ছুটল সবাই, কেউ কেউ জানালা দিয়ে বাইরে লাফ দিয়েছে। পিছু পিছু তাড়া করে গেল জনরা। পোর্চে এসে দেখল ততক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে হ্যালেট বাহিনী, যে-যেদিকে পারছে ছুটছে। ছোটার মধ্যে ঘুরে দাঁড়াল একজন, গুলি করবে ওদের। জনের গুলিতে গলা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল তার, এক কলার বোনের পাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল সে, টলমল পায়ে এক কদম ফেলল, তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে।

আর কারও দুঃসাহস দেখানোর খায়েশ হলো না। ভেগেছে সবাই।

তিনটা লাশ ফেলে গেছে পিছনে। ম্যাথু এখনও মারা যায়নি, তবে মরতে দেরিও নেই। দরজার নব ধরে পড়ে যাওয়া লোকটা মাত্র বারো ফুট দূর থেকে শটগানের গুলি খেয়েছে, পেট ফুটো হয়ে গেছে তার। সামনের দরজার ঠিক বাইরে ঘাসের উপর পড়ে আছে আরেকজন।

ঠিক চালই দিয়েছিল ওরা, আগুনের কাছ থেকে র‍্যাঞ্চ হাউসে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল ওদের; কিন্তু এমিলি টিরেল ওদের সব হিসাব-নিকাশ উল্টে দিয়েছে।

এমিলি গোলাগুলি শুরু না-করলে হয়তো দ্বিধা করত জন, কারণ

মেয়েদের উপস্থিতিতে শোডাউন ওর চরম অপছন্দ। এমিলির তারিফ করতেই হয়। লড়াইয়ের ফলাফল পাল্টে গেছে শুধু ওরই কারণে।

লিলিও বসে ছিল না। দুটো গুলি করেছিল। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর, অথচ নিষ্কম্প হাতে পিস্তল রিলোড করছে।

ম্লান হাসল জন, মৃদু স্বরে স্বগতোক্তি করল: 'হায় ঈশ্বর, এরাই হচ্ছে অবলা নারী!'

বারো

ক্রমে অধৈর্য ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে জন ক্যালকিন। এভাবে মার খাওয়া অর্থহীন। ভাগ্য নেহাত ভাল যে এ-যাত্রা বেঁচে গেছে। এমিলির গায়ে একটা বুলেট আঁচড় কেটেছে, আর কোন ক্ষতি হয়নি কারও।

বেশ কিছু ঘাস পুড়ে গেছে। বৃষ্টি আর শীতের বরফ-গলা পানি পেয়ে কিছুদিনের মধ্যে আবার গজিয়ে উঠবে। একদিক থেকে ভালই হলো, পাহাড়ের ওপাশে পুড়ে যাওয়ার মত আর কিছু নেই; তাই নতুন করে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকবে না।

সামনের জানালা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল হ্যালেট বাহিনী। প্রথমে দরজা ভাঙার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। একটা শাটার তুলে কাচ ভেঙে ঢুকে পড়েছিল।

যা ঘটার ঘটে গেছে। বসে থাকতে চাইছে না জন। আত্মরক্ষার সেরা উপায় হচ্ছে আক্রমণ। কাউকে কিছু না-বলে বেরিয়ে পড়ল ও, সরাসরি শহরের পথ ধরল।

শহরের কিনারে, বার্নের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখল হোটেল-কাম-

সেলুনের হিচিং রেইলে হ্যালেট বাহিনীর ঘোড়াগুলো বাঁধা। স্যাডল ছেড়ে রোয়ানটাকে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল জন, তারপর পায়ে হেঁটে এগোল। *বন টন* হোটেলের সিঁড়িতে পা রাখল।

ভিতরে ঢুকল জন।

প্রায় সবাই আছে এখানে। হুইস্কির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে গালাগাল করে অসন্তোষ প্রকাশ করছে। দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল সবাই, ভেবেছে পিট হ্যালেট এসেছে।

ঘরভর্তি লোকের বিরুদ্ধে ও একা, এক্ষেত্রে দেরি করা মানে নিজেকে খুন করা। কিছুই বলল না জন, সেলুনে ঢুকে পলকের জন্য সবার উপর একবার চোখ চালিয়েছে, দেখে নিয়েছে কে কোথায় আছে, তারপর পিস্তল বের করেই গুলি শুরু করল।

পিস্তলের বাঁট ছুঁয়েছে, এ-সময় গুলি খেল লেন্স হর্নার। ওটা জনের প্রথম গুলি। বুলেটের ধাক্কায় বারের উপর গিয়ে পড়ল সে, দ্বিতীয় গুলিটা দুই কণ্ঠার হাড়ের উপর অগভীর গর্ত বরাবর ঢুকে গলা ছিদ্র করে ফেলল।

তৃতীয় গুলিতে দ্বিতীয় লোকটাকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে, এ-সময় পায়ে গুলি খেল জন। দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ও, পড়ে যাচ্ছে টের পেয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পতন রোধ করল। এত তাড়াতাড়ি পড়ে গেলে কি চলবে? অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। দুই পিস্তলের বাকি বুলেটগুলোর সদ্ব্যবহার করল।

দ্রুত সিলিন্ডার খুলে খালি কার্তুজ ফেলে দিল জন।

গানপাউডারের ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘর। চারপাশে চিৎকার, আহতদের কাতরানি আর পিস্তলের মুহুর্মুহু গর্জন। বারের কাছে কমলা আগুন ওগরাল একটা পিস্তল। কেঁপে উঠল জনের দেহ, ফের গুলি খেয়েছে।

পড়ল না জন। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দুই পায়ে ভর দিয়ে জুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিস্তল দুটো প্রস্তুত। ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে যাওয়া ঘরে টার্গেটের খোঁজে দৃষ্টি চালাল। ঠিকমত চোখে পড়ছে না। চট

করে এক হাঁটু মেঝেয় ঠেকিয়ে বসে পড়ল ও, ধোঁয়ার স্তরের নীচ দিয়ে দেখার প্রয়াস পেল। একজোড়া বুট চোখে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে এর পাঁচ ফুট উঁচুতে গুলি করল জন। হুড়মুড় করে মেঝেয় পড়ল একজন।

ক্রল করে দরজার দিকে এগোল জন, শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি অনুভব করছে, শক্তি পাচ্ছে না। কোনমতে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো। নিজের ভয়াবহ অবস্থা টের পাচ্ছে। তবে জানে না আসলে ক'টা গুলি ঢুকেছে শরীরে। এখন বুঝতে পারছে এভাবে হুট করে শত্রুদের আক্রমণ করে বোকামি করেছে।

বার্নের কাছে রয়েছে ঘোড়াটা। ক্রল করে সেদিকে এগোচ্ছে জন। এমনিতে কয়েক মিনিটের রাস্তা। কিন্তু এখন? হিচিং রেইলে ভর দিয়ে এগোল ও। কয়েক কদম এগিয়েছে, এ-সময় হোটেলের পাশের দরজা খুলে গেল, যে বেরিয়েছে প্রায় নিঃশব্দে আটকে দিল।

হিচিং রেইলের নীচ দিয়ে রাস্তায় চলে এল জন, তারপর রেইল ধরে উঠে দাঁড়াল।

পিস্তল হাতে রাস্তা পেরোচ্ছে জন, এ-সময় হোটেলের কোণ ঘুরে রাস্তায় পা রাখল পিট হ্যালেট। বাম ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, ডান হাতে সিক্সশূটার। পিস্তল তুলল।

মরার উপর খাড়ার ঘা। একই মুহূর্তে সেলুন থেকে বেরিয়ে এসেছে ব্রায়ান হীথ, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল জন। লোকটার হাতে রাইফেল। চট করে অস্ত্র তুলল সে, এক গুলিতে কাজ সেরে ফেলার ইচ্ছে।

পিস্তল তুলল জন। এক পা পিছিয়ে এল। আবারও বিপত্তি! বুটের তলায় নুড়িপাথর পড়তে হোঁচট খেল। শরীর এমনিতে বিধ্বস্ত, তার উপর আচমকা পা হড়কে যাওয়ায় ভারসাম্য রাখতে পারল না। টলে উঠল প্রথমে, তারপর ঢলে পড়ল রাস্তার উপর। জন যখন পড়ে যাচ্ছে, ঠিক তখন গর্জে উঠল দুটো পিস্তল। পরপরই তৃতীয়টা সুর মেলাল। এটার আওয়াজ ভিন্ন। তীক্ষ্ণ, বিকট; পয়েন্ট ফোর ফোরের

শব্দের মত ভোঁতা নয়।

জন দেখল টলে উঠেছে ব্রায়ান হীথ, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মন্থর গতিতে, তারপর পোর্চের কিনারা হয়ে গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। নিষ্প্রাণ চোখ দুটো তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

আশ্চর্য ব্যাপার, জন এখনও মরেনি! জ্ঞানও হারায়নি। বোধহয় ঘোরের মধ্যে রয়েছে ও। ঘটনাগুলো ছায়াছবির ধীর গতির মত ঘটে যাচ্ছে একে একে।

হ্যালেট উধাও হয়ে গেছে। অথচ এক মুহূর্ত আগেও ছিল সে। যেন ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেছে।

উঠে বসার চেষ্টা করল জন। টের পেল বগলের নীচে দু'হাত দিয়ে ওকে তুলে ধরেছে কেউ। 'শান্ত হও!' অচেনা একটা কণ্ঠ শুনতে পেল ও। 'হাঁটতে হবে। গুলি চালানো আর তোমাকে বয়ে নেওয়া—দুটো একসঙ্গে সম্ভব নয়।'

দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে জনের, দেখতে পাচ্ছে না বললে চলে। দৃষ্টি, চিন্তা, অনুভূতি···সবই অদ্ভুত আচ্ছন্নতায় আক্রান্ত। কীভাবে যে স্যাডলে চড়ল, বলতে পারবে না। তবে চড়েছে, এটা ঠিক; কারণ ঘোড়ার প্রতি লাফের সঙ্গে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। অসহ্য যন্ত্রণার কারণে বেঁচে থাকার আনন্দটুকুও মাটি হয়ে যাচ্ছে।

*

আগুনে শুকনো ডাল পোড়ার পটপট শব্দ আর প্রিয় পাইন কাঠের সুঘ্রাণে ঘুম ভাঙল জনের। চোখ মেলে তাকাতে উপরে তারাজ্বলা আকাশ দেখতে পেল। অনুজ্জ্বল কিন্তু স্নিগ্ধ আলোয় গাছের শাখা-প্রশাখা চোখে পড়ছে। স্থির পড়ে আছে, টের পাচ্ছে জন, মাথা দপদপ করছে। অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকল ও।

ফের যখন চোখ মেলে তাকাল, জন দেখল আকাশ ধূসর হয়ে এসেছে, আর মাত্র একটা তারা রয়েছে আকাশে। নিশ্চয়ই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ নিঃসঙ্গ তারার দিকে তাকিয়ে থাকল ও, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে কাছাকাছি আগুনের

কুণ্ডটা আবিষ্কার করল। এখন অবশ্য কয়লা আর ছাইয়ে পরিণত হয়েছে। ঘোড়ার ঘাস্ টানার মচমচ শব্দ শুনতে চমৎকার লাগছে।

কোথাও কোন সাড়া নেই, কিছু নড়ছে না। নিশ্চল পড়ে থাকল জন, এমনকী নিজের অবস্থা সম্পর্কেও ভাবছে না। জানে না আসলে কী হয়েছে ওর, কিংবা কোথায় আছে। অর্ধচেতন অবস্থায় রয়েছে। ভিন্ন একটা গন্ধ নাকে লাগতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, গন্ধের উৎস দেখতে পেল–উত্তাপে কালো হয়ে যাওয়া একটা কফিপট বসানো রয়েছে কয়লার উপর।

কফি হলে দারুণ হত। এ-মুহূর্তে অন্য কিছুর চেয়ে কফি বেশি দরকার ওর, কিন্তু বুঝতে পারছে না উঠে গিয়ে নিজে নিতে পারবে কি-না। ঢালতে পারলেও কি গিলতে পারবে ঠিকমত?

আরও মিনিট কয়েক পড়ে থাকল ও। পাইনের শাখায় দোলা দিচ্ছে ঝিরঝিরে বাতাস। ধীরে ধীরে সচেতনতা স্পৃহা কাজ শুরু করছে, মনে পড়ে গেল গুলি খেয়েছে…একটা তো অবশ্যই, দুটো বা বেশিও হতে পারে। কীভাবে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে, আল্লা মালুম। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে মৃদুভাষী একজনের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিল, ওর কাঁধ চেপে ধরেছিল লোকটা। মনে পড়ল ঘোড়ায় চড়ে পথচলার কথা, বেশিরভাগ সময় ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল একটা হাত। তাতেও স্যাডলে টিকে থাকতে পারেনি, তাই শেষে স্যাডলের সঙ্গে বাঁধা হয়েছিল ওকে…কিন্তু এখন কোথায় আছে ও?

ডান হাত নাড়তে গিয়ে টের পেল খুব ভারী বোধ হচ্ছে, কোন কিছুতে বাঁধা। তবে বাম হাত মুক্ত। নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হচ্ছে না।

বাম হাত বাড়াতে গিয়ে প্রথমে পিস্তলের স্পর্শ পেল! যাক, একটা অস্ত্র আছে সঙ্গে। একটু দূরে ইতস্তত জন্মানো অ্যাসপেন গাছের ওপাশে ঘোড়াগুলো দেখতে পাচ্ছে, পিকেট করা অবস্থায় ঘাস খাচ্ছে। বামে ঘাড় ফেরাতে ঘুমন্ত একজনকে দেখতে পেল ও। বালিশ হিসাবে স্যাডল ব্যবহার করছে লোকটা। কম্বলে মুড়ি দেওয়া

দেহ। বিশেষ একটা মাদুর পেতেছে ঘাসের উপর, এ-ধরনের জিনিস সচরাচর চোখে পড়ে না।

ডান বাহুতে জখম, বুঝতে পারছে জন। বাম দিকে কাত হয়ে শুলো ও, তারপর কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল। ঘোড়াগুলো ওর দিকে ফিরে তাকাল। দুটোর একটা ওর রোয়ান।

কাছাকাছি ঘাসের উপর গিয়ার ছাড়াও দুটো প্যাকস্যাডল রাখা। বোঝা গেল লোকটা ভবঘুরে। সাধারণ ভবঘুরেদের চেয়ে ঢের উন্নত মানের পোশাক বা জিনিসপত্র। বুটে স্পার নেই। পশ্চিমে এ-ধরনের বুট কেউ পরে না।

কাত হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে শরীরে তীব্র যন্ত্রণা টের পেল জন, এতটাই যে অজান্তে নিঃশ্বাস আটকে গেল। ওর অস্ফুট স্বরের গোঙানি শুনে জেগে উঠল লোকটা।

দীর্ঘদেহী সে, বয়স বড়জোর ত্রিশ, দারুণ সুদর্শন। পশ্চিমের এই রুক্ষ পরিবেশে খুব বেমানান। চমৎকার পরিপাটি পোশাক। সেরা মানের স্যাডল-ব্রিডল, গিয়ার বা প্যাকস্যাডল। রাইফেলটা ভারী আকর্ষণীয়, অথচ ঠিক চিনতে পারছে না জন।

উঠে বসে ওর দিকে তাকাল সে। 'নড়াচড়া কোরো না,' মৃদু স্বরে পরামর্শ দিল জনকে। 'রক্তপাত শুরু হতে পারে আবার। বহু কষ্টে থামিয়েছি।'

'কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

জনের প্রশ্ন শুনে মুচকি হাসল আগন্তুক। 'তাতে কিছু আসে-যায়? মোক্ষম সময়ে পৌঁছেছি, এটাই বড় কথা, তাই না?' চকিত চাহনি হানল সে জনের উদ্দেশে। 'যাক্‌গে, ওদিকের ঘটনা কী, খুলে বলো তো।'

'সোজা কথায় যেটাকে লড়াই বলে। অনেকদিন ধরে আমাদের খোঁচাচ্ছিল ওরা, খানিকটা শিক্ষা দিতে চেয়েছি।'

'মারতে পেরেছ কাউকে?'

'সেলুনের ভিতরে দুটোকে ফেলে দিয়েছি। বাইরেও বোধহয়

একজন মারা গেছে, তবে আমার হাতে কি-না নিশ্চিত বলতে পারব না।'

'হ্যাঁ, ওটা আমার কাজ। জরুরি ভেবে প্রথমে রাইফেলঅলাকে ফেলে দিয়েছি। ক্রাচঅলাকেও একটা গুলি করেছিলাম, কিন্তু মিস্ হলো। আসলে পঙ্গু কাউকে গুলি করা ধাতে নেই আমার, হয়তো সেজন্যই মিস্ হয়েছে।'

'হুঁহ্, যেন খোঁড়া মানেই নিষ্পাপ, দুধের শিশু! ওটা হচ্ছে ওদের মাথা, পিট হ্যালেট। আস্ত শয়তান!'

'গোলমালটা কী নিয়ে?'

'কাছাকাছি একটা র‍্যাঞ্চ রয়েছে, এম্পটি বলে সবাই। আসলে অবশ্য এম.টি। শহর থেকে মাইল সাতেক দূরে। ওটার মালিক এমিলি টিরেল নামে এক বুড়ি। ভালমানুষ। হ্যালেট ওকে উচ্ছেদ করে র‍্যাঞ্চ দখল করতে চাইছে। পনেরো-বিশজন লোক ভাড়া করেছে। ওদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়লাম, কীভাবে নিজেও জানি না।

'আমি আসার আগে মহিলাকে বাড়িতে আটক থাকতে বাধ্য করেছিল ওরা। তারপর আগুন লাগিয়েছে, বাড়িতে এক রাউন্ড শোডাউনও হয়েছে। ওদের পিছু হটতে বাধ্য করেছি আমরা। জানতাম বারবার ব্যর্থ হলেও আবার আসবে ওরা, প্রতিবার ভাগ্য ভাল যাবে না আমাদের, তাই বিরক্ত হয়ে ভাবলাম আগ বাড়িয়ে হামলা করা যাক।'

'তুমি একা?'

'কেন নয়? দলের সবাই ছিল না ওখানে, মাথা আরেকটু ঠাণ্ডা রাখতে পারলে আরও কয়েকটাকে শুইয়ে দিতে পারতাম। আফসোস হচ্ছে, কেন যে তাড়াহুড়ো করলাম!'

তীক্ষ্ণ চোখে জনের মুখে কী যেন খুঁজল লোকটা, তারপর মৃদু কৌতূহলের সুরে বলল, 'তোমার কথা বলার এই ঢঙটা খুব চেনা মনে হচ্ছে। মুখটাও পরিচিত ঠেকছে, বুঝতে পারছি না কোথায় দেখেছি!'

'আমি জন ক্যালকিন।'

উজ্জ্বল হয়ে গেল লোকটার মুখ। 'তাই তো বলি, কেন এত চেনা লাগছে! আরে, জন, আমি ব্রায়ান! তোমার ফুফাতো ভাই।'

বেডরোলে শরীর এলিয়ে দিল জন, খুঁটিয়ে দেখল ব্রায়ানকে। হ্যাঁ, এমিলির সঙ্গে চেহারার আদল মিলে যায়, তবে স্যামের সঙ্গে বেশি মিল। 'আমি তো শুনেছি তুমি ফ্রান্সে আছ।'

'কিছুদিন হলো ফিরে এসেছি। কয়েক বছর আগে হঠাৎ খবর পেলাম মা মারা গেছে। সরকার থেকে জানানো হলো সম্পত্তি যা ছিল সব নাকি সরকারী দখলে চলে গেছে। ভাবলাম, মা-ই যখন নেই তখন এসে কী হবে? তাই নিজের কাজে ব্যস্ত রইলাম।

'কয়েক মাস আগে ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে কলোরাডোর গল্প হচ্ছিল। ওদের কাছে শুনলাম র‍্যাঞ্চটা নাকি এখনও আছে। এক বৃদ্ধা থাকে। বিশেষ কাজে এখানে এসেছিল ওরা।

'প্রথমে ভাবলাম, ভুয়া খবর। কিন্তু মনের খচখচানি গেল না। হয়তো অন্য কোন র‍্যাঞ্চ দেখেছে ওরা। দুশ্চিন্তা কেবল বাড়ছিল। শেষে একদিন জাহাজে উঠে পড়লাম। নিউ অর্লিয়েন্সে গিয়ে বাবার এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম, আমাদের অ্যাটর্নি ছিল সে। তার কাছে জানলাম আমাদের সম্পত্তি দখলের খবর ভুয়া, মাও মারা যায়নি। বরং দুই মাস আগেও মার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছে অ্যাটর্নি লোকটা। চিঠিটা আমাকে দেখাল। দেরি না-করে রওনা দিলাম।'

কাপে কফি ঢেলে জনের হাতে ধরিয়ে দিল ব্রায়ান। 'বাবা আমাকে সতর্ক থাকার শিক্ষা দিয়েছে, পরিস্থিতি অনুযায়ী চলতে শিখিয়েছে। ছোটবেলার শিক্ষা। মা-র ভুয়া মৃত্যুসংবাদ আর র‍্যাঞ্চের মালিকানা হস্তান্তরের খবর পেয়েছিলাম। গূঢ় কোন উদ্দেশে এই জঘন্য কাজটা করেছে কেউ। সে চেয়েছে আমি যেন কলোরাডো আর এখানে আমাদের সম্পত্তির কথা ভুলে যাই।

'সে যেই হোক, আমার ফিরে আসার ঘটনায় নিশ্চয়ই খুশি হবে

না, ভেবে চুপিসারে এসেছি, কাউকে জানাইনি। ডেনভারে গিয়ে খোঁজ নিলাম, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারছিল না। শেষে আমার পরিচিত সাবেক এক ডেপুটি শেরিফের সঙ্গে দেখা হলো। ওর কাছে জানতে পারলাম সিওয়াশের পিট হ্যালেট দুনিয়ার সব কুখ্যাত লোক ভাড়া করছে।

'মা-র শেষ চিঠিতে হ্যালেটের উল্লেখ ছিল। তাই শেরিফের দেওয়া খবর সঠিক মনে হলো। মাইনিং এঞ্জিনিয়রের পরিচয়ে যাত্রা করলাম। অনেকে এদিকে আসতে নিষেধ করেছে আমাকে। বলেছে সিওয়াশের ধারে-কাছে নাকি বড়সড় রেঞ্জ ওঅর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

'গতরাতে শহরে ঢুকে জড়িয়ে পড়লাম তোমার সঙ্গে। তুমি সেলুন থেকে বেরিয়ে আসার পর ভাল করে দেখে নিলাম, বুঝলাম গুলি খেয়েছ। এক পায়ে ভর দিয়ে হাঁটছিলে, তবে হাতে একটা সিক্সশূটার ছিল তখনও। ব্রায়ান হীথ লোকটা তোমাকে নিশানা করতে ঝটপট ওকে ফেলে দিলাম। পরে পিট হ্যালেটকে গুলি করেছি একটা, তবে তাড়াহুড়োয় মিস্ হয়ে গেছে।'

'আমার ঘোড়াটা খুঁজে পেলে কীভাবে?'

'তুমিই বলেছ।'

কিছুই মনে করতে পারছে না জন। আরও কী কী বলেছে, কে জানে! 'তুমি বরং পিছনের ট্রেইলে নজর রেখো,' ব্রায়ানকে সতর্ক করল ও। 'এত সহজে হাল ছাড়বে না ওরা।'

স্মিত হাসল ব্রায়ান। 'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ এখানে মানুষ হয়েছি আমি। পাহাড়ে লুকানোর এমন বহু জায়গার কথা জানি যা খুঁজে পেতে ওদের বহু বছর লাগবে। এমনকী বাবাও সব জায়গা চিনত না। তবে স্যাম চেনে।'

'ওকে খবর পাঠিয়েছি। আউটল ট্রেইলে গেলেই খবর পেয়ে যাবে।'

ঝট করে জনের দিকে ফিরল ব্রায়ান। 'ও কি আউটল হয়ে গেছে?'

'তা নয়। তবে বহু আউটলর সঙ্গে খাতির আছে ওর, কীভাবে যেন ওদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে।'

আগুনের পাশে শুয়ে থেকে ব্রায়ানকে র‍্যাঞ্চের পরিস্থিতি সবিস্তারে জানাল জন। লিলি এবং মাশকুস ফ্রুকটাকের কথাও বলল।

শেষ করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও। আরেক কাপ কফি খাওয়ার পর কম্বলে ভাল করে মুড়িয়ে নিল শরীর। দিনের আলো ফুটে উঠেছে পুরোপুরি। ব্রায়ানকে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'তুমি বরং র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা দাও,' ব্রায়ানকে বলল জন। 'হ্যালেটের লোকজন জানে আমার গায়ে গুলি লেগেছে। না-মরলেও আহত হয়েছি, এটা ওদের জন্য উৎসাহের খবর। এ-সুযোগে র‍্যাঞ্চে হামলা করতে পারে।'

'কিন্তু তোমাকে এ-অবস্থায় ফেলে যেতে পারি না আমি,' বলল ব্রায়ান, জনের পাশে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসেছে। 'বলা উচিত, তোমার জখম বেশ খারাপ। তিনটা গুলি ঢুকেছে। একটা ডান উরুতে, একটা ডান বাহুতে। কিন্তু তৃতীয়টাই মারাত্মক, পেটে লেগেছে ওটা। প্রচুর রক্ত হারিয়েছ।' ক্ষণিকের জন্য থেমে খেই ধরল ব্রায়ান: 'আমি ডাক্তার নই, তবে বুলেটের জখম সম্পর্কে জানি। ফরাসী আর্মিতে ছিলাম। উঁহুঁ, যাই বলো, এ-অবস্থায় তোমাকে ফেলে যেতে পারি না আমি। অসম্ভব!'

'পরিস্থিতি সাপেক্ষে তর্কাতীত সত্যও পাল্টে যায়। শিগ্‌গিরই মরব না আমি। একটা কথা মনে রেখো, র‍্যাঞ্চ হাতছাড়া হয়ে গেলে বা এমিলির কিছু হলে আমার বেঁচে থাকা অর্থহীন। তোমার প্রথম কাজ এমিলিকে আর র‍্যাঞ্চটা রক্ষা করা।'

দীর্ঘক্ষণ জনের দিকে তাকিয়ে থাকল ব্রায়ান, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। যুক্তির বিচারে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু জনকে এভাবে অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতেও মন চাইছে না। একে আত্মীয়, তায় ওর মা-কে বাঁচাতে, এম.টিকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করেছে দুঃসাহসী মানুষটা, তাকে এভাবে ফেলে চলে যাওয়া অনুচিত

হবে। কিন্তু, এও ঠিক যত দ্রুত সম্ভব র‍্যাঞ্চে যাওয়া উচিত হবে ওর। র‍্যাঞ্চ নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা ঘটলে জনেরই অপমান বা ব্যর্থতা, এক অর্থে ওদের সবার পরাজয় ঘটবে। পশ্চিম এমন এক জায়গা যেখানে কখনও কখনও জীবনের চেয়ে কর্তব্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শেষপর্যন্ত র‍্যাঞ্চে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ব্রায়ান। হয়তো···জন হয়তো সেরে উঠতে সক্ষম হবে, আশা করছে ও। ক্যালকিনরা এত সহজে হাল ছাড়ে না।

উঠে নিজের জিনিসপত্রের কাছে চলে গেল ব্রায়ান। প্যাক থেকে কিছু কফির গুঁড়ো আর খাবার বের করে জনের হাতের কাছে রাখল। কফিপট, কাপ, দেয়াশলাই এমনিতে রয়ে গেছে। জনের গানবেল্টের শূন্য লূপগুলো ভরে দিল, বাড়তি এক বাক্স কার্তুজও দিল। 'ভাগ্যিস, এটা নিয়ে এসেছিলাম! ভেবেছি র‍্যাঞ্চে হয়তো কাজে লাগবে।'

ফের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল ব্রায়ান। 'র‍্যাঞ্চ কয়েক মাইল দূরে হলেও পৌঁছতে পুরো দিন লেগে যাবে। শর্টকাট কোন পথ নেই, তা ছাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হবে। ভেবো না, সবকিছু ঠিকঠাক আছে জেনেই ফিরে আসব তোমার জন্য।

'নীচে একটা ঝর্না আছে। তোমার ক্যান্টিন ভরা, আমারটাও রেখে যাচ্ছি। পানি নিয়ে সমস্যা হবে না। শেষ হয়ে গেলেও ঝর্না থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। বেশি দূরে নয় ওটা। কফিপট আর কাপ থাকল। যত দ্রুত সম্ভব সাহায্যের ব্যবস্থা করব।'

চারদিকে তাকাল জন। জায়গাটাকে একটা ঝুলন্ত উপত্যকা মনে হচ্ছে। তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা বিশাল ফোকর যেন, তলা আনুমানিক তিনশো একর বিস্তীর্ণ হবে। বিস্তর গাছপালা আর সম্ভবত একটা হ্রদ রয়েছে···অবস্থান এমন যে সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

স্যাডলে চেপে বসল ব্রায়ান। আরেকবার দেখল জনকে, তারপর ধীর গতিতে এগিয়ে গেল।

একা হয়ে পড়ল জন।

কিছুক্ষণ অনড় শুয়ে থাকল ও। উজ্জ্বল রোদ অ্যাসপেনের পাতাকে ফাঁকি দিয়ে মাটিতে নেমে এসে ঘাসের বুকে হুটোপুটি খাচ্ছে। পাহাড় থেকে ভেসে আসছে পাইন সুবাসিত বাতাস। বুক ভরে টেনে নিল জন। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। এখন একটা বিড়ালের চেয়েও দুর্বল ও। একমাত্র কাজ বিশ্রাম নেওয়া।

শহর থেকে এখানে আসার পথে ব্রায়ান কি ট্রেইল ঢাকতে পেরেছে? অশ্বারোহী হিসাবে কিংবা পিস্তল ব্যবহারে দক্ষ হতে পারে সে, কিন্তু ট্র্যাক লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে অতটা ধূর্ত বা সফল নাও হতে পারে। হয়তো সহজ ট্র্যাক ফেলে এসেছে, যা অনায়াসে বাচ্চারাও অনুসরণ করতে পারবে। ট্র্যাক লুকানো খুবই কঠিন কাজ, রীতিমত শিল্প বলা চলে।

অনেকে ডালপালা দিয়ে ট্র্যাক মুছে ফেলে। ব্যাপারটা হাস্যকর। যে-ডাল দিয়ে মুছবে, সে-ডালের চিহ্নই তো রয়ে যাবে। চিহ্ন এমনভাবে মুছতে হবে যেন দেখে মনে হয় আদপে ও-পথে চলাচল করেনি কেউ। যারা অনুসরণ করবে, কখনও মানুষ বা পশুর পরিপূর্ণ একটা ছাপ দেখার আশা করে না, বরং কেউ চলাচল করেছে এমন সামান্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

ঝর্নাটা ত্রিশ গজ দূরে। তীরে এমন কোন সমতল জায়গা নেই যেখানে শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া যাবে। পুরোটা পাথুরে ঢাল। হাতের কাছে রাইফেল রেখে শুয়ে পড়ল জন, কাছে ঘাস খাচ্ছে ওর ঘোড়া। দুপুরটা ঝিমুনির মধ্যে কেটে গেল ওর।

বিকালে আগুনে কিছু কাঠ যোগ করল জন। ক্যান্টিন থেকে পানি ঢালল কফিপটে, কয়েক টুকরো জার্কি ফেলে কয়লার উপর বসিয়ে দিল। চুপচাপ শুয়ে থেকে বিশ্রাম নিল।

মনে শঙ্কা ওর। ভয় হচ্ছে এ-যাত্রা বোধহয় টিকতে পারল না। সুস্থ অবস্থায় দুনিয়ার কোন কিছুতে ভয় পায় না জন, সেটা দু'পেয়ে আর চারপেয়ে প্রাণীই হোক। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিতান্ত অসহায় ও। বিক্ষত উরু নিয়ে নড়াচড়া করা কঠিন হয়ে

পড়েছে, ডান হাত প্রায় অচল। রক্তক্ষরণে শরীর দুর্বল আর শ্রান্ত। কেউ এলে কীভাবে ঠেকাবে? এমনও হতে পারে, হয়তো ওর অজান্তে এসে পড়বে শত্রু, দূর থেকে একটা বুলেট খরচ করে চলে যাবে, টেরই পাবে না জন।

পিট হ্যালেটের লোকজন জানে আহত হয়েছে ও। একটু চেষ্টা করলে ওকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। তা ছাড়া, এক জায়গায় রয়েছে ও। তাতে ওদের কাজটা সহজ হয়ে যাবে।

স্টু গেলার পর কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করল জন। শরীরে বল পাচ্ছে, মনের জোরও বাড়ছে। ব্রায়ান কথা দিয়ে গেছে ফিরে আসবে, তবে যথেষ্ট সন্দেহ আছে জনের। ইচ্ছে ষোলোআনাই আছে ব্রায়ানের, কিন্তু পরিস্থিতি র‍্যাঞ্চে আটকে রাখবে তাকে। সবার আগে মা। এমিলির প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করা যাবে না। তা ছাড়া, র‍্যাঞ্চে গিয়ে কোন্ অবস্থায় পড়েছে কে জানে!

তাই যা করার নিজেকেই করতে হবে ওর, অন্যের ভরসায় থাকা চলবে না। নিয়তি ওর নিজের হাতে।

হ্যালেটের লোকেরা যদি ওকে ট্র্যাক করে থাকে, বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই ওর। নিশ্চয়ই তাই করবে ওরা। ব্রায়ান আশ্বস্ত করেছে বটে, কিন্তু জনের বদ্ধমূল ধারণা এই জায়গাটা খুঁজে বের করবে হ্যালেটের ক্রুরা; সেক্ষেত্রে, যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ একটা স্থান খুঁজে বের করতে হবে···নিশ্চিন্তে যাতে লুকিয়ে থাকতে পারে।

পানির চাহিদার কারণে ঝর্নার কাছাকাছি থাকতে বাধ্য ও। চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল জন, প্রতিটি জায়গা খুঁটিয়ে দেখছে, লুকানোর মত উপযুক্ত জায়গা যদি পাওয়া যায়! ঝর্নার নীচের দিকে, ইতস্তত পড়ে থাকা বোল্ডারের স্তূপ রয়েছে, মরা গাছের গুঁড়ি প্রায় দুর্ভেদ্য করে তুলেছে জায়গাটা।

আরেক কাপ স্টু পান করল ও। পানি খেল। একটু পর টের পেল কিছুটা হলেও কর্মক্ষম মনে হচ্ছে নিজেকে।

শরীরের শ্রান্তি দূর হলেও উদ্বেগ বা দুর্বলতা যায়নি। জনের

সন্দেহ সবচেয়ে খারাপ সময়টা সামনে রয়েছে, ভয়াবহ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে ওর জন্য; হয়তো এত দুর্বল হয়ে পড়বে যে নড়তেই পারবে না, কিংবা ঘোরেও আক্রান্ত হতে পারে। বহু লোককে গুলি খাওয়ার পর প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হতে দেখেছে জন, জানে ওই অবস্থায় সচেতনতা হারিয়ে ফেলে মানুষ। অমন হলে কোন সম্ভাবনাই থাকবে না ওর। পাহাড়ে এমনিতে বৃষ্টি হয়। যদি বৃষ্টিতে ভিজে যায়, জ্বর আসতে বাধ্য।

লুকানোর মত কোন জায়গা চোখে পড়ল না। গুহা, পাহাড়ী খাঁজ, ফাটল···কিচ্ছু না।

কষ্টেসৃষ্টে স্যাডলে চড়ে র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে যাত্রা করলে কেমন হয়? গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না বোধহয়। তা ছাড়া, রোয়ানের পিঠে স্যাডল চাপানো নেই এখন। শারীরিক যা অবস্থা, ঘোড়ার পিঠে চাপতে পারলেও স্যাডল চাপানোর মত শক্তি বা সামর্থ্য ওর নেই।

কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে! এভাবে অসহায় অবস্থায় খোলা জায়গায় পড়ে থাকা যায় না।

উঠে বসল জন। গিয়ার গুছিয়ে রেডরোল গুটিয়ে ফেলল, কফির তলানিটুকু গিলে রাইফেল তুলে নিল হাতে। ক্রাচের মত ব্যবহার করল ওটা। উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলো। হাত বাড়িয়ে অ্যাসপেনের গুঁড়িতে ভর রাখল ও।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে চারপাশ নিরীখ করল। প্রায় পুরো জীবনটা বুনো প্রকৃতির মাঝে কেটেছে ওর, জানে আপাতদৃষ্টিতে চোখে না-পড়লেও ভাল করে খুঁজলে লুকিয়ে থাকার মত জায়গা সবখানে রয়েছে–সেটা পাহাড়, বন আর মরুভূমিই হোক। প্রতিটি ঝোপ, গাছ, পাথর খুঁটিয়ে দেখল, কিন্তু পেল না তেমন কিছু।

মন খুঁতখুঁত করছে। কী যেন মনে পড়বে পড়বে করেও মনে পড়ছে না। একটা কিছু দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে আগেও পড়েছে জন, অভিজ্ঞতার স্মৃতি স্মরণ করল, একটার পর একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়, সেই সঙ্গে পুরো এলাকা তন্নতন্ন

করে খুঁজল। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হলো না।

দেখতে পেল না লুকিয়ে থাকার মত কোন জায়গা।

শেষে, ত্যক্ত মনে রোয়ানের দিকে এগোল। তখনই চট করে ধরে ফেলল ব্যাপারটা। একটা শব্দ এতক্ষণ ওর মনকে খুঁচিয়ে চলেছিল।

হ্যাঁ, ভুল শোনেনি। একটা জলপ্রপাতের জল গড়ানোর শব্দ!

তেরো

শাটারের ফাঁক দিয়ে বাইরে গেটের দিকে দৃষ্টি চালাল এমিলি টিরেল। কোথাও কেউ নেই।

এতক্ষণে জনের ফিরে আসার কথা, অথচ আসেনি ছেলেটা। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেনি তো? এভাবে হুট করে শহরে গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হওয়া হঠকারি হয়ে গেছে, জানে এমিলি, কিন্তু জনের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও। জনের জায়গায় থাকলে ও-ও তাই করত। এমিলি এটাও বিশ্বাস করে শত্রুকে কখনও চড়াও হওয়ার সুযোগ দিতে নেই।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বাতাস স্থির হয়ে আছে। বৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিটি জানালা পরীক্ষা করল এমিলি, দেখল শাটার নামানো আছে কি-না।

চারপাশে চোখ রাখার জন্য উপরতলায় গিয়েছিল লিলি, ফিরে এসে জানাল, 'কাউকে দেখলাম না, খালা। শহরে যাওয়ার রাস্তা পুরো ফাঁকা।'

'এতক্ষণে তো ফিরে আসার কথা ছেলেটার,' স্বগতোক্তি করল এমিলি, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। 'কী অঘটন ঘটাল কে জানে!' শহরে গিয়ে জন কী করেছে অনুমান করতে কষ্ট হলো না, কারণ ও নিজে হলেও তাই করত। সুযোগ পাওয়া মাত্র নরক নামিয়ে আনত, শত্রুর সংখ্যা নিয়ে পরোয়া করত না। ক্যালকিনদের মধ্যে জন হয়তো সবচেয়ে চতুর নয়, কিন্তু কোণঠাসা অবস্থায় ওর চেয়ে একরোখা লোক আর হয় না। যত বাধাই পড়ুক সামনে, উপড়ে ফেলার চেষ্টা করবে।

মনের পর্দায় শহরের ছবি ফুটিয়ে তুলল এমিলি। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে কি টিকে থাকতে পারবে জন? সম্ভাবনা কম। কারও কাছ থেকে সাহায্য পাবে না। যা করার একাই করতে হবে। শোডাউনের পর যদি বেঁচেও থাকে, দু'একটা গুলি তো খাবেই। না-খাওয়াটাই অসম্ভব ব্যাপার হবে। আহত হলে কী করবে ও?

পাহাড়ের দিকে চলে যাবে। শত্রুদের অন্য দিকে নিয়ে যাবে। আহত কোয়েল যেমন করে, শত্রুকে নিজের বাসা থেকে দূরে রাখে। এটাই বুনো প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তি।

মানুষের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি।

পাহাড়ে চলে যাবে জন, লুকিয়ে থাকার মত একটা জায়গা খুঁজে নেবে। তারপর পরিস্থিতি সুবিধার হলে হয়তো বাড়ি ফিরে আসবে। অবশ্য অনেক কিছুই জনের শারীরিক সুস্থতার উপর নির্ভর করবে।

এটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং গুরুত্বপূর্ণ। এমনও হতে পারে, হয়তো এ-মুহূর্তে আহত হয়ে পাহাড়ে লুকিয়ে আছে জন, অসহায় অবস্থায় সাহায্যের প্রত্যাশা করছে। সত্যি সত্যি তাই ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু জানার উপায় নেই। আবার এও ঠিক যে, এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে লড়েও পুরোপুরি অক্ষত থাকবে, এটাও অসম্ভব; তাই ধরে নেওয়া যায় সাহায্য লাগবে জনের। এমিলির মনও তাই বলছে।

এখনই কি বেরিয়ে পড়া উচিত নয়? কিন্তু জনের ট্রেইল পাবে

কোথায়? উপায় একটাই, শহর থেকে ট্র্যাক করতে হবে। সেটা যে-কারও জন্য দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

কে যাবে? লিলি? উঁহুঁ, এ-ধরনের পাহাড়ী ট্রেইলে দিশে হারিয়ে ফেলবে মেয়েটা। তা ছাড়া, হ্যালেটের ভয়ঙ্কর লোকদের আশপাশে অসহায় কোন মেয়েকে পাঠানোর মানে হয় না।

ফ্রুকটাক? দ্বিধা করল এমিলি। ট্রেইল হয়তো ভালই চেনে সে, শক্ত-সমর্থ, কিন্তু এলাকায় নতুন সে। কাউকে অনুসরণ করা মানে যে শুধু চিহ্ন খুঁজে বের করা তা নয়, বরং বেশিরভাগ সময় যাকে অনুসরণ করবে, তার লক্ষ্য, মানসিকতা বা ধাতও জানতে হয়।

উঁহুঁ, ওর নিজের যাওয়া উচিত। যে-কোন ক্যালকিনের মত ট্র্যাক পড়তে জানে, এলাকাটাও চেনা। ধাওয়া খাওয়া একজন ক্যালকিনের মানসিকতা সম্পর্কে ওর চেয়ে বেশি আর কেউ জানবে না।

সিদ্ধান্ত নিতে পেরে নির্ভার হয়ে গেল এমিলি। জানে সময়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ওকে। র‍্যাঞ্চ থেকে বেরোনোর সময় কেউ দেখে ফেললে বিপদ হবে। একবার পাহাড়ে চলে যেতে পারলে আর সমস্যা হবে না, জনকে ঠিকই খুঁজে বের করতে পারবে।

*

নাস্তার টেবিলে বসে ওদেরকে কথাটা জানাল এমিলি। 'এক বা দুই দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি আমি। মাশ, এখানকার সব দায়িত্ব তোমার। লিলির দিকেও নজর রাখতে হবে।'

'এভাবে যেতে পারো না তুমি, ম্যা'ম,' প্রতিবাদ করল ফ্রুকটাক। 'এই বয়সে অমন রুক্ষ পাহাড়ে চড়া ঠিক হবে না তোমার।'

'পাহাড়গুলো রুক্ষ, কিন্তু এজন্যই তো আমার এত পছন্দ! সান, পাহাড়ে জন্ম আমার, পাহাড়ে বড় হয়েছি। তোমার মা জন্ম নেওয়ার আগে থেকে ট্র্যাপ লাইন এড়াতে শিখেছি। এই পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ইন্ডিয়ানদের নাকানি-চুবানি খাইয়েছি বহুবার। প্রতিটি হাইডআউট বা লুকানোর জায়গা চিনি। তাই আমার স্থির বিশ্বাস জনকে কেবল আমিই খুঁজে বের করতে পারব।

'ধাওয়া খাওয়ার সময় ক্যালকিনরা সাধারণ মানুষের মত ছুটে বেড়ায় না। জন কী করতে পারে এ-সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে আমার। ওর ভার আমার উপর ছেড়ে দাও, তুমি শুধু ধূসর খচ্চরটাকে ধরে পিঠে স্যাডল চাপিয়ে দাও…'

'খচ্চর?'

'হ্যাঁ। ওটায় চড়ে বহু লড়াই করেছি। আরেকবার না-হয় বেরোলাম।'

'তুমি যা বলবে তাই হবে, ম্যা'ম। কিন্তু একটা কথা কি, খচ্চর দ্রুত ছুটতে পারে না।'

'আমিও দ্রুত ছুটতে পারব না। নিশ্চিন্ত থাকো, ওটা আমাকে পাহাড়ে নিয়ে যাবে এবং বহাল তবিয়তে ফিরিয়েও আনবে। এই বয়সে তো এটাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তাই না?'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম, বয়স নয়, কাজ সারাই হচ্ছে আসল ব্যাপার।'

পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে করালে চলে গেল ফ্রুকটাক। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে খচ্চরটাকে দেখল কিছুক্ষণ, সন্দেহ কাটছে না। খচ্চরটাও বিতৃষ্ণার সঙ্গে দেখছে ওকে। 'যাক, আমার কী করার আছে,' শ্রাগ করে বিড়বিড় করল সে। 'সিদ্ধান্ত তো আমি নিইনি।'

কান খাড়া করে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করল খচ্চরটা। দড়ি ছুঁড়ে ওটাকে ধরার চেষ্টা করল ফ্রুকটাক, কিন্তু কীভাবে যেন শেষ মুহূর্তে পিছলে সরে গেল। আবার চেষ্টা চালাল। এবারও ব্যর্থ।

হলো কী? বিরক্তিতে নিজেকে গাল বকল মাশকুস ফ্রুকটাক। জীবনে কত বুনো প্রাণীকে আটকাল, অথচ বদখৎ চেহারার বয়স্কা এই খচ্চরটা ওর ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে দিল!

তবে এটাও ঠিক যে দড়ি এড়ানোর ব্যাপারে ঘোড়ার চেয়ে খচ্চর বেশি দক্ষ।

চতুর্থবারও ব্যর্থ হতে রোখ চেপে গেল ফ্রুকটাকের, দড়ি হাতে করালের ভিতরে ঢুকে পড়ল। সতর্ক নজর রেখেছে বেয়াড়া প্রাণীটার উপর।

পিছনে এসে দাঁড়াল কেউ, এমিলি টিরেলের কণ্ঠ শোনা গেল। 'অত কষ্ট করার দরকার নেই, এমনিতে আসবে। কলি, এদিকে আয় তো!'

ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে মহিলার কাছে চলে গেল খচ্চরটা। ওটাকে গাজর খেতে দিল এমিলি।

লাগাম হাতে এগিয়ে এল ফ্রুকটাক। 'খচ্চরেরও নাম হয় নাকি? কী নামে ডাকলে ওটাকে, ম্যা'ম?'

'কলি···মূল নামের সংক্ষেপ। কলিয়াস। ফ্রাঙ্ক রেখেছিল। ক্লাসিকের ভক্ত ছিল ফ্রাঙ্ক। গ্রীক পুরাণ অনুসারে, স্যামোসের কলিয়াস হচ্ছে প্রথম গ্রীক যে ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিল।'

'আচ্ছা! কেন এত কষ্ট করেছিল সে?'

'যদ্দূর শুনেছি ভূমধ্য সাগরের তীরে ফিনিশিয়ানরা থাকত তখন, বাইবেলে উল্লেখিত ফিলিস্তিনদের বংশধর ছিল এরা। ভূমধ্য সাগরের প্রায় অর্ধেকটা ওদের দখলে ছিল। চারপাশে সমস্ত এলাকায় থাকত ওরা, ওদের প্রতাপে এলাকায় ভিড়তে পারত না কোন জাহাজ।

'কলিয়াস কিন্তু ঠিকই পৌঁছল। ফিনিশিয়ানদের জেরার উত্তরে জানাল যে ঝড়ের কবলে পড়েছিল বলে বাধ্য হয়ে ওখানে জাহাজ নিয়ে গেছে। হারকিউলিসের ফটক পেরিয়ে আটলান্টিকে নামে সে। যাই হোক, ওর কথায় বিশ্বাস করল ফিনিশিয়ানরা, কেউ ক্ষতি করল না। টার্টাসাসে গিয়ে রূপা দিয়ে জাহাজ বোঝাই করল কলিয়াস। ওই এক অভিযানে রীতিমত ধনী বনে গেল সে।

'ফ্রাঙ্ক খুব পছন্দ করত কলিয়াসকে, নিজের সঙ্গে মিল ছিল কি-না। এখানে, এই নির্জন এলাকায় ইন্ডিয়ানদের নাকের ডগায় ওকে বসতি করতে দেখে বহু লোক হেসেছে, তাচ্ছিল্য করেছে। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করেছে ফ্রাঙ্ক। যাই হোক, কলির স্বভাবও প্রায় তেমন, নতুন নতুন তৃণভূমি খুঁজে বের করে ফেলত ও, একা একা ঘুরে বেড়াত। এজন্যই ওটাকে কলিয়াস বলে ডাকত ফ্রাঙ্ক।'

'দারুণ তো!' থোক্ করে ধুলোর উপর থুথু ফেলল ফ্রুকটাস। 'এমন কাজের খচ্চর দেখিনি কোনদিন। নাহ্, ওটাকে সাবাশ দিতেই হয়।'

'কলি আর আমি একত্রে বহু পথ পেরিয়েছি। অনেক পাহাড় ডিঙিয়েছি। হাঁটতে পারে এমন যে-কোন প্রাণীর বিরুদ্ধে লড়তে জানে ও।'

'ওই খচ্চরটা?'

'হ্যাঁ, ওটা। খচ্চর বলো আর যাই বলো, স্বভাবে ওটা হচ্ছে একটা শেয়াল। এমনিতে শান্ত, কিন্তু খোঁচাতে গেলে উল্টো তোমাকে জ্বালিয়ে মারবে।'

স্যাডল তুলে নিল এমিলি টিরেল। ফ্রুকটাক সাহায্য করার আগেই খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে দিল ওটা, তারপর পেটি টাইট করল। বূটে স্পেন্সার রাইফেলটা রেখে ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমি এখন যাও, মাশ, নিজের কাজ করো গে। ভদ্র কোন মহিলার যা করা সাজে না, তাই করব আমি—দু'দিকে পা ছড়িয়ে রাইড করব। তুমি থাকলে অস্বস্তি লাগবে আমার। কাজ ছাড়া বাড়ি থেকে বেরিয়ো না, আর চোখ-কান খোলা রেখো। ওরা আসবেই, বিশেষ করে যদি জনকে মেরে ফেলতে পারে।'

মনে মনে খিস্তি আওড়াল ফ্রুকটাক, থোক্ করে থুথু ফেলল আবার, তারপর হেঁটে বাড়ির দিকে চলে গেল। সিঁড়ির কাছে পৌঁছে ফিরে তাকাল সে, দেখল খচ্চরে চেপে গেটের দিকে এগোচ্ছে এমি টিরেল। দু'দিকে দুই পা ছড়িয়ে বসেছে। স্কার্ট সরে যাওয়ায় গোড়ালির উপর সুঠাম পা-র কিছু অংশ চোখে পড়ছে।

লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিল ফ্রুকটাক। বাড়িতে ঢুকে দেখল কাপে কফি ঢালছে লিলি হলিস্টার।

'এমন নরেল মহিলা আর দেখিনি, বাপু! কী যে আছে ওর মধ্যে! হারিয়ে দিয়েছে আমাকে, একেবারে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে! এখানে বোধহয় আর থাকা হলো না আমার।'

'ও তোমাকে যেতে দিলে তো যাবে,' স্মিত হাসল লিলি। 'এমি টিরেলকে যতটা চিনেছি, তাতে বাজি রেখে বলতে পারি: যা মনে হয় তাই করবে ও। কেউ বাধা দিলেও লাভ হবে না। চেষ্টা করাই বৃথা। পৃথিবী উল্টে গেলেও ওর মত পাল্টাবে না।'

এখন আর যুবতী বা তরুণী নয় এমিলি, বয়স সৌন্দর্য কেড়ে নিলেও অনমনীয় দৃঢ়তা এনে দিয়েছে। ছিপছিপে দেহে যথেষ্ট শক্তি ধরে। বয়স বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি ওর কাছে। কিছু মানুষ আছে যাদের চল্লিশ বছর বয়সে ষাট মনে হয়, আবার কেউ কেউ সারাজীবন ত্রিশ-চল্লিশের কোঠায় থেকে যায়। এদের বয়স যেন বাড়ে না কখনও।

পাহাড়ই এমিলির জায়গা। জীবনের বেশিরভাগ সময় মুক্ত হাওয়ায় কাটিয়েছে। শৈশবে বাপ-ভাইদের শিকারে সাহায্য করত, আর দশ বছর বয়স থেকে নিজেই শিকার করত। সমতলে বা বাড়ির বদ্ধ পরিবেশের তুলনায় বরং পাহাড়ী পারিপার্শ্বিকতায় অভ্যস্ত ও। র‍্যাঞ্চ থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির স্বাদ পেল। অনেকদিন পর! গত কয়েক বছরে এতটা স্বাধীন বা মুক্ত মনে হয়নি নিজেকে।

সিওয়াশের কাছে পৌঁছে দূর থেকে নজর রাখল এমি টিরেল। শহরের আশপাশে উপত্যকা, সচরাচর ট্রেইল···সব স্কাউট করল। একজন ক্যালকিন আহত হয়েছে, ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে গেছে পাহাড়ের দিকে। নিজে একজন ক্যালকিন বলে তাদের স্বভাব সম্পর্কে জানা আছে ওর। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যতটা সম্ভব দূরে সরে যাবে জন ক্যালকিন।

সন্ধ্যার খানিক আগে ট্র্যাক খুঁজে পেল ও। মুশকিল হলো, ট্রেইলে দুটো ঘোড়ার ছাপ, অথচ একটা থাকার কথা। অবাক হয়ে খুঁটিয়ে ছাপগুলো দেখল এমিলি। একটা ঘোড়া অবশ্যই রোয়ান···ওটাই আগে আগে চলছিল। দ্বিতীয়টা অপরিচিত।

চিন্তিত মনে আরও একবার ট্র্যাকগুলো দেখল ও, তারপর চারপাশে দৃষ্টি চালাল। মনে হয় না কেউ অনুসরণ করেছে দুই

রাইডারকে, নজরও রাখেনি। তা কী করে হয়? হ্যালেট বাহিনীর পুরো তল্লাট চষে ফেলার কথা।

কিছুদূর এগোতে আরও ট্র্যাক খুঁজে পেল···অনেক লোকের। সাত বা আটজন রাইডার। দুই রাইডারের ট্র্যাক খুঁজেছে এরা, তবে পায়নি।

এখনই পাহাড়ে যেতে অনিচ্ছুক এমিলি। আরও তথ্য দরকার। জানতে হবে কে আছে জনের সঙ্গে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও, জন এখনও বেঁচে আছে। অন্তত শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় বেঁচে ছিল।

শহরের দিকে এগোল ও। অন্ধকার নেমে এসেছে চরাচরে। আশা করছে সিওয়াশে ঢোকার সময় ওকে দেখতে পাবে না কেউ। কোথায় যেতে হবে, জানা আছে ওর।

*

মার্গারিটা ইবানেজের জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা গেছে। এমনও সময় ছিল যখন ওর জন্য খুনোখুনি করেছে পুরুষরা। তবে দিন যায়, পরিস্থিতি পাল্টায়। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সিওয়াশে এসে ঠাঁই নেয় মার্গারিটা। ওর বাড়িটা শহরের একেবারে শেষে।

আন্দালুসিয়া এবং ভারতীয় রক্ত বইছে ওর শরীরে। ভারত তখন মহার্ঘ ভূমি; স্পেন যখন শুধুই টার্শিশের পশ্চাদ্‌বর্তী অনুন্নত এক জায়গা মাত্র, তখন ভারতীয়রা পাথরের দালান তৈরি করত। স্থাপত্য শিল্পে সেটা এক অনন্য নিদর্শন।

সিওয়াশে অবস্থাপন্ন এক লোকের কাপড় ধোওয়ার কাজ করে মার্গারিটা, কিন্তু কাউকে পাত্তা দেয় না। মেয়ে হিসাবে যে সব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় অন্যদের, সেসবের বালাই নেই ওর। একসময় ওকে নিয়ে সিওয়াশে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। আর এখন? দৃঢ় চরিত্র এবং মনোবলের কারণে ওকে বিরক্ত করা দূরে থাক, রীতিমত ভয় পায় অন্যরা।

এমিলি টিরেল জানে শহরে বা আশপাশে যা কিছু ঘটে, সব খবর থাকে মার্গারিটার কাছে। থাকতে বাধ্য। আর কাউকে না-বলুক,

এমিলিকে বলতে আপত্তি করবে না।

গলি ধরে ধীর গতিতে এগোল খচ্চরটা, করালের গাঢ় ছায়ায় এসে থামল। স্যাডল ছাড়ল না এমিলি। উল্টোদিকে নিজ বাড়ির পোর্চের সিঁড়িতে বসে আছে মার্গারিটা, দৃষ্টি আকাশের দিকে। শান্ত সন্ধ্যা উপভোগ করছে।

'বেশ দেরি করে শহরে এসেছ, মিসেস টিরেল,' মৃদু স্বরে বলল মার্গারিটা।

'শহরে গোলাগুলি হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। চারজন মারা গেছে, আর দু'জন আহত। আমার ধারণা এদের একজন শিগ্‌গিরই মারা যাবে।' নিরুত্তাপ স্বরে বলল সে। 'ওরা সবাই হ্যালেটের লোক।'

'কারা এমন করল?'

'দু'জন ছিল ওরা···একজন জন ক্যালকিন। তবে ব্রায়ান হীথ মারা গেছে অচেনা লোকটার গুলিতে। লম্বা পরিপাটি পোশাক পরা, এদিকে কেউ কখনও দেখেনি ওকে।'

'জন আহত হয়েছে?'

'হ্যাঁ···ওর জখম বেশ খারাপ। সম্ভবত একাধিক গুলি খেয়েছে। অন্য লোকটা ওকে শহর থেকে বের করে নিয়ে গেছে।'

'ওদেরকে খুঁজে বের করতে এসেছি আমি।'

'শুধু কি তুমি খুঁজছ? হ্যালেটও হন্যে হয়ে খুঁজছে। এরই মধ্যে লোকজন লেলিয়ে দিয়েছে সে।'

নীরবে কেটে গেল কয়েক মিনিট, তারপর মার্গারিটা প্রস্তাবের সুরে বলল, 'চা খাবে নাকি এক কাপ? অনেকটা পথ পেরোতে হবে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। চা পেলে চাঙা লাগবে।'

স্যাডল ছাড়ল এমিলি, নিচু স্বরে কথা বলল খচ্চরের সঙ্গে, তারপর মার্গারিটাকে অনুসরণ করে বাড়িতে ঢুকল। ছোট্ট বাড়ি, কিন্তু আবছা অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে বেশ পরিচ্ছন্ন।

'আগুন জ্বালছি না। পানি গরমই আছে।'

'ধন্যবাদ।'

আধো অন্ধকারে মুখোমুখি বসল দু'জন। চায়ের কাপে চুমুক দিল এমিলি।

'তোমার ছেলেরা কোথায়?'

'জানলে তো! স্যামটা যে কোথায় আছে, কেউ বলতে পারে না। আর ব্রায়ান ইউরোপে আছে। যা শুনেছি সুখেই আছে। ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। জানতাম আসবে না, কিন্তু কেন যে চিঠি লিখত না! তারপর আসল খবর পেলাম। ওদের দু'জনকেই জানানো হয়েছে আমি মারা গেছি, সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গেছে। কেউ ছড়িয়েছে খবরটা।'

'এটা ওর কাজ। এমন কাজ ওকেই মানায়।'

'কে, হ্যালেট?'

'নিশ্চয়ই। তোমার দুই ছেলেকে এখান থেকে দূরে রাখার সহজ কৌশল তো এটাই। মা বা সম্পত্তি যদি নাই থাকল, কেন ফিরে আসবে? কীই বা আছে সিওয়াশে? আমাদের মত হাভাতে লোক ছাড়া কেউ থাকতে চাইবে না এখানে।'

ফের নীরব হয়ে গেল ওরা, তারপর এমিলি বলল, 'শুধু টাকার অভাবে যদি...'

কথাটা শেষ করতে দিল না মার্গারিটা। 'নিজের টাকা আমি নিজে রোজগার করি।'

'জানি। বলতে চাইছিলাম কিছু টাকা ধার হিসাবে পেলে যদি অন্য কোথাও চলে যেতে পারো, দিতে আপত্তি নেই আমার।'

'ধন্যবাদ। কিছুদিনের মধ্যে টাকা যোগাড় হয়ে যাবে, তখন এখান থেকে চলে যেতে পারব আমি। কষ্ট যখন এদ্দিন করলামই, শেষ বেলায় এসে ধার করব কেন?' ক্ষণিকের জন্য থামল মার্গারিটা। 'অন্য সবার মত তুমি আমাকে এখান থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করোনি।'

'না, কখনও চেষ্টা করিনি...ফ্রাঙ্কও করেনি,' খানিক ইতস্তত করল

এমিলি। 'আসলে তোমার জন্য পাগল ছিল সবাই। মেয়ে হিসাবে একটু বেশি সুন্দরী। এখানকার মেয়েরা ভাবত ওদের পুরুষগুলোকে কেড়ে নেবে তুমি। এজন্যই তোমাকে তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সবাই।'

'ওদেরকে আমার প্রয়োজন হলে তো কেড়ে নেব,' অন্ধকারে সরাসরি এমিলির দিকে তাকাল মার্গারিটা। 'তুমি ভয় পাওনি?'

'ফ্রাঙ্ককে নিয়ে? না। ওর জন্য একজনই যথেষ্ট ছিল। আমি।'

'সেটা ঠিক, কিন্তু তোমার ছেলেরা?'

'স্যাম? তোমার আর স্যামের কথা বলছ?'

'না।'

'ব্রায়ান? মনে হয় না এসবের মধ্যে ছিল ও।'

'চমৎকার মানুষ। আমি ওকে পছন্দ করতাম। নিপাট ভদ্রলোক এবং ভালমানুষ।'

'ধন্যবাদ।' উঠে দাঁড়াল এমিলি। 'অনেকটা পথ যেতে হবে। যাই এখন।'

'সাবধানে থেকো। মেয়েদের তোয়াক্কা করে না পিট হ্যালেট। ওর কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মানটুকু কখনোই পাবে না। ওর ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোও একেকটা নরকের কীট।'

'লেন্স হর্নারকে চিনি। এও জানি...'

'ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না। পাহাড়ে যাবে না সে।'

দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল এমিলি, ফিরে তাকাল। 'মানে?'

'প্রথম গুলিতে ওকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে জন।'

সতর্ক পায়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে এল এমিলি। থেমে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। প্রতিটি ছায়া, গলি, দালানের কোণ খুঁটিয়ে দেখল। শেষে ছোট্ট আঙিনা পেরিয়ে খচ্চরের দিকে এগোল।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে মার্গারিটা ইবানেজ, এমিলিকে দেখতে না-পেলেও স্যাডলের খসখস শব্দ শুনতে পেল।

'মিসেস টিরেল? আমি নিজের চোখে দেখিনি, তবে যা শুনেছি

তাতে মনে হচ্ছে জনের সঙ্গের লোকটা ব্রায়ান।'

দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকল এমিলি, কথাটা যেন নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাইছে। 'ব্রায়ান?'

'ঠিক সময়ে পৌঁছেছিল ও, নইলে জন খুন হয়ে যেত। লড়াইটা যদি দেখতে, এমন বেপরোয়াভাবে গুলি চালাতে কাউকে দেখিনি আমি! জন জানে লড়াই কী জিনিস। কিন্তু একা এতজনের বিরুদ্ধে কতক্ষণ টেকা যায়? সেলুন থেকে বেরিয়ে গিয়েই পড়ল হ্যালেটের পিস্তলের মুখে। একই সময়ে পিছন থেকে ওকে গুলি করছিল হীথ।'

'তখনই ব্রায়ান এল?'

'হ্যাঁ। হীথকে খুন করার পর হ্যালেটের দিকে মনোযোগ দেয় ও, কিন্তু ততক্ষণে উধাও হয়ে গিয়েছিল খোঁড়াটা।'

'এটাই হ্যালেটের স্বভাব। অবস্থা বেগতিক দেখলে পালাতে দিশে পায় না।'

'তাই বলছিলাম, সাবধানে থেকো। হ্যালেট সুযোগসন্ধানী। ওরা তোমাকে চায়। শুধু তোমাকে। অন্য কাউকে না।'

পাহাড়ের দিকে এগোল এমিলি টিরেল। ব্রায়ান তা হলে ফিরে এসেছে! বিপদের সময় বাড়ি ফিরে এসেছে আদরের সন্তান!

চোদ্দ

বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে চট করে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এমিলি টিরেলের ঈর্ষণীয় দক্ষতা রয়েছে। ব্রায়ানকে নিয়ে ভাবছে ও এখন। আহত একজন লোককে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে

গেছে সে। আশ্রয় ছাড়াও শুশ্রূষা দরকার জনের। সম্ভাব্য জায়গা এম্পটি, যেখানে গেলে দুটোই পাবে ওরা, কিন্তু র‍্যাঞ্চ আর সিওয়াশের মধ্যবর্তী যে-কোন ট্রেইল বা স্থান ওদের জন্য বিপজ্জনক হবে। আপাতত র‍্যাঞ্চের দিকে না-যাওয়াই উচিত।

সেক্ষেত্রে, পাহাড়ের দিকে যাবে ওরা, যত দ্রুত সম্ভব উপযুক্ত একটা আড়াল খুঁজে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবে।

ব্রায়ান অবশ্য র‍্যাঞ্চে যেতে চাইবে, চেষ্টাও করতে পারে। কিন্তু মুশকিল হলো, গোপন ট্রেইলটা চেনে না সে। স্যাম চেনে। জনও চেনে। তবে আহত অবস্থায় পদের হদিশ জানাতে পারবে না সে।

এমিলি আরও একটা ব্যাপারে চিন্তিত। ব্রায়ান কি সামান্যও আহত হয়নি? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে শহরের গোলাগুলিতে কোন ক্ষতিই হয়নি ওর, তবে নিশ্চিত হওয়ারও উপায় নেই। আপাতত।

এই পাহাড়গুলোর নাড়ি-নক্ষত্র চেনা ছিল ফ্রাঙ্কের। বলতে গেলে সাদা মানুষদের মধ্যে ও-ই প্রথম তল্লাট চষে ফেলেছিল। কখনও কখনও সঙ্গে যেত এমিলি। স্বভাবতই, এমন অনেক ট্রেইল ওর চেনা হয়ে গেছে যেখানে ট্রেইলের আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই, কিংবা মোষের দল যে-পথে পাহাড়ী তৃণভূমিতে চলে যায়, সে-সব অজানা ট্রেইলও ওর চেনা।

ব্রায়ানের দশ বছর বয়সের ঘটনা। ছেলেকে নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছিল এমিলি। দেখিয়েছিল গোপন এক ট্রেইল। পাহাড়ী খাঁজে বজ্রপাতে মরা পাইনসারির ফাঁক দিয়ে চলে গেছে ট্রেইলটা, রীজের পাশ কাটিয়ে উপত্যকায় নেমে এসেছে। এতদিন পরও গোপন ওই ট্রেইলের কথা মনে আছে ব্রায়ানের? থাকার কথা, কারণ সেদিনই প্রথম দশ বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছিল এমিলি।

তবে খচ্চরটার কোন সমস্যা হচ্ছে না। আগেও কয়েকবার যাওয়া-আসা করেছে। পাইন বনে ঢোকার পরপরই নিজ থেকে এগোচ্ছে ওটা, জানে কোথায় যেতে হবে।

আশপাশের পরিবেশ বেশ বদলে গেছে। এটাই স্বাভাবিক।

ট্রেইলের প্রবেশমুখে ঝোপ ঘন হয়েছে, বয়স বেড়ে যাওয়ায় জীর্ণ দশা পেয়েছে পাইনগুলো; কিন্তু ট্রেইল রয়েছে। দ্রুত এগিয়ে চলল এমিলি। বনের গভীরে ঢুকে স্যাডল ছেড়ে নামল ও, দেয়াশলাই জ্বেলে ট্রেইল দেখল। আগু-পিছু দুটো ঘোড়ার ট্র্যাক রয়েছে। প্রথমটাই লীড করছিল।

স্যাডলে উঠল এমিলি। ইচ্ছেমত এগোতে দিল কলিকে। অন্ধকার নেমে এসেছে বনে, অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগোনো কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে খচ্চরটাই ভরসা, নিশ্চিন্তে ওটার উপর নির্ভর করছে এমিলি। জানে কলি ঠিকই নিয়ে যাবে ওকে, ভুল করবে না।

ক্যানিয়নের সঙ্কীর্ণ রিম ধরে এগোতে হলো, পাশে গভীর খাদ। সামান্য বেচাল হলে খাদে গিয়ে পড়বে। তাড়াহুড়ো করছে না এমিলি, খচ্চরটাও নিজের কাজে মনোযোগী।

অনেকটা যাওয়ার পর থামল ও। বুঝতে পারছে জনদের ট্র্যাক না-দেখে আর এগোতে পারব না। চেনা একটা জায়গায় থেমেছে, আগেও এখানে ক্যাম্প করেছে। আশ্রয়, জ্বালানি সবই আছে; তা ছাড়া ক্যানিয়নের সমস্ত শব্দ এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। তাই কেউ এলে আগে থেকে টের পেয়ে যাবে। স্যাডল ত্যাগ করে খচ্চরের পিঠ থেকে গিয়ার নামাল, তারপর পিকেট করল ওটাকে, শেষে কম্বল দিয়ে ওটার পিঠ মুড়ে দিল। শেষে বড়সড় একটা গাছের মোটা গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসল এমিলি।

ওর নিজেরও বিশ্রাম দরকার। বয়স বেড়েছে, এখন চাইলেও যখন-তখন ঘুমাতে পারে না, এমনকী ক্লান্তি থাকলেও ঘুমাতে দেরি হয়। অথচ একসময় কত সহজে ঘুমিয়ে পড়ত!

গাছপালার ফাঁকে আকাশে হাজারো তারা চোখে পড়ছে। অনেকক্ষণ ধরে তারা দেখল এমিলি, ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল দেহের সব মাংসপেশি। কিন্তু ঘুম এল না।

ব্রায়ানের কথা ভাবল ও। কোথায় থেমেছে ওরা? আদৌ কি ওদের খুঁজে পাবে? এদিকের এলাকা যতই অচেনা হোক, ট্র্যাক

ঢাকতে বা চিহ্ন পড়তে জানে ব্রায়ান। আহত একজন মানুষকে নিয়ে পালাচ্ছে, এক্ষেত্রে ট্র্যাক লুকানোর গুরুত্ব নিশ্চয়ই বোঝে সে। আশার কথা, জন বা নিজের ছেলের মানসিকতা সম্পর্কে জানা থাকায় ওদের অনুসরণ করা অন্যদের তুলনায় অনেক সহজ হবে ওর জন্য।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেও জানে না এমিলি। জেগে উঠে দেখল একটা বীজ নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে একটা চিপমাঙ্ক। কী সুন্দর সকাল! সকালের সোনালি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে আনাচে-কানাচে, গাছের ফাঁক দিয়ে মাটিতে নেমে এসেছে। নিশ্চল বসে থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখল ও। বাতাস আর্দ্র। ঘাসের ভেজা ডগা দেখে বুঝল রাতে হালকা বৃষ্টি হয়েছে, অথচ টেরই পায়নি ও। এমন গভীর ঘুম ইদানীং হয় না বললে চলে। সামান্য শব্দে জেগে উঠে।

ধীরে ধীরে উঠে বসল ও। খচ্চরটাকে নিয়ে গেল ছোট্ট ঝর্নার কাছে। মূল ঝর্না থেকে বিচ্ছিন্ন একটা প্রবাহ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে এখানে, ছোট্ট পুকুরের মত পানি জমা হয়েছে অগভীর গর্তে। কফিপটে পানি ভরল এমিলি। ক্যাম্পে ফিরে এসে আগুন জ্বালাল, কফি গিলে স্যাডলে চাপল। কান পেতে ক্যানিয়নের শব্দ শুনল। কিছু শুনতে পেল না, তবে শুনতে পাওয়ার আশা করছে ও। পিট হ্যালেটের লোকেরা যদি জন বা ব্রায়ানের খোঁজে বেরিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই সকাল থেকে আবার তল্লাশি শুরু করবে এবং এদিকেও আসবে। তবে এত সকালে বেরোবে না লোকগুলো, এখন বোধহয় নাস্তা আর কফির পর্বের ফাঁকে আগের দিনের কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করছে।

খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে এমিলি, নিয়মিত ট্রেইল জরিপ করছে। সন্দেহ নেই জনকে নিয়ে এদিক দিয়ে গেছে ব্রায়ান। বৃষ্টির কারণে খুরের ছাপ প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তবুও এমিলির অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ছে। বুটের ছাপ, দুমড়ানো ঘাস, ছেঁড়া পাতা, ভাঙা ডাল, কিংবা জুতার কিনারার চাপে চটকে যাওয়া মাটি। ধীরে ধীরে এগিয়েছে জনরা, লুকিয়ে থাকার মত জায়গার সন্ধান করেছে ব্রায়ান।

ভয়াবহ বিপদে আছে দু'জন। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। হ্যালেট বাহিনীর আগেই ওদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। এমিলির জন্য এটা বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। লক্ষ্য, পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া একজন মানুষকে খুঁজে বের করা। পরাজয় মানে সেই একজনের মৃত্যু।

জীবনের তোয়াক্কা না-করে ওর জন্য খেটেছে ছেলেটা, শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সবই এমিলির জন্য। এম.টির সঙ্গে না-জড়ালে এই বিপদ হত না জনের। শুধু দায় নয়, দায়িত্বও অনুভব করছে এমিলি। একজন ক্যালকিনকে এভাবে মরতে দেওয়া যাবে না।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর ঝুলন্ত উপত্যকায় পৌঁছল এমিলি। সূর্য তখন মাঝ-আকাশে। গাছগাছালির শেষ প্রান্তে, যেখানে পাহাড় থেকে খসে পড়া পাথর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, ওখানে জনদের অস্থায়ী ক্যাম্প চোখে পড়ল। ঘোড়াটা যেখানে ঘাস খেয়েছে বা নুয়ে পড়া ঘাস–মানে কেউ শুয়েছে–দেখতে পেল এমিলি।

ট্র্যাক দেখে বোঝা গেল একজন চলে গেছে কোথাও। নিশ্চয়ই ব্রায়ান। জনের কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সম্ভবত এম্পটির উদ্দেশে গেছে। কিন্তু এখান থেকে র‍্যাঞ্চে যাওয়া খুবই কঠিন, ট্রেইলের প্রতিটি বাঁক চেনা না-থাকলে পৌঁছানো এক কথায় অসম্ভব।

কিন্তু জন কোথায়?

শারীরিক অবস্থা ভাল নয় ওর। পিছনে ধাওয়া করছে এক পাল হিংস্র নেকড়ে। চেহারা যদিও মানুষের। স্বভাবতই, লুকিয়ে থাকাই ওর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। কোন পাহাড়ী গুহা, খাঁজ, ফাটল সম্ভাব্য জায়গা হতে পারে। পানি লাগবে জনের। রোয়ানটাকে লুকিয়ে রাখার মত জায়গাও লাগবে। ভাবছে আর চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাচ্ছে এমিলি। স্মৃতিও কাজ করে চলেছে একইসঙ্গে। কোথায় কোথায় থাকতে পারে তেমন জায়গা? একের পর এক খুঁজে চলল। ফলাফল শূন্য।

যেন হাওয়ায় মিশে গেছে জন ক্যালকিন।

স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নিরুপায় হয়ে ব্রায়ানকে অনুসরণ করেনি তো? এটা একটা সম্ভাবনা বটে। তবে, মন সায় জানাচ্ছে না এমিলির। কয়েকবার গুলি খাওয়া লোক ঘোড়ার পিঠে সাত মাইল পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি নেবে না, বিশেষ করে পথ যেহেতু বন্ধুর এবং বিপদসঙ্কুল। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, পাহাড়ে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে সে।

বাস্তবে যাই ঘটে থাকুক, এখন ওর কাজ একটাই। হ্যালেটের ক্রুদের জন্য ধাঁধা তৈরি করতে হবে। উল্টা-পাল্টা ট্র্যাক তৈরি করতে হবে, যাতে পরে হ্যালেটের ক্রু বা অন্য কেউ এলে ধাঁধায় পড়ে যায়। বুঝতে পারবে না আসলে কোথায় লুকিয়েছে জন।

এমিলি নিজেও বুঝতে পারছে না। উপত্যকার তিন দিকে খাড়া দেয়াল, কোনভাবে ডিঙানো বা পেরোনো সম্ভব নয়; জনের বর্তমান অবস্থায় তো নয়ই। বাকি থাকে খোলা মুখটা। ঘোড়ায় চড়ে বা হেঁটে, দু'ভাবে নেমে যাওয়া যাবে।

খচ্চরের পিঠে চেপে উপত্যকার খোলা মুখের দিকে এগোল এমিলি, ক্ষীণ ট্রেইল ধরে ক্যানিয়নে নেমে এল।

ট্রেইলের দু'পাশে অ্যাসপেনের সারি। সরু গুঁড়ি থামের মত আকৃতি তৈরি করেছে। তাপমাত্রার তারতম্য কিংবা জোরাল বাতাসের কারণে খাটো আকৃতি পেয়েছে গাছগুলো, সমতলের অ্যাসপেনের মত দীর্ঘ নয়। গাছ ছাড়াও পুরো জায়গায় ছড়িয়ে আছে মরা গাছের গুঁড়ি, ডালপালা, অতীতের ভূমিধস বা তুষারপাতের কারণে ক্ষয়ে যাওয়া মাটির অনুচ্চ ঢিবি।

বেশ খানিকটা চলে এসেছে, এ-সময় অনেক ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল।

রাশ টেনে খচ্চরটাকে থামাল এমিলি, কান খাড়া করল। একটু নীচের দিকে রয়েছে রাইডাররা, ঝুলন্ত উপত্যকা ওদের গন্তব্য।

খানিক পর দৃষ্টিসীমায় এল ওরা। আটজন। চেহারাই ওদের স্বভাব-চরিত্রের সাক্ষ্য বহন করছে। হিংস্র, বেপরোয়া এবং নিষ্ঠুর

মানুষ। সবার সামনে রয়েছে টিম কার্টিস। কখনও কাউপাঞ্চার, কখনও আউটল; কিন্তু একশোভাগ ঝামেলাবাজ। এমিলির কাছ থেকে আনুমানিক দেড়শো গজ দূরে আছে ওরা, সরাসরি, কিন্তু ট্রেইল ধরে আসতে গেলে দূরত্বটা বেড়ে আধ-মাইলে গিয়ে দাঁড়াবে।

এমিলিকে দেখতে পায়নি কেউ। গাছের আড়ালে রয়েছে ও। ঘন হয়ে জন্মানো গাছের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলবে না কারও, বিশেষ করে নীচ থেকে।

রাইফেল তুলে গুলি করল এমিলি, কার্টিসের ঘোড়ার সামনে ধুলো চটকাল বুলেট। বেশিরভাগ ঘোড়া ব্রঙ্ক, অর্থাৎ আধ-বুনো, অন্তত তাই ধরে নিয়েছে এমিলি। রাইফেলের গর্জন আর পাহাড় কাঁপিয়ে তোলা প্রতিধ্বনি ওগুলোকে অস্থির করে তুলতে যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হলো।

লাফিয়ে উঠল কার্টিসের ঘোড়া, পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সহজাত প্রবৃত্তি বশে পাশ ফিরেছে ওটা, পিছন থেকে আসা ঘোড়াগুলোর জন্য চমৎকার বাধা তৈরি করে ফেলল। এতগুলো ঘোড়া আর লোকের জন্য ট্রেইলটা খুব সঙ্কীর্ণ মনে হলো হঠাৎ, হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে সবার মধ্যে, হৈচৈ চেঁচামেচি আর ঘোড়ার তীক্ষ্ণ চিঁহি রবে এলাহি কাণ্ড ঘটে গেল। একজন পাশে সরে গিয়েছিল, ট্রেইল থেকে ছিটকে পড়ল ঘোড়াটা, আরোহী সহ ঢাল বরাবর গড়িয়ে পড়তে থাকল।

চট করে পিস্তল বের করে এমিলির অবস্থানের দিকে গুলি করল দু'জন। কিন্তু স্রেফ আন্দাজের উপর গুলি করেছে ওরা, তাই গুলিগুলো এমিলির ধারে-কাছে দিয়েও গেল না। বরং পিস্তলের গর্জনে আরও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ঘোড়াগুলো, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বেড়ে গেল রাইডারদের মধ্যে। ঘোড়া সামলাতে বেগ পেতে হচ্ছে তাদের, সমানে গালাগাল করছে।

নিশ্চিন্ত মনে ট্রেইল ধরে নামতে শুরু করল এমিলি। জানে সামলে নিয়ে ঝুলন্ত উপত্যকায় উঠতে অনেক সময় লেগে যাবে

ওদের, ওর ট্রেইল ধরা তো আরও পরের ব্যাপার···

খুবই সঙ্কীর্ণ ট্রেইল। বড়জোর চার কি পাঁচ ফুট চওড়া। কেউ রাইফেল হাতে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বিশ-ত্রিশজন লোককে, কারণ সামান্য এদিক-ওদিক হলে ঢাল থেকে কয়েকশো ফুট নীচে পড়ে যেতে হবে।

প্রায় চক্রাকার পথে এগোচ্ছে ও, ঢালের উপর দিয়ে এভাবেই চলে গেছে ট্রেইল। প্রায় সিকি মাইল এসেছে, এ-সময় উপত্যকা ছাড়ার পর প্রথম চিহ্নটা খুঁজে পেল এমিলি। অ্যাসপেন গুঁড়ির পাশে একটা বুটের দাগ!

কান পেতে শব্দ শুনল এমিলি, বুঝতে চাইছে নীচের লোকগুলো কতটা পথ এল, কিন্তু একটা জলপ্রপাতের গর্জনের ক্ষীণ আওয়াজ ছাড়া কিছু শুনতে পেল না।

জায়গাটা পছন্দ হচ্ছে না ওর। যে-জায়গায় বাইরের শব্দ শোনা যায় না, সেখানে ভাল লাগে না ওর। শত্রুরা কতটা এল জানা দরকার, জানতে হলে শুনতে হবে, যেহেতু দেখার উপায় নেই।

কান খাড়া করল ও, শ্রবণেন্দ্রিয়কে যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিল।

একটু এগোতে জলপ্রপাতটা চোখে পড়ল। প্রায় আট ফুট চওড়া পানির পাতলা স্তর নেমে আসছে পাহাড় থেকে, তবে নীচের দিকে ভয়ঙ্কর চেহারা পেয়েছে। পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়েছে পানি, তারপর তীব্র স্রোতে রূপ পেয়ে ছুটে গেছে নীচের জমিনের দিকে। নামার পথে কয়েক জায়গায় বাধা পেয়েছে, এবং আরও খরস্রোতা হয়ে উঠেছে।

প্রপাতের উপর ঝুঁকে পড়েছে কয়েকটা গাছ, গোড়ার কাছে পাথরের স্তূপ, স্রোতে ভেসে আসা আবর্জনা, গাছের ডালপালা বা মূল মিলে গোলকধাঁধা তৈরি করেছে। ওপাশে কী আছে, এদিক থেকে চোখে পড়ে না।

চিন্তিত মনে পরিস্থিতি বিবেচনা করল এমিলি টিরেল। পিছনে হিংস্র কয়েকজন মানুষ ছুটে আসছে, একটু পর এখানে পৌঁছে যাবে।

আর নীচে রয়েছে ওর প্রিয় সন্তান, ব্রায়ান, যাকে বহু বছর হলো দেখেনি; বাড়ির পথ ধরেছে, পৌঁছতে পারবে কি-না, তাতেও অনিশ্চয়তা। লিলি বা ফ্রুকটাক ওকে চেনে না। হয়তো দূর থেকে দেখে গুলি করে বসবে।

একটা কাজই করার আছে এখন। পাহাড় থেকে নেমে র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে হবে। জন যদি এদিকে কোথাও লুকিয়ে থাকে, ধরে নেওয়া যায় ওকে খুঁজে পাবে না হ্যালেট বাহিনী, কারণ পিছনে তাদের নিয়ে যাবে এমিলি। জনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা যায় তা হলে।

খানিক ইতস্তত করল ও, কিন্তু লাগামে টান দিচ্ছে খচ্চরটা, পাহাড় থেকে নেমে যেতে অধীর হয়ে পড়েছে।

লাগাম ঢিলে করল এমিলি।

এমিলি জানে না এ-মুহূর্তে সত্তর গজ দূর থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে জন ক্যালকিন। চিৎকার করে ডাকল সে। অস্ফুট শব্দ হলো, কিন্তু জলপ্রপাতের গর্জনের নীচে চাপা পড়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর শরীরটা নিয়ে, অসহায় দৃষ্টি মেলে এমিলি টিরেলকে চলে যেতে দেখল।

পনেরো

জলপ্রপাতের পানি নীচে পড়ে তীব্র শক্তিতে বেগবান হয়। ফলে কাছাকাছি অবস্থিত কোন বাধাই জলস্রোতকে থামাতে পারে না। গতিপথে এমনকী ছোটখাট পাহাড় থাকলেও চলমান স্রোতের ধাক্কায়

ভেঙে পড়ে। কখনও কখনও পুরোপুরি না-ভেঙে খানিকটা অংশ ক্ষয়ে যায়। জনের আশ্রয়স্থল এমনই একটা গুহা।

জলপ্রপাতের পানির ধাক্কায় পাহাড়ের গায়ে গুহাটির সৃষ্টি। এমিলি গুহার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও কিছু দেখতে পায়নি। পড়ন্ত পানি পর্দা হয়ে বাধা দিয়েছে। অথচ জন স্পষ্ট দেখেছে এমিকে। আহত পশুর মত পড়ে ছিল ও, দুর্বল এবং অসহায়, শরীরে সামান্য শক্তিও নেই; গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, কিন্তু বিদঘুটে চাপা একটা শব্দ বেরোল। শুনতে পায়নি এমিলি।

মহিলা যে ওর খোঁজে এসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই জনের। ওর যা শারীরিক অবস্থা, এমিলি ওকে খুঁজে পেলে কৃতার্থ হত। চলে গিয়েও বারবার পিছন ফিরে তাকাল এমিলি, ব্যাপারটা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল জনের। এখান থেকে জীবিত বেরিয়ে যেতে পারবে ও?

কিছুক্ষণ আগেও ঘুমিয়ে ছিল জন, ঘুম ভেঙেছে আচমকা। অস্বাভাবিক কোন শব্দে। সম্ভবত গুলির শব্দে, যদিও জলপ্রপাতের গর্জনে রাইফেলের আওয়াজও চাপা পড়ে যেতে পারে। জনের মনে হয়েছে কেউ অনুসরণ করছে এমিলিকে, মহিলার মধ্যে সন্ত্রস্ততা দেখতে পেয়েছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ট্র্যাক মুছে ফেলতে পুরোপুরি সফল হয়েছে ও। অর্থাৎ কাজটা ভালই জানা আছে ওর। খুব বেশি ভাল। এতটা ও নিজেও চায়নি। অন্তত এখন, যখন অন্যের সাহায্য খুব দরকার ছিল। নইলে ধীরে ধীরে অসহায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। মনে-প্রাণে প্রার্থনা করেছে এমিলি যেন ওকে খুঁজে পায়। অসুস্থতা এমন এক পর্যায়ে চলে গেছে যে শিগ্‌গিরই শুশ্রূষা না-করলে মারাও যেতে পারে।

হয়তো তাই ঘটবে। কেউ ওকে খুঁজে পাবে না, জানবেও না কতটা অসহায় অবস্থায় মারা গেছে। তবে এমন দুর্ভাগা জন শুধু একাই নয়, পশ্চিমে বহু মানুষ এ-ধরনের করুণ ও অসহায় মৃত্যুর

শিকার হয়েছে। কতজনই তো প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরোয়, ফিরেও আসে, কিন্তু একদিন হয়তো আর কখনোই ফেরে না···এখানে প্রকৃতিও মানুষের শত্রু; ইন্ডিয়ানদের নৃশংসতা বা বন্দুকের গুলি ছাড়াও মানুষের মৃত্যু হয়।

ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে পারে কেউ, এবং পরে ক্ষুৎ-পিপাসায় মৃত্যু হতে পারে, কিংবা খরস্রোতা নদী পেরোনোর সময় ভেসে যেতে পারে, ক্লিফ থেকে পড়ে যেতে পারে, স্কাঙ্ক বা র‍্যাটলারের কামড় খেতে পারে, কিংবা কাঠ কাটতে গিয়ে কোপটা বেখেয়ালে নিজের পায়ে বসিয়ে দিতে পারে। পশ্চিমে লোকজন এখনও কম, মাইলের পর মাইল গেলেও হয়তো একটা বসতি চোখে পড়ে না। এখানে মানুষ নিঃসঙ্গ, একাকী ঘুরে বেড়ায়, একা কাজ করে। দুর্ঘটনা মানে নিঃসঙ্গ ওই মানুষটার মৃত্যু।

নিজের পা বা আঙুল কেটে ফেলেছে, এমন কয়েকটা ঘটনা জানে জন। ডাক্তার দূরে থাক, প্রয়োজনীয় ঔষধও এখানে নেই; স্বভাবতই যার চিকিৎসা তার নিজের করতে হয়। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, অর্থাৎ গাছের রস, পাতা, মূলই ভরসা।

শুধু জনেরটাই নয়, প্রপাতের আশপাশে আরও কয়েকটা গুহা রয়েছে। ওর আগেও অন্যরা ব্যবহার করেছে। হয়তো বিপদে পড়ে এসেছিল। বেশ কয়েকটা ধেড়ে ইঁদুর ছিল, ওদের বিদায় করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। লাদি দেখে বুঝেছে একটা ভালুকও ছিল কিছুদিন।

কীভাবে এখানে এসেছে, জন নিজেও ঠিক জানে না। ঘোরের মধ্যে ছিল ও। বড়বড় গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে রাস্তা। ভাঙা ডালপালা, ঝরা পাতা, আবর্জনা, এমনি সব জঞ্জালের ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছিল। ঘোড়াটা প্রথমে এগোতে চায়নি, তবে কিছুক্ষণ এগোনোর পর আপত্তি করেনি। গুহায় ঢোকার আগে রোয়ানের পিঠ থেকে স্যাডল খুলেছে জন, স্যাডল টেনে ভিতরে ঢোকাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এক কোণে রেখে পাথুরে মাটির উপর শরীর এলিয়ে দেয় ও।

এক ফাঁকে পানি খেয়েছে।

সন্ধ্যার সময় টের পেল জ্বরে ভুগছে। প্রচণ্ড জ্বর। মুখ শুকিয়ে কাঠ। এ-সময় জ্বর মানে দুঃসংবাদ। উপযুক্ত শুশ্রূষা না-পেলে সত্যি কপালে খারাবি আছে ওর।

এমিলি চলে যাওয়ার পরও ট্রেইলের দিকে তাকিয়ে থাকল জন। কিছু করার নেই বলে তাকিয়ে থাকা। মিনিট কয়েক পর দেখতে পেল দলটাকে। খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে আটজন লোক। কেবল একজনই জলপ্রপাতের দিকে তাকাল, কিন্তু তেমন আমল দিল না।

একটু পর চলে গেল লোকগুলো। ক্রল করে গুহার ভিতরের দিকে সরে এল জন, ক্যান্টিন থেকে এক চুমুক পানি খেয়ে কম্বলে শরীর মুড়ে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

রাতে ঘুম ভাঙল ওর। জলপ্রপাতের গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ঠায় পড়ে থেকে কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল জন। মুখ শুকিয়ে কাঠ। তৃষ্ণায় প্রাণ ছটফট করছে। কিন্তু শরীর অসাড়। উঠে বসারও ক্ষমতা নেই। পানির কাছে যাওয়া তো পরের ব্যাপার।

হয়তো এভাবেই পড়ে থাকত, মৃত্যুকে মেনে নিত; কিন্তু ঘোড়াটার চিন্তা শক্তি যোগাল ওকে। ওটাকে মুক্ত করে দেওয়া উচিত। গত কয়েক ঘণ্টা স্রেফ পানির উপর টিকে আছে ওটা, অন্য কিছু খাওয়ার সুযোগ পায়নি। জনের কিছু হয়ে গেলে হয়তো বাঁধাই থাকবে, এখন যেমন আছে। কয়েকদিন পর মারা যাবে। নিরুপায় মৃত্যু। ব্যাপারটা ঘটতে দেওয়া যায় না।

কর্তব্যবোধ সক্রিয় করল ওকে। একদিকের দেয়ালে হাতের ভর রেখে, অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল হাঁটুর উপর, তারপর ক্রল করে এগোল পানির দিকে। আয়েশ মিটিয়ে পানি পান করল প্রথমে, শেষে ক্রল করে ঘোড়ার কাছে চলে এল। একটু হলেও সুস্থির লাগছে। স্টিরাপ ধরে খাড়া হলো জন, রোয়ানের লাগাম খুলে দিল। পমেলের সঙ্গে ফস্কা গেরো দিয়ে বেঁধে রাখল লাগামটা। 'যা, বাড়ি চলে যা,'

মৃদু স্বরে রোয়ানকে নির্দেশ দিল ও। 'পারবি তো?'

এটা কথার কথা। জন জানে যে-কোন ঘোড়াই মুক্ত অবস্থায় চেনা জায়গায় ফিরে যেতে সক্ষম। এ-মুহূর্তে এটাই ওর মাথায় এসেছে। আর কিছু ভাবছে না।

ঘোড়াটা নড়ল না। বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনের দিকে, যেন ওর কথা বুঝতে পারেনি। বাধ্য হয়ে ওটাকে ট্রেইলের মুখে নিয়ে এল জন, পাছায় চাপড় মারল। কিন্তু তারপরও দ্বিধা করল রোয়ানটা, আবার চাপড় মারল জন। প্রভুর ইচ্ছা পূরণ করার জন্যই যেন রওনা দিল ওটা। শেষ মুহূর্তে ওটার পিঠ থেকে স্যাডলব্যাগের বাঁধন খুলে দিল জন, ওর পায়ের কাছে পড়ল ব্যাগ দুটো।

ঘোড়াটা চলে যাওয়ার পর ক্রল করে বিছানার কাছে এল ও, শরীর এলিয়ে পড়ে থাকল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেও জানে না। ভোরের ধূসর আলো ফুটতে চোখ মেলে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে উঠল না জন। বুঝতে পারছে এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। এখনও যেহেতু মরেনি, একটা কিছু করা উচিত। আগে খুঁটিনাটি ভাবতে হবে, প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হবে হিসাব করে, যাতে বাড়তি শ্রম নষ্ট না-হয়, যেহেতু ওর শক্তি একেবারে সীমিত এখন। প্রথমে আগুন জ্বালাতে হবে। পানি গরম করে ক্ষতের শুশ্রূষা শেষে কফি তৈরি করতে হবে। স্যাডলব্যাগে খুব বেশি কফির গুঁড়ো নেই, তবে যা আছে তাতে চলে যাবে।

জলপ্রপাতের পিছনে শুকনো কাঠের অভাব নেই। মুশকিল হলো নিয়ে আসা। ইঁদুরের বাসা কাজে লাগানো যেতে পারে। তাই করল ও। চট করে আগুন ধরে গেল। ধরানোর পর স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জন, শুধু দেখতেই ভাল লাগছে!

স্যাডলব্যাগ থেকে কফিপট আর কাপ বের করে পানি চড়াল ও। একটু পর কফি তৈরি হতে কাপে ঢেলে চুমুক দিল। সতর্ক যাতে ঠোঁট পুড়ে না-যায়। গাঢ়, কালো কফি। সত্যি চাঙা বোধ করছে। উপলব্ধি করল শরীরে কিছুটা হলেও শক্তি পাচ্ছে। দুই কাপ কফি খাওয়ার পর

আবার পানি চড়াল, ক্ষত পরিষ্কার করবে।

দীর্ঘ সুঠামদেহী মানুষ ও। অন্যদের তুলনায় বেশি সহিষ্ণু। রক্তপাত যা হয়েছে, সময়ে পুষিয়ে নেওয়া যাবে। চিন্তার বিষয় একটাই—ক্ষতে সংক্রমণ হয়েছে কি-না। একে একে সবক'টা পরীক্ষা করল জন। নেই। যাক, এখনও অত মারাত্মক অবস্থা হয়নি।

ক্ষত ভালমত ধুয়ে ব্যান্ডানা ছিঁড়ে তিন টুকরো করল, তারপর ব্যান্ডেজ বেঁধে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। ঘুম নেমে এল চোখে।

অন্তত এবার কিছুটা কম দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুমানোর সুযোগ হলো ওর।

জেগে উঠে আগের চেয়ে ভাল বোধ হলো। তবে এমিলি টিরেলের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। হয়তো হ্যালেট বাহিনীর তোপের মুখে পড়েছে মহিলা। না জানি কোথায় আছে এখন, নিরাপদে র‍্যাঞ্চে ফিরতে পেরেছে কি-না!

আরও একটা ব্যাপার, রোয়ানটা বাথানে ফিরে গেলে হয়তো ওকে মৃত ধরে নেবে সবাই। ঝুলন্ত উপত্যকায় ওকে রেখে গিয়েছিল ব্রায়ান, কিন্তু পরে সেখানে এসে জনকে খুঁজে পায়নি এমিলি। দুয়ে দুয়ে চার মেলাবে ওরা। মন না-চাইলেও জনের মৃত্যু মেনে নেবে।

পিস্তল আর উইনচেস্টার পরখ করল ও। প্রস্তুত থাকা দরকার। কখন কোন্ বিপদ এসে উপস্থিত হয়, কে জানে! হয়তো কাছে-পিঠে ওঁৎ পেতে আছে কেউ। সারা জীবন ধরে দেখেছে, বিপদ ওর খুব পুরানো বন্ধু। যেখানে যাক বা থাকুক, বিপদ থেকে দূরে থাকতে পারে না।

*

গুহায় ঠাণ্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া। দমবন্ধ করা পরিবেশ। হাঁপিয়ে উঠেছে জন। হিসাব অনুযায়ী দু'দিন দু'রাত কেটে গেছে এখানে। আসলে হয়তো আরও বেশি। অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে কেটে যাচ্ছে।

একটু আগে ঘুম ভেঙেছে। এখন দিন না রাত, বুঝতে পারছে না

জন। গুহার ভিতরটা প্রায় সারাক্ষণ অন্ধকার থাকে।

মুখ শুকিয়ে গেছে, খুব ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। জ্বর আছে এখনও। গতরাতের চেয়ে বেশ ভাল বোধ হলেও খুবই দুর্বল লাগছে, এমনকী আগুন জ্বালানোর শক্তিও নেই দেহে। আধো-অন্ধকার গুহার ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকল ও, আনমনে ভাবছে আদৌ এখান থেকে জীবিত বেরিয়ে যেতে পারবে কি-না। অন্তত এখন আর ততটা আত্মবিশ্বাসী নয় জন।

জলপ্রপাতের গর্জন ছাড়া কোন শব্দ শুনতে পেল না। ফের ঢুলতে শুরু করল ও। জেগে উঠে টের পেল সারা দেহ জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড জ্বর। তাপমাত্রা এতটা এর আগে উঠেনি। শরীরের ভিতরে প্রতিটি কলকব্জা যেন শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল ও, আগুন জ্বালাল। যথেষ্ট কয়লা তৈরি হতে কফির পানি বসাল।

কফি নয়, আসলে ওর দরকার খাবার। চিকিৎসা না-পেলেও খুব একটা কিছু আসে-যায় না। ওটা দ্বিতীয় চাহিদা। তিন তিনটা বুলেট শরীরে ঢুকলেও মারাত্মক হতে পারে এমন কোন জায়গায় আঘাত পায়নি। প্রচুর রক্তক্ষরণ অসুস্থ করে তুলেছে ওকে। প্রথম প্রথম প্রচণ্ড ব্যথা ছিল শরীরে, এখন আর ততটা নেই। এখন শুধু অবসন্নতা। ক্লান্তি। শক্তিহীনতা। পেট পুরে খেতে পারলে খুব দ্রুত সেটা চলে যেত।

তবে কফি খাওয়ার পর খানিকটা হলেও চাঙা বোধ করল জন। পেটে গরম কিছু পড়েছে, অনুভূতিটা ওর জন্য উৎসাহব্যঞ্জক।

এতদিনে বোধহয় প্রায় সবাই ওকে মৃত বলে ধরে নিয়েছে। জনের অনুমান দু'দিন দু'রাত রয়েছে এখানে, বেশিও হতে পারে। সময় যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। সূর্যের আলো এবং নির্মল বাতাস দরকার, দরকার কিছু খাবার। খাবার না-হলে আর চলছে না। ঘোড়া ছাড়া হয়তো বেশি দূর যেতে পারবে না, কিন্তু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই। মরতেই যদি হয়, তা

হলে খোলা জায়গায় গিয়ে মরবে। আর কিছু না-হোক, প্রাণ ভরে পাইন সুবাসিত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারবে কিছুক্ষণ!

অবসন্ন, দুর্বল দেহে সময় লাগলেও বেডরোল গুছিয়ে নিল জন, তারপর ক্রল করে গুহামুখের দিকে এগোল। পিছনে টেনে নিয়ে আসছে নিজস্ব জিনিসপত্র।

খোলা জায়গায় আসা মাত্র প্রায় সবকিছু ওলট-পালট মনে হলো ওর। সকাল এখন, অথচ ভেবেছিল বিকাল বা সন্ধ্যা। কখন থেকে সময়জ্ঞান হারিয়েছে? কতটা সময় পিছিয়ে আছে ও? এক দিন, নাকি দুই দিন? অবশ্য চুপসে যাওয়া পাকস্থলীর আহাজারি শুনে মনে হচ্ছে অন্তত এক সপ্তাহ।

ট্রেইল জরিপ করে কিছু দেখতে পেল না জন। গুহায় আশ্রয় নেওয়ার পর বৃষ্টি হয়েছে। তবে এটা বিস্ময়কর কিছু নয়, কারণ এত উঁচুতে প্রতি বিকালে বৃষ্টি নিত্যদিনের ব্যাপার। ট্রেইলে কোন চিহ্ন পড়ে থাকলেও বৃষ্টিতে ধুয়ে-মুছে গেছে। মূল ট্রেইলে এসেও তাই দেখতে পেল জন–এমিলি টিরেল বা হ্যালেট বাহিনীর কোন চিহ্ন নেই।

শুকনো লম্বা একটা ডাল পেয়ে ক্রাচ হিসাবে ব্যবহার করল ও। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে। তবে একটা ব্যাপারে স্বস্তিবোধ করছে। এখন আর জখমের মুখ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাড়া নেই ওর। লাগুক না সময়। এগোতে পারলেই হলো। কোন্ দিকে যাচ্ছে, তা নিয়েও ভাবছে না, পাহাড় থেকে নামতে পারলেই হলো, যেখানে খাবার পাওয়া যাবে।

বারবার থেমে বিশ্রাম নিল ও। এক ঘণ্টায় প্রায় আধ-মাইল এগোতে সক্ষম হয়েছে। বাম দিকে কিছু দূরে নদী, ডানে পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্না নদীতে পড়েছে। থেমে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল ও, অনেকক্ষণ পড়ে থাকল শ্রান্ত শরীরে। একটু পর পানি পান করে আবার রওনা দিল।

দীর্ঘ পথ। ঘোড়ার পিঠে বসা কারও ক্ষেত্রে অবশ্য কথাটা

প্রযোজ্য নয়। সেটা আধ-বেলার রাস্তা। স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে গেলেও একদিনের বেশি লাগার কথা নয়। কিন্তু, দুটোর কোনটায় পড়ে না জন। খুবই ধীর গতিতে এগোতে হচ্ছে। কয়েক কদম এগিয়ে থামছে, হাঁপিয়ে গেলে দীর্ঘ সময় বিশ্রাম নিচ্ছে। দশ মিনিট হাঁটলে পাঁচ মিনিট বিরতি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, ইচ্ছেটা ধরে রাখা। ভেঙে না-পড়া। প্রতি মুহূর্তে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ওকে যেতে হবে। যেতে হবে পাহাড়ী ট্রেইল ধরে। পৌঁছতে হবে এম.টিতে। যত সময়ই লাগুক, পৌঁছতে হবে।

একবার অনেক দূরে একটা হরিণ দেখেছে। দু'বার রাজহাঁস উড়ে গেছে মাথার উপর দিয়ে। অবশ্য রাজহাঁস না-ও হতে পারে, ওরকম কোন পাখি। বিস্তর মার্মট দেখেছে। পাথর থাকা মানে ওগুলোর উপস্থিতি।

অনেকটা চলার পর থেমে গেল জন। আর পারছে না। শরীরে কুলাচ্ছে না। গাছগাছালির মাঝে এক চিলতে খোলা জায়গায় ঢুকে পড়ল। সূর্যের আলো পাওয়া যাবে এখানে। বেশ কিছুক্ষণ রোদে শুয়ে থাকল ও, বিশ্রাম নেওয়া হয়ে যেতে আবার যাত্রা করল। এবার ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে না। সময় লাগছে, তবে জন চিন্তিত নয়। এ-অবস্থায় শত্রুর সামনে পড়তে চায় না। একটু একটু করে পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলল এম.টি র‍্যাঞ্চের পিছনে উঁচু পার্বত্য এলাকার দিকে।

ট্রেইলের অধিকাংশ পাহাড়ের উপর। কখনও ক্যানিয়নের পাশ ঘেঁষে, কখনও নদীর তীর ধরে এগোতে হচ্ছে। এ-মুহূর্তে ক্যানিয়ন ঘেঁষা মোটামুটি প্রশস্ত ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে জন। ছোট ছোট পাথরে হোঁচট খাওয়ার ভয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। ক্রাচের মত ডালটা রয়েছে হাতে, প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। শুধু ডান পায়ে ভর রাখতে পারছে না।

ক্যানিয়নের খাড়া অংশ ধরে ক্রমে নীচের দিকে নেমে এসেছে বলে সবচেয়ে সহজ রাস্তায় আসতে পেরেছে জন। একটু পরপর

বিশ্রাম নিতে হলেও সন্তুষ্ট ও। একপাশে উঁচু পাহাড় থাকায় উপর থেকে কেউ দেখতে পাবে না ওকে। নীচে কারও না-থাকারই কথা। হ্যালেট বাহিনী নিশ্চয়ই এখন এম.টিকে নিয়ে ব্যস্ত। জনের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলার কথা। সম্ভবত প্রায় সবাই ধরে নিয়েছে, জন ক্যালকিন নামের লোকটা গত হয়ে গেছে।

ট্রেইল সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে, খেয়াল করল জন, দু'দিকে পাহাড়ী ঢাল পরস্পরের দিকে চেপে এসেছে। দিক বদলে নীচের দিকে নামা শুরু করল ও, উদ্দেশ্য নদীর তীর। একটু পর উপলব্ধি করল নদীর দিকে নেমে এসে ভালই করেছে, কারণ একেবারে খাড়া হয়ে গেছে ট্রেইলের দু'পাশ, ঝর্না থেমে নেমে আসা পানির স্রোত জায়গায় জায়গায় ফাটল বা ধারাল কিনারা তৈরি করেছে পাথরের বুকে। নদীর তলার দিকে উপচে পড়া পানি, দুই তীর ছুঁইছুঁই করছে; তবে একপাশে নুড়িপাথর বিছানো উঁচু একটা পথ রয়েছে, পেরোতে তাই সমস্যা হলো না। দু'এক জায়গায় গোড়ালি পর্যন্ত ভেজাতে হলো শুধু।

নদীর স্রোতে কাঠ, ডালপালা এবং নানান আবর্জনা ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ হাঁটায় ক্লান্ত লাগছে জনের, কিন্তু বসার বা বিশ্রাম নেওয়ার মত জায়গা নেই কাছে। হঠাৎ পাহাড়ী দেয়ালের মাঝে একটা ফাটল চোখে পড়ল। শুরুতে কয়েকটা গাছ আর ঝোপ রয়েছে, তবে আরও পিছনে সবুজ ঘাস চোখে পড়ছে। কোন উপত্যকা।

ঝোপ পেরিয়ে সামনে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি দেখতে পেল জন। পাহাড়ী ঢল নামায় মাটি জলাভূমির মত ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আছে। শুকনো জায়গা পেতে অনেকটা হাঁটতে হলো। একটু সামনে ছোট গর্ত, তলায় ঘন ঘাস জন্মেছে, বীবরের তৈরি এসব গর্তে পানি থাকে সবসময়। পাশে অ্যাসপেন ঝাড়। অ্যাসপেনের কাছাকাছি পানির গর্ত তৈরি করে বীবর।

অ্যাসপেন ঝাড়ের কাছে এসে একটা গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে পড়ল জন। ক্লান্ত, পর্যুদস্ত ও নিরুদ্যম মনে হচ্ছে নিজেকে।

দেহের ডান পাশ ক্রমাগত ব্যথা করছে। জীবনে এত দুর্বল বোধ করেনি। জুতসই একটা জায়গা খুঁজে ক্যাম্প করা দরকার, কিন্তু চারপাশ খুঁজে দেখারও শক্তি নেই শরীরে। স্রেফ বসে থেকে দিনের আলো ফুরিয়ে যেতে দেখল জন। পাহাড়ের উপর পুঞ্জীভূত মেঘে শেষ বিকালের আলো পড়েছে।

সকালে রওনা দিয়েছিল ও। সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রায়। নির্দিষ্ট ওই পাহাড়ে চড়তে হলে আরও মাইল তিনেক পথ পেরোতে হবে। ডুবন্ত সূর্যের দিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন, আজ আর সম্ভব নয়। কাল সকালে আবার শুরু করবে কষ্টকর যাত্রা।

পাশে পড়ে থাকা মৃত অ্যাসপেনের পাতলা বাকল টেনে ছাড়িয়ে নিল জন, ধীরে ধীরে। কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, ডালটা ছড়ির মত ব্যবহার করে ডালপালা সংগ্রহ করল, তারপর আগুন জ্বালাল।

রাইফেল একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে কচি ডাল আর পাতা কাটতে শুরু করল জন, বিছানা তৈরি করবে। সিক্সগান দুটোর ওজন ভারী লাগছে, বিশেষ করে ডানদিকেরটা। গানবেল্ট আর হোলস্টার খুলে ঝোপের শাখায় ঝুলিয়ে রেখে ডাল কাটা শুরু করল। মিনিট কয়েকের মধ্যে বিছানা তৈরি করে ফেলল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আগুনের কাছে চলে এল জন, হাঁটু গেড়ে বসে কিছু কাঠ যোগ করল। আগুন প্রায় নিভে গিয়েছিল। হাঁপাচ্ছে ও, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। মাথা ভারী ভারী ঠেকছে, লাগাতার দপদপে ব্যথা তো আছেই। উঠে দাঁড়াচ্ছে, এ-সময় পিছনে ক্ষীণ পদশব্দ শুনতে পেল জন। ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, তখনই মাথায় আঘাত করল কেউ।

পড়ন্ত অবস্থায় সিক্সশূটারের দিকে হাত বাড়াল ও, কিন্তু পেল না। সম্ভবত সরিয়ে নিয়ে গেছে কেউ। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা উপেক্ষা করল, ঝাপসা দৃষ্টিসীমায় কয়েকটা ঘোড়ার পা দেখতে পেল। উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল জন।

'মারো ওকে,' পিট হ্যালেটের কণ্ঠ। 'মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলো। হারামীর বাচ্চা বহুত ভুগিয়েছে আমাদের!'

আবার আঘাত এল। এবার হাত-পা ছড়িয়ে ঘাসের উপর পড়ল জন। ওকে উঠতে দিল না শত্রুরা, একের পর এক আঘাত করতে থাকল। একজন নয়, কয়েকজন মিলে মারছে। একসময় সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেল জনের, শুধু মারের তীব্রতা টের পাচ্ছে, টের পাচ্ছে লোকগুলোর বুনো নিষ্ঠুরতা। প্রথম আঘাতটাই চূড়ান্ত ছিল, একেবারে আচমকা এসেছে, জনের পক্ষে পাল্টা কিছু করা সম্ভব হয়নি।

পাঁজরের পাশে লাথি মারল কেউ। ডান উরুতে এসে পড়ল আরও একটা। ভেজা ভেজা অনুভূতি থেকে জন বুঝল ক্ষতের মুখ খুলে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে গেছে। মরিয়া হয়ে হাতড়াল জন, কিন্তু হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার মত কিছু পেল না। একটু পর সমস্ত যন্ত্রণা আর কষ্টের অবসান হলো। জ্ঞান হারাল ও।

প্রবল বৃষ্টি ওর চেতনা ফেরাল। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, বড়বড় ফোঁটা ওর বিক্ষত দেহে যেন হুল ফোটাচ্ছে, প্রতিটি ফোঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুচের খোঁচা অনুভব করছে জন। যত ব্যথাই হোক, নড়ল না। আসলে নড়ার শক্তি নেই। স্রেফ নিশ্চল পড়ে থাকল, তুমুল বৃষ্টি বিপর্যস্ত দেহ ভিজিয়ে দিচ্ছে। কখন আবার জ্ঞান হারাল, নিজেও বলতে পারবে না।

জ্ঞান ফিরে পেল অস্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে। কোথায় আছে ও? ইতোমধ্যে কি মরে গেছে? নরকে আছে? এবার নিশ্চয়ই নিশ্চিত হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে হ্যালেট–শেষপর্যন্ত খুন করতে পেরেছে জনকে। হয়তো সত্যি মারা গেছে ও। এখন তা হলে নরকে আছে?

কাকভেজা হয়ে আছে, সারা শরীর কর্দমাক্ত। তবে রাত নয় এখন। চারপাশে পরিষ্কার দিনের আলো, এখনও সূর্য ওঠেনি। নিকট অতীতের কয়েকটা ঘটনা মনে পড়ল। প্রথমে বেদম মার দিয়েও ক্ষান্ত হয়নি ওরা, যাওয়ার আগে গুলিও করেছে। প্রায় অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল জন। কিন্তু অবচেতন মনে স্মৃতিটা জমা রয়ে গেছে–পিস্তলের গর্জন আর পরপরই দেহে তীব্র ব্যথার কথা মনে আছে। অন্তত

তিনটা গুলির শব্দ শুনেছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এসব ওর মনে থাকা।

যদি তিনটা গুলিই করে থাকে, তা হলে কীভাবে এখনও বেঁচে আছে ও? ঘটনাটাই বা কীভাবে জানল? বুলেটের ব্যথা টের পেল কী করে? সত্যি টের পেয়েছে। উপলব্ধি করেছে ব্যথা, অসহায়ত্ব এবং তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার দুঃসহ যন্ত্রণা।

মুশকিল হচ্ছে, যত ভাবছে ততই খেপে যাচ্ছে জন। এমনকী এ-অবস্থায়ও। ও মারা গেলে বহু লোক খুশি হবে, কিন্তু তাদের খুশি করার ইচ্ছে নেই জনের। চোখ মেলে ভেজা গাছের গুঁড়ি আর সিক্ত সতেজ গাছের পাতায় দৃষ্টি চালাল।

যেভাবে হোক, বেঁচে আছে ও। এরমধ্যে কোন ভুল নেই। ভুলটা হয়তো হ্যালেট বাহিনী করেছে। নিজের বিপর্যস্ত, করুণ অবস্থা বুঝতে পারছে জন। যে লোক বোঝে, সে লড়তেও পারে। অসহায়ভাবে পড়ে থেকে মরার ইচ্ছে বা স্পৃহা নেই ওর, বরং ভিতরে যতটা প্রাণপ্রবাহ রয়েছে, পুরোটা ব্যবহার করার ইচ্ছে। পিট হ্যালেট নিজেই এসেছে। একা আসেনি, সঙ্গে এক দল লোক নিয়ে এসেছে।

এবার পাল্টা মার দেওয়ার পালা। আর মার খাবে না, বরং পাল্টা মার দেবে জন। খোদ পালের গোদাটাকে ধরবে। নীচের উপত্যকায় এম.টি র‍্যাঞ্চের পরিস্থিতি জানা নেই ওর, এ-মুহূর্তে পরোয়াও করছে না, আহত পশুর মত বেঁচে থাকার তীব্র স্পৃহা তৈরি হয়েছে ওর মধ্যে। আগে নিজে বাঁচবে, তারপর পাল্টা মার দেবে। শত্রুকে বিনাশ করে তবে থামবে।

মরিয়া চেষ্টায় বুকের নীচে দু'হাত আনতে সক্ষম হলো জন, শরীর টেনে তুলল। কাজটা যে কত কঠিন, সেটা শুধু ও-ই জানে। টের পেল শরীরের ডান পাশ প্রায় নাড়তেই পারছে না, তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে গড়িয়ে চিৎ হলো, তারপর বাম পাশে ভর দিয়ে নিজেকে ঠেলে উপরে তুলল। এক হাঁটুতে ভর দিয়ে সিধে হতে সক্ষম হলো।

ডান পাঁজরে লেপ্টে আছে শার্ট। ওখানে আগেই গুলি খেয়েছিল, এরপর লাথি মেরেছে হ্যালেটের ক্রুরা। নতুন করে রক্তক্ষরণ হয়েছে। বেশ, না-হয় আরও কিছুটা রক্ত হারিয়েছে। এর আগেও হারিয়েছে, বিস্তর। ক্ষয়ে যাওয়া শরীরে আরও একটু ক্ষয় হলো! কিন্তু পাল্টা যখন মারবে জন, ওদের জন্য সেটা ভয়ঙ্কর হবে, দাঁতে দাঁত চেপে ভাবল ও।

একটা অ্যাসপেনের গুঁড়ি ধরে উঠে দাঁড়াল জন। ততক্ষণে দিনের আলো পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। দাঁড়াতে সক্ষম হওয়ায় নিজের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে জানার সুযোগ হলো ওর। ভয়াবহ। বুকের কাছে শুকিয়ে যাওয়া রক্তে শক্ত হয়ে গেছে শার্ট, দেহের পাশেও একই অবস্থা। বাম কোমরের কাছে বুলেটের নতুন জখম, সামনে থেকে ঢুকে চামড়ায় আঁচড় কেটে চলে গেছে। কাঁধে আঁচড় কেটেছে আরেকটা বুলেট।

সারা শরীরে মারের কালশিটে দাগ। সমানে লাথি আর ঘুসি চালিয়েছে ওরা। চাঁদির কয়েক জায়গায় কেটে গেছে, পাঁচ-ছয়টা সুপারি তৈরি হয়েছে। সবই হ্যালেট বাহিনীর উপহার। ওদের দুর্ভাগ্য সেরা উপহারটা—জনের মৃত্যু—দিতে পারেনি।

জীবনে এমন বেধড়ক পিটুনি খেয়েছে কি-না মনে পড়ল না ওর। আপাদমস্তক। শরীর তো বটেই, এমনকী মনের উপর দিয়েও ঝড় বয়ে গেছে। সত্যি পর্যুদস্ত বোধ করছে ও।

অস্ত্রশস্ত্র খুঁজলেও সফল হয়নি ওরা। কারণ রাইফেলটা ভেজা ঘাসের উপর পড়ে আছে, পিস্তল দুটোও রয়ে গেছে আগের জায়গায়।

মাথার ভিতরে যেন ড্রাম পেটাচ্ছে কেউ, তীব্র যন্ত্রণা বোধ করছে জন। চুপসে গেছে পাকস্থলী, খাবারের জন্য হাহাকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওটা। শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি, কিন্তু বুনো ক্রোধ অনুভব করছে জন। আক্রোশ বোধ করছে। এমন তপ্ত রোষ কখনও অনুভব করেনি কারও প্রতি।

চারপাশে দৃষ্টি চালাল ও। এক জায়গায় ভাঙা কয়েকটা ডাল

দেখতে পেল, সবক'টাই পরিপক্ব এবং রোদের আঁচে পরিণত। প্রমাণ সাইজের একটা তুলে নিয়ে ওটার এক প্রান্তে আড়াআড়ি ছোট ডাল বাঁধল। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল ক্রাচ। আহত পা-কে বিশ্রাম দেওয়া যাবে এবার। হোলস্টার কোমরে জড়িয়ে সুস্থ হাতে রাইফেল তুলে নিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে যাত্রা করল জন। হ্যালেট বাহিনীর রেখে যাওয়া ট্রেইল অনুসরণ করছে।

স্পষ্ট ট্র্যাক পড়ে আছে। এম্পটিতে গেছে ওরা। ট্র্যাক দেখে বোঝা যাচ্ছে এবার চূড়ান্ত আক্রমণ করবে। কাজ শেষ করে ফেলবে। ভেবেছে জন যখন নেই, তখন আর দেরি কীসের? কিন্তু পুরোপুরি নয়। বেঁচে আছে যখন, নরক পর্যন্ত ওদের তাড়া করবে জন।

পরনের কাপড় ছেঁড়া, রক্ত আর কাদায় একাকার। কদাকার হয়ে গেছে চেহারা। গালের দাড়ির জঙ্গলে কাদা আর রক্ত প্রলেপ মেখে দিয়েছে। ভূত বা সঙের মত হয়েছে চেহারা। এখন বোধহয় পিট হ্যালেটও ওকে দেখলে ভড়কে যাবে। চুল উষ্কখুষ্ক। হ্যাটটা যে কোথায় বা কখন পড়ে গেছে, জানে না। শার্ট ছিঁড়ে ফালাফালা।

কেউ সৌন্দর্যের জন্য পুরস্কার দিচ্ছে না ওকে! আনমনে হাসল জন। বাইরের চেহারা যাই হোক, ভিতরে ভিতরে ফুঁসছে ও, শত্রুর রক্ত ঝরতে না-দেখলে শান্তি হবে না।

চলার পথে ঢালু উৎরাই পেরোনোর সময় থেমেছে হ্যালেট বাহিনী, ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটেছে। ওসব জায়গায় বসে পড়ে ছেঁচড়ে নামছে জন, শক্তি জমিয়ে রাখছে, সময়ও বেঁচে যাচ্ছে।

দুপুর নাগাদ ট্র্যাকগুলো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। জন অনুমান করল কাছাকাছি চলে এসেছে। সূর্য ওঠা পর্যন্ত এক জায়গায় যাত্রা-বিরতি করেছিল হ্যালেট বাহিনী, পর্যাপ্ত আলো না-থাকায় ট্রেইল চোখে পড়ছিল না, অগত্যা অন্ধের মত না-এগিয়ে বিশ্রাম নিতে মনস্থ করেছিল ওরা। প্রতিপক্ষ থামায় ব্যবধান কিছুটা কমিয়ে আনতে পেরেছে জন।

বিকাল নাগাদ র‍্যাঞ্চের পিছনের পাহাড়ে পৌঁছে গেল ও। আশা

করেছিল গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাবে, কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। ব্যাপারটা উদ্বিগ্ন করে তুলল ওকে। জন চায় না কোন অবস্থাতে খুন হোক এমিলি টিরেল, কিন্তু হ্যালেট্ বাহিনীর উদ্দেশ্য তাই। খুনের সাক্ষী রাখতে নেই, তাই ফ্রুকটাক বা লিলিকেও খুন করে ফেলবে। নিরাপদ ভেবে লিলিকে এখানে নিয়ে এসেছিল ও, অথচ এখন···

দায়টা সম্পূর্ণ ওর। কোনভাবে এড়াতে পারবে না। লিলির ভাগ্যে যদি খারাপ কিছু ঘটে থাকে, নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না জন।

সাধারণ দুটো ডাল দিয়ে তৈরি, বগলে জুত হয়ে বসার মত কুশন জাতীয় কিছু নেই, স্বভাবতই ব্যবহার করতে করতে বগল ছড়ে গেছে ওর। রীতিমত ব্যথা করছে। কিন্তু উপায় নেই।

র‍্যাঞ্চের একেবারে কাছে পৌঁছে গেল জন। পাহাড়ের ঢাল থেকে জরিপ করল পুরো লে-আউট। উঁহুঁ, কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কোন সাড়া নেই। কেন? হ্যালেট কি এম.টি দখল করে নিয়েছে? করালের দিকে দৃষ্টি চালাল, খুঁটিয়ে দেখল সবক'টা ঘোড়া। উঁহুঁ, হ্যালেট বাহিনীর ঘোড়া নেই। তা হলে ব্যাপারটা কী?

স্বস্তির বিষয়, রোয়ানটা রয়েছে। ঠিকমত বাড়ি ফিরতে পেরেছে ওটা। ব্রায়ানের ঘোড়াটাও আছে। তারমানে সেও বহাল তবিয়তে আসতে পেরেছে···অন্তত ওর ঘোড়াটা সক্ষম হয়েছে।

র‍্যাঞ্চের ঠিক পিছনের পাহাড়ে রয়েছে জন, পাথরের আড়াল থেকে র‍্যাঞ্চ হাউসের এক অংশ দেখতে পাচ্ছে। ন্যাড়া রীজের সর্বত্র জুড়ে রয়েছে অসংখ্য চোখা, ধারাল কিনারার পাথর। ইতস্তত বেড়ে ওঠা কিছু পাইন আর ঝোপও আছে অবশ্য, তবে সংখ্যায় নিতান্ত কম। পুরো রীজে কম করে হলেও লুকিয়ে থাকার মত হাজারটা জায়গা রয়েছে, জন যেখানে আছে র‍্যাঞ্চ বা করাল থেকে ওকে দেখতে পাবে না কেউ···অন্তত তাই আশা করছে ও।

আঙিনায় বিকালের কোমল রোদ গড়াচ্ছে। বনে গাছের ছায়া ঘন হচ্ছে। করালে রয়েছে সবক'টা ঘোড়া। অবাঞ্ছিত কোন ঘোড়া নেই সেখানে।

ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে জনের কাছে। তাৎপর্য বুঝতে পারছে না। আসলে কী ঘটেছে?

এতক্ষণে এখানে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল হ্যালেটদের, অরক্ষিত র‍্যাঞ্চে হামলা করার কথা। এ-মুহূর্তে তুমুল লড়াই চলা উচিত ছিল···যদি না ইতোমধ্যে এম.টির দখল নিয়ে থাকে খোঁড়া শয়তানটা। সেক্ষেত্রে তাদের দু'একটা ঘোড়া করালে বা বাড়ির আশপাশে থাকা উচিত।

বিকাল গড়িয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ-সময়ে র‍্যাঞ্চে কিছু কাজকর্ম থাকে, পুরুষরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে সেরে ফেলে ওসব। অথচ কোন তৎপরতা নেই এম.টিতে, যেন ভূতুড়ে বাড়ি! জীবনের কোন চিহ্ন নেই! ওই বাড়িতে চারজন মানুষের থাকার কথা, সেক্ষেত্রে ভিতরে তাদের কারও না কারও তৎপরতা চোখে পড়তে বাধ্য। অথচ নেই!

তারপর অস্বাভাবিক ব্যাপারটা ধরা পড়ল জনের চোখে। পিছন দরজার সিঁড়িতে গাঢ় কী যেন পড়ে আছে। ছায়া নয়, কারণ ওখানে ছায়া পড়বে না, বরং সরাসরি সূর্যের আলো পড়ছে। জন যতক্ষণ ধরে নজর রাখছে, পানি হলে এতক্ষণে বাতাসে উবে যেত। পানীয়, কিন্তু বাতাসে উবে যায় না কেবল একটা জিনিস। রক্ত।

গাঢ় দাগটা নিশ্চয়ই শুকিয়ে যাওয়া রক্তের।

মাথায় দপদপে ব্যথা উপেক্ষা করে চোখ কুঁচকে তাকাল জন। দেহের ডান পাশ আড়ষ্ট ওর, সারা শরীরে কালশিটে ব্যথা। পাথর এবং বোল্ডারের ফাঁক গলে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল, মাঝে মধ্যে পিছনে আর উপরে দৃষ্টি চালাচ্ছে। হাতের রাইফেল যে-কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। সাবধানের মার নেই।

এখনও র‍্যাঞ্চ হাউসে বা ধারে-কাছে কোন সাড়া দেখতে পায়নি।

চারজনই কি খুন হয়ে গেছে? এমনকী মেয়েরাও? ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হচ্ছে। এমনও হতে পারে হয়তো বাড়ির ভিতর লুকিয়ে আছে হ্যালেট বাহিনী, এমি এবং লিলিকে বন্দি করেছে। চিন্তাটা

করেছিল গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাবে, কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। ব্যাপারটা উদ্বিগ্ন করে তুলল ওকে। জন চায় না কোন অবস্থাতে খুন হোক এমিলি টিরেল, কিন্তু হ্যালেট বাহিনীর উদ্দেশ্য তাই। খুনের সাক্ষী রাখতে নেই, তাই ফ্রুকটাক বা লিলিকেও খুন করে ফেলবে। নিরাপদ ভেবে লিলিকে এখানে নিয়ে এসেছিল ও, অথচ এখন···

দায়টা সম্পূর্ণ ওর। কোনভাবে এড়াতে পারবে না। লিলির ভাগ্যে যদি খারাপ কিছু ঘটে থাকে, নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না জন।

সাধারণ দুটো ডাল দিয়ে তৈরি, বগলে জুত হয়ে বসার মত কুশন জাতীয় কিছু নেই, স্বভাবতই ব্যবহার করতে করতে বগল ছড়ে গেছে ওর। রীতিমত ব্যথা করছে। কিন্তু উপায় নেই।

র‍্যাঞ্চের একেবারে কাছে পৌঁছে গেল জন। পাহাড়ের ঢাল থেকে জরিপ করল পুরো লে-আউট। উঁহুঁ, কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কোন সাড়া নেই। কেন? হ্যালেট কি এম.টি দখল করে নিয়েছে? করালের দিকে দৃষ্টি চালাল, খুঁটিয়ে দেখল সবক'টা ঘোড়া। উঁহুঁ, হ্যালেট বাহিনীর ঘোড়া নেই। তা হলে ব্যাপারটা কী?

স্বস্তির বিষয়, রোয়ানটা রয়েছে। ঠিকমত বাড়ি ফিরতে পেরেছে ওটা। ব্রায়ানের ঘোড়াটাও আছে। তারমানে সেও বহাল তবিয়তে আসতে পেরেছে···অন্তত ওর ঘোড়াটা সক্ষম হয়েছে।

র‍্যাঞ্চের ঠিক পিছনের পাহাড়ে রয়েছে জন, পাথরের আড়াল থেকে র‍্যাঞ্চ হাউসের এক অংশ দেখতে পাচ্ছে। ন্যাড়া রীজের সর্বত্র জুড়ে রয়েছে অসংখ্য চোখা, ধারাল কিনারার পাথর। ইতস্তত বেড়ে ওঠা কিছু পাইন আর ঝোপও আছে অবশ্য, তবে সংখ্যায় নিতান্ত কম। পুরো রীজে কম করে হলেও লুকিয়ে থাকার মত হাজারটা জায়গা রয়েছে, জন যেখানে আছে র‍্যাঞ্চ বা করাল থেকে ওকে দেখতে পাবে না কেউ···অন্তত তাই আশা করছে ও।

আঙিনায় বিকালের কোমল রোদ গড়াচ্ছে। বনে গাছের ছায়া ঘন হচ্ছে। করালে রয়েছে সবক'টা ঘোড়া। অবাঞ্ছিত কোন ঘোড়া নেই সেখানে।

ব্যাপারটা ধাঁধার মত লাগছে জনের কাছে। তাৎপর্য বুঝতে পারছে না। আসলে কী ঘটেছে?

এতক্ষণে এখানে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল হ্যালেটদের, অরক্ষিত র‍্যাঞ্চে হামলা করার কথা। এ-মুহূর্তে তুমুল লড়াই চলা উচিত ছিল···যদি না ইতোমধ্যে এম.টির দখল নিয়ে থাকে খোঁড়া শয়তানটা। সেক্ষেত্রে তাদের দু'একটা ঘোড়া করালে বা বাড়ির আশপাশে থাকা উচিত।

বিকাল গড়িয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ-সময়ে র‍্যাঞ্চে কিছু কাজকর্ম থাকে, পুরুষরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে সেরে ফেলে ওসব। অথচ কোন তৎপরতা নেই এম.টিতে, যেন ভূতুড়ে বাড়ি! জীবনের কোন চিহ্ন নেই। ওই বাড়িতে চারজন মানুষের থাকার কথা, সেক্ষেত্রে ভিতরে তাদের কারও না কারও তৎপরতা চোখে পড়তে বাধ্য। অথচ নেই!

তারপর অস্বাভাবিক ব্যাপারটা ধরা পড়ল জনের চোখে। পিছন দরজার সিঁড়িতে গাঢ় কী যেন পড়ে আছে। ছায়া নয়, কারণ ওখানে ছায়া পড়বে না, বরং সরাসরি সূর্যের আলো পড়ছে। জন যতক্ষণ ধরে নজর রাখছে, পানি হলে এতক্ষণে বাতাসে উবে যেত। পানীয়, কিন্তু বাতাসে উবে যায় না কেবল একটা জিনিস। রক্ত।

গাঢ় দাগটা নিশ্চয়ই শুকিয়ে যাওয়া রক্তের।

মাথায় দপদপে ব্যথা উপেক্ষা করে চোখ কুঁচকে তাকাল জন। দেহের ডান পাশ আড়ষ্ট ওর, সারা শরীরে কালশিটে ব্যথা। পাথর এবং বোল্ডারের ফাঁক গলে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল, মাঝে মধ্যে পিছনে আর উপরে দৃষ্টি চালাচ্ছে। হাতের রাইফেল যে-কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। সাবধানের মার নেই।

এখনও র‍্যাঞ্চ হাউসে বা ধারে-কাছে কোন সাড়া দেখতে পায়নি।

চারজনই কি খুন হয়ে গেছে? এমনকী মেয়েরাও? ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হচ্ছে। এমনও হতে পারে হয়তো বাড়ির ভিতর লুকিয়ে আছে হ্যালেট বাহিনী, এমি এবং লিলিকে বন্দি করেছে। চিন্তাটা

অস্থির করে তুলল জনকে, দ্রুত পা চালাল। উদ্বেগ আর ভাল লাগছে না। র‍্যাঞ্চের লোকজনকে বন্দি করে অপেক্ষা করছে কারও জন্য? কার জন্য? জন? উঁহুঁ, মনে হয় না, কারণ ওরা জনের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এখানে এসেছে। ওর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না-হলে ফেলে চলে আসত না।

তা হলে কার অপেক্ষায় আছে শত্রুরা?

নাকি ওর অনুমান পুরোপুরি ভুল? পরিস্থিতি যা নয়, তাই আঁচ করছে?

অস্থির বোধ করছে জন। র‍্যাঞ্চ হাউসে হয়তো তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কেউ, কিংবা এতক্ষণে মারাও পড়েছে, অথচ সে বা তারা আশায় ছিল ত্রাণকর্তা হয়ে ওদের উদ্ধার করবে জন।

অন্যের নির্ভরতার মত বড় বোঝা আর নেই।

ষোলো

কালো রঙের অ্যাপালুসা ঘোড়াটা এক কথায় অপূর্ব। ডান কোমরে আঁকাবাঁকা সাদা ছোপ রয়েছে। দারুণ তেজী ও উদ্যমী ঘোড়া। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসার পরও ক্লান্ত হয়নি। লাগামে টান পড়ায় থামল বটে, কিন্তু ওটার মাথার ঝাঁকুনিতে কেশর যেভাবে দুলে উঠল, তাতে বোঝা যায় ছোটার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সওয়ার থামতে বাধ্য করায় নাখোশ হয়েছে।

পিঠ টানটান করে স্যাডলে বসেছে আরোহী, হাতে আলগা ভাবে

ধরা লাগাম। রোদপোড়া চামড়ার সুদর্শন যুবক। ছয় ফুট লম্বা মেদহীন শরীর। স্যাডলে বসার ভঙ্গিতে গা-ছাড়া ভাব থাকলেও চোখ দুটো সর্বক্ষণ সতর্ক, আশপাশে কী ঘটছে কোনটাই তার অজ্ঞাত নয়। মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা, হাসি দেখা যায় না বললে চলে।

আরোহীর নাম স্যাম টিরেল। জানে সামনে কী রয়েছে, কোন্ বিপদের মধ্যে উপস্থিত হতে যাচ্ছে। সেজন্য সতর্ক ও, চোখ-কান খোলা রেখে এগোচ্ছে।

সিওয়াশের পরিস্থিতি জানা আছে ওর। জানে প্রিয় বন্ধু জন ক্যালকিনের খবরও। স্যাম ভাবছে কী করে এখানে উপস্থিত হলো জন। চূড়ান্ত রকমের ভবঘুরে সে, কোথাও বেশিদিন টিকতে পারে না। কলোরাডোয় অপূর্ব সুন্দর একটা র‍্যাঞ্চ আছে ওদের। আছে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন। অথচ সতেরো বছর বয়সে ঘর থেকে সেই যে বেরিয়েছে, মাঝে মধ্যে দু'একবার বাড়ি ফিরে গেলেও জন মূলত জীবনের অর্ধেকটা সময় পশ্চিমের নানা ট্রেইলে কাটিয়ে দিয়েছে। সেই ঠিকানাবিহীন মানুষটা কি-না চরম বিপদের সময় ওর মা-র পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে!

জনের পাঠানো খবর ঠিক সময়ে পেয়েছে ও। তবু আসতে দেরি হয়ে গেল। সিওয়াশ থেকে বহু দূরে ছিল স্যাম, তাই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিয়েও সময়মত পৌঁছতে পারেনি।

জন ওর বহুদিনের পুরানো বন্ধু। আত্মীয়ও। দু'জনের স্বভাবে মিল থাকায় বন্ধুত্ব হতে দেরি হয়নি। তবে আত্মীয় নয়, জনকে বন্ধু হিসাবে বরাবর দেখে এসেছে স্যাম। এমনকী মা-কেও। ওর কাছে এমিলি টিরেল এমি বা মিসেস টিরেল। অথচ সে যে একজন ক্যালকিন, কথাটা দিব্যি ভুলে গিয়েছিল।

জন খবর পাঠিয়েছিল সিওয়াশে না-গিয়ে সরাসরি র‍্যাঞ্চে চলে যেতে। শহরটা যদি সমস্ত গোলমালের মূল হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে প্রথমে সেখানেই যাওয়া উচিত। পাশ কাটিয়ে যেতে গেলেও বিপদ হতে পারে। তা ছাড়া, কোন কিছুই ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়।

নিচু একটা অ্যারোয়ো দেখে থামল স্যাম, স্যাডল ছেড়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ল। আঙুল চালিয়ে চুল ঠিকঠাক করল, তারপর হ্যাট থেকে ধুলো খসিয়ে ফের স্যাডলে চেপে সিওয়াশের দিকে যাত্রা করল।

বেশ কয়েকজন লোক ওকে শহরে ঢুকতে দেখল। এদের একজন মার্গারিটা ইবানেজ, আরেকজন হচ্ছে টেট হ্যাটেন।

দেখামাত্র স্যামকে চিনে ফেলল মার্গারিটা। তবে চিনতে কিছু সময় নিল হ্যাটেন, দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েও ফিরে তাকাল। তারপর নিচু স্বরে খিস্তি করল। আগে ছিল জন ক্যালকিন, এখন এসে উপস্থিত হয়েছে স্যাম টিরেল। দুই দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ। চাইলে নরক নামিয়ে আনতে সক্ষম ওরা। কথাটা যে এক বিন্দু মিথ্যে নয়, কয়েকদিন আগে সেলুন ভরা হ্যালেট বাহিনীর সঙ্গে লড়ে প্রমাণ করেছে জন। আরও একজন রয়ে গেছে, মনে পড়ল টেট হ্যাটেনের, যে-লোকটা জনকে শহর থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল। পিট হ্যালেটের বিশ্বাস জন বেঁচে নেই, কিন্তু উল্টোটা যদি হয়ে থাকে? তিনজনে একজোট হলে টিকতেই পারবে না হ্যালেট বাহিনী। দু'দিনের ব্যবধানে উজাড় হয়ে যাবে।

এবার তা হলে গা-ঝাড়া দিতে হয়, আনমনে ভাবল টেট। বহু অপমান সয়েছে, মুখ বুজে ছিল এতদিন; এবার শোধ নেওয়ার পালা। আবার এই শহরে ওর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

এম্পটির দিকে হাত বাড়ানোই কাল হলো হ্যালেটের।

স্যাম টিরেলকে শহরে ঢুকতে লেফ ক্রেমারও দেখেছে।

লিভারি স্টেবল পেরিয়ে থামল স্যাম, হিচিং রেইলে ঘোড়া বাঁধল। এক নজর দেখেই ক্রেমার বুঝতে পারল ঘোড়াটা অন্য জিনিস। সাধারণ কাউহ্যান্ডদের পক্ষে এমন ঘোড়ার মালিক হওয়া সাধ্যের বাইরে। যেমন রাজকীয় চলন, তেমনি পেশল দেহ। এমন ঘোড়া তো সিওয়াশে একটাও নেই! কে এই আগন্তুক?

অনেক বদলে গেছে সিওয়াশ। কম দিন তো হয়নি যে, স্যাম

তল্লাট ছেড়ে চলে গেছে। বেশ কয়েক বছর। শহরের কেউ ওকে চিনতে পারবে, এমন সম্ভাবনা কম। চিনলেও কিছু যায়-আসে না। বাম হাতে দরজা ঠেলে সেলুনে ঢুকে পড়ল ও।

পিছন থেকে স্যামের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লেফ ক্রেমার, ভুরু কুঁচকে গেছে। আউটল ট্রেইলের প্রায় প্রতিটি নাম ওর জানা, বহু আউটলকে চেনে। একে পরিচিত লাগছে, অথচ চিনতে পারছে না। খাপে খাপে মেলানো যাচ্ছে না। লোকটা আসলে কে? কেন এসেছে এখানে?

আগন্তুক মানেই পিট হ্যালেটের ভাড়া করা লোক হওয়ার সম্ভাবনা। একে একে প্রায় সবাই এভাবে ওর দলে ভিড়েছে। নতুন এই লোকটা আস্তাবলে ঘোড়া না-রেখে সরাসরি সেলুনে গিয়ে ঢুকেছে, এটার কি কোন বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে? কেন এমন করল? নির্দিষ্ট কোন কিছুর ইঙ্গিত?

আদৌ কিছু নাও হতে পারে।

রাইফেল তুলে নিয়ে রাস্তা পেরোল ক্রেমার, সেলুনে গিয়ে ঢুকল। সরাসরি বারের কাছে চলে গেল ও, হাতের বামে রয়েছে আগন্তুক। লেফ ক্রেমার বিশালদেহী মানুষ। চওড়া পেশিবহুল শরীর। রাইফেলটা পিস্তলের মত যে-কোন হাত দিয়ে ব্যবহার করতে পারে।

'রাই দাও,' বারের কাছে গিয়ে মৃদু স্বরে বলল স্যাম। 'সত্যিকারের জিনিস চাই। ভাল বোতল থেকে দিয়ো।'

পিছনের তাক থেকে বোতল নামাতে গিয়েছিল, চকিত দৃষ্টিতে স্যামকে একবার দেখে নিল বারম্যান। তারপর মত বদলে বারের নীচ থেকে ভিন্ন একটা বোতল বের করে এগিয়ে দিল। 'হ্যাঁ, সার,' বলল সে। 'সত্যিকারের জিনিস। এরচেয়ে ভাল আমার এখানে আর নেই।'

খদ্দেরকে "সত্যিকারের জিনিস"-এর স্বাদ নেওয়ার সুযোগ দিল সে, কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থাকার পর জানতে চাইল: 'কোথাও যাচ্ছ?'

'চলার মধ্যে আছি। গন্তব্য ব্রাউন'স হোল।'

'জায়গাটা চিনি,' চিন্তিত দেখাচ্ছে বারটেন্ডারকে। 'ইদানীং বেশ

কিছু লোক গেছে ওদিকে। সবাই যে বেড়ানোর জন্য গেছে, তা বলা যাবে না।'

বোতল থেকে গ্লাসে রাই ঢালল স্যাম, মধ্যমা দিয়ে একটা টেবিলের দিকে ইশারা করল। 'খাবার যা আছে, ওই টেবিলে দাও। হাত-মুখ ধুয়ে আসছি আমি।'

'ইয়েস স্যার,' ওর দিকে তাকিয়ে আছে বারটেন্ডার, ইতস্তত করছে, বারের অন্য প্রান্তের দিকে একবার চকিত চাহনি হানল 'একটা সমস্যা, স্যার। মালিকের আদেশ অচেনা কাউকে বাকিতে খাবার দেওয়া যাবে না।' স্যামের নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা চোখে দৃষ্টি পড়তে হকচকিয়ে গেল সে, দ্রুত ব্যাখ্যা দিল। 'বুঝতেই পারছ, কত আজেবাজে লোক আসে! সবাইকে বিশ্বাস করলে শেষে ঠকতে হয়।'

'ঠিক আদেশই দিয়েছে তোমার মালিক,' মৃদু স্বরে বলল স্যাম, আঙুল উঁচিয়ে টেবিলটা দেখাল আবার। 'জলদি করো! খিদে পেলে মাথা ঠিক থাকে না আমার।'

বাইরে এল স্যাম। দরজার পাশে ওঅশ বেসিন, তোয়ালে, সাবান এবং ব্যারেল-ভরা পানি রয়েছে। হাত-মুখ ধুয়ে সেলুনে ফিরে এল ও। দেখল টেবিলে খাবার পরিবেশন করছে বারটেন্ডার।

টেবিলে বসল স্যাম। বারের এক প্রান্তে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালদেহী লোকটাকে দেখল একবার। অনেকক্ষণ হলো এখানে এসেছে, কিন্তু ড্রিঙ্কের ফরমাশ দেয়নি, কারও সঙ্গে কথাও বলেনি। স্রেফ দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে কারও দিকে মনোযোগ নেই। তবে স্যাম জান বাজি রেখে বলতে পারবে লোকটার নজর ওরই দিকে।

দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকল ধূলিমলিন চেহারার দু'জন লোক ঝড়ের বেগে বারে চলে গেল তারা। তাগাদার সুরে একজন বলল: 'দু'দিনের খাবার প্যাকেট করে দিতে বলেছে বস্। জলদি করো!'

'দিচ্ছি, দাঁড়াও।' স্যামের দিকে একবার চকিত দৃষ্টি চালাল

বারটেন্ডার। স্যাম তখন পেটপূজায় ব্যস্ত, দেখে মনে হলো না অন্য কোন দিকে খেয়াল করছে।

হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল স্যাম। 'এরচেয়ে ভাল, এক সপ্তাহের খাবার নিয়ে যাও,' নিরীহ সুরে পরামর্শ দিল ও। 'ভ্রমণের সময় এই একটা জিনিসের অভাব বোধ করে মানুষ। ভাল খাবার খেতে অভ্যস্ত হলে তো আরও সমস্যা। তোমাদের বস্-কে অনেকদূর যেতে হতে পারে।'

সহসা নীরব হয়ে গেল পুরো সেলুন। সবক'টা চোখ ঘুরে গেল স্যামের দিকে। এদিকে আবারও খাওয়ায় মনোযোগ দিয়েছে স্যাম। কে কীভাবে ওকে দেখছে, ভ্রূক্ষেপ নেই।

'কী ব্যাপার?' চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়ে স্যামের দিকে ফিরল টিম কার্টিস, কর্কশ স্বরে খেঁকিয়ে উঠল, 'কোন্ চুলো থেকে উঠে এলে, অ্যাঁ, নাকটা কি খুব লম্বা তোমার?'

স্মিত হাসল স্যাম। 'মাগনা পরামর্শ। বিনে পয়সায় খয়রাত করলাম। তুমি খেপছ কেন? ভালর জন্যই তো বলেছি। এজন্য লোকে বলে সেধে কারও উপকার করতে নেই। দীর্ঘ রাইডে গেলে সব প্রস্তুতি নিয়ে যাওয়া ভাল, নইলে বেকায়দায় পড়তে হয়। শুনেছি সেরা জিনিস পছন্দ পিট হ্যালেটের। ট্রেইলে বেরিয়ে পর্যাপ্ত খাবার না-পেলে তো মজাটাই মারা গেল। বারটেন্ডার, এই দু'জনের জন্যও কিছু দিয়ে দিয়ো।'

'তামাশা করছ?'

ফের হাসল স্যাম। 'তামাশা? ধ্যেৎ, কী যে বলো! তামাশা করতে যাব কেন? বলছিলাম অনেক দূরের পথ তো, তাই...'

'কে বলল অনেক দূরের পথ?' খেপে গেছে কার্টিস, চোখে আগুন।

'বলেনি বুঝি?' অবাক হওয়ার ভান করল স্যাম। তির্যক হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। 'বলেছে। তুমি শুনতে পাওনি।' কফি শেষ করে কাপটা শান্তভাবে টেবিলে নামিয়ে রাখল ও। 'ফাউ আরেকটা

পরামর্শ, বিনিময়ে খাতির করতে হবে না। পিট হ্যালেট যথেষ্ট বুদ্ধিমান, সাধারণত কাঁচা কাজ করে না, ওর হিসাবেও গোলমাল হয় না। ও নিশ্চয়ই জানে, খুব তাড়াতাড়ি উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। সেক্ষেত্রে, তোমাদের প্রতি আমার পরামর্শ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা দিয়ে ফেলো।'

ধন্দে পড়ে গেছে টিম কার্টিস। সুবেশী এই আগন্তুককে বুঝতে পারছে না। রাগতে চাইছে, অথচ লোকটার কথায় রাগার কিছু নেই। আপাত দৃষ্টিতে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। গায়ে পড়ে উপদেশ দিতে চাইছে সে, কিন্তু আচরণে কী যেন আছে···হয়তো উদ্দেশ্য ধরতে পারছে না বলে খটকা লাগছে। অস্বস্তি হচ্ছে কার্টিসের, টের পাচ্ছে কোথাও একটা ভজকট আছে।

'বুঝতে পারছি না আসলে কী বলতে চাও,' শেষে বলল সে। 'বলছ অনেক, কিন্তু কোনটাই কাজের কিছু না।'

'তা হলে খুলে বলি,' মৃদু স্বরে বলল স্যাম, হাসি ম্লান হয়নি ওর। 'এম্পটি র‍্যাঞ্চ দখল করতে চাইছ তোমরা, তোমরা মানে হ্যাটেলের পা-চাটারা। অন্যরা চুপ করে থাকলেও আমরা থাকব না। অনেক মজা হয়েছে, এবার মিস্টার হ্যালেটের লেজুড় ছেড়ে মালপত্র গুছিয়ে নাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তা মাপো।'

মুহূর্ত কয়েকের নীরবতা। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে লেফ ক্রেমার। এদিকে আগন্তুকের নির্লিপ্ত ভঙ্গি অস্বস্তি ধরিয়ে দিয়েছে কার্টিসের মনে। বলা চলে গত কয়েকদিনে এমন অনেক কিছু ঘটেছে, যা ওদের পক্ষে যায়নি বা পরিকল্পনা মাফিক ঘটেনি। প্রথমে জন ক্যালকিন, তারপর সম্পূর্ণ অচেনা লোকটা এল, আর এখন এই চিড়িয়া। আরও ক'জন আসবে? অথচ দলে যোগ দেওয়ার সময় হ্যালেট বলেছিল কাজটা পানির মত সহজ, বুড়ি এক মহিলাকে সরিয়ে দিতে পারলে সবকিছু হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

স্যামের দিকে ফিরল কার্টিস। 'অনেক বড়বড় কথা বলছ। তুমি কে হে, চাঁদ?'

'স্যাম টিরেল। যাকে উচ্ছেদ করে এম্পটি দখল করতে চাইছ তোমরা, সেই এমিলি টিরেল আমার মা।'

ভড়কে গেল কার্টিস। গানফাইটার নয় সে। পিস্তল বা বন্দুকে আনাড়ি, তাও বলা যাবে না। তবে দলেবলে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা আর ক্ষিপ্র কোন বন্দুকবাজের সঙ্গে ডুয়েল লড়া, দুটোয় আকাশ-পাতাল তফাৎ। ওর ওস্তাদী চুনোপুঁটি আর ফাঁদে পড়া সিংহের উপর, যাদের বেশিরভাগ পুঁচকে নেস্টর বা হোমস্টীডার ছিল। সমান সুযোগ হলে আত্মা কেঁপে ওঠে।

'তুমি তো একা,' সাহস হারাল না কার্টিস, ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করল। 'এত লোকের বিরুদ্ধে কী করতে পারবে?'

'সন্দেহ থাকলে খেলাটা শুরু করো, তখন দেখা যাবে একা কী করতে পারি,' মৃদু হেসে বলল স্যাম, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'কি হে, রাজি, না ভড়কে গেলে? এখানে আসার আগেও ভাবছিলাম ঢুকেই তোমাদের সঙ্গে এক রাউন্ড সেরে ফেলব, বাড়তি অনেক কার্তুজ এনেছি। বোঝা কিছু কমিয়ে যেতে পারলে চলতে আরাম পেতাম।'

লাইন অভ ফায়ারে আছে বারটেন্ডার। হ্যালেটের চাকুরি করে বটে, লোভনীয় বেতন পায়, কিন্তু মরে গেলে এই বেতন কোন কাজে আসবে না। মৃত মানুষ টাকা খরচ করতে পারে না।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল লোকটা, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'টিম, মিথ্যে বলেনি টিরেল। তোমরা যা করছ, সেটা একান্ত তোমাদের ব্যাপার। কিন্তু স্যাম টিরেল সম্পর্কে বলতে পারি, পিস্তলে ওর জুড়ি খুঁজে পাবে না। চাইলে নরক নামিয়ে আনতে পারবে ও। গণ্ডগোল পাকাতে যেয়ো না।'

কার্টিসের ইচ্ছেও তাই। সিদ্ধান্ত নিয়েছে এড়িয়ে যাবে। মওকা পরেও পাওয়া যাবে, অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই ওর। স্যাম টিরেলকে শায়েস্তা করার কাজ বোধহয় লেফ ক্রেমারের কাঁধে বর্তাবে। যোগ্য লোকের কাজ।

স্যাম টিরেলের মধ্যে শীতল কর্তৃত্ব আর ঔদ্ধত্য রয়েছে, যেটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না কার্টিসের। চোখের অন্তর্ভেদী চাহনি বুকে ভয় ধরিয়ে দেয়। জেদী লোক কার্টিস, তবে দুঃসাহসী নয়। অনুকূল পরিস্থিতিতে বা কোণঠাসা অবস্থায় বিপজ্জনক। মানুষ চেনে বলেই এতদিন বেঁচে আছে। স্যাম টিরেল সম্পর্কে ওর বিশ্লেষণঃ এখানে কোন শোডাউন হলে নির্দ্বিধায় প্রথম গুলিটা ওকে করবে সে, চোখে চোখ রেখে, সামান্য কাঁপবে না চোখের পাতা, এমনকী মুখের হাসিও ম্লান হবে না। স্রেফ হাসতে হাসতে খুন করে ফেলবে।

'দেখো, তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগত কোন বিরোধ বা শত্রুতা নেই আমার,' শেষে আপসের সুরে বলল কার্টিস। 'কারও সঙ্গে যদি থেকে থাকে, তো সে হচ্ছে হ্যালেট। সেক্ষেত্রে, হ্যালেট হয়তো তোমার দৌড় দেখতে চাইবে। ওর কাজ করি। ও যদি পাঠায়, তোমাকে খুন করতে আসব নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোন নির্দেশ পাইনি।'

এগিয়ে গিয়ে বারের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল স্যাম। 'আমার কথা জানলে তো নির্দেশ দেবে। পিট হ্যালেট জানে না কাকে উচ্ছেদ করতে চাইছে। আরে, চাইলে একাই তোমাদের সবক'টাকে খেদিয়ে দিতে পারত মা। বিশ্বাস করো, বন্দুক বা খালি হাত যাই বলো, কোনভাবেই ওর সঙ্গে পারবে না তোমরা। তোমাদের ভাগ্য ভাল র‍্যাঞ্চ পাহারা দেওয়ায় ব্যস্ত ছিল মা। একজন কাউহ্যান্ডও যদি থাকত, ঠিকই বেরিয়ে এসে দাবড়ানি দিত তোমাদের। দেখিয়ে দিত টিরেলদের দিকে লোভের দৃষ্টি দিলে পরিণামে কী হয়। হ্যালেটের গুষ্ঠি সুদ্ধ উপড়ে ফেলত।

'আমার ছোটবেলার একটা ঘটনা শোনো। সবে তখন হাঁটু সমান লম্বা হয়েছি। এক রাতে এক দল কিওয়া এল আমাদের বাড়িতে। মা একা ঠেকিয়ে দিল ওদের, তিনটা লাশ নিয়ে পালিয়ে গেল ওরা।'

বার থেকে সরে এল স্যাম। 'দুঃখিত, হ্যালেটের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না এবার। সময় নেই। তবে আবার আসব আমি।' একটু থামল ও। 'জন ক্যালকিনকে দেখেছ কেউ?'

'মরে ভূত হয়ে গেছে ব্যাটা,' সন্তুষ্টি কার্টিসের কণ্ঠে। 'বোকার হদ্দ! আমাদের খুন করতে শহরে একা এসেছিল। সেলুনে ঢুকে গুলিও শুরু করেছিল। ওই যে বললাম, ক'জনের সঙ্গে কুলানো যায়! রাস্তায় বেরিয়ে বেঘোরে মারা পড়ল।'

'কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে ওকে?'

ম্লান হয়ে গেল কার্টিসের হাসি। 'কবর দেওয়া হয়নি, মানে আমরা কেউ দেইনি। অচেনা এক লোক শেষ মুহূর্তে এসে নিয়ে গেছে ওকে। তখনও মরেনি ক্যালকিন, তবে বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না ওর। একটা কথা, জনকে যে নিয়ে গেছে, ওই লোকটার সঙ্গে মিল আছে তোমার, শুধু পোশাক বাদে। দোকান থেকে কেনা কাপড় ছিল ওর পরনে। পশ্চিমে নতুন এসেছে বোধহয়। আনাড়ি।'

'উঁহুঁ, পশ্চিমে নতুন বা আনাড়ি, কোনটাই নয় সে,' দরজার দিকে পিছিয়ে আসতে আসতে বলল স্যাম। 'পশ্চিমেই জন্ম ওর। ও আমার ভাই ব্রায়ান। দু'শো গজ দূর থেকে উইনচেস্টারের গুলিতে এক লোকের কানের লতি উড়িয়ে দিতে ওকে দেখেছি আমি। বুঝেছ, কেমন আনাড়ি ও?'

এবার আন্তরিক ও সন্তুষ্টির হাসি দেখা গেল স্যামের মুখে, উজ্জ্বল হয়ে গেছে চাহনি। 'আচ্ছা! ব্রায়ান তা হলে চলে এসেছে! মনে হচ্ছে সত্যি কপালে খারাবি আছে তোমাদের। মন থেকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি, এটাও বিনে পয়সায়,' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল ও। 'জলদি স্যাডলে চেপে নাক বরাবর ছুটতে থাকো। প্রথমে নির্বিচারে গুলি করে মারব, এরপর শহরে এসে যদি দেখি তারপরও কেউ বেঁচে আছে, সবক'টাকে ধরে লটকে দেব।

'জন ক্যালকিনের ব্যাপারেও অত নিশ্চিন্ত হয়ো না। এত সহজে মরে না ক্যালকিনরা। ওদের প্রাণ অনেক শক্ত। কবরে ফেলে মাটি চাপা দেওয়ার পর বলতে পারো যে সত্যি মারা গেছে। দু'বার তিন-চারটা করে গুলি খেয়েও বেঁচে গেছে জন। একবার নয়, দু'দু'বার। বাজি ধরতে চাও? আমি বলছি ও মরেনি। ওকে মারার হিম্মত

তোমাদের নেই।'

কথা শেষ হওয়া মাত্র বেরিয়ে এল স্যাম। দরজার উপর চোখ রেখে স্যাডলে চাপল। রাস্তার দু'ধারে চকিত দৃষ্টি চালাল। স্টোরের সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে টেট হ্যাটেন, এতক্ষণ নজর রাখছিল। একটা হাত তুলল সে, পাল্টা হাত নেড়ে দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল স্যাম।

বোকা নয় ও। জানে চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে পিট হ্যালেট। বারবার চেষ্টা করেছে সে, যতবার ব্যর্থ হয়েছে টিরেলদের প্রতি ঘৃণার পাহাড় ততই ভারী হয়েছে তার মনে। এতটাই যে দুনিয়া উল্টে গেলেও এখন আর হাল ছাড়বে না। তা ছাড়া, দলে ভারী থাকা সবসময়ই উপকারী। কয়েকজন খুন হয়ে গেলেও আদপে কিছু যাবে-আসবে না তার, প্রয়োজনে আরও লোক ভাড়া করবে। এ-ধরনের লোকের অভাব হয় না কখনও, এমনকী রেনিগেড ইন্ডিয়ানদেরও কাজে লাগাতে পারে হ্যালেট। টাকা হলে সব কাজই করে দেয় এরা।

জন ক্যালকিন যদি আহত অবস্থায় পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকে, যেভাবে হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে। বড় গলায় এমিলি টিরেলের সামর্থ্যের কথা বলে এসেছে ও, কিন্তু স্যাম জানে অবরুদ্ধ অবস্থায় বেশিদিন র‍্যাঞ্চের দখল রাখতে পারত না ওর মা। আসলে জনই এমিলিকে রক্ষা করেছে, র‍্যাঞ্চ বাঁচিয়েছে।

র‍্যাঞ্চে যাওয়ার ট্রেইলে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছে স্যাম। পথ যেন ফুরায় না, কখন দূর থেকে বাড়িটা দেখতে পাবে! সত্যি সত্যি যখন চোখে পড়ল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যাম, চেনা সেই আলীশান কাঠামো আগের মতই অনড়, জমকালো দেখে উত্তেজনা বোধ করল। শুনেছিল ওর মা মারা গেছে, পুরো র‍্যাঞ্চ ভাগ করে নিয়েছে অন্যরা; কিন্তু এখন বুঝতে পারছে খবরটা ভুয়া ছিল। পিট হ্যালেটের দুষ্ট বুদ্ধি এটা–চেয়েছে সিওয়াশের ধারে-কাছে না-আসুক দুই ভাই। কেনই বা আসবে, মা বা র‍্যাঞ্চ ছাড়া এখানে তো ওদের জন্য আর কোন আকর্ষণ নেই।

*

বারের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে লেফ ক্রেমার। একটু আগে একটা বিয়ার নিয়েছে, পালিশ করা মেহগনির উপর পড়ে আছে গ্লাসটা, ছোঁয়নি এখনও। সেলুনে ঢুকে একনজর দেখার পর বলতে গেলে একবারও তাকায়নি স্যাম টিরেলের দিকে, কিন্তু ওর সমস্ত মনোযোগ ছিল তারই দিকে, মন দিয়ে প্রতিটি অক্ষর শুনেছে। স্যাম বেরিয়ে যাওয়ার পরও আগের মতই দাঁড়িয়ে থাকল সে, অনুসরণ করার চেষ্টা করল না। পিট হ্যালেটের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর শুরুর দিনগুলি মনে পড়ায় চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

ভাবছে ক্রেমার। এই প্রথম হ্যালেটের সাফল্য নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে ওর মন।

হ্যালেট ওকে ভাড়া করেছে বললে ভুল হবে। আসলে চলার পথে একে অন্যের সঙ্গী হয়ে পড়ে ওরা। এমনিতে নিঃসঙ্গ মানুষ ক্রেমার, হ্যালেটের সঙ্গে তাল মেলালে লাভ বরং ক্ষতি নেই বুঝতে পেরে যোগ দিয়েছে। বন্ধুত্ব নয়, সম্পর্কটাকে বড়জোর বিশেষ শর্তে পরস্পরের প্রতি আনুগত্য বলা যেতে পারে। শর্তটা হচ্ছে টাকা।

কথায় খুবই চটপটে পিট হ্যালেট। চতুর, উচ্চাভিলাষী। মুখের কথায় যে যুদ্ধ জয় করা যায়, এটা পিট হ্যালেটকে দেখে শিখেছে ক্রেমার। ওর টাকা কোত্থেকে আসে, খোদা মালুম, কিন্তু জিনিসটা বিস্তর আছে হ্যালেটের। এখানে আসার আগে কোনরকমে চলত ক্রেমার। হ্যালেটের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর কখনও টাকা নিয়ে ভাবতে হয়নি।

শুরুতে মাঝে মধ্যে এটা-ওটা করে দিতে বলত হ্যালেট মামুলি কাজ। নির্দ্বিধায় করে দিত ক্রেমার। প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা। প্রায়ই ওকে ডেকে নিয়ে বলত, 'তোমার কাছে বোধহয় নগদ টাকা নেই। এই যে, নাও এটা।' বিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ করে টাকার অঙ্ক বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে কাজও বাড়তে থাকে। স্বভাবতই, ক্রেমারের অবস্থার পরিবর্তনও ঘটল, জীবনে যে আয়েশ করতে পারেনি, তাই

করার সুযোগ হলো। এত নগদ টাকা! হাত ভরে খরচ করার আনন্দ সেই প্রথম পেল।

টাকা দিয়ে ক্রেমার কী করে, কখনও আমল দেয়নি হ্যালেট; ক্রেমারের চাহিদা নিয়েও ভাবেনি। শুধু দুটো ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে–বিশ্বস্ততা আর আনুগত্য। একটু একটু করে কত টাকা জমিয়েছে ক্রেমার, জানতে পারলে বিস্মিত হবে খোঁড়া লোকটা। তেমন খরচ হয় না ওর, এদিকে লাগাতার নগদ টাকা আসছে; এ-পর্যন্ত কয়েক হাজার জমে গেছে। কেউ জানে না এটা। কিংবা টাকাগুলো কোথায় আছে, তাও জানে না।

লেফ ক্রেমার এমনিতে কম কথার মানুষ। হ্যালেটের ক্রুদের কেউ কেউ মনে করে তেমন চালাক নয় ও, কিন্তু যারা ওকে ভাল করে চেনে, তারা জানে আসলে কতটা চতুর। তবে মাথাটা আসলে তেমন চলে না ওর, নির্দিষ্ট কয়েকটা আবর্তে ঘুরপাক খায় সবসময়। ভাল-মন্দের পার্থক্য বোঝে না, করেও না, অথচ নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে ওর। দুনিয়ার সব টাকা দিলেও কোন বাচ্চাকে খুন করবে না, অথচ সামান্য দ্বিধা ছাড়াই কোন মহিলাকে খুন করে ফেলবে। সত্যি কথা হচ্ছে, এ-পর্যন্ত কয়েকজন মহিলা ওর হাতে খুন হয়েছে। এ-নিয়ে সামান্য অনুতাপ বা অপরাধবোধও নেই ওর, কিংবা নিজের কৃতকর্মের ব্যাখ্যাও খুঁজতে যায় না কখনও। ওর কাছে প্রয়োজনই আসল ব্যাপার। সাপ বা কয়োট মারা যে-কথা, মানুষ মারাও একই কথা।

হ্যালেট ওর বিশ্বস্ততায় বিশ্বাস করে, তবে আদপে হ্যালেটের প্রতি বিশ্বস্ত নয় ক্রেমার। আসলে দুনিয়ার কারও প্রতিই নয়। সঙ্গী হিসাবে পিট হ্যালেটকে পছন্দ ওর, গল্প বলতে পারে দারুণ, সবচেয়ে বড় কথা শুধু তার কারণে ওর জীবন বদলে গেছে–এটাও তাকে পছন্দ করার কারণ। তা ছাড়া, ক্রেমারের বিবেচনায় হ্যালেট খুবই ধূর্ত, আজন্ম বিজয়ী। বিজয়ীর সঙ্গে থাকলে লাভ বৈ ক্ষতি হয় না।

কিন্তু এই প্রথম মনে হচ্ছে, পিট হ্যালেটের সঙ্গে থেকে আখেরে

হয়তো লাভ হবে না।

সন্দেহটা অবশ্য আগেও ছিল। প্রথম যখন এম.টি র‍্যাঞ্চের আলীশান বাড়িটা দেখেছিল, তখন থেকে শুরু। বাড়িটা ওর কাছে ছিল অদ্ভুত এক বিস্ময়। দুর্ভেদ্য এক দুর্গ যেন। এমিলি টিরেলকে দেখে মনে হয়েছে দুর্গের মতই অনড়, জেদী এবং একরোখা; বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়ার মত নয়। গণ্ডগোল পাকিয়ে ওঠার আগেও ট্রেইলে বা সিওয়াশে মহিলাকে দেখেছে ক্রেমার, প্রতিবার ওর মনে ভয় ধরিয়ে দিত সে। অদ্ভুত কী যেন আছে মহিলার মধ্যে। লেফ ক্রেমারের মনে হয়েছে, আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ মানুষ এমিলি, কিন্তু ঘাঁটাতে গেলে চড়া মাশুল গুনতে হবে। এমিলি তাকিয়েছে তো অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে, এমিলি যদি তাচ্ছিল্যও প্রকাশ করত, হয়তো মুখ বুজে সহ্য করত।

কখনও তর্ক করার ঝামেলায় যায় না ক্রেমার। হ্যালেট যদি সারাক্ষণ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত না-থাকত, তা হলে হয়তো ওর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ধরে ফেলতে পারত। পরিস্থিতি এখন বিস্ফোরন্মুখ হয়ে গেছে, লড়াইয়ের ফল কোন্ দিকে গড়াবে বোঝা যাচ্ছে না। স্যাম টিরেল আর ওর ভাইকে নিয়ে শহরে কিছু গুজব কানে এসেছে ওর। অন্তস্তলে এক ধরনের অনিশ্চয়তা আর অস্বস্তি বোধ করছে সে, সন্দেহের দোলায় দুলছে মন। অবচেতন মনের তাড়নায়ই বোধহয়, ক্রমে অস্থির হয়ে উঠছে ক্রেমার।

'পাহাড়ের পশ্চিম অংশে গেছ কখনও?' পরদিন হ্যালেট শহরে ফিরতে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করল ক্রেমার।

একে তাড়া রয়েছে, তায় নিজস্ব ভাবনায় মশগুল, চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায় থমকে গেল হ্যালেট। ত্যক্ত হয়ে বলল, 'কী বললে? না···কখনও যাইনি। তোমার মত অত আজগুবি ভাবি না আমি!'

'সবাই বলে জায়গাটা নাকি চমৎকার। অ্যানিমাস সিটি নামে একটা শহর আছে। নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে। তোমার হয়তো ভাল লাগবে।'

বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল হ্যালেট। 'কোন্ দুঃখে এখান থেকে

যাব? এতদিন কষ্ট করলাম এমনি এমনি ছেড়ে যাওয়ার জন্য? নিশ্চিত জয় হাতছাড়া করার কোন মানে হয়?'

'তাই কি?'

প্রশ্নটা শুনে হতবাক হয়ে গেল হ্যালেট। ক্রেমারের আনুগত্যে এতটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে ধারণা জন্মে গেছে বিনা প্রশ্নে যে-কোন নির্দেশ বা দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করবে ক্রেমার। ক্রেমার ওর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করছে? অসম্ভব! অথচ নিজ কানে শুনল। হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, তাই। একবার যদি ওই বুড়িটাকে সরাতে পারি, তা হলে আর আমাকে পায় কে! এত সুন্দর র‍্যাঞ্চ আশপাশে দশ কাউন্টিতেও নেই। শুধু অপেক্ষা করে দেখো...'

'এখন ওরা দলে ভারী হয়েছে। ওই মেয়েটা ছাড়াও ক্যালকিন এসে জুটেছে। পরিস্থিতি আগের মত নেই। ছেলেদের কাছে শুনলাম জনকে সাহায্য করল যে-লোকটা, সে ছাড়াও আরও একজন আছে নাকি?'

'দেখো, লেফ, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া কোথাও পা ফেলি না আমি। এখানে যদি বড়সড় লাভের সম্ভাবনা না-ই থাকত, তা হলে দেশটাতে কবে চলে গেছি সিওয়াশ থেকে। সময় হলে এমনিতে নিজের পথে চলে যাবে মেয়েটা, কিংবা ছেলেদের একজন ওকে দখল করবে। জন ক্যালকিন তো মারাই গেছে। তিন-চারটা গুলি খাওয়ার পরও বাঁচে কেউ? আরে, ও তো তিন-চারটা নয়, অন্তত সাতটা গুলি খেয়েছে। আমার ধারণা ওকে সাহায্য করেছিল যে-লোকটা, সেও গুলি খেয়েছে।'

'হাঁটু গুঁড়িয়ে দিয়েছে বলে এমিলির উপর তোমার এত রাগ, তাই না? ওকে খুন করে শান্তি পেতে চাও।'

অনেকক্ষণ কিছুই বলল না হ্যালেট, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, রাগে লাল হয়ে গেছে চোখ-মুখ। শেষে মৃদু স্বরে বলল, 'ধরে নাও, সেটাও একটা ব্যাপার। কিন্তু র‍্যাঞ্চটা চাই আমার। ওটাই আসল কারণ।'

আশ্বস্ত হলো না ক্রেমার।

নিবিষ্ট মনে স্যাম টিরেলের কথা ভাবছে এখন। এমনিতে কথা কম বলে সে, শোনে বেশি। সিওয়াশের যে-কোন লোকের চেয়ে স্যাম টিরেল সম্পর্কে বেশি জানে। জানে পিস্তলে কতটা ক্ষিপ্র এবং নিপুণ স্যাম, চোখের পলকে গুলি করতে পারে নিখুঁত নিশানায়। এমনকী বিপজ্জনক বন্দুকবাজরাও এড়িয়ে চলে স্যামকে।

পরিস্থিতি ক্রমে ঘোলাটে হয়ে উঠছে। ওদের সম্ভাবনার পাল্লা হালকা হয়ে আসছে। গোলাগুলি মানেই জখম হওয়ার ঝুঁকি, এবং পাল্টা গুলি করার লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আগে ছিল এক কি দু'জন, এখন অন্তত চারজন।

যা বোঝার বুঝে নিয়েছে লেফ ক্রেমার। দুয়ে দুয়ে চারই হয়। শুরুতে শুধু একজন বয়স্কা মহিলা ছিল, যদিও অনেকে সন্দেহ করত তাকে সাহায্য করার জন্য দু'একজন কাউহ্যান্ড' রয়েছে র‍্যাঞ্চে; কিন্তু এখন দু'জন মহিলা আর সম্ভবত চারজন পুরুষ রয়েছে। জন ক্যালকিনকে নিয়ে চারজন। অন্যরা না-হলেও জনের মৃত্যু নিয়ে এখনও যথেষ্ট সন্দিহান ক্রেমার। হয়তো আহত হয়েছে, গুরুতর আহত, কিন্তু মারা যায়নি। লাশ দেখার আগে কাউকে মৃত বলে ধরে নেয় না ও।

বিরোধী পক্ষ ক্রমে দলে ভারী হচ্ছে, কে বলতে পারে যে আরও ভারী হবে না, আরও লোক এসে যোগ দেবে না এমিলির পক্ষে? ক্যালকিনদের কথা শুনেছে ও, কেউ বিপদে পড়লে পিল পিল করে হাজির হয়ে যায় ওরা, শুধু খবর পেলেই হলো। এমিলি টিরেল একজন ক্যালকিন, কথাটা অন্যরা ভুলে গেলেও ক্রেমার ভোলেনি। ক্যালকিনরা যে এখানে আসবে না, তার কী নিশ্চয়তা?

প্রথমবারের মত হ্যালেটের সামর্থ্যে আস্থা রাখতে পারছে না ও। জমিয়ে রাখা টাকা নিয়ে সময় থাকতে কেটে পড়ার ভাবনা উঁকি দিচ্ছে মাথায়, এই প্রথম। যা আছে, তাতে দু'এক বছর নিশ্চিন্তে চলে যাবে, আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। ওর অতীত জীবনের তুলনায়

ওই দু'বছর হবে মহা আরামের।

'এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল,' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল ক্রেমার।

একবার আইডিয়াটা মাথায় আসার পর আর কিছুতে সরানো যাচ্ছে না, বরং ক্রমে শাখা-প্রশাখা গজাচ্ছে।

হ্যালেটের শেষ সময় আসতে বেশি দেরি নেই। এই এল বলে। প্রথমে জন ক্যালকিন, তারপর অচেনা লোকটা, এবং শেষে স্যাম টিরেল। হয়তো অন্য ক্যালকিনরাও আসবে···

এই লড়াইয়ে জিততে পারবে না খোঁড়া বাবু।

হ্যালেটের ধারণা মরে গেলেও ওর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে ক্রেমার, আর ক্রেমার তাকে মনে করত শুধুই একটা ব্যাঙ্ক। নগদ টাকার ব্যাঙ্ক। খোদ ওই ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব এখন হুমকির সম্মুখীন।

পাহাড় আর রুক্ষ প্রান্তর পেরিয়ে আরও পশ্চিমে গেলে সমতলভূমি পাওয়া যাবে। লোকালয় আছে। শহর আছে। বিশাল শহর। সিওয়াশের চেয়ে অনেক বড় সেই শহরের ব্যাপ্তি।

হ্যালেট জানলে দুঃখ পাবে, ওর একান্ত অনুগত মানুষটি কী ভাবে ওর সম্পর্কে। ক্রেমারের কাছে সে একটা তেজী ঘোড়া ছিল, একসময় যেটার পিঠে চড়ে অনেক পথ পেরিয়েছে, কিন্তু ঘোড়াটা এখন পরিত্যক্ত।

সতেরো

মুখ শুকিয়ে গেছে জনের, মাথায় দপদপে ব্যথা হচ্ছে; সারা দেহে রাজ্যের ক্লান্তি। পাহাড় পেরিয়ে এতটা পথ আসতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে শক্তি। ঝোপে ঘেরা পাথরের আড়াল থেকে চোখ রেখেছে র‍্যাঞ্চের উপর। কয়েক ঘণ্টা হলো, অথচ কাউকে দেখতে পায়নি কিংবা কারও উপস্থিতির নমুনাও চোখে পড়েনি। বাড়ির পিছনের সিঁড়িতে রক্তের শুকনো দাগ। কিছু একটা ঘটে গেছে ইতোমধ্যে। সেটা ভয়াবহ, তাতে কোন সন্দেহ নেই তবে সেই কিছুটা যে কী, এখনও বুঝতে পারছে না জন।

সামান্য হলেও গোলাগুলি হয়েছে, এটা স্পষ্ট। সিঁড়ির কাছে কেউ গুলি খেয়েছে, লোকটা এমিলি বা লিলি না-হলে স্বস্তি পাবে জন। তন্নতন্ন করে প্রতিটি কাঠামো খুঁজল, কিন্তু কারও দেখা নেই। না এমিলিদের, না শত্রুদের। হ্যালেটরা র‍্যাঞ্চ দখল করে নিলে দেখা যেত ওদের, তবে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতেও পারে। নড়াচড়া না-করলে কেউ দেখতে পাবে না···

রক্তক্ষরণ, খাবারের অভাব, হ্যালেট বাহিনীর পাষণ্ড বর্বরতা, অন্তত চারটে গুলির জখম, এবং সবশেষে, পাহাড় পেরোনোর সময় অমানুষিক ধকল···সব মিলিয়ে যতটা খারাপ ভেবেছে জন, আসলে ওর অবস্থা তারচেয়ে ঢের খারাপ। শরীরে প্রাণচাঞ্চল্য নেই, হতাশা আর ক্লান্তি চট করে কাবু করে ফেলছে ওকে। হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে। কয়েকবারই দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, দৃষ্টিসীমায় যেন শুধু

ঘোলাটে মেঘের অস্তিত্ব।

একটা বোল্ডারের উপর হাত রাখল জন, তার উপর রাখল মাথা। কিছুক্ষণ এভাবে পড়ে থাকল। দ্রুত লয়ে শ্বাস নিচ্ছে, কর্কশ নিঃশ্বাসের শব্দ নিজে শুনতে পাচ্ছে।

নীচে র‍্যাঞ্চে বা ধারে-কাছে কারও নড়াচড়া নেই। কিছুই দেখা যাচ্ছে না! ত্যক্ত হয়ে উঠছে জন। এভাবে কতক্ষণ? উদ্বেগ কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। সত্যি কিছু হয়নি তো এমিলি বা লিলির? ফ্রুকটাকই বা গেল কোথায়? সবাইকে শেষ করে ফেলেছে ওরা? যদি তাই হয়ে থাকে, এতক্ষণে তো ফুর্তি করার কথা হ্যালেট বাহিনীর, তা করছে না কেন?

কিছুক্ষণের জন্য বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ও, কারণ চোখ মেলে তাকিয়ে নিজেকে ওভাবে আবিষ্কার করল, মাঝখানের সময়টুকুতে ওর স্মৃতি ফাঁকা রয়ে গেছে। বোল্ডারের উপর রাখা হাতে মাথা এলিয়ে পড়ে আছে, ওর ভয় হলো বোধহয় মৃত্যুর খুব কাছে চলে এসেছে। চিন্তাটা আসা মাত্র ঝট করে সিধে হলো জন, মাথায় রক্ত চড়ে গেছে।

মরার সময় হলো এটা? এমিলিকে বিপদে রেখে মরে যাওয়ার মানে পালিয়ে যাওয়া! নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবে বলে লিলিকে নিয়ে এসেছিল এখানে, লিলির কোন বিপদ হলে সেই দায় কি এড়াতে পারবে? বন্ধুর মা, ওর আত্মীয়াকে মহা অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে মরতে পারে না ও! কাপুরুষত্ব হবে সেটা। সবচেয়ে বড় কথা, পিট হ্যালেটের একটা গতি না-করে কীভাবে মরবে? অন্তত খোঁড়া শয়তানটাকে মারতে পারা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে। যে-করে হোক।

পিট হ্যালেটের কর্কশ কণ্ঠ কানে বাজছে ওর, উল্লসিত স্বরে ওকে খুন করার নির্দেশ দিচ্ছে ক্রুদের। *বেশ, হ্যালেট,* বিড়বিড় করে শপথ করল জন, *জন ক্যালকিনের লাশ যখন দেখতেই চেয়েছ, সেটা দেখার জন্য অনেকদূর যেতে হবে তোমার। কবর খুঁড়ে মাটি চাপা দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।*

মাথা তুলে আরামদায়ক অবস্থানে বসল জন। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে দৃষ্টি চালাল। আগের মতই আছে। পাহাড়ী ঢাল ধরে নীচের দিকে তাকাল ও, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্কীর্ণ পথ রয়েছে। এত খাড়া যে হেঁটে নামা সম্ভব হবে না, তবে চিৎ হয়ে শুয়ে পিছলে নেমে যাওয়া যাবে। হয়তো পিঠ বা পাছা ছিলে যাবে, কিন্তু পনেরো-বিশ ফুট নামতে তো পারবে।

আরাম করে বসল জন, তারপর পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিল। এক হাতে রাইফেল এবং অন্য হাতে ক্রাচ নিয়ে শরীর ছেড়ে দিল, ঝোপ আর বোল্ডারের ফাঁক দিয়ে ছেঁচড়ে নামতে শুরু করল। ক্রাচ বা রাইফেল দিয়ে প্রয়োজনে গতি রোধ করছে। শেষ প্রান্তে পৌঁছে, প্রচণ্ড ধাক্কা খেল একটা পাথুরে স্ল্যাবের সঙ্গে; এক রাশ ধুলোও উড়ল। যন্ত্রণার চেয়ে ধুলোর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল জন। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ!

তৃণভূমির প্রায় সমানে নেমে এসেছে জন। অস্ত্র পরখ করল, তারপর গানবেল্ট দেখল। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কার্তুজ নেই। পিস্তলের জন্য এগারোটা অবশিষ্ট আছে, আর রাইফেলের জন্য পকেটে বেশ কয়েক রাউন্ড আছে। অনেকক্ষণ লড়তে হলে বিপদে পড়ে যাবে।

সুস্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে না-পারলেও একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে জন। খুঁটিয়ে দেখেছে র‍্যাঞ্চ হাউস আর অন্য কাঠামোগুলো। বাইরে থেকে যতই শান্ত কিংবা জনশূন্য দেখাক না কেন, জন নিশ্চিত ভিতরে কেউ আছে। অবাঞ্ছিত কেউ। মেয়েরা হয় খুন হয়ে গেছে, নয়তো বন্দি হয়েছে; নইলে এতক্ষণে কেউ না কেউ বেরিয়ে আসতই।

কিংবা পাহাড়ে, ওর পিছনে ঘাপটি মেরে আছে কেউ।

নতুন দুশ্চিন্তা! ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি অবস্থা জনের। ঠিক এ-মুহূর্তে কেউ হয়তো রাইফেলের সাইট স্থির করছে ওর পিঠে! মাথা ঘুরিয়ে পিছনে পাহাড়ের দিকে তাকাল জন। কেউ যদি ঠিক ওর

উপরে থাকে, কোনভাবেই দেখতে পাবে না। হঠাৎ জিনিসটা দেখতে পেল, ছেঁচড়ে নামার আগেও ওটা দেখতে পায়নি।

বাঙ্কহাউসের সামনে একটা লোক চার হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। বোঝার উপায় নেই মৃত নাকি অজ্ঞান। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না জন, তবে ওর মনে হচ্ছে হতভাগ্য লোকটা মাশকুস ফ্রুকটাক। আদপে যেই হোক, এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এখানে একটা লড়াই হয়ে গেছে। লোকটা যদি মাশ হয়ে থাকে, যদিও জন মোটামুটি নিশ্চিত, কেউ এসে নিশ্চয়ই তাকে সরিয়ে নিয়ে যেত।

বেলা গড়িয়ে গেছে। রোদে পিঠ তাতাচ্ছে এখন। উষ্ণ একটা অনুভূতি হচ্ছে ওর, আর শরীরে রাজ্যের অবসাদ বোধ করছে। দূরে র‍্যাঞ্চ হাউস এবং করালের কাঠামো যেন কাঁপছে, তাপতরঙ্গের কারসাজি। বারবার রাইফেলের বাঁট ছুঁয়ে নিজেকে আশ্বস্ত করছে জন। উঁহুঁ, ঘোরে আক্রান্ত নয় ও, এটা বাস্তব। নিরেট বাস্তব। চোখ কুঁচকে নীচের র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকাল। কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে···জেনে যেত আসলেই ওর সন্দেহ অমূলক কি-না।

চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ট্রেইলের দিকে তাকাল জন। ট্রেইল ধরে আসছে কেউ। ঘোরে আক্রান্ত ও, বারবার মনঃসংযোগে চিড় ধরছে, মাথা ঝাড়া দিয়ে তাকাল রাস্তার দিকে।

কালো একটা ঘোড়া। অ্যাপালুসা।

শুধু একজন মানুষ এভাবে ঘোড়ায় চড়ে, আর এমন একটা ঘোড়াই চেনে জন। বহুদিন আগে শেষবার দেখলেও চিনতে ভুল হয়নি। এই লোক স্যাম টিরেল না হয়েই যায় না! যথেষ্ট দূরে আছে সে, কাঠামো স্পষ্ট চোখে পড়ছে না। ধীর-স্থির, নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে।

একটা ফাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে!

এবার বোঝা যাচ্ছে কেন র‍্যাঞ্চ হাউসে কোন সাড়াশব্দ নেই। ভিতরে অপেক্ষায় আছে ওরা। কিছু না-জেনে বাইরে এসে দাঁড়াবে

স্যাম, অন্তত কয়েকটা রাইফেলের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ওর বুক। ভিতরে হয়তো এমিলি বা লিলি রয়েছে, কিন্তু কিছুই করার থাকবে না ওদের। নিজের চোখে প্রিয় সন্তানের মৃত্যু চাক্ষুষ করবে এমিলি টিরেল।

একটা কিছু করতে হবে! যেভাবে হোক সতর্ক করে দিতে হবে, র‍্যাঞ্চ হাউসের সীমানায় ঢুকে পড়ার আগেই থামাতে হবে স্যামকে। ভিতরে কে বা ক'জন আছে জানে না জন, কিন্তু ওর ধারণা আধ-ডজন লোক তো হবেই। পাহাড়ে ওকে যারা আক্রমণ করেছিল, দলে হ্যালেট সহ আটজন ছিল। সম্ভবত সবাই আছে এখানে, স্যাম বা জনের অপেক্ষায় রয়েছে।

গুলি করে সতর্ক করে দিতে পারে স্যামকে, কিন্তু তাতে নিজে বিপদে পড়ে যাবে ও। ঢাল থেকে নামতে পারবে না আর। প্রতিপক্ষ ওর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল বলেই এতটা পথ আসতে সক্ষম হয়েছে। এখন, জানা মাত্র নির্দ্বিধায় খুন করবে ওকে। কিন্তু জেনে-শুনে বন্ধুকে মৃত্যুফাঁদে পড়তে দিতে চায় না জন, চায় না অপ্রস্তুত অবস্থায় অসহায় মৃত্যু বরণ করুক স্যাম। প্রয়োজনে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও সতর্ক করে দেবে তাকে।

অপ্রস্তুত? স্যামের ক্ষেত্রে কথাটা খাটে না। জনের মত স্বভাব, কোন সময়ই অসতর্ক থাকে না। বুনো প্রাণীদের মত সজাগ থাকতে অভ্যস্ত, এমনকী ঘুমের মধ্যেও। যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকে। জানে মুহূর্তের ব্যবধানে হয়তো লড়তে হতে পারে, কিংবা ছুটতে হতে পারে, অথবা উল্টো দৌড় দিতে হতে পারে।

এ-মুহূর্তে কতটা সতর্ক স্যাম? বোঝা যাচ্ছে না। পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানা নেই ওর, সহজাত সতর্কতা এখানে কোন কাজে আসবে না।

অন্য একটা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে জনের মাথায়। হ্যালেটরা র‍্যাঞ্চে ঢুকল কী করে? সামনে থেকে এলে তিন-চারটা বন্দুকের মুখে পড়ার কথা। অস্ত্রে এমিলি বা ব্রায়ানের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। দু'জনে

মিলে অনুকূল পরিস্থিতিতে এক ডজন লোককে আটকে রাখতে পারবে। পাহাড়ের গোপন ট্রেইলটার কথা জেনে ফেলেনি তো হ্যালেটেরা? সম্ভবত ওটা ধরে র‍্যাঞ্চে এসে পৌঁছেছে, তারপর চুপিসারে ভিতরে ঢুকে দখল নিয়েছে। শেষ মুহূর্তে বাধা দেওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছে এমিলিরা, তার প্রমাণ বাইরে ফ্রুকটাক্ষের লাশ।

বাড়ি থেকে তিনশো গজ দূরে রয়েছে স্যাম। এখন নিশ্চয়ই অন্তত আধ-ডজন রাইফেলের নলের মুখে রয়েছে ও। রাইফেল তুলল জন, তারপর আকাশের দিকে উঁচিয়ে ট্রিগার টেনে দিল। সঙ্গে সঙ্গে স্পার দাবাল স্যাম টিরেল, তুফান বেগে ছুটল অ্যাপালুসাটা। আড়াআড়ি পাহাড়ী ঢালের দিকে এগোচ্ছে। গুলির তুবড়ি ছুটেছে ওর আশপাশে। ঢালের কাছে পৌঁছে লাফিয়ে স্যাডল ত্যাগ করল স্যাম, মাটিতে পড়া মাত্র গড়িয়ে দিল শরীর। কয়েক গড়ান খেয়ে একটা ঝোপের আড়ালে চলে এল। সমানে গুলি করছে পিট হ্যালেটের লোকজন। মুহুর্মুহু রাইফেলের গর্জনে মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা।

ট্রিগার টেনে দেরি করেনি জন, ঢাল বরাবর গড়িয়ে দিয়েছে শরীর। বিপদের মাত্রা উপলব্ধি করতে পারছে ও। জানে নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে এনেছে। যেখানে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ, রীজের ঢাল কচুকাটা হয়ে যাবে রাইফেলের গুলিতে। মরতে হলেও আফসোস নেই জনের—অস্ত্র হাতে, পায়ে বুট আর দৌড়ের মধ্যে মারা যাবে। পাহাড়ী ঢাল ধরে কখনও ছুটে, কখনও ছেঁচড়ে নেমে এল ও। কেউ দেখলে ভাববে উদ্‌ভ্রান্ত বা পাগল।

হাঁটু গেড়ে সমতল মাটিতে পড়ল জন, পতনের ধাক্কায় দুই গোড়ালি দেবে গেল মাটিতে। বুলেটের তুবড়ি ছুটছে আশপাশে। কিন্তু কোন কিছুই পরোয়া করল না, পরোয়া করার মত দশা নেই ওর। উঠে দাঁড়িয়েই ছুটল, দৌড়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে আঘাত করল দরজায়।

সুঠামদেহী হিসাবে সুনাম আছে ওর, কেউ কেউ বিশালদেহীও বলে ওকে। যত দুর্বলই হোক, শরীরের ওজন তো কমেনি। তাই

প্রথম ধাক্কায় খুলে গেল দরজা। ছুটে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল জন। ধূসর চুলের এক লোক দাঁড়িয়ে ছিল দরজার ডানে, হাতে ডাবল-ব্যারেল শটগান। রাইফেলটা পিস্তলের মত করে কোমরের কাছ থেকে গুলি করল জন, তারপর এক কদম এগোল লোকটার দিকে। ঝাঁকি দিয়ে রাইফেলের মাযল খানিক উপরে তুলল ও, দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানল। গলা ছুঁয়ে চলে গেল বুলেট, কিন্তু নাক গুঁড়িয়ে ফেলল। সন্ত্রস্ত মহিলাদের মত আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করল সে। রাইফেল ঘুরিয়ে ব্যারেলটা লোকটার চাঁদিতে নামিয়ে আনল জন, ভোঁতা শব্দে মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে।

পাশের কামরায় গর্জে উঠল কয়েকটা বন্দুক। একটা চিৎকার উঠল। রাইফেল বাম হাতে চালান করে দিয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা শটগান তুলে নিল জন। লিভিংরুমের দিকে ছুটল এবার।

হ্যালেটের চারজন লোক রয়েছে কামরায়। এক কোণে রয়েছে এমিলি টিরেল আর লিলি। লিলির ঠোঁটে রক্ত, ফুলে গেছে বেশ। শটগান ঘোরাল জন, বারো ফুট দূর থেকে দুটো চেম্বারই খালি করে ফেলল। ঘরে যেন বোমা পড়েছে, কান ফাটানো শব্দে গর্জে উঠল শটগান; সারা কামরা ভরে গেল ধোঁয়ায়।

মাথা ঘুরছে জনের, প্রাণপণ চেষ্টায় ভারসাম্য রেখেছে। মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। ঘর ভর্তি ধোঁয়া অগ্রাহ্য করে একের পর এক গুলি করে গেল ও, প্রত্যেকের অবস্থান মাথায় গেঁথে আছে।

ধোঁয়ার ভিতর থেকে পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল একজন। চুল উস্কখুস্ক, হ্যাট উধাও হয়ে গেছে, নীল চোখ বিস্ফারিত। জন তার ডানে রয়েছে। ইতিউতি তাকাতে জনকে দেখতে পেল সে, পিস্তলের নল ঘোরাল ওর দিকে। হাতের শটগান লোকটার মুখে ছুঁড়ে মারল জন, তারপর নিজেও ডাইভ দিল। রাইফেলের কথা বেমালুম ভুলে গেছে ও।

কাছাকাছি পৌঁছে সজোরে ডান হাত চালাল জন, চোখে গিয়ে

লাগল। অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। রাইফেলটা দু'হাতে চেপে ধরে পুরো এক চক্কর ঘুরিয়ে গায়ের জোরে লোকটার পেটে বাঁট চালাল জন। শূন্য বস্তার মত কুঁকড়ে গেল সে, দেহটা মেঝেয় পড়া মাত্র জনের সবুট লাথি এসে পড়ল মুখে।

টলমল পায়ে দুই কদম এগোল জন, তারপর পড়ে গেল। মেঝের কাছে আত্মসমর্পণ করল দুই হাঁটু। উঠার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে গেল ও। আবারও চেষ্টা করল, ব্যর্থ হয়ে গড়িয়ে দিল শরীর। ঠিক তখনই দেখতে পেল সামনের দরজা দিয়ে ছুটে আসছে এক লোক। লোকটা বিশালদেহী, চওড়া বুকের ছাতি। গায়ে লাল চেক শার্ট। হাতে ভয়ালদর্শন পিস্তলটা গড়পড়তার চেয়ে বড়। জনকে দেখতে পেয়ে এক মুহূর্তও দেরি করল না, চট করে পিস্তল তুলে নিশানা করল।

এবার খেল শেষ! ভাবল জন। নরকের টিকেট কেনা হয়ে গেছে। আশ্চর্য, চোখের সামনে সারা জীবনের স্মৃতি ভেসে উঠেনি! সরাসরি লোকটার হাতের পিস্তলের দিকে তাকাল জন, কখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে নিজেও জানে না। তবে এটা বুঝতে পেরেছে যে শেষ রক্ষা হবে না। হয়তো উঠে দাঁড়াতে পারলে···

জনের পিছনে কেশে উঠল একটা পিস্তল, তারপর আবার। পায়ের আঙুলের উপর যেন দাঁড়িয়ে গেল লোকটা, হাতের পিস্তল পিছলে বেরিয়ে গেল মুঠি থেকে। পিস্তলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একইসঙ্গে মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে। ঘাড় ফেরাতে জন দেখতে পেল পিছনে ভয়ালদর্শন ড্র্যাগুন কোল্ট হাতে দাঁড়িয়ে আছে এমিলি টিরেল। সম্ভবত পরনের পোশাকের ভাঁজে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল পিস্তলটা।

ছুটে এল লিলি, জনের পাশে এসে বসল। একেবারে নীরব হয়ে গেছে ঘরটা। গুঙিয়ে উঠল কেউ, সেটা যে জন নিজে, প্রথমে বুঝতে পারল না।

'মেরো না আমাকে!' চিৎকার করল এক লোক। 'খোদার

দোহাই, গুলি কোরো না!' সারা শরীর রক্তাক্ত লোকটার। টলমল পায়ে কয়েক কদম এগোল, জনকে ছাড়িয়ে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেয়।

একটা জানালা খুলে দিল কেউ। ধোঁয়া চলে যাওয়ায় ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে গেল বাতাস। তিনজন লোক পড়ে আছে মেঝেয়, সবাই মারা গেছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না।

জনের পাশে এসে দাঁড়াল এমিলি। 'একেবারে ঠিক সময়ে এসেছ তুমি, বয়,' মহিলার কণ্ঠে দরদ। 'নইলে খুন হয়ে যেতাম আমরা। ব্রায়ানকে বেঁধে রেখেছিল ওরা, আর শুরুতে গুলি খেয়েছে মাশ।'

ঘোরের মধ্যেও খবরটা পেয়ে সান্ত্বনা পেল জন। মাশকুস ফ্রুকটাক তা হলে বেঁচে আছে! 'স্যাম এসেছে,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'র‍্যাঞ্চে ঢোকার আগেই সতর্ক করে দিয়েছি ওকে।'

'স্যাম!? নির্ঘাত এবার পালাবে সবক'টা শয়তান।'

জনকে জায়গা থেকে সরাল না ওরা। একটা বালিশ এনে মাথার নীচে রাখল, ক্ষতের শুশ্রূষা করল। পুরানো জখমের মুখ খুলে যাওয়ায় আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। একটু পর সুপ খাওয়াল ওকে। ক্লান্তি, ক্ষুৎ-পিপাসা আর রক্তক্ষরণ কাহিল করে ফেলেছে ওকে।

মেঝেয় পড়ে থাকা তিনজনের দু'জন মারা গেছে। একজন জনের শটগানের গুলিতে মারা গেছে, অন্যজন এমিলির ড্র্যাগুন কোল্টের অন্তত তিনটা গুলি খেয়েছে।

রাইফেলের কুঁদো দিয়ে যাকে আঘাত করেছে জন, এখনও বেঁচে আছে সে, যদিও অবস্থা বেশ খারাপ। অন্যরা, যেভাবে হোক, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছে। পরে তাদের কী হলো জানে না কেউ। কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে, ওরা নেই। এম.টি এখন শত্রুমুক্ত। পিট হ্যালেটের চেহারা দেখতে পায়নি জন। ছিল সে, কিন্তু খোঁড়া পা নিয়ে দিব্যি গোলাগুলির আগেই কেটে পড়েছে।

পরে এমিলির কাছ থেকে জন জানতে পারল তিনজন স্যামের অপেক্ষায় লূপহোলে পজিশন নিয়েছিল। স্যামের আসার খবর জেনে

গিয়েছিল ওরা। সম্ভবত স্যাম র‍্যাঞ্চে আসার পথে সিওয়াশে ঢুঁ মারায় খবরটা চাউর হয়ে গিয়েছিল। ক্রুদের উপর হ্যালেটের কড়া নির্দেশ ছিল যেভাবে হোক খুন করতে হবে স্যামকে। এমিলি আর ব্রায়ান বন্দি থাকায় জোর করে এম.টির মালিকানা হস্তান্তর করা হ্যালেটের জন্য কোন ব্যাপারই ছিল না।

*

তিন সপ্তাহ বিছানায় কাটাল জন। লিলি আর এমিলি ওর আন্তরিক শুশ্রূষা করেছে। তিনটা সপ্তাহ যমে-মানুষে লড়াই শেষে সুস্থ হলো ও। কয়েকবারই শহরে গেছে ব্রায়ান, স্যাম আর ফ্রুকটাক, কিন্তু হ্যালেট বা তার ক্রুদের টিকিটিও খুঁজে পায়নি।

গুলি খেয়ে কঙ্কাশনে আক্রান্ত হয়েছিল ফ্রুকটাক, অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল কয়েক ঘণ্টা। বুলেটটা ওর চাঁদির চামড়ায় আঁচড় কেটে চলে গিয়েছিল। এছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি।

কয়েকটা দিন বেগার খাটল দুই ভাই। এম.টির আগের চেহারা অনেকটা পুনরুদ্ধার হলো। দুটো দিন বিশ্রাম নেওয়ার পর ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ফ্রুকটাক। একমাত্র জনই বিছানায় শুয়ে ছিল, অবশ্য ওর অবস্থা এতটা খারাপ ছিল যে প্রথম দশদিন স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না।

ছেলেরা ফিরে আসায় বাড়ির পরিবেশ আমূল বদলে গেছে। ওদের স্বতঃস্ফূর্ত চলাফেরায় মনে হলো এত লোকের জন্য বাড়িটা নেহাত ছোট হয়ে গেছে। গল্প যেন শেষ হয় না। বলার মত বহু কাহিনি রয়েছে দু'জনের। ব্রায়ান ফিরেছে এক যুগ পর, আর স্যাম প্রায় সাত বছর বাদে। স্বভাবতই, বলার মত অসংখ্য গল্প রয়েছে ওদের। সারা ইউরোপ ঘুরেছে ব্রায়ান, ফরাসী সেনাবাহিনীতে চাকুরি করেছে। শিক্ষিত, আত্মবিশ্বাসী মানুষ। বিছানায় শুয়ে থেকে ইউরোপের গল্প শুনল জন, মাঝে মধ্যে আনমনা হয়ে গেল। বুনো এই পশ্চিমের কত জায়গায় যে গেছে, অথচ ব্রায়ানের তুলনায় নিজের অভিজ্ঞতা নস্যি মনে হচ্ছে ওর। ইউরোপ নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর!

একবার যেতে পারলে সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে করত।

স্কুলে পড়ার সময় সুযোগ পেলেই ফাঁকি দিত ও। পালিয়ে গিয়ে খেলত বা বনে ঘুরে বেড়াত বন্ধুদের সঙ্গে। কেউ ওর চেয়ে বেশি জানে, বেশি পড়াশোনা করেছে দেখলে লজ্জিত বোধ করে জন, মনে হয় শৈশব বা ছেলেবেলায় অতটা ফাঁকি না-দিলেও হত।

স্যাডলে জীবনটা কেটে যাচ্ছে ওর, নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। কিন্তু এজন্য দুঃখ করে না কখনও। কেউ বেশি জানে, কারও দৃষ্টিভঙ্গি ওর চেয়ে শ্রেয়তর–দেখতে পেলে সত্যি ঈর্ষা হয় ওর। ব্রায়ান এবং এমনকী স্যামও অনেক পড়াশোনা করেছে। জন করেছে বটে, তবে নিজেকে ওদের সমকক্ষ মনে করে না। ওর জ্ঞান পিস্তল, ঘোড়া, তাস···এবং মানুষকে চেনার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

উধাও হয়ে গেছে পিট হ্যালেট। লেফ ক্রেমারকেও দেখেনি কেউ। বাঘা বাঘা বন্দুকবাজ বা বেপরোয়া লোক ভাড়া করেছিল হ্যালেট, কিন্তু এম.টিতে সেদিন চূড়ান্ত শোডাউনের পর আর কাউকে দেখা যায়নি চৌহদ্দিতে। অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে এরা। হ্যালেটের সেলুন আর হোটেলের দখল নিয়েছে মার্গারিটা ইবানেজ, এদিকে আগের মত পুরো স্টোর খুলেছে টেট হ্যাটেন। রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে।

শুয়ে থাকলেও সময়টা বেকার কাটায়নি জন, কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছে। ওর ধারণা হ্যালেট বা ক্রেমার আদপে এলাকা ছেড়ে যায়নি, বরং ধারে-কাছে কোথাও মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় আছে। হ্যালেটের মত মানুষ হাল ছাড়ে না কখনও। হাল ছেড়ে দেওয়া মানে অহঙ্কার বিসর্জন দেওয়া। অহঙ্কারই একটা মানুষের শেষ সম্বল। আর পিট হ্যালেটের প্রতি ক্রেমারের অন্ধ আনুগত্য তর্কাতীত ব্যাপার।

লিলি ধারে-কাছে থাকছে। যত্ন করে চুল বাঁধে, তিনজনের দিকে সমান নজর ওর, যদিও দুই ভাইকে সময় দিচ্ছে বেশি। এটা দেখে খুশিই হয়েছে এমিলি। ব্রায়ান খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না লিলিকে, যেন মেয়েটা অন্যদের চেয়ে আলাদা কিছু নয়; তবে স্যাম দু'একবার

চোরা চোখে দেখেছে ওকে।

শহরে গিয়ে ড্রেসের সরঞ্জাম কিনেছে এমিলি, এবং আসার পর থেকে অবসরে সেলাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পুরো র‍্যাঞ্চের চেহারা বদলে দিয়েছে দুই ভাই আর ফ্রুকটাক। উপত্যকা থেকে ব্র্যান্ডহীন গরু নামিয়ে ব্র্যান্ড করেছে। তৃণভূমির যেদিকে দৃষ্টি যায়, শুধু এম.টির গরু চোখে পড়ে।

বিছানায় শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে সময় কাটছে জনের। ভাবে নিকট ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে। আসলে ভবিষ্যৎকে কখনোই তেমন গুরুত্ব দেয় না ও; পরিস্থিতি বুঝে যা করা দরকার, তাই করে। এ-বাড়ির মানুষগুলোর সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছে, ওদের সত্তার অংশ হয়ে পড়ছে। ব্যাপারটা শঙ্কিত করে তুলল ওকে। উঁহুঁ, শিগ্‌গিরই উঠতে হবে। ট্রেইলই ওর ঠিকানা। এখানে দেরি করলে হয়তো জড়িয়ে পড়বে অদৃশ্য বাঁধনে।

হাজার মাইল দূরে থাকলেও ব্রায়ান আর স্যামের সম্পর্কটা সুদৃঢ়। দু'জন যেন ছেলেবেলায় ফিরে গেছে। একে অন্যের পাশে থাকে সবসময়। দু'জনকে দেখে সত্যি ভাল লাগে। দু'জনে একটা টীম ওরা। ওদের উপস্থিতিতে একটু একটু করে এম.টির পুরানো ঐতিহ্য ফিরে আসছে।

হয়তো প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি বিছানায় কাটিয়ে দিচ্ছে ও, ভাবল জন। এর কারণ একটাই–বাড়িটা ছেড়ে যেতে সত্যি খারাপ লাগছে। এ ক'দিনে মায়ায় পড়ে গেছে। এমিলি, ব্রায়ান, স্যাম, লিলি, এমনকী ফ্রুকটাকও…এরা যেন ওরই স্বজন। বিপদে পাশে এসে দাঁড়ানো ক্যালকিনদের বহু পুরানো ঐতিহ্য, চিরচেনা সেই দৃশ্য যেন আরেকবার মঞ্চস্থ হয়েছে এখানে। জনের মনে হচ্ছে বাড়ি ফিরে এসেছে ও। এমিলি টিরেল ওর মা, ব্রায়ান আর স্যাম ওর দুই ভাই…

কতদিন বাড়ি যায় না ও! মার মুখ দেখেনি কতদিন হলো?

যত টানাপড়েনই থাকুক, একসময় বিদায়ের দিনটা আসবেই।

এক সকালে বিছানা ছাড়ল জন, মাথায় হ্যাট চাপাল। গরুর দেশ

এটা, ঘুম থেকে উঠে প্রথমে হ্যাট পরা উচিত, বোধহয় সেজন্য এই প্রথম ব্যতিক্রম ঘটল। সচরাচর ঘুম থেকে উঠে আগে গানবেল্ট এবং হোলস্টার কোমরে জড়ায় ও। তবে এও ঠিক বিছানার পাশে নেই ওর গানবেল্ট। অসুস্থ হওয়ার পর থেকে ওগুলো তুলে রেখেছে এমিলি।

জিন্সের ট্রাউজার পরল জন। এমিলি আর লিলির অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে ওটার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে কিছুদিন আগে। শার্টও সেলাই করেছে। ছেলেদের একটা শার্ট ওকে দিতে চাইল এমিলি, কিন্তু ওর গায়ে লাগবে না বলে নিষেধ করল জন। দুই ভাইয়ের চেয়ে ওর বুক-কাঁধ অনেক চওড়া।

গানবেল্ট কোমরে জড়াচ্ছে, এ-সময় ঘরে ঢুকল লিলি হলিস্টার। জনের দিকে পলকের দৃষ্টি চালাল, তারপর গলা ফাটিয়ে চেঁচাল: 'এমি! মিসেস টিরেল! জন বিছানা ছেড়ে উঠেছে!'

ছুটে এল এমিলি টিরেল। দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখল জনকে। 'জানতাম কোন ক্যালকিনকে বেশিদিন বিছানায় রাখতে পারব না। নীচে এসো, সান, একসঙ্গে নাস্তা খাব আমরা। অনেক রক্ত হারিয়েছ, ঘাটতি পুষিয়ে নিতে মাংস খেতে হবে তোমার।'

'আসছি, ম্যা'ম,' মৃদু স্বরে বলল জন। জানালা দিয়ে বাইরে তৃণভূমির দিকে তাকাল। নয়ন জুড়ানো সবুজ ঘাস দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। আহ্, শেষপর্যন্ত খাড়া হলো! আবার ট্রেইলে যাবে ও, নীল দিগন্তের উদ্দেশে যাত্রা করবে। এই প্রশান্তি কি বিছানায় শুয়ে থেকে পাওয়া যায়?

আঠারো

পরের তিনটা দিন শুয়ে-বসে কাটাল জন ক্যালকিন। বেশিরভাগ সময় পোর্চে বসে ছিল, সিওয়াশের দিকে চলে যাওয়া ট্রেইল আর পাহাড়সারি দেখে সময় কাটিয়েছে। স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য এবং কর্মব্যস্ততা ফিরে এসেছে এম.টিতে, তৃণভূমিতে গরু চরছে। পিট হ্যালেট তল্লাটে আসার পর থেকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল ওরা। বাড়ি, বার্ন বা করালের চেহারা বদলে গেছে। এই প্রথম হাসি-খুশি ও উচ্ছল দেখাচ্ছে এমিলিকে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাচ্ছে, রাত জেগে থাকতে হচ্ছে না।

দিনের বেশিরভাগ সময় রেঞ্জে কাটাচ্ছে দুই ভাই—রাউন্ড-আপের পাশাপাশি ব্র্যান্ডহীন গরু বা বাছুরের গায়ে মার্কা বসাচ্ছে। তৃণভূমি বা উপত্যকার আনাচে-কানাচে বহু গরু ছড়িয়ে পড়েছিল, ওগুলোকে রেঞ্জে নিয়ে এসেছে।

পোর্চে বসে প্রায়ই পিট হ্যালেট আর লেফ ক্রেমারের চিন্তা করেছে জন। অনুমান করার চেষ্টা করেছে ওদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়াও টানছে ওকে। ট্রেইলে উঠে পড়ার জোর তাগাদা অনুভব করছে মনে। আর হয়তো দুই কি তিনদিন, তারপর স্যাডলে চাপার সামর্থ্য ফিরে পাবে। অযথা এখানে থাকার কোন মানে হয় না। ছেলেরা ফিরে এসেছে, শত্রুরা নেই, নিজেকে ফিরে পেয়েছে এমিলি টিরেল। স্যাম থাকায় এম.টির দিকে হাত বাড়ানোর দুঃসাহস কারও হবে না। স্যামকে বহুবার অ্যাকশনে

দেখেছে জন, জানে যে-কোন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওর।

তিনদিনে দুশ্চিন্তা করার মত কিছু চোখে পড়েনি ওর। সত্যি কথা বলতে কী, ঘাস আর গরু ছাড়া কিছুই চোখে পড়েনি। আকাশে পেঁজা তুলোর মত মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। চতুর্থদিন সকালে করালে গেল জন। অস্থির লাগছে ওর। বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না। এভাবে বেকার বসে থাকলে শরীরে মেদ জমে যাবে।

ল্যাসো ছুঁড়ে রোয়ানটাকে ধরল ও। দড়ির ফাঁস আটকানোর পর খানিক টালবাহানা করল ওটা, শেষে শান্ত হয়ে গেল। ক'দিন ওটার পিঠে চাপেনি কেউ, ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়িয়েছে; তাই কিছুটা হলেও অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। মৃদু স্বরে কথা বলার সময় ওটাকে আদর করল ও, একটা গাজর খাইয়ে পিঠে স্যাডল চাপাল। জন স্যাডলে চাপার পর অস্বস্তিতে ছটফট করল কিছুক্ষণ, শেষে মেনে নিল। যাই হোক, মিনিট কয়েকের মধ্যে খোলা তৃণভূমিতে বেরিয়ে এল জন, ঘোড়াটা জেনে গেছে কার নির্দেশ মানতে হবে।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে লিলি, তোয়ালেয় হাত মুছছে। 'জন! এই অবস্থার মধ্যেও ঘোড়ায় চড়েছ! এমন বোকা মানুষ আর দেখিনি। জলদি ওটার পিঠ থেকে নেমে এখানে চলে এসো!'

'কী জানো, ম্যা'ম, ট্রেইলের ডাক শুনতে পাচ্ছি আমি। এখানে তো অনেক থাকলাম, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। এবার চলে যাওয়ার পালা।'

'ছোটাছুটি করে কি কোন লাভ হয়? জীবনে কিছু পাওয়া যায়? এভাবে ঘুরতে থাকলে একসময় দেখবে ট্রেইলে ট্রেইলে জীবন শেষ হয়ে গেছে তোমার!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মেয়েটি।

'এক জায়গায় পড়ে থাকার কী মাহাত্ম্য? মরা কাঠ বা লুকানো পাথর ছাড়া মস জন্মাতে দেখিনি কখনও। ওরকম গুরুত্বহীন কিছু হওয়ার চেয়ে ঘোরাঘুরি ঢের ভাল। আর···মৌমাছি কিন্তু ছুটে ছুটে মধু পায়।'

'মধু দেখেও তো নিতে চাও না, যেন জীবনে অনেক পেয়েছ!'

'স্যামের উপর চোখ পড়েছে তোমার, সেখানে আমার জায়গা হয় কী করে?' আন্তরিক হাসল জন। 'তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। আমার চেয়ে ঢের সুদর্শন ও।'

'কে বেশি সুদর্শন সেটা নির্ভর করে যে দেখে তার উপর,' থমথমে মুখে বলল লিলি। দেখল র‍্যাঞ্চের চারপাশে পুরো একটা চক্কর কেটে ওর সামনে এসে ঘোড়া থামাল জন। 'সবাই কোথায় যাচ্ছ তোমরা? এমি শহরে গেছে। ফিরে এসে খাবার টেবিলে তোমাদের না-দেখলে মন খারাপ করবে ও।'

'একা?' কেন যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল জন। 'কেউ গেছে ওর সঙ্গে?'

'আছে কে যে যাবে ওর সঙ্গে? হরিণ শিকার করতে পাহাড়ে চলে গেছে ব্রায়ান, মাশকে নিয়ে উঁচু উপত্যকায় ঘাস দেখতে গেছে স্যাম। আর তুমি তো ঘোড়ায় চড়া মকশো করছ। যাক্‌গে, নিজেকে সামলানোর ক্ষমতা আছে এমির।'

স্যাডলব্যাগ তুলে নিয়ে স্যাডলের উপর আড়াআড়ি বাঁধল জন, তারপর রাইফেল হাতে ফের রোয়ানের পিঠে চাপল। 'আমার বিদায় জানিয়ো ওদের,' বলল ও। 'যাবার পথে সিওয়াশে এমির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেব।'

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকল লিলি হলিস্টার, একেবারে উদ্ভট মনে হচ্ছে জনের আচরণ, মেলাতে পারছে না। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না জন, জানে মেয়েটির দিকে মনোযোগ দিলে অযথা কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট হবে।

সিওয়াশের সচরাচর ট্রেইল ধরল ও। অসুস্থ, তবে এমিলির জন্য দুশ্চিন্তাই শর্টকাট পথ পছন্দ করার কারণ। একা বেরিয়েছে এমিলি, এমন সুযোগই খুঁজছিল হ্যালেট। দুই ভাইয়ের ধারণা তল্লাট ছেড়ে ভেগেছে লোকটা, কিন্তু জন মনে করে এখনও আছে সে। মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় কোথাও লুকিয়ে আছে। হ্যালেট আগাগোড়া

প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ। তা ছাড়া, এমিলির প্রতি পুরানো বিদ্বেষ আর ঘৃণাও রয়েছে তার। এ-ধরনের মানুষ কখনও হাল ছাড়ে না।

কিছুদিন করালে ছিল রোয়ানটা, পিঠে চড়তে দিতে চায়নি ওকে। কিন্তু ট্রেইলে আসার পর দেখা গেল ছুটতে উন্মুখ হয়ে আছে ওটা। পাহাড়ের উপর থেকে ঢেউ খেলানো প্রান্তরের বুক চিরে চলে যাওয়া ট্রেইলে নজর চালাল জন, এমিলিকে দেখতে পেলে নিশ্চিন্ত হবে। কিন্তু চোখে পড়ল না।

সরাসরি ট্রেইল ধরে যাচ্ছে না ও। কখনও তৃণভূমি ধরে, কখনও পাহাড় পেরিয়ে যাচ্ছে। তবে ঘুরে-ফিরে ট্রেইলের কাছে ফিরে আসছে।

এমিলির খচ্চরের ট্র্যাক পেতে দেরি হলো না। ধীর গতিতে এগিয়েছে ও, মনে হলো না সতর্ক ছিল। স্বেচ্ছায় খচ্চরটাকে এগোতে দিয়েছে বোধহয়, কারণ একেবারে ধীরগতিতে এগিয়েছে ওটা। সওয়ারের কাজ থাকতে পারে, কিন্তু খচ্চরটার কোন কাজ নেই সিওয়াশে, তাই গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়া অনুভব করেনি।

চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে জন। যতটা দেখা যায়, খুঁটিয়ে দেখছে। চিহ্ন পেয়ে যেতে পারে। কোথাও কিছু বা কেউ নেই। এমনকী ধুলোও চোখে পড়ছে না। মাথার উপর ঘন নীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে বিচ্ছিন্ন সাদা মেঘ, নীল তৃণভূমিতে যেন চরছে ভেড়ার দল। নিচু একটা অ্যারোয়ো পেরিয়ে এল ওরা, কয়েকশো গজ পেরিয়ে হঠাৎ জন খেয়াল করল এমিলির সব ট্র্যাক উধাও হয়ে গেছে।

আরও কিছুদূর এগোল ও, খুঁটিয়ে দেখছে ট্রেইল, কিন্তু কিছু চোখে পড়ল না। নেই। যেন ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে এমিলি আর ওর খচ্চরটা। সিওয়াশ মাত্র মাইল খানেক দূরে। সিদ্ধান্ত নিতে সেকেন্ড খানেক দেরি করল জন, তারপর স্পার দাবাল। ছুটে শহরে ঢুকে পড়ল।

শহরে ঢোকার মুখে মার্গারিটা ইবানেজের দেখা পেয়ে গেল ও।

'এমিলি টিরেলকে দেখেছ, ম্যা'ম?' জানতে চাইল জন।

'না তো। শহরে এলে সবসময়ই আমার সঙ্গে দেখা করে ও।'

স্টোরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল টেট হ্যাটেন, গায়ে অ্যাপ্রন। 'আমি তো ভেবেছি দু'একদিনের মধ্যে শহরে দেখতে পাব ওকে,' জানাল সে। 'কয়েকটা ব্যাপারে আলোচনা করা দরকার ছিল। কিন্তু ও তো আসেনি।'

'দেখো তো ও শহরে আছে কি-না,' জরুরি কণ্ঠে অনুরোধ করল জন। 'প্রতিটি ঘরে যাবে, খুঁজে দেখবে। নিশ্চিত হওয়া চাই যে শহরে নেই এমিলি, কারণ ফের যখন আসব আমি, হয়তো নরক নামিয়ে আনব এখানে!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথে ছুটল জন। যেখান থেকে এমিলির ট্র্যাক অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেখানে এসে পৌঁছল। খুঁটিয়ে দেখল। অ্যারোয়োর তলায় পৌঁছানোর আগেই উধাও হয়ে গেছে ট্র্যাক। উল্টোদিকেও নেই। একেবারে গায়েব হয়ে গেছে।

ভূতুড়ে ব্যাপারে বিশ্বাস নেই জনের। নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ রয়েছে, নইলে এভাবে গায়েব হয়ে যেতে পারে না একজন মানুষ আর একটা পশুর ছাপ। কোন না কোন চিহ্ন থাকতে বাধ্য। মানুষের ক্ষেত্রে হয়তো সম্ভব, কিন্তু খচ্চরের ক্ষেত্রে ট্র্যাক লুকানো সম্ভব নয়। খচ্চর বরাবরই খেয়ালী পশু, যেখানে যায় চিহ্ন ফেলে যায়···

ট্র্যাকের খোঁজে চক্রাকারে পুরো অ্যারোয়ো তালাশ করল জন। নেই। চটকানো ঘাস, আলগা হয়ে যাওয়া নুড়িপাথর, উপড়ে আসা ঘাস, ঝোপের খসে পড়া পাতা বা নরম কচি ডাল···কিচ্ছু নেই।

ট্রেইলে ফিরে এল জন, ভুরু কুঁচকে পরিস্থিতি বিবেচনা করল। এভাবে কেউ গায়েব হয়ে যেতে পারে না, যদি না তাকে গায়েব করা হয়···কিন্তু কীভাবে অসম্ভব কাজটা করা হলো? ফের ট্রেইল আর অ্যারোয়োর আশপাশ জরিপ শুরু করল ও, এবার এমিলির ট্র্যাক খুঁজছে না, বরং যে-কোন চিহ্নের সন্ধান করছে।

দু'বার পুরো এলাকা চক্কর কাটার পর উদ্দিষ্ট চিহ্নটা খুঁজে পেল।

অ্যারোয়োর তলায় প্রিকলি পিয়ারের বালির বুকে লম্বা একটা আঁচড়।

জিনিসটা অস্বাভাবিক। এ-ধরনের রেখা কে টানতে পারে? কেনই বা টানবে? স্যাডলে বসে থেকে দাগটা খুঁটিয়ে দেখল জন, ভুরু কুঁচকে ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর চট করে ব্যাপারটা ধরে ফেলল। নিশ্চিত হওয়ার জন্য নীচে নেমে মাটি পর্যবেক্ষণ করল। আনুমানিক বারো ফুট-বর্গ বিশিষ্ট একটা জায়গা রয়েছে যেখানে একটা ট্র্যাকও পড়েনি, অবশ্য সিওয়াশে যাওয়ার পথে জনের রোয়ানের ছাপের কথা বাদ দিলে।

চিন্তিত মনে অ্যারোয়োর তলার দিকে ফিরল জন, পা বাড়ানোর আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল। বালি, ইতস্তত পড়ে থাকা নুড়িপাথর আর কিছু ঝোপ রয়েছে। কোনটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত নয়। খুঁটিয়ে দেখতে ওর চোখে পড়ল কিছু ঘাস ঈষৎ নুয়ে পড়েছে, সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ি কুঁকড়ে গেছে, দু'একটা ঝরেও পড়েছে। ভারী কিছুর চাপে ওগুলোর এই দশা, অনুমান করল জন, তবে জিনিসটা কী বা কীভাবে টেনে নেওয়া হয়েছে বুঝতে পারল না।

অ্যারোয়োর ঢাল ধরে আরও একশো গজের মত মাটি নিরীখ করল জন, কয়েক জায়গায় বালির উপর আঁচড়ের দাগ দেখেছে, যেন কেউ ডাল দিয়ে ট্র্যাক মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। এ-কাজটা জন নিজেও দু'একবার করেছে, তবে জানে যে এভাবে দক্ষ ট্র্যাকারকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রশ্নটা তার মনে আসবেই: আঁচড় বা ডালপালার চিহ্ন কেন?

কারও ট্রেইল অনুসরণ করতে বুট বা খুরের পুরোপুরি বা স্পষ্ট ছাপের প্রয়োজন হয় না। কেউ চলাচল করেছে তার সামান্য নমুনাই যথেষ্ট। এভাবে ট্র্যাক মুছতে গেলে বরং উল্টো দেখিয়ে দেওয়া হয়।

একটু দূরে অপেক্ষাকৃত বড় একটা ড্রর সঙ্গে মিলিত হয়েছে অ্যারোয়োটা, তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে গেছে। ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছিল, এমন নমুনা এক কোণে খুঁজে পেল জন। অন্তত তিনটা, অনুমান করল। বেশ কয়েকটা সিগারেটের বাঁট পড়ে আছে, যেন

ঘোড়ার দায়িত্বে ছিল একজন, অপেক্ষার সময়টা ধূমপান করে কাটিয়েছে সে।

ড্রর কিনারে উঠে আসার পর কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা খুঁজে পেল জন–ঘোড়ার সঙ্গে একটা খচ্চরের খুরের ছাপ। খচ্চরটাকে লীড করে নিয়ে গেছে। এমিলি খচ্চরে চড়ে জানা না-থাকলে কিংবা ছাপগুলো ওর চেনা না-থাকলে জন ধরে নিত খচ্চরটাকে প্যাকহর্স হিসাবে ব্যবহার করছে এরা।

খচ্চরের ছাপের উপর নিজের বুট রাখল জন, খুঁটিয়ে দেখে নিল, তারপর একে একে অন্য ঘোড়ার ছাপের মাপ নিল। মানুষের পা বা ঘোড়ার খুরের ছাপ আসলে দস্তখতের মত, প্রতিটির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। পড়তে জানলে আলাদা করা কঠিন নয়। চারটা পশুর ছাপই মনে গেঁথে নিয়েছে জন, অন্য কোথাও দেখতে পেলে অনায়াসে চিনতে পারবে। একটা ঘোড়ার ট্র্যাক পিট হ্যালেটের বলে শনাক্ত করেছে ও, পাহাড়ে ওকে একা পেয়ে যেখানে পিটিয়েছিল সে, সেখানে একই ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে।

ঘুরে রোয়ানের কাছে ফিরে এল জন, লাগাম হাতে তুলে নিয়ে স্যাডলে চড়ল।

এবার অনিশ্চয়তার পথে যাত্রা করল ও। এমিলিকে খুন করেনি ওরা, সম্ভবত বন্দি করে নির্যাতন করবে কিংবা চাপ দিয়ে নির্দিষ্ট কোন কিছু আদায় করার পরিকল্পনা রয়েছে ওদের। পিট হ্যালেট সম্পর্কে যতটা জানে, তা থেকে অনায়াসে বলা যায় এমিলিকে জীবিত ফিরতে দেবে না সে···কথাটা বোধহয় এমিলিও জানে।

সৌভাগ্যের বিষয়, ঠিক সময়ে যাত্রা করেছে জন। হ্যালেট বোধহয় ভাবেনি এত তাড়াতাড়ি এমিলির অনুপস্থিতি ধরা পড়বে বা কেউ ওদের পিছু নেবে। আউটল ট্রেইলে বহুদিন চলাফেরা করেছে জন, এখানে ভাঁওতা দেওয়ার জন্য কী করা হয়, সবই ওর জানা। হ্যালেটদের আসল গন্তব্য অনুমান করতে অসুবিধা হলো না। ওরা যেভাবে এগিয়েছে, তা দেখে জনের মনে হচ্ছে সন্ধ্যার আগে কেউ

পিছু নেবে–এমন কিছু আশা করছে না ওরা।

সূর্য ইতোমধ্যে পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে, তবে দিনের আলো নিয়ে চিন্তিত নয় জন। বড়জোর দুই ঘণ্টা পিছিয়ে আছে ও, আর যেভাবে ট্র্যাক রেখে গেছে ওরা, দুলকি চালে ছুটেও অনায়াসে অনুসরণ করতে পারবে, ট্র্যাক খোঁজার জন্য স্যাডল ছাড়তে হবে না।

ঘোড়া তিনটা দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়েছে, বেশ দ্রুত ছুটেছে; তবে চিহ্ন দেখে জন বুঝল ওগুলোর সঙ্গে তাল মেলাতে সমস্যা হচ্ছে খচ্চরটার। প্রায়ই পিছিয়ে পড়ছে। জন আশা করল খেপে গিয়ে হয়তো ওটাকে গুলি করবে না হ্যালেট বা তার কোন ক্রু। বুড়ো এই খচ্চরটার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে এমিলির।

ড্র ছেড়ে উঠে এল জন, সমতলভূমি ধরে এগোল। সামনে পাহাড়সারি। এ-জায়গায় কখনও আসেনি ও, ধারণাও নেই। সামনে ট্রেইলের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছে, জানে যে-কোন মুহূর্তে হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে শত্রুপক্ষের সঙ্গে, কিংবা অ্যাম্বুশে গিয়ে পড়তে পারে। ধুলোর মেঘ নেই। আসলে কিছুই নেই।

পরের এক ঘণ্টায় ব্যবধান কমিয়ে ফেলতে সক্ষম হলো ও। তাজা ট্র্যাক চোখে পড়ছে এখন। তবে দিনের আলো যত কমবে, ততই অস্পষ্ট হয়ে উঠবে। অন্ধকার নামলে বাধ্য হয়ে থামতে হবে ওকে। এগিয়ে গেলে হয়তো ভুল পথে চলে যাবে।

রাতটা পিট হ্যালেটের জন্য বিশেষ সুযোগ।

র‍্যাঞ্চে নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে স্যামরা। এতক্ষণেও ফিরে যায়নি এমিলি, এদিকে জনের বিদায়ও হয়েছে অদ্ভুত ভাবে। লিলি জানে এমিলির ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে জন। দেরি করবে না দুই ভাই, শহরে এসে খোঁজ নেবে প্রথমে। সকালের আগে জনের ট্রেইলে উঠে আসার সুযোগ হবে না ওদের। ওরা যাতে অনায়াসে অনুসরণ করতে পারে, সেভাবেই চিহ্ন ফেলে এসেছে জন।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেছে, চেনা কোথাও যাচ্ছে পিট হ্যালেট। সরাসরি পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে ওরা, কোন পথ খুঁজছে

না, তারমানে চেনা কোথাও যাচ্ছে।

এদিকের কোন কিছু চেনা নেই জনের। একটু পর সন্ধ্যা নামবে। পাহাড়ের গোড়ায় শেষ ট্র্যাকটা দেখতে পেল, একটু এগোতে টের পেল একটা ক্যানিয়নের সামনে এসে পৌঁছেছে।

ডানে বা বামে মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা কম হ্যালেটদের, তা হলে অনেক আগেই সেটা করত। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল জন, মনোযোগ দিয়ে শব্দ শুনল। খোলা জায়গার চেয়ে ক্যানিয়নে শব্দ বেশি হয়, সেই শব্দ ছড়িয়েও পড়ে অনেকদূর পর্যন্ত। জন চায় না ওর উপস্থিতি টের পেয়ে যাক শত্রুপক্ষ। স্যাডলে নিশ্চল বসে থেকে কান পাতল। কিছুই শোনা যাচ্ছে না···কোথাও ডেকে উঠল রাতের একটা পাখি, শুধু এই। ধূসর আকাশের দিকে তাকাল জন, কয়েকটা তারা উঠে গেছে ইতোমধ্যে, হয়তো অনুজ্জ্বল আলোর মধ্যেও ট্র্যাক চোখে পড়বে। ক্যানিয়নের দেয়াল নিরীখ করল ও, আগুনের শিখার প্রতিফলিত আলো চোখে পড়তে পারে।

কিছুই নেই···

অস্বস্তি বোধ করছে ও। অস্বস্তিকর নীরবতা আর শীতলতা বিরাজ করছে ক্যানিয়নে, ধোঁয়ার গন্ধ নেই বাতাসে। ঘোড়াকে গুনে গুনে বারো কদম আগে বাড়াল জন, দু'হাত সামনে সরু হয়ে গেছে ক্যানিয়নের দেয়াল। স্যাডল ছেড়ে নামল ও, খুবই আলতো হাতে মাটি স্পর্শ করল, হাত বুলাল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ক্যানিয়নের সঙ্কীর্ণ খোলামুখের পুরোটা হাতের তালুর চামড়ায় অনুভব করল, আগু-পিছু করল; একসময় নিশ্চিত হলো এখানকার মাটিতে কোন ট্র্যাক নেই।

ঘোড়ার লাগাম হাতে পিছিয়ে এল ও, ক্যানিয়নের ডান পাশ দিয়ে এগোল। চোখ কুঁচকে তাকাল, ক্যানিয়নের দেয়াল বরাবর হয়তো ঢোকার পথ থাকতে পারে, কিংবা গাছগাছালির গাঢ় পটভূমির বিপরীতে ট্রেইলের ফ্যাকাসে অস্তিত্ব চোখে পড়তে পারে। কখনও কখনও আকাশের বিপরীতেও সরু ফাঁকা দাগ দেখা যায়–একটা ট্রেইলের অস্তিত্ব···তবে এমন কিছুই চোখে পড়ল না।

ডান দিকে ব্যর্থ হয়ে এবার ক্যানিয়নের বাম দিকে চেষ্টা চালাল জন, কিন্তু একই অভিজ্ঞতা হলো। ফিরে আসছে, এ-সময় ক্ষীণ একটা গন্ধ লাগল নাকে; সবুজ ঘাস, ঝোপ বা গাছের সোঁদা কিংবা স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ নয়।

ধুলোর গন্ধ···

হাঁটু গেড়ে মাটির উপর বসে পড়ল জন, আঙুল চালিয়ে মাটির মসৃণতা পরীক্ষা করল। ঘাস আর বুনো ফুল রয়েছে···ট্রেইলের অস্তিত্বও অনুভব করতে পারল, শেষে একটা খুরের আকৃতি টের পেতে সক্ষম হলো।

পমেল আঁকড়ে ধরে উঠতে যাবে, নিজেকে দুর্বল ও ক্লান্ত মনে হলো ওর, স্যাডলে মাথা এলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বড্ড ক্লান্ত লাগছে! সময়ের আগেই বিছানা ছেড়েছে। গুলি খাওয়ার পর আজই প্রথম বেরোল, পাহাড় পাড়ি দিয়ে এমন দীর্ঘ রাইড করার মত উপযুক্ত বা সুস্থ হয়নি শরীর।

কষ্টেসৃষ্টে স্যাডলে চড়ল ও, রোয়ানের ঘাড়ে আদুরে চাপড় মেরে বলল, 'চল্, দেখি কোথায় গেছে ওরা। বাছা, তোর সাহায্য ছাড়া ওদের খুঁজে বের করতে পারব না আমি।'

ট্রেইল ধরে এগোল রোয়ান। জন ওটার সামর্থ্যের উপর আস্থা রেখেছে, জানে অন্য ঘোড়ার গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক চলে যাবে। এই গুণটা যে-কোন প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি, স্বগোত্রীয়ের সঙ্গে থাকতে চায়। জনের ধারণা সঠিক ট্রেইল হলে হ্যালেটদের হাইডআউট খুঁজে বের করতে পারবে রোয়ানটা।

দ্রুত পায়ে হাঁটছে ঘোড়াটা। স্ক্যাবার্ডে রাইফেলের বাঁধন আলগা করে নিল জন, চাইলে যে-কোন মুহূর্তে যাতে তুলে নিতে পারে। সিক্সশূটারের ফিতা খুলে দিল।

রোখ চেপে গেছে ওর। হ্যালেট পেয়েছে কী? একের পর এক যন্ত্রণা করছে, কাঁহাতক সহ্য করা যায়? বয়স্কা একজন মহিলাকে আটক করেছে, ওর আত্মীয়া। আত্মীয়তার কথা না-হয় নাই ভাবল,

এই মহিলার সঙ্গে অন্তরঙ্গ কিছু সময় কাটিয়েছে ও, গল্প করেছে, একসঙ্গে কফি খেয়েছে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছে, ওর আন্তরিক শুশ্রূষা করেছে এমিলি টিরেল···

এবার একটা এসপার-ওসপার না-করলেই নয়।

উঁচু একটা টিলার উপর উঠে এল জন, চট করে ওপাশের ঢালে নেমে এল। চায় না রীজের পটভূমিতে ওর গাঢ় অবয়ব ফুটে উঠুক, কোন রাইফেলধারীর জন্য এক সেকেন্ডই যথেষ্ট। সামনে এক চিলতে তৃণভূমি, চাঁদের আলোয় পুরো তৃণভূমি রূপালি রঙ পেয়েছে, শুধু দীর্ঘ একটা লাইন বাদে। চারজন অশ্বারোহী চলে যাওয়ায় ঘাস থেকে রাতের কুয়াশা পড়ে গেছে মাটিতে, আবছা দাগ তৈরি করেছে রূপালি জমিনের বুকে।

ঘোড়াকে হালকা চালে ছোটাল জন। একই পথ ধরে এগোল, জানে যে ভেজা ঘাস মাড়িয়ে গেলেও কোন শব্দ হবে না। যা তৈরি হবে, স্যাডলের খসখস শব্দ যতটা দূরে পৌঁছায়, তারচেয়ে বেশি দূরে যাবে না।

সামনে অ্যাসপেন সারি। গড়পড়তার চেয়ে ঢের বড়, এত বড় সাধারণত চোখে পড়ে না। অ্যাসপেন বনের কিনারে এসে ঘোড়া থামাল জন। গাছের সাদা দীর্ঘকায় গুঁড়ি চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। যথেষ্ট উঁচুতে উঠে এসেছে ও, সামনে স্প্রূসের সারি, পাহাড়ী ঢালের চূড়া পর্যন্ত বেড়ে উঠেছে।

কী যেন মনে পড়বে পড়বে করেও মনে পড়ছে না, খুঁতখুঁতে লাগছে। সিওয়াশের কাছে এমিলির ট্রেইল খুঁজে পেয়ে যাত্রা করার পর অনেকটা পথ চলে এসেছে···আনুমানিক বিশ মাইল হবে। ক্লান্ত লাগছে ওর। রোয়ানের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়, প্রায়ই গতি কমে যাচ্ছে। ঢালু পথ ধরে উঠতে বেগ পাচ্ছে ওটা। তবে অ্যাসপেনের সারি হালকা হয়ে এসেছে, একটু দূরে ঢালের আরও উঁচুতে স্প্রূসের সারি চোখে পড়ছে।

মুখ তুলে তাকাল জন, আকাশের সঙ্গে মিশে থাকা টিম্বারলাইন

চোখে পড়ল–বড়জোর একশো ফুট উঁচুতে। ঘন স্প্রুস জন্মেছে ওখানে। গজদন্তের মত মাটির বুক থেকে বের হওয়া বয়স্ক একটা গাছ চোখে পড়ল একপাশে, কেন যেন জনের মনে হলো গাছটা আগেও দেখেছে, অদ্ভুত ভাবে একপাশে কাত হয়ে আছে ওটা।

থমকে গেল জন, ওর মনে হলো সবকিছু যেন অতীতে ফিরে গেছে। কুখ্যাত এক অতীতের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে রোয়ানটা।

ফিডলটাউন মাইন এলাকা এটা!

ফিডলটাউন সবচেয়ে কুখ্যাত হাইডআউট। আউটলদের জন্য নিরাপদ গুপ্তস্থান। ল-ম্যান দূরে থাক, খুব কম মানুষই এটার সঠিক অবস্থান জানে। আজ পর্যন্ত কোন ল-অফিসার এখানে আসতে পারেনি। একই নামে বেশ কয়েকটা খনি রয়েছে, তবে আরক্যান্সাসের এক মাস্তান এটার নামকরণ করেছিল। চেরি ক্রীকের কাছাকাছি এলাকায় ছুরির লড়াইয়ে এক লোককে খুন করেছিল সে।

পাসির ধাওয়া খেয়ে হঠাৎ এখানে চলে আসে লোকটা। সৌভাগ্যক্রমে পাহাড়ে সোনা খুঁজে পায়। পরিমাণে বেশি নয়, কিন্তু এলাকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে একটা কেবিন তৈরি করে সে পরবর্তীতে লোকটার নাম হয়ে যায় ফিডলটাউন জ্যাক। খনি থেকে একটু একটু করে সোনা তুলে জমাতে থাকে সে, ভেবেছিল বিপদের সময় বা পরিস্থিতি অনুকূল হলে বাইরের দুনিয়ায় গেলে কাজে লাগবে। মাঝে মধ্যে লুকিয়ে থাকার জন্য এখানে আসত ওর বন্ধুরা, এদের একজন ফিডলটাউন জ্যাকের লুকানো সোনা খুঁজে বের করে ফেলে। কিন্তু সোনা নিয়ে পালাতে গিয়ে খুন হয়ে যায় জ্যাকের হাতে। আর জ্যাক খুন হয় চোরের পার্টনারের হাতে।

পরের ছয়-সাত বছর এমনকী আউটলরাও ফিডলটাউনের মাটি মাড়ায়নি। তবে এরপর প্রায়ই এখানে এসে থেকেছে কেউ না কেউ। জন নিজেও এসেছিল একবার, রেঞ্জার ছিল যখন। এক আউটলকে ধাওয়া করে চলে এসেছিল। এটা সাত বছর আগের কথা। এরপর কারও কাছেই এ-জায়গার কথা শোনেনি।

রোয়ানকে হাঁটিয়ে আরও কয়েকশো গজ এগোল জন, তারপর রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। স্যাডল ছেড়ে নেমেও দাঁড়িয়ে থাকল। হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না, ইচ্ছে করছে এখানেই শুয়ে পড়ে। মাথা ঝিমঝিম করছে, ফাঁকা মনে হচ্ছে ভিতরটা। দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা পর্যন্ত পমেল আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

শেষে ঘোড়াকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে উইনচেস্টার তুলে নিল হাতে, তারপর ইন্ডিয়ানদের মত ভূতুড়ে নিঃশব্দতায় অ্যাসপেন আর স্প্রুসের সারির ফাঁকফোকর গলে কেবিনের দিকে এগোল।

খনির টানেলের মুখে একটা বাঙ্কহাউস আছে, জানে জন, গোপন একটা সেলার রয়েছে যেখানে খনি থেকে তুলে আনা সোনা লুকিয়ে রেখেছিল ফিডলটাউন জ্যাক। পাশে আরও দুটো জীর্ণ লগ-কেবিন রয়েছে, পরে তৈরি করেছিল কেউ, তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে প্রায়। এখানে প্রায়ই চোদ্দ-পনেরো ফুট গভীর তুষার পড়ে, সমস্ত গর্ত ভরে যায়। সমতলভূমি থেকে এখানকার উচ্চতা দশ হাজার ফুটেরও বেশি।

প্রথমে হ্যালেটদের ঘোড়ার খোঁজ করল জন। ঘোড়া দেখলে মানুষের সংখ্যা জানা যাবে। এমিলি টিরেলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর ও, কিন্তু পরিস্থিতি না-জেনে কেবিনে ঢুকে পড়া আত্মহত্যার শামিল হতে পারে। ও মারা গেলে সেটা কোন উপকারে আসবে না এমিলির।

বাঙ্কহাউসের পিছনে করালে পাওয়া গেল ঘোড়াগুলো। তিনটা ঘোড়া আর একটা খচ্চর। তবে করালের কাছে গেল না জন, বরং দূর থেকে নজর রাখল।

তিনটা ঘোড়া, ভুরু কুঁচকে ভাবছে ও···একটা কি প্যাকহর্স হিসাবে ব্যবহার করেছে ওরা? নাকি ক্রেমার ছাড়াও অন্য কেউ আছে হ্যালেটের সঙ্গে? তিনজন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ অ্যারোয়োর ধারে, যেখানে এমিলিকে কব্জা করেছিল ওরা, সেখানে তিনজনের

ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে জন।

সন্তর্পণে এগোল ও, করাল থেকে দূরে রয়েছে, কারণ যে-কোন একটা ঘোড়া ওর গন্ধ বা উপস্থিতি টের পেয়ে ডেকে উঠে সতর্ক করে দিতে পারে শত্রুদের। বাড়ির দেয়াল ধরে এগোল ও, ছাদের বাড়তি অংশের নীচে মাথা নিচু করে রেখেছে। জানালার কাছে পৌঁছল। বাড়িটা নিচু হওয়ায় জানালাও নিচু। জানালায় নোংরা আবর্জনা আর মাকড়সার ঝুলে একাকার, ভিতরের কিছুই চোখে পড়ছে না বললে চলে, তবে প্রথমেই এমিলি টিরেলকে দেখতে পেল।

মহিলাকে দেখে উৎসাহ বোধ করল ও, বুক ছলাৎ করে উঠল। পিঠ টানটান করে চেয়ারে বসে আছে এমিলি। ডান গালে বিশ্রী কালশিটে দাগ পড়ে গেছে, সম্ভবত ওকে অপহরণ করার সময় মেরেছিল কেউ। ঠোঁট ফেটে ফুলে গেছে এক জায়গায়। মার খেয়েছে, নিজের বিপদও উপলব্ধি করতে পারছে এমিলি, কিন্তু তেজ এতটুকু কমেনি, শত্রুদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে সামান্য দ্বিধাও করছে না।

ভিতরে সাড়াশব্দ নেই। পুরুষদের কাউকে চোখে পড়ল না। প্রতিটি লোকের সঠিক অবস্থান জানার আগে সক্রিয় হতে চায় না জন। কিংবা চায় না ও কেবিনে ঢোকার পর লাইন-অভ-ফায়ারে পড়ুক এমিলি। সেক্ষেত্রে, হয়তো দু'জনেই বেঘোরে মারা পড়বে। মুশকিল হলো, কাউকে দেখা যাচ্ছে না, উপরন্তু তিনজনের কেউ হয়তো বাইরে পাহারায় রয়েছে। জন দরজার দিকে এগিয়ে গেলে সে হয়তো পিছন থেকে নিকেশ করে ফেলবে ওকে।

রাইফেল হাত বদল করল জন, ডান হাতে পিস্তল দুটো পরখ করল। ঠিকমতই আছে।

নিচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, তারপর দেয়াল বরাবর কেবিনের ওপাশে চলে এল। এ-পাশ থেকে হয়তো দেখতে পাবে কাউকে। এই জানালারও একই দশা। ভিতরে প্রায় কিছু চোখে পড়ছে না। আবছা ভাবে জন দেখতে পেল এমিলির উল্টোদিকে

দেয়ালের কাছাকাছি টেবিলের ওপাশে বসে আছে একজন, কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। তারমানে অন্তত দু'জন আছে এখানে, ভাবল জন।

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এখনই বিপদের সম্ভাবনা নেই এমিলির, তবে নিশ্চিত বলা যায় না। বাইরে থেকে লোকটার কথা শোনা যাচ্ছে না, যা শুনতে পাচ্ছে বেশ অস্পষ্ট। মনে হয় না এমিলিকে বেশিদিন আটকে রাখার চেষ্টা করবে ওরা। হ্যালেট জানে সকাল হলে ট্রেইলে নেমে পড়বে টিরেলরা, হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াবে। স্যাম বা ব্রায়ান যতটা চৌকস, এখানে এসে পৌঁছলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভয় দেখিয়ে তাড়ানো যাবে না ওদের, ভাঁওতাও দেওয়া যাবে না। মায়ের প্রাণের বিনিময়ে যদি র‍্যাঞ্চটা লিখেও দেয় টিরেলরা, শুধু কাগজই পাবে হ্যালেট, কারণ এমিলিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা মাত্র তার পিছনে লেগে যাবে স্যাম আর ব্রায়ান।

তাই, এমিলিকে নিয়ে যে-পরিকল্পনাই থাকুক হ্যালেটের, সেটা এখানেই এবং শিগ্‌গিরই সেরে ফেলবে সে।

কেবিন থেকে সরে এসে স্টেবলের কাছে চলে এল জন। ইঞ্চি ইঞ্চি করে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল, তৃতীয় লোকটাকে খুঁজছে। খুঁজে না-পাক, অন্তত জানা দরকার সে কেবিনে না বাইরে আছে। দুই জানালা দিয়ে দেখে সন্দেহ নিরসন করা যায়নি।

জীর্ণ স্টেবলে নেই কেউ, খনির মূল টানেলের মুখেও নেই। সন্তর্পণে পুরো এলাকায় চক্কর কাটল জন, প্রয়োজনে থেমে কান পাতল।

কেবিনে একটাই দরজা, আর জানালা: দুটো। পাথরের উপর গোড়ালির ভর দিয়ে বসল জন, পরিস্থিতি বিচার করল। যেভাবে হোক ভিতরের লোক দুটোকে বের করে আনতে হবে। দরজায় এসে দাঁড়ালে পিস্তলে নিজের কারিশমা দেখানোর সুযোগ পাবে ও। তিনজন সশস্ত্র, বেপরোয়া ও কঠিন মানুষের বিরুদ্ধে একা লড়া চাট্টিখানি কথা নয়। লোকগুলো ওকে যতটা সুযোগ দেবে, তারচেয়ে এক রত্তি বেশি সুযোগ তাদের দেওয়া যাবে না। জন নিশ্চিত পাহাড়ে

ওকে আচ্ছামত পিটিয়েছিল যে-দলটা, এই তিনজনই ছিল সেই দলে।

পরিকল্পনা ঠিক আছে, কিন্তু মুশকিল হলো ভিতরের লোক দুটোকে বের করে আনার উপায় ওর জানা নেই।

রাতে ঠাণ্ডা পড়বে। নিশ্চয়ই আগুন জ্বালিয়েছে ওরা। কোনরকমে যদি ছাদে উঠতে পারে···

উঁহুঁ, ধারণাটা বাতিল করে দিল জন। ছাদে উঠলে শব্দ পেয়ে বুঝে ফেলবে ওরা। পাল্টা কাউকে খুন করতে পারার আগেই ওকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে ফেলবে। এরা কেউই আনাড়ি নয়, শব্দ হওয়া মাত্র বাইরে বেরিয়ে আসবে, দেখবে ছাদে কী বা কে উঠেছে। কিংবা ঘরে বসেই ছাদের দিকে গুলি করবে। এই কাজটা জন নিজেও করেছে কয়েকবার। ছয় ইঞ্চি পুরু পাইন কাঠ অনায়াসে ভেদ করবে ফর্টি-ফাইভ ক্যালিবারের বুলেট। ছাদটা স্রেফ কয়েকটা লম্বা কাঠের উপর কাদা আর ঘাস বিছানো।

স্টেবলে এসে প্রমাণ সাইজের দড়ি সংগ্রহ করল জন, লাগাম হিসাবে ব্যবহার করার জন্য যতটা লম্বা দরকার হয়। দড়ি নিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল ও, দৃষ্টি দিয়ে দূরত্ব মেপে ফাঁস তৈরি করল। ছাদে চিমনির কাজ করছে একটা পাইপ।

একবারের বেশি চেষ্টা করতে হলো না। পাইপে ফাঁস আটকে গায়ের জোরে টান দিল ও। হুড়মুড় করে ভেঙে গেল কাদা মাটির তৈরি চিমনি। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চেঁচিয়ে উঠল একাধিক লোক। গাঢ় ছায়ায় মিশে গেল জন, তারপর দ্রুত পায়ে কেবিনের দরজার দিকে এগোল।

ততক্ষণে ভিতরটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে। ছুটে বেরিয়ে এল ওরা। প্রথম লোকটাকে আগেও দেখেছে জন, তবে নাম জানে না। বিশাল বুকের ছাতি লোকটার, গানবেল্টের উপর ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। পিস্তল হাতে ছুটে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সে, টার্গেট দেখা মাত্র গুলি করার জন্য তৈরি। কিন্তু এতটুকু সময় নষ্ট করল না জন।

হাতের উইনচেস্টার খানিক উঁচু করল ও, তারপর কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টেনে দিল। হ্যামারের ক্লিক শব্দ শুনতে পেল লোকটা, একই সময়ে গুলি করল, একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। প্রথম গুলি থেকে একটু দূরে বিঁধল জনের দ্বিতীয় গুলি—ভুঁড়িতে।

কেবিনের ভিতরে এতক্ষণ আলো জ্বলছিল। আলোটা নিভিয়ে দিল কেউ, পরপরই দ্বিতীয়জন বেরিয়ে এল। লোকটার আবছা অবয়ব লক্ষ্য করে গুলি করল জন, মিস্ হলো। সহসা ওর পিছনের ঝোপে বিদ্ধ হলো দুটো তপ্ত সীসা।

আর দেরি করা সমীচীন মনে করল না জন, প্রাণপণে ছুটল কেবিনের দিকে। এমিলির জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। দরজার কাছে পৌঁছেছে, এ-সময় ভোঁতা শব্দে দরজার চৌকাঠে বিদ্ধ হলো শত্রুর গুলি। ডাইভ দিয়ে ভিতরে পড়ল জন। পুরো কেবিন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, দেখল হাত-পায়ের বাঁধন খোলার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে এমিলি। সমানে কাশছে। অবশ্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না জন, আবছা একটা কাঠামো চোখে পড়ছে শুধু।

তীক্ষ্ণধার ছুরি বের করে এমিলির বাঁধন কেটে দিল ও। 'সাবধান!' নিচু স্বরে ওকে সতর্ক করল এমিলি। 'হ্যালেট আর ক্রেমার বাইরে আছে।'

অথচ জনের ধারণা ছিল তিনজন···তারমানে আরও একজন রয়েছে।

'ক্রল করতে পারবে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ও।

মেঝেয় ওর পাশে বসে পড়ল এমিলি, বলার আগেই ক্রল করে দরজার দিকে এগোল। বাইরে নিশ্চয়ই ঘাপটি মেরে আছে শত্রুরা। একটা চেয়ার তুলে বাইরে ছুঁড়ে মারল জন, তারপর চট করে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। রাইফেল তুলে এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করল, এমিলি যাতে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যেতে পারে।

পাল্টা দুটো গুলি ছুটে এল, তারপর অখণ্ড নীরবতা। আবছা ভাবে জন দেখতে পেল করালের কাছে চলে গেছে এমিলি। কেউ

গুলি করছে না। সন্তর্পণে দরজার বাইরে পা রাখল জন, মাথা নিচু করে ছুটল করালের দিকে। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কোন ছায়ার নড়াচড়া চোখে পড়ল না।

পাহাড়ের ঘাড় অবধি উঠে এসেছে চাঁদ। করালের দীর্ঘ ছায়ায় হাঁটু গেড়ে বসে থাকল ওরা।

'আমাকে নিয়ে ভেবো না,' ফিসফিস করে বলল এমিলি। 'এখন আর বন্দি নই। ঘোড়া ছাড়া এটাও আছে।' কাপড়ের ভাঁজ থেকে বিশাল ড্র্যাগুন কোল্টটা বের করে দেখাল ওকে। কেবিন থেকে বেরোনোর আগে নিশ্চয়ই হাতিয়ে নিয়েছে।

আবছা আলোয় আঙিনায় একজনকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মারা যায়নি সে, আসলে অবস্থা তারচেয়েও খারাপ, এখন মৃত্যুই কামনা করছে লোকটা। পেটে গুলি খাওয়া মানুষ দেখেছে জন, অভিজ্ঞতাটা সুখকর নয়। যে গুলি খায়, তার জন্য রীতিমত নরকের নির্যাতনের মত।

কোথাও কিছু নড়ছে না, কারও সাড়া নেই। চাঁদের ম্লান আলোয় চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল জন, কাউকে দেখতে না-পেলেও সিদ্ধান্তে পৌঁছল যতক্ষণ নড়াচড়া না-করছে ততক্ষণ বিপদের ভয় নেই ওদের। রাইফেল করালের এক পোস্টের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে একটা সিক্সশূটার তুলে নিল ও, কেউ বেরিয়ে এলেই ফুটো করে ফেলবে।

শান্ত, নীরব চারদিক। কিছু দূরে বয়ে যাওয়া ঝর্নার কুলকুল ধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, করালে পায়ের ভর বদল করল একটা ঘোড়া। কেবিনে আগুন নিভে গেছে বোধহয়, কারণ এখন আর ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। বাঙ্কহাউসের দরজার পাল্লা হাট হয়ে খোলা, আয়তাকার কালো কাঠামো, ওখানে অবস্থান নিলে হয়তো আধ-ডজন লোককে ঠেকিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু খোলা জায়গাই পছন্দ জনের।

রাতটা বড় চমৎকার। কান পাতলেই অ্যাসপেনের মর্মরধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। চাঁদ উঠে গেছে পাহাড়ের উপর, মায়াবী আলোয় ভরে গেছে পুরো উপত্যকা, গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে মাটিতে নেমে

এসেছে, ঝিরঝিরে বাতাসে রূপালি ঝিলিক তুলছে। দূরে, পাহাড়ের চূড়ার দিকে অনড় দাঁড়িয়ে থাকা স্প্রুসের কাঠামো যেন প্রার্থনায় দাঁড়ানো কালো রোব পরা মঙ্কের দল।

একে একে পুরানো দালান, জীর্ণ কেবিন, লগের তৈরি বাঙ্কহাউস, খনির টানেলের কালো গহ্বরে ঘুরে গেল জনের শ্যেনদৃষ্টি। কোথাও ডেকে উঠল রাতের নিঃসঙ্গ একটা পাখি, চাঁদের কাছে অভিযোগ জানাল বোধহয়। মাঝে মধ্যে অ্যাসপেন পাতার খসখস শব্দ হচ্ছে, যেন ফিসফিস করছে স্কুলে পড়ুয়া মেয়েরা। ঠায় বসে থাকল জন, হাতে পিস্তল, পাশে বসে আছে এমিলি টিরেল।

নিচু স্বরে নীরবতা ভাঙল একটা কণ্ঠ বড়জোর ত্রিশ ফুট দূরে রয়েছে লোকটা। যদ্দূর মনে পড়ছে এর আগে মাত্র একবার কণ্ঠটা শুনেছে জন, তবে ঠিকই মনে করতে সক্ষম হলো। লেফ ক্রেমার।

'জন ক্যালকিন?'

উত্তর দেওয়ার খায়েশ নেই জনের, কিংবা শুধু কণ্ঠ শুনে গুলি করারও ইচ্ছে নেই। আগে ক্রেমারের কথা শেষ হোক। লোকটার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেছে, কিন্তু তাড়াহুড়োয় বা হুজুগের বশে গুলি করা ওর রীতিবিরুদ্ধ, অকারণেও গুলি করে না।

সুতরাং অপেক্ষায় থাকল জন। দেখা যাক না, কী বলে সে।

'জন, আমি লেফ ক্রেমার। এখান থেকে কেটে পড়ছি। যথেষ্ট হয়েছে। এমিলি টিরেলকে খুন করার ইচ্ছে আমার কখনোই ছিল না, এখনও নেই। এটা সম্পূর্ণই হ্যালেটের ব্যাপার।'

ক্রেমার থেমে যাওয়ায় নীরবতা নেমে এল আবার। জন ভাবছে কারও নিঃশব্দ নড়াচড়া বা তৎপরতা ঢাকা দেওয়ার জন্য ক্রেমার কথা বলছে কি-না।

'খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসছি আমি,' খেই ধরল ক্রেমার। 'করালে গিয়ে একটা ঘোড়ায় চড়ব, তারপর এখান থেকে চলে যাব। দয়া করে গুলি কোরো না।'

উত্তরে এবারও নীরব থাকল জন। টের পেল গোপন অবস্থান

থেকে বেরিয়ে এসেছে ক্রেমার, ধীরে ধীরে পিছু হটছে। একটু পর ট্রেইলে খুরের শব্দ শোনা গেল, ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। একসময় অখণ্ড নীরবতা নেমে এল।

দু'জন রয়ে গেছে এখনও···

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল জন, পিছনে করালের এক কোণের পোস্ট। ওর চেয়ে লম্বা ওটা।

সহসা কেবিনের ভিতর একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল কেউ, লণ্ঠন ধরাল। লণ্ঠনের চিমনি আগের জায়গায় বসিয়ে দেওয়ার ক্ষীণ ক্লিক শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল জন। কেবিনে নড়াচড়া করছে কেউ, মাটিতে ক্রাচের ভোঁতা ভারী শব্দ হলো। পরপরই একটা চেয়ার টেনে সরাল কেউ, ভারী একজন লোক বসল চেয়ারে।

'এমি,' ফিসফিস করে বলল জন। 'কেবিনে গিয়ে ঢুকেছে ও।'

'বোকার মত উল্টাপাল্টা কিছু করে বোসো না, জন।'

'আমাদের ধারে-কাছে কোথাও রয়েছে বাইরের লোকটা।'

'নিশ্চিন্তে তোমার কাজ সেরে ফেলো। বাইরের লোকটাকে আমার উপর ছেড়ে দাও।'

'বাচাল বলে বদনাম আছে হ্যালেটের। বোধহয় আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিছু নিশ্চয়ই বলার আছে ওর। সেটা না-বলে খুন করবে না আমাকে।'

'বেশ, যাও।'

ঘুরে লম্বা লম্বা পায়ে খোলা জায়গা ধরে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল জন। হাতে সিক্সশূটার ছিল এতক্ষণ, কয়েক কদম এগিয়ে ওটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাল। কান পেতেও কোন শব্দ শুনতে পেল না।

ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পিট হ্যালেট, কিছুটা বাম দিকে হেলে আছে, বরাবর যেভাবে দাঁড়ায়, যেন বাম ক্রাচটা বেশি ব্যবহারে অভ্যস্ত সে। হোলস্টারে পিস্তল দেখা যাচ্ছে। জন জানে আরও একটা রয়েছে তার কাছে, বগলের কাছাকাছি কোটের ভিতর। বাহু সামান্য নাড়ল সে, লুকানো পিস্তলের বাঁট চোখে পড়ল ক্ষণিকের জন্য। ইচ্ছে

করে দেখিয়ে দিল ওকে!

কেন?

অপেক্ষায় থাকল জন, শরীরের প্রতিটি স্নায়ু সজাগ, টানটান। বাচাল বলে দুর্নাম ওর নেই, সুতরাং সে-ই কথা বলুক। তা ছাড়া, ক্লান্ত জন। দুর্বল এবং অসুস্থ লাগছে নিজেকে। পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, শিথিলভাবে দেহের পাশে ঝুলছে দু'হাত। শিগ্‌গিরই সুস্থ হতে না-পারলে কখনোই ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়া হবে না ওর। তার আগে অবশ্য এই আপদ বিদায় করতে হবে।

হঠাৎ নীরবতা ছাপিয়ে উঠল হ্যালেটের কণ্ঠ। 'অনেক ঝামেলা করেছ, ক্যালকিন, সারা জীবনে কারও কাছ থেকে এত বিরোধিতা পাইনি আমি। প্রথম দিন আমার সঙ্গে যোগ দিলে এত ঝামেলা হত না। তুমিও বাঁচতে, আমিও বেঁচে যেতাম।'

'পছন্দ না-হলে কারও কাজ করি না আমি।'

'আমার দোষটা কী, আমি কি বেতন কম দেই? তা ছাড়া, আমি তোমার কোন ক্ষতিই করিনি তখন।'

'দোষ তোমারও আছে। তোমার লোকদের হাতে মেয়েটাকে অপদস্থ হতে দেখে ভাল লাগেনি আমার।'

'তাই? কিন্তু তোমার কী হয় ও? কিচ্ছু না। সামান্য এক নেস্টরের মেয়ে। টাকা খরচ করলে ওর মত মেয়ের অভাব হয় না কখনও।'

'তোমার কাছে সামান্য হতে পারে, আমার কাছে সব লোকের দাম আছে; এবং সব লোকেরও নিজস্ব মতামত বা পছন্দও আছে। ওর পছন্দমত সঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার আছে মেয়েটার, ওভাবে জোর করে নয়।'

হেসে উঠল সে, চোখের তারায় কৌতুক খেলা করছে। 'আমি তো শুনেছি তুমি শক্তপাল্লা। সেটা অবশ্য প্রমাণ করেছ। কিন্তু মেয়ে দেখলে দুর্বল হয়ে পড়ো, এটা জানতাম না।'

'দুর্বলতা কী জিনিস জানি না, হ্যালেট। অসহায় একটা মেয়ে, বিপদে ওকে যে-কারও সাহায্য করা উচিত ছিল। তাই করেছি আমি।

অথচ লেন্স হর্নার লোকটা…'

'ওই পর্ব খতম হয়ে গেছে, ক্যালকিন,' জনকে থামিয়ে দিল পিট হ্যালেট। 'হর্নার মারা গেছে। কিন্তু এমিলি টিরেলের পক্ষ নিলে কেন?'

'এমিলি একজন ক্যালকিন। কারণ হিসাবে এটাই যথেষ্ট।'

পায়ের ভর বদল করল সে, একপাশে হেলে গেল দেহটা। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগল জনের। স্রেফ মনের সন্দেহ হতে পারে, তবে কারণটা জানে না।

'খুবই দুঃখের কথা। চাইলে ভাল জোট গড়তে পারতাম আমরা। তুমি, ক্রেমার আর আমি। সত্যি অজেয় জোট হত।'

'ক্রেমার নেই।'

প্রবল বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল পিট হ্যালেট, বিশ্বাস করতে পারছে না। 'মানে? নেই মানে, কোথায় গেছে ও? ওকে খুন করেছ? গুলির শব্দ তো শুনিনি!'

'ভেগে গেছে। তোমার সঙ্গে নাকি যথেষ্ট থেকেছে। বলল এমিলি টিরেলের পিছনে লাগার ইচ্ছে ওর কখনোই ছিল না, স্রেফ তোমার চাপাচাপিতে এতদিন তাল মিলিয়ে এসেছে। ও তো চলে গেল। এখন তুমি একা, হ্যালেট।'

স্মিত হাসল হ্যালেট, নিজেকে ফিরে পেয়েছে আবার। 'তাই? এই যদি হয় অবস্থা,' এক কদম এগিয়ে এল সে, কিছুটা পাশ ফিরে দাঁড়াল। 'চেয়ারে বসলে কিছু মনে করবে না তো? ক্রাচে ভর দিয়ে বেশিক্ষণ…'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল পিট হ্যালেট। হঠাৎ ডান হাতের ক্রাচটা উপরে উঠে এল, এত দ্রুত যেন ভেল্কি দেখিয়েছে সে।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করল জন।

ঝটিতি উঠে এসেছে ক্রাচটা, হ্যালেট ভাব করেছে যেন টেবিলের উপর নামিয়ে রাখবে। চোখের পলকে ড্র করেছে জন, কোমরের কাছ থেকে গুলি করেছে। ক্রাচটা ওর বুক বরাবর উঠে আসার আগেই পেটে গুলি খেল পিট হ্যালেট। দ্বিতীয় গুলি লোকটার ডান কব্জিতে

গিয়ে বিঁধল। অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠে ক্রাচ ছেড়ে দিল সে। ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় পড়ে যাচ্ছে হ্যালেট, হাত বাড়িয়ে চেয়ার চেপে ধরল, কিন্তু ওটা সহ মেঝেয় পড়ল শেষে।

'খোঁড়া একজন মানুষকে গুলি করেছ তুমি···?' ক্ষীণ হয়ে এল হ্যালেটের কণ্ঠ, কিন্তু চোখে আগুন জ্বলছে এখনও। ক্রাচ দুটো পড়ে গেলেও সামলে নিয়েছে সে, মেঝেয় আধশোয়া অবস্থায় কোটের ভিতরে লুকিয়ে রাখা পিস্তল ধরতে ডান হাত বাড়াল।

বাইরে তীক্ষ্ণ স্বরে গর্জে উঠল একটা পিস্তল, শব্দ শুনে জন নিশ্চিত হয়ে গেল ওটা ড্র্যাগুন কোল্টের আওয়াজ। 'এদিকে সবকিছু ঠিকঠাক আছে, জন,' চড়া স্বরে জানাল এমিলি। 'এই ব্যাটাকে শায়েস্তা করেছি।'

পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে জন, দেখল কাঁপা হাতে লুকানো পিস্তলের বাঁট ছুঁলো হ্যালেট। 'হ্যালেট, প্রথম দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার, কেন একটা ক্রাচকে বেশি গুরুত্ব দাও তুমি। অনেক ভেবেও রহস্যটা ধরতে পারছিলাম না, কিন্তু এইমাত্র পরিষ্কার হয়ে গেল।'

মুক্ত হাত বাড়িয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা ক্রাচটা তুলে নিল জন। ক্রাচের দৈর্ঘ্য বরাবর একটা রাইফেলের দীর্ঘ ব্যারেল ফিট করা, হাতলে গ্রিপ-ট্রিগার রয়েছে। পিস্তল হিসাবে ব্যবহার করতে সমস্যা হত না হ্যালেটের, টার্গেট বরাবর ক্রাচ তুলে ট্রিগার টেনে দিলেই হলো। বুম! বগলে বা বেল্টে লুকিয়ে রাখা পিস্তলের কথা শুনেছে জন, তবে এটা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় চমক।

পিস্তলটা বের করছে হ্যালেট।

'আরেকটা গুলি খেতে চাও, হ্যালেট? এমনিতে মরবে যখন, কষ্ট বাড়িয়ে লাভটা কী?'

জ্বলে উঠল লোকটার চোখ, জনের চোখে চোখ রাখল। 'নিকুচি করি তোমার, ক্যালকিন! ওই বুড়িটা আস্ত ডাইনি, তা না হলে···'

'ভিলেন হিসাবেও তুমি ব্যর্থ, হ্যালেট। নইলে ওভাবে কোন মহিলার কাছে যায় কেউ? এমিলি যে কেমন মানুষ, জানো না,

আসলে জানার চেষ্টাও করোনি। মনে করেছ স্রেফ মেয়েমানুষ, দুটো হুমকি দিলে বা ভয় দেখালে কেটে পড়বে। বুঝবেই বা কীভাবে, তুমি তো সস্তা এক টিনহর্ন।'

কেবিনে ঢুকে জনের পাশে এসে দাঁড়াল এমিলি।

'দুঃখিত, পিট হ্যালেট, কিন্তু বাধ্য হয়ে তোমার হাঁটু গুঁড়িয়ে দিয়েছি আমি। উপায় ছিল না। তুমি আমার স্বামীকে খুন করেছ, অথচ ওর নখেরও যোগ্য নও তুমি। কখনও হতেও পারবে না।'

'নিকুচি করি তোমার!' ম্লান সুরে বিড়বিড় করল সে। 'আমি...'

কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দেহটা। একজন খোঁড়া মানুষ, আগাগোড়া শঠ আর নিষ্ঠুর। জীবিত অবস্থায় কী মূল্যই বা ছিল তার; অথচ এ-লোকই কি-না ফ্রাঙ্ক টিরেলের মত সাচ্চা মানুষকে খুন করেছে। ব্যাপারটা চিন্তা করে বিহ্বল হয়ে পড়ল জন। ভালমানুষ অকালে ঝরে যায়, অথচ অসৎ লোক দিব্যি বেঁচে থাকে, সুন্দর পৃথিবীকে কলুষিত করে তোলে। প্রকৃতির বিচার বোঝা সত্যি দায়।

'এমি,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'চলো, এখানে আর কাজ নেই আমাদের। স্যামরা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা করছে। যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার।'

'মনে হচ্ছে অধীর হয়ে পড়েছ তুমি, সান। সত্যি অতটা পথ যেতে পারবে এখন? তোমার শরীরের যা অবস্থা, রাতটা এখানে বিশ্রাম নিলে হত না?'

'তুমি পারলে আমিও পারব। কিন্তু হতচ্ছাড়া এই জায়গায় এক মুহূর্তও বেশি থাকতে রাজি নই আমি!'

'বেশ।'

পাহাড় পেরিয়ে খোলা প্রান্তর ধরে ঘোড়া ছোটাল ওরা, এমি আর জন। মাইল কয়েক যেতে দুই ভাইয়ের দেখা পেয়ে গেল ওরা।

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন – প্রয়োজনে ২টি কাগজ নিন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? –কা আ হোসেন।

মোঃ আফজাল হোসেন
ভাঠাটিকর-১৭, টিলাগড়, সিলেট।

মায়মুর'দার নতুন দুটি ওয়েস্টার্ন বই 'অধিকার' ও 'শক্তপাল্লা' একই সঙ্গে পড়া শেষ হলো। বই দুটি পড়তে অত্যধিক ভাল লাগছিল দুটি কারণে; প্রথমত, প্রিয় লেখক মায়মুর'দা এবং দ্বিতীয়ত, দুটি বইতেই প্রিয় লেখকের প্রিয় চরিত্র রক বেননের অংশগ্রহণ। তবে বই দুটির নেতিবাচক দিক হলো তিনি বেননকে অতিথি চরিত্রে নিয়ে এসেছেন। এমনকী 'শক্তপাল্লা' বইটিতে বেননের সামান্যতম অ্যাকশনও রাখেননি, সম্পূর্ণ এক ডিটেকটিভ অফিসার বানিয়ে দিয়েছেন। মায়মুর'দার কাছে প্রশ্ন – রক বেনন কি তার পূর্বের দ্রুততা হারিয়ে ফেলেছে? এ প্রশ্নটিও রইল: স্বর্ণঈগল, ক্যালিবার .৪৫, বা খুনে ক্যানিয়নের মত বই কি আর তবে বের হবে না? কাজীদা, প্রশ্নগুলো কিন্তু অবশ্যই মায়মুর'দাকে জানাতে হবে উত্তর জানার জন্য।

★ মায়মুরদা'র উত্তর যে ধরনের কাহিনী নিয়ে ওই বই দুটি রচনা করা হয়েছে, সেখানে রক বেননকে নায়কের ভূমিকায় রাখা একেবারেই সম্ভব ছিল না। নায়কের উপর দিয়ে গিয়ে খুব বেশি অ্যাকশন দেখাবারও সুযোগ ছিল না; তা করতে গেলে মাটি হয়ে যেত গল্প। তাই ও সাহায্যকারী বন্ধুর ভূমিকাতেই রয়ে গেছে, নায়কের বাহাদুরিতে ভাগ বসাবার চেষ্টা করেনি। ...রক বেনন তার বীরত্ব ও দ্রুততা হারালে নিজেকে এসব গোলমালে জড়াতই না। ...উপযুক্ত কাহিনী পেলে বেনন তার আগের ভূমিকায় ফিরে যাবে। যাক, এবার আপনার কাছে প্রশ্ন : বেননকে কি নায়কদের বন্ধু হতে বা তাদের সাহায্য করতে বারণ করে দেয়াই উচিত হবে বলে মনে করেন?

মিসেস তারানা ইসলাম
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

কাজীদা, সালাম নিবেন। নঈম'দার ক্যালকিন সিরিজের বই 'রক্ষা' আমাদের উপহার দেওয়ায় অসংখ্য ধন্যবাদ। কিছুটা বিশ্লেষণাত্মক বইটি পড়ে অনেক কিছু জানা গেল। বিশেষ করে 'দূরের পাহাড়' বইটির অনেকদিন পর 'রক্ষা'র মাধ্যমে আবারও প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসতে পেরে অনেক ভাল লাগল। আর ক্যালকিনরা যে আইরিশ, তারা অনেক বেশি জ্ঞানী এবং তাদের মধ্যে অন্যতম জ্ঞানী মানুষ 'জন', এটা নঈম'দা অনেক কৌশলে আমাদের জানিয়ে দেওয়ায় তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

কাজীদা, আপনার মাধ্যমে নঈম'দার কাছে দুটি প্রশ্ন–

১। 'রক্ষা' বইয়ের অনেক জায়গায় রেনিগেড শব্দটি ব্যবহার করলেও এর অর্থ বা যুদ্ধের কোন অংশকে রেনিগেড বলা হয় তা জানাননি, অথচ এটা আমাকে যথেষ্ট কৌতূহলী করে তুলেছে।

২। 'দূরের পাহাড়' বইটিকে কি আমরা ক্যালকিন সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরে নেব?

☆নঈম'দাকে হাতের কাছে পাচ্ছি না – তিনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসায় খুব বেশি ব্যস্ত। রেনিগেড শব্দটি যদিও ওয়েস্টার্ন কাহিনিতে বহুল ব্যবহৃত, তবু আপনার খটকা শুনে অভিধান দেখে সঠিক অর্থটা জানাবার চেষ্টা করছি : প্রথমে এর মানে ছিল স্বধর্মত্যাগী, পরে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় দলত্যাগী হিসাবে শব্দটি বেশি চালু হয়।

'দূরের পাহাড়' সম্পর্কে তাঁর কী বক্তব্য সেটা জেনে নিয়ে পরে একসময় জানাব। ...চিঠির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

নিশাত তাসনিম রুসনা ও ঝর্না

ঢাকা দক্ষিণ, গোপালগঞ্জ, সিলেট।

প্রিয় কাজীদা, শুভেচ্ছা রইল। মাহবুব'দার মত হঠাৎ করেই আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন না, এই আশাটা অন্তত আপনার কাছে করছি। নঈম'দার 'রক্ষা' বইটিতে ক্যালকিন-এর কাহিনি পড়ে খুব করে এরফান-এর কথা মনে পড়ল। মাহবুব'দা চলে চলে যাওয়ায় কীভাবে এরফানের দিন কাটছে এটা জানতে বড্ড ইচ্ছা করে। আমাদের মতে ওয়েস্টার্ন জগতে এরফানই আসল হিরো।

কাজীদা, আমাদের একটা ইচ্ছা বেননের কোন একটা বইয়ে এরফানের বর্তমান স্বাভাবিক জীবন যেমন – তেমনি বেননও তার পরিবারের ও ছেলের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করছে ইত্যাদি বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে মায়মুর'দা একটা বই উপহার দিয়ে আমাদের অশান্ত মন শান্ত করে তুলুন প্লিজ!

☆মানুষকে একটা সময় তো সংসারী হতেই হয়। কিন্তু একবার বিয়ে দিয়ে ফেলে পরবর্তীতে নায়ক-নায়িকার জমজমাট প্রেমের কাহিনি পেয়ে গেলে তখন? মারাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর আহত হয়ে মরো-মরো অবস্থায় নায়িকার সেবা-যত্ন ও আদর কাড়ার সুযোগ থাকবে আর? সেজন্যেই বোধহয় লেখকরা সহজে বিয়ে দিতে চান না নায়কদের।